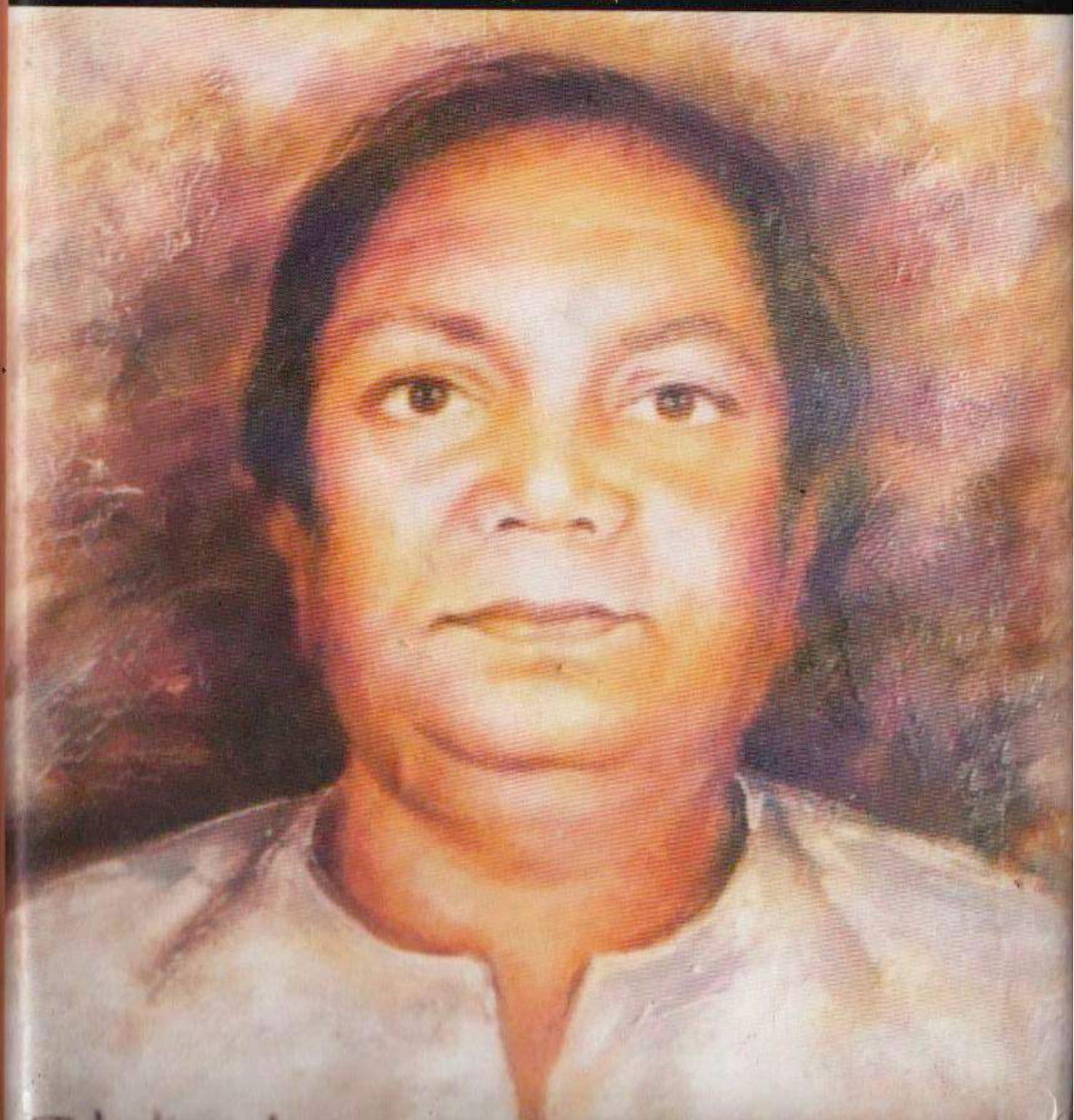
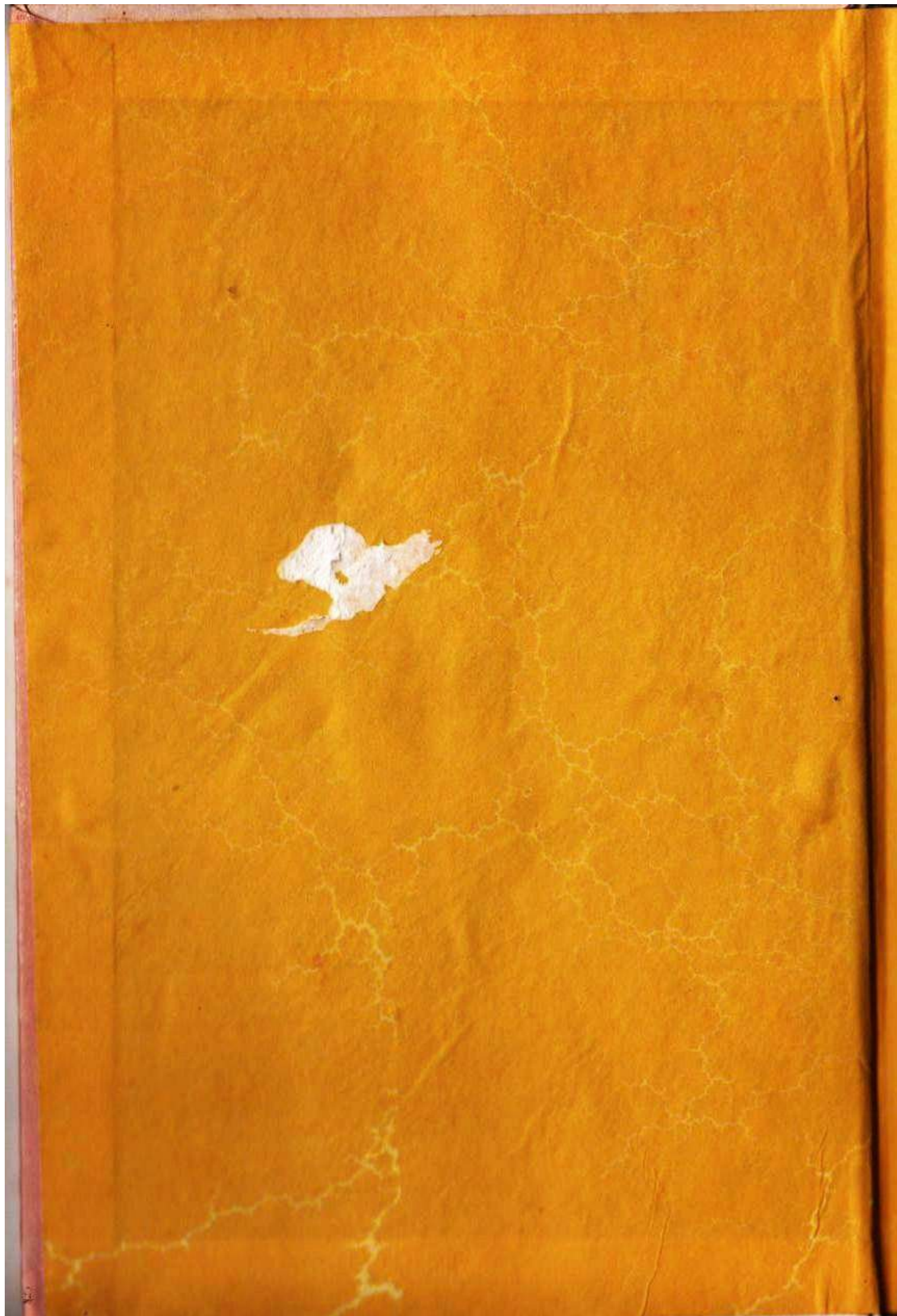


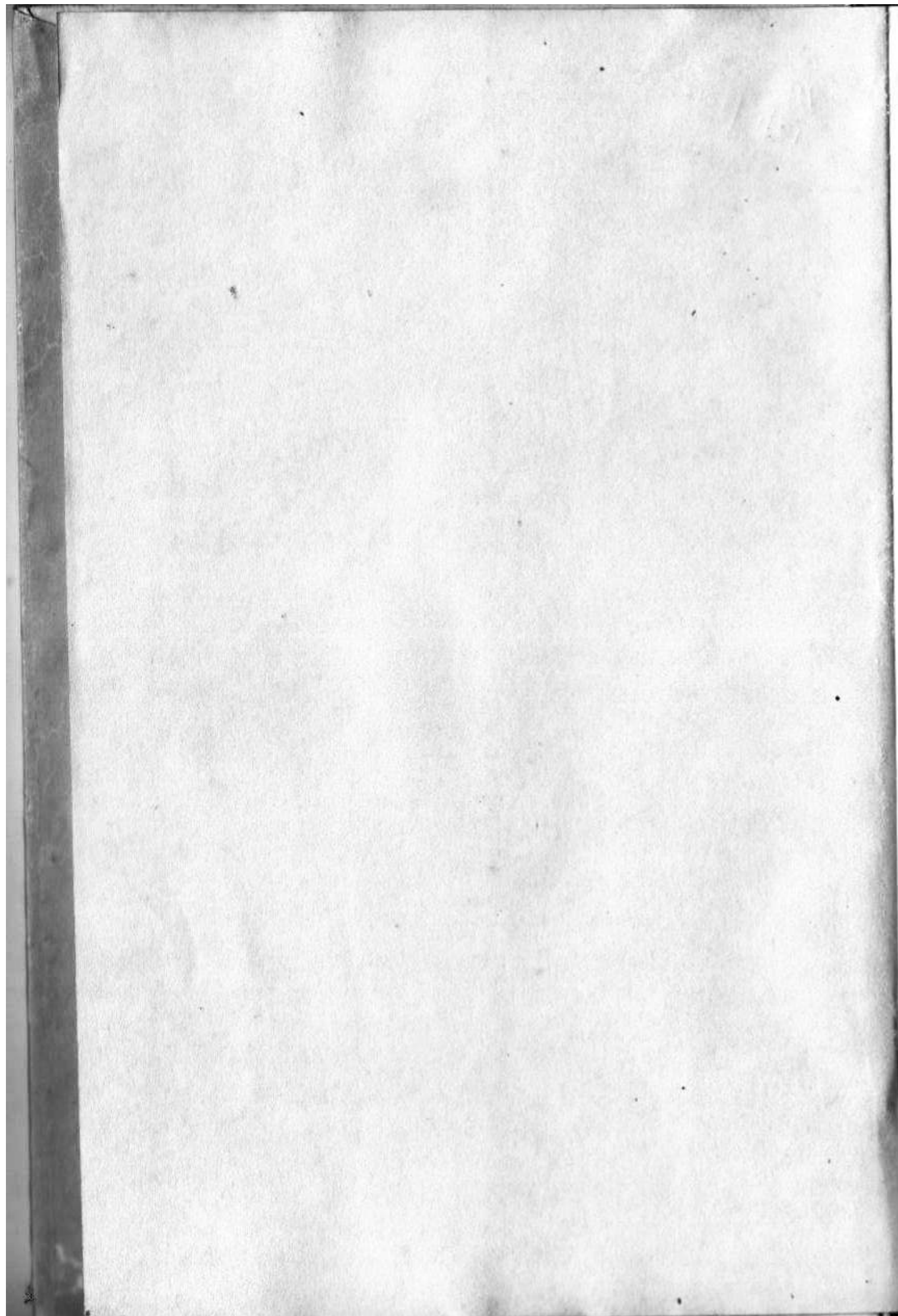
ড. কালীপ্রসাদ সিংহ
স্মারকগ্রন্থ

সম্পাদনা : সুশীলকুমার সিংহ





78
13/12/2012



মনীন্দ্রনাথ মিত্র-

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ স্মারকগ্রন্থ

संस्कृत-विश्व-कोश

संस्कृत-विश्व-कोश

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ স্মারকগ্রন্থ

সুশীলকুমার সিংহ সম্পাদিত

পৌরি

ঘোড়ামারা, ডাক : আদমপুর বাজার

উপজেলা : কমলগঞ্জ, জেলা : মৌলভীবাজার, বাংলাদেশ।

ইমেইল : pouri100@gmail.com

[এ সংকলন এহান গৌহাটিৰ স্মনামধন্য স্বেচ্ছাসেবামূলক সংগঠন 'মিড্ৰাল' বারো
গৌহাটিৰ বামুনি-ময়দাননিবাসী বিশিষ্ট সমাজসেবী
শ্ৰীযুক্ত বিশ্বেশ্বৰ শৰ্মা গিৰকৰ আৰ্থিক পাংলাকে প্ৰকাশিত অইল]

পৌৰি প্ৰকাশনা-১৭

সম্পাদনা
সুশীলকুমাৰ সিংহ

সম্পাদনা সহযোগী
হেমন্তকুমাৰ সিংহ

প্ৰচ্ছদ
শক্তিকুমাৰ সিংহ, গৌহাটি

মেয়েক হাজানিৎ
হামোম প্ৰবিত, আদমপুৰ বাজাৰ
সঞ্জিত সিংহ, গোলৈ হাওৰ

প্ৰকাশকাল
বিস্মৃতিপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষাশহিদ দিবস
১৬ মাৰ্চ ২০১২ খ্ৰি.

ছাপানিৎ
মুদ্ৰণবিদ কম্পিউটাৰ অ্যান্ড অফসেট প্ৰিণ্টাৰ্স
কলেজ ৰোড, শ্ৰীমঙ্গল, বাংলাদেশ।

মূল্য
বাংলাদেশে ২৫০ টকা, ভাৰতে ২০০ টকা

DR. KALIPRASAD SINHA SMARAKGRANTHA
Dr. Kaliprasad Sinha Commemoration Memento Book
Edited by Sushil Kumar Singha
Published By POURI,
Kamalganj, Moulvibazar, Bangladesh.

সম্পাদকর কথা

প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক, গবেষক, লেখক বারো দার্শনিক ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকে তার বহুমাত্রিক প্রতিভা উতার বহুবিচিত্রভাবে প্রকাশ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর সাদে কুস্তিরাং জ্ঞাত আহানরে মিমাঙে কাকরেদেসিল। গিরকর সাদে ব্যক্তিত্ব আগ আমার মাঝে জরম অসিল উহান আমার সৌভাগ্যহান। গিরকে সমাজ এহানরে নিয়ামপারা দিয়া গেলেগাও আমি গিরকরে লাঙ্গুনা, বঞ্চনা, অবহেলা ছাড়া আরতা কিস্তাউ দিয়া নুয়ারেসি। সমাজর হাবি থাকর মানুষে গিরকর অবদান নাউ হারপাসি। গিরকর অবদান উহানরে সম্মান জানানিরকা 'ড. কালীপ্রসাদ সিংহ স্মারকগ্রন্থ' এহান প্রকাশ করানি অইল পৌরিংত। গৌহাটির নাঙপাল্লা শ্বেচ্ছাসেবামূলক সংগঠন 'মিঙাল' বারো গৌহাটির বামুনি-ময়দাননিবাসী সমাজসেবী ডাঙরিয়া শ্রীবিশ্বেশ্বর শর্মা গিরকে রূপাল পাংলাক করানিয়ে স্মারকগ্রন্থ এহান চলাক করে পাঠকর আতে ফৌকরে দেনা সম্ভব অইল। তানুর ভূমিকা এহানরে হুন্দা ধন্যবাদ জানেয়া লেই না করতাঙাই। এক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যপ্রবাসী গৌহাটির তরুণ সমাজকর্মী বিজিৎ শর্মা গিরকরে মি শ্রদ্ধাল নিংশিং অউরি। দূরেইং থায়াউ গিরকে আমারে যেসাদে ধৌতাল দিয়া যারগা উহানে আমিযৌ উজ্জীবিত অয়ার।

সংকলন এহানাং ড. কালীপ্রসাদ গিরকর মারুপ, ছাত্র-ছাত্রী, গিরকর তত্ত্বাবধানে পিএইচডি করেসিলা গবেষক বারো আমার সমাজর সমাজকর্মী, লেখক, শিল্পী গিরিগিথানির লেখা ফাম পাসে। আরতাউ অনেক গিরিগিথানির লেখা আমি যৌকরে নুয়ারলাং, সময়মত হাবির লগে যোগাযোগ করে নুয়ারলাং— উহানে মি ক্ষমাপ্রার্থী। সংকলনর লেখা এতাং পেইতাঙাই ড. কালীপ্রসাদ গিরকর জীবনেতিহাস আলোচনা, ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ, তার রচনা বা সাহিত্যকর্মর মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয় এতা। সংকলন এহানর হাবি লেখকরেও মি ধন্যবাদ

জানাউরি, তানু সময়মত লেখা দিয়াপেঠেয়া সংকলন এহানরে ঝঙ্ক করেদিলা। সংকলনহানর কলেবরগ চিন্তা করিয়া কোন কোন লেখকর লেখা খানি সামকরানি অইল, নিংকরৌরি সংশ্লিষ্ট লেখক উতাই ক্ষমাসুন্দর মিষ্টেংল বিষয় এহান চা'দিতাঙাই। সংকলন এহানর সম্পাদকগ হিসাবে মি কতিহান সুচারুভাবে দায়িত্ব পালন করলু মাতে নুয়ারতৌ তবে দশ গিরিগিথানির লেখাল সংকলন আহান প্রকাশ করানি কতিহান কঠিন কামহান উহান এতার লগে জড়িত আসি উতাই হারপাসি। দশ গিরিগিথানির দশরকম বানান, তারো লেখা উতার বানান সংহত রূপ আহানাৎ আনানির চেষ্টা করেসি। উতাউ খানি সমস্যা থা গেলগা। বানানরীতি আহান লেপ নাসে পেয়া সমস্যা এহান থা যিতইগা। লেখা সম্পাদনার ক্ষেত্র বাংলা একাডেমির আধুনিক বানানপদ্ধতি অনুসরণ করানি অইল। আশা কররি হাবিয়ে যাকরতাঙাই। সংকলন এহান সর্বাদুসুন্দর করানিরকা মোরে তথ্য, ছবি বারো পরামর্শ দিয়া পাংকরলা গিরিগিথানির মাঝে কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ, শ্যামানন্দ সিংহ, ড. স্মৃতিকুমার সিংহ, প্রভাসকান্তি সিংহ (শিলচর), চিত্রশিল্পী সুনীল সিংহ, দিলীপকুমার সিংহ (শিলচর), দেবযানী সিংহ, কবি সন্তোষ সিংহ, কবি কাঞ্চনবরণ সিংহ, প্রতিভা সিংহ (গৌহাটি), চন্দ্রকুমার সিংহ (বাংলাদেশ) প্রমুখর নাঙ মি শ্রদ্ধাল উল্লেখ কররি। অ্যালাবমে দেসি ছবি উতা ফটোশপে সম্পাদনা করিয়া ছাপানির উপযোগী করেদিলা আলোকচিত্রশিল্পী রঞ্জিত সিংহই। তার পাংলাক এহানরকা কৃতজ্ঞতা জানাউরি। সংকলন এহানর প্রচ্ছেদগ আকেদিলা প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শক্তিকুমার সিংহ গিরকে। গিরকরেউ ধন্যবাদ জানাউরি।

সংকলন এহানর মাধ্যমে ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর মঙ্গলবার্তাহান উত্তর-প্রজন্মরাং ফৌকরে দেনা পারলে আমার শ্রম সার্থক অইতই বুলিয়া নিংকরতাঙাই।

সুশীলকুমার সিংহ

সূচিপত্র

Professor Kaliprasad Sinha and Anundoram Borooah
Institute of Language, Art & Culture

Dr. Dilip Kumar Kalita	১১
KALIPRASAD SINHA : A TRIBUTE	
Dr. Swapna Devi	১৩
DR. KALIPRASAD SINHA : AN EXTRA-ORDINARY SCHOLAR- PHILOSOPHER	
Dr. Sujata Purkayasth	২৩
Reading between the lines	
Ramlal Sinha	৩২
আমার শিক্ষাগুরুর স্মরণে শ্রদ্ধাজলি	
ড. মুক্তা বিশ্বাস	৩৮
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতির জনক কালীপ্রসাদ	
ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ	৪১
ড. কালীপ্রসাদ সিংহ	
মণীন্দ্রকুমার সিংহ	৫৩
ড. কালীপ্রসাদ সিংহ : নিঃশিঃ নিরলে	
বরেন্দ্রকুমার সিংহ	৫৭
অজ্ঞা কালীপ্রসাদ গিরকর নিঙে	
হেমকান্তি সিংহ	৬০
ড. কালীপ্রসাদ গিরকর সাহিত্য-সাধনা	
হরিন্দাস সিংহ	৬৩
ড. কালীপ্রসাদদার নিঃশিঙে দ্বি-আকচুটি কথা	
অধ্যাপক বীরেন্দ্র সিংহ	৬৭

এ মালেমর করুণতম এলাহান	
কুমকুম সিংহ	৭০
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির অগ্রদূত ড. কালীপ্রসাদ সিংহ	
গজেন্দ্রকুমার সিংহ	৭৪
ভাষাচার্য ড. কালীপ্রসাদ সিংহ	
শ্যামানন্দ সিংহ	৭৮
ড. কালীপ্রসাদ দাদার নিঙে দ্বি-আকচুটি	
ব্রজগোপাল সিংহ	৮২
বিতর্কিত প্রতিভা আহান	
চাম্পালাল সিংহ	৮৫
ড. কালীপ্রসাদ সিংহ : জীবন আহান	
মথুরা সিংহ	৮৭
কালীপ্রসাদদা : সমাজদরদি মানু আগ	
কালাসেনা সিংহ	৯০
ড. কালীপ্রসাদ সিংহ : বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর শাচক আগ	
অনুকূল সিংহ	৯৫
মেঘালা জোনাক	
সমরজিৎ সিংহ	৯৮
জ্ঞানতপস্বী ড. কালীপ্রসাদ	
ড. রণজিত সিংহ	১০০
এলার মালা, কবিতামালা, প্রবন্ধমালা আদির স্রষ্টারে স্মৃতিমালা আকডাল	
ড. স্মৃতিকুমার সিংহ	১০৮
বিতর্ক বারো ড. কালীপ্রসাদ সিংহ	
দিল্‌স লক্ষ্মীন্দ্র সিংহ	১১৬
ড. কালীপ্রসাদ : নিঙে-নিংশিঙে	
সুধন্য সিংহ	১২৩
ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর নিঙে শ্রদ্ধাঞ্জলি	
প্রভাসকান্তি সিংহ	১৩১
পূজনীয় কালীপ্রসাদ গিরকর নিংশিঙে	
সুনীলকুমার সিংহ	১৩৩
কালীপ্রসাদ অজার নিংশিঙে	
বিমল সিংহ	১৩৯
মোর নিংশিঙে কীর্তিমান ড. কালীপ্রসাদ সিংহ	
মণিলাল সিংহ	১৪৬

জড়িয়া পড়িল ধ্রুবতেরাগ	
রাজকুমার অনিলকৃষ্ণ সিংহ	১৪৮
ড. কালীপ্রসাদ সিংহ বার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ	
চন্দ্রকুমার সিংহ	১৫০
কাদান্ত কালীপ্রসাদদারে	
অনিতা সিংহ	১৫৩
স্বর্গীয় অজা কালীপ্রসাদ গিরকর নিঃশিৎ-তর্পণ	
ড. তরুণকুমার সিংহ	১৫৭
দিকদর্শক লালফামী ড. কালীপ্রসাদ	
শিবেন্দ্র সিংহ	১৫৯
ড. কালীপ্রসাদ অজার নিঙে দ্বি-আকচুটি	
ডা. সুকুমার সিংহ বিমল	১৬১
অমৃতস্য পুত্রা	
সুশীলকুমার সিংহ	১৬৩
ড. কালীপ্রসাদ অজার নিঃশিঙে	
আন্তকান্তি সিংহ	১৭৪
আ থ্রেট অ্যাকাডেমিশিয়ান !	
গুভাশিস সিনহা	১৭৮
মোর দেহা আচানক প্রতিভা আহান	
সন্তোষ সিংহ	১৮১
পাঠক আগর মূল্যায়ন আকচুটি	
কাঞ্চনবরণ সিংহ	১৯২
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী পদাবলি-সাহিত্যর বিবর্তন : গীতিস্বামীন্ড কালীপ্রসাদ	
হেমন্তকুমার সিংহ	১৯৪
পরিশিষ্ট	
১. ড. কালীপ্রসাদ সিংহের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি	১৯৯
২. ড. কালীপ্রসাদ সিংহের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থতালিকা	২০২
আলোকচিত্র	২০৯

**Professor Kaliprasad Sinha and
Anundoram Borooah Institute of Language,
Art & Culture
Dr. Dilip Kumar Kalita**

Anundoram Borooah Institute of Language Art & Culture, Assam (acronym ABILAC) was established by the Govt of Assam in the hallowed memory of Anundoram Borooah, the great Sanskrit Scholar and civilian. The Institute is engaged in Research in the fields of language, art and culture of Assam. Almost all the scholars from Assam have come into contact with this Institute at one point of time in their lives.

Prof. Kaliprasad Sinha was one of the brightest scholars Assam has even produced. He worked in the University of Gauhati as well as Assam University, Silchar. Though he shifted to Silchar while working in Assam University, his love for Gauhati University did not decrease as Gauhati was his first place of work. He donated his personal collection of Books and Journals to the Krishna Kanta Handique Library of Gauhati University while he was at Silchar. The authorities of the Krishna Kanta Handique Library of the Gauhati University had gone to Silchar at Prof. Sinha's invitation to bring his collection of books and journals.

Prof. Sinha had contributed to the field of Philosophy as a professor of Philosophy and this contribution alone would have immortalized him. But Prof. Sinha was not satisfied with

this position as a renowned Philosopher. He wanted to do something for his own people, the Bishnupriya Manipuri people.

He had completed a dictionary of the Bishnupriya Manipuri and it was published from Kolkata under the title "An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri" in the year 1986. After his retirement in 2003 he started working on the published Dictionary and enlarged and revised it. By that time he was old and weak and needed some support as he was passing his retired life without any pension. He submitted this revised and enlarged Bishnupriya Manipuri-English Dictionary to ABILAC and I readily agreed to publish it and paid a small amount towards royalty. I also suggested him to incorporate Assamese meanings. Dr. Sinha wanted Bengalee meaning also to be incorporated. It was finally agreed upon that Assamese and Bengali meanings also will be incorporated in the Dictionary.

But before he could begin the work of including the Assamese and Bengali meanings his health deteriorated and he could not carry out the work any more. He could not even do the proof reading of the work. His adopted daughter and son-in-law, his brother Shyamananda Sinha and few others helped us after his demise in continuing the work of bringing out the dictionary. In fact Sri Shyamananda Sinha is painstakingly doing the proof reading of the Dictionary at present. The Bishnupriya Manipuri Sahitya Parishad, the Bishnupriya Manipuri Students Union and many noted Bishnupriya Manipuri scholars have shown concern for the Dictionary which has encouraged us in continuing with the work.

I feel that the soul of the great philosopher and scholar will rest in peace only if we can bring out the Dictionary of his dreams.

Dr. Dilip Kumar Kalita : Director, Anundoram Borooah Institute of Language, Art & Culture, Gauhati, Assam.

KALIPRASAD SINHA : A TRIBUTE

Dr. Swapna Devi

At the outset, I would like to congratulate POURI (Manipuri Tathya O Gabesana Kendra), Bangladesh, for publishing the present volume in honour of Professor Kaliprasad Sinha, a renowned academician of the Barak Valley, whose contribution in field of Sanskrit education is reat indeed. I convey my sincere gratitude to Sushil Kumar Singha for inviting me to contribute a paper in the same and thus giving me a scope to pay me tribute to Dr. Kaliprasad Sinha, my teacher. My revered teachers from school level up to university level, whose immense contribution only has made me where do I exist today and Prof. Sinha is one of them.

I came in contact with Prof. Sinha in the year 1968, when I was admitted in B.A. 1st year class as a student in the Department of Sanskrit, where Prof. Sinha had been serving as a lecturer. I remember Prof. Kshitish Chandra Paul Choudhury, Prof. Kaliprasad Sinha, Prof. Sukhamay Bhattacharya, Prof. Rameswar Brahmachari and the days with pleasing memories, since we can taken by them, their selfless love and affection for students, their Dedication for building up students career and character, which made the whole environment of the department of Sanskrit heavenly indeed.

The Department of Sanskrit, Assam University, Silchar was established in 1995, with four (04) faculty members. Professor Kaliprasad Sinha joined as Head of the Department of Sanskrit in July, 1995. Dr. Swapna Devi and Dr. Haripada Chakrabarty as Readers and Dr. Snigdha Das Roy as lecturer joined the department in July, 1995. Later Dr. Bhagirathi Biswas, Dr. Shanti Pokhrel as lecturer and Govind Sharma as Assistant Professor joined the Department. Professor Kaliprasad Sinha, guided us to run the Department. He served as Head of the Department for three years. It is under his able leadership that the Department of Sanskrit started its journey. He contributed much, during these days, for the academic development of the Department and always remained as a source of inspiration to us. He retired from the department as the Dean, School of Languages, Assam University, Silchar.

Professor Kaliprasad Sinha was a successful teacher. Before joining in Assam University, he served in the Department of Sanskrit, Gauhati University and the Department of Sanskrit, Tripura University also. A number of students have been awarded the Ph.D. degree. Professor Kaliprasad Sinha was a successful teacher and Research guide. He was extremely methodical. It is only from him that none can reach one own's goal without being methodical. He took special care in keeping office files. He used to keep carefully a piece of small paper even. I learnt a lot from him as an able administration.

Professor Kaliprasad Sinha has established 'Divyaśram' in his village, which is situated in the rural area of Silchar town and inhabited mainly by Bishnupriya Community. The said Āśram is having a Children School and organizes different programmes based Bishnupriya Manipuri cultures.

Prof. Sinha has written a number of research papers and composed many books. Apart from Indian Philosophy he has in his credit the books on Veda and Scientific Literature in Sanskrit. His contribution especially in the field of Indian Philosophy and Bishnupriya Manipuri literature, has been recognized not only in Barak Valley and whole of the state of Assam and Tripura but throughout India and abroad.

The number of books, composed Prof. Sinha, in our knowledge, is seventeen (17). These books are as follows :

1. Nyāyadarśana-vimarsaḥ
2. Śāṅkaravedānte Tatṭvamīmāṃsā
3. Śāṅkaravedānte Jñānamīmāṃsā
4. Absolute in Indian Philosophy
5. Thoughts on Tantra and Vaiṣṇavism
6. Śrīcāitanya's Vaiṣṇavism and its sources
7. The Philosophy of Jainism
8. Indian Theories of Creation
9. Reflexions on Indian Philosophy
10. Nairātmyavāda – The Buddhist Theory of Not-self
11. Darśanatraya
12. A Critique of A. C. Bhaktivedānta
13. Veda-pariciti
14. Science in Ancient India
15. The Bishnupriya Manipuri Language
16. The Bishnupriya Manipuris : their Language,
Literature and Culture
17. An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri

In the next few pages, we will make an humble attempt to give a brief introduction of the works of Prof. Sinha, available to us.

1. Nyāyadarśana-vimarśaḥ :

The Nyāyadarśana-vimarśaḥ or work in Sanskrit is based on Nyāyavaiśeṣika darśana. The book is an easy exposition of the main topics discussed in two texts, viz., The Tarkasaṃgraha of Annambhaṭṭa and the Bhāsāpariccheda of Viśvanātha Pañcānana Bhattacharya. In this work, the writer, collecting different commentaries, has clearly explained the topics. The book can be treated as a compilation work for clear understanding of the readers. The work has been helping the students and researchers of the field.

2. Śāṅkaravedānte Tattvamīmāṃsā :

The Śāṅkaravedānte Tattvamīmāṃsā has been composed in Sanskrit and based on Advaita vedānta darśana. The main tenets and general problems of Advaita vedānta have been dealt with in the work. Prof. K.P. Sinha himself has confessed that it is not an original work rather it is a compilation of some topics found in original texts of the school of Advaita vedānta and explains the topics clearly in simple Sanskrit. The book is based on the commentary of Śāṅkara on the Brahmasūtra, the Vedānta-paribhāṣā and Vedāntasāraḥ. He has incorporated some topics from the Advaitasiddhi and the Tattvaprādīpikā in the work.

In this work, the Advaita concepts of the world, the individual Self (Jīvātmā), Brahman (Paramātmā) and liberation have been discussed mainly and reconciled the views of different philosophers of the school. Here, the credit of the writer lies in the fact that he has composed this compilation work with the sole intension of helping the students and researchers of the field in easy understanding the original texts without facing any difficulties found in the commentaries on the original texts.

3. Śaṅkaravedānte Jñānamīmāṃsā :

Vedānta epistemology is the topic of the work Śaṅkaravedānte Jñānamīmāṃsā. The work in Sanskrit has dealt with the general problems of the Vedānta epistemology and is based mainly on the Śaṅkara's commentary on the Brahmasūtra, the Vedānta-paribhāṣā and the Vedāntasāraḥ.

4. The Philosophy of Jainism :

In the Philosophy of Jainism Prof. K.P. Sinha has discussed elaborately the topics viz., the theory of knowledge, the world, categories, the concept of self. Practices, problem of Iśvara and the concept of liberation in Jainism. The work incorporates exhaustive quotations from the original texts such as the Ācāranga-sūtra, the Brhaddravvyasamgrahaḥ, the epitome of Jainism, the gommata-sāra, the Jainadarśana, the Jaina Tarkabhāṣā, the Nyāyāvatāra, the Prameya-Kamala-Mārtanḍa, the Pravacana-sāra, the Sarva-darśana samgrahaḥ, the Syādvādamāñjari, the Sarvārtha-siddhi, the Tarkabhāṣā, the Viśvataṭṭvaparakāśa etc. The book has been helping a lot the readers and researchers in the field of study and research.

5. Absolute in Indian Philosophy :

In the Absolute in Indian Philosophy Prof. Sinha endeavored to give a comprehensive idea of the concept of Absolute; the personal Iśvara and the impersonal Brahman after the twenty schools of Indian thought. They are as follows :

- i. The Vedic Samhitā, the Upaniṣad and the Bhagavadgītā.
- ii. The School of Buddha Philosophy.
- iii. The School of Nyāyāvaiśeṣika Philosophy.
- iv. The School of Sāṃkhya Philosophy.
- v. The School of Yoga Philosophy.

- vi. The Philosophical School of Vijñānabhikṣu.
- vii. Śaṅkara's Philosophical School.
- viii. Bhāskara's Philosophical School.
- ix. Nimbārka's Philosophical School.
- x. Madhava's Philosophical School.
- xi. Vallava's Philosophical School.
- xii. Śrī Caitanya's School of Philosophy.
- xiii. The School of Pāsupata Śaivism.
- xiv. The School of Śaivasiddhānta.
- xv. Śrīkanṭha's Philosophical School.
- xvi. The School of Vīra-Śaivism.
- xvii. The School of Pratyabhijñāna Śaivism.
- xviii. The School of Śaktism.
- xix. The School of Grammar.

In composing the book, the original texts consulted by the author are – i. R̥gveda, ii. The Bhagavatpurāṇa, iii. The Brahmasūtra, iv. Śaṅkara Bhāṣya on Brahmasūtra, v. Nyāyadarśana and vi. The Charakasamhitā etc. He has provided exhaustive quotations from these texts in support of his discussions also.

6. Thoughts on Tantra and Vaiṣṇavism :

This book incorporates essays in two sections. Section – I deals with Tantra and Vaiṣṇavism has been dealt with in section II.

In the Section – I, the author has concentrated on the topics viz., Śiva as a Vedic god, Vedic origin Śakti – the mother goddess, Vedic origin of Tāntrik practices, Śivaliṅga, Tāntric practice with Makāras, Animal sacrifice, three Śakti's and the Granthis, energy as the material cause of the world and sound as the absolute.

In the section – II has been covered by the author are The love between Śrīkr̥ṣṇa and Gopīs,

Experience of Rasa as means of liberation.

The concept of Bhakti or devotion.

Śaṅkara and Śrīcāitanya on philosophical problems.

The philosophy of Bādarāyana Brahmasūtra.

Sāṅkhya's prakṛiti as the material energy.

Pātañja Yoga's real self as Brahman and Yogācāra view of Vijñāna and the objective world.

In the section-I of the book, the author made an attempt to show that Tāntrik practices are not as horrific, it is believed sometimes, rather they are divine.

The section-II explained that – Śaṅkara puts emphasis on some aspects of the Absolute while Śrīcāitanya put emphasis on another aspect of the Absolute. Śaṅka deals with the doctrines of Akhaṇḍa, Nirguṇa, Nirākāra and Nirviśeṣa aspects of the Absolute while Śrīcāitanya deals with the Aiśvarya, Vīrya, Yaśas, Śrī, Jñāna and Vairāgya aspects of the Absolute. Prof. Sinha has made an attempt to show that there is not contradiction between Śaṅkara Philosophy and Śrīcāitanya Philosophy.

7. A Critique of A. C. Bhaktivedānta :

Śrīcāitanya's religion has been recognized, in general, as the finest development of Vaiṣṇava Cult in India. A. C. Bhaktivedānta, the founder of the International society of Kṛṣṇa consciousness (Iskcon), has taken Vaiṣṇava religion to every corner of the world and has practically established it as a world religion.

But, A. C. Bhaktivedānta has misinterpreted other systems of Indian Philosophy. He also made remarks against the Non-vaiṣṇavite religious system of India, particularly against Advaita-vedānta.

In the present work, Prof. Sinha has recorded his observations pointing out those misinterpretations and

provided the correct views of the relevant concepts of the system of Advaita-vedānta.

8. Śrīcaitanya's Vaiṣṇavism and Its sources :

It is an undeniable fact that Śrīcaitanya's Vaiṣṇavism has earned the world wide popularity and attracted thousands and thousands of devotees from all over the world. It is also true, however, that, this philosophy has been misinterpreted by some thinkers in different ways, creating doubts in the minds of readers about the real nature of this philosophy.

In this book Prof. K. P. Sinha has presented his own views regarding Śrīcaitanya Philosophy.

Śrī Caitanyacaritāmṛta informs that according to Śrīcaitanya, the root of philosophy lies in the Vedas, the Upanisads, the Pañcarātragamas, the Brahmasūtras, the Bhāgavat Purāṇa and the Śrīmadbhagavatgītā.

Prof. Sinha, in this work, has dealt with, elaborately, the sources of Śrīcaitanya's Vaiṣṇavism while explaining the doctrine of Śrīcaitanya's Vaiṣṇavism. He finds that the views of Kṛṣṇadāsa are right.

9. Darśanatraya :

This work, in Assamese language, is based on the philosophy of the Vedas, the Upanisads and the Śrīmadbhagavatgītā. In the Veda section the gods, the theory of creation. Absolute, self and the doctrine of Action have been discussed. The Upanisad section incorporates the discussions on the Brahman, self the manifested world, Bondage and Liberation. The topics under discussion in the Gītā section are the doctrine of Action, Self, the Absolute, the Illusion, the Manifested world and Meditation.

This work, small in size, has been helpful for the beginners, interested in the field of Indian Philosophical Study.

10. Veda-pariciti :

The Veda-pariciti, written in Bengali is a small book but with valuable information's about all the Vedas along with Vedāṅgas. Selected Mantras from the R̥gveda, revealing human values, the Upanisads along with Bengali translations have been incorporated in the book. The book will be helpful not only for those, engaged in Vedic studies but also for the lovers of Veda.

11. Science in Ancient India :

The Science in Ancient India, is also a small work and which is based on the scientific literature in ancient India. The book incorporates the topics of all the sciences, discussed from the Vedic age upto later Sanskrit literature.

The book may be small in size, but informative enough with regard to science in ancient India. The book may be serving as a catalogue for the readers and researchers of the concern field.

Professor Kaliprasad Sinha along with his great contribution in the field Indian Philosophical studies, had expertise in speaking and writing four languages viz., Sanskrit, English, Bengali and Assamese.

Professor Kaliprasad Sinha has a great contribution in different field of Indian Philosophical literature, which has been revealed in his works. His credit lies in the fact that the objective of his works on Indian Philosophy was to help the readers and researchers in the field in understanding easily the original philosophical texts and different commentaries. which the readers and researchers will remain ever

him. Not only the Bishnupriya Community but also the whole state of Assam including Barak Valley, his birth place, is proud of Professor Kaliprasad Sinha.

REFERENCES :

1. Sinha, K.P., 'Nyāya Darśan-vimarśaḥ', Sanskrit Book Dipo Pvt. Ltd., Calcutta, 1980.
2. Sinha, K.P., 'Śaṅkaravedānte Tattvamīmāṃsā', Viśvavidyalaya Prakāśan, Varanasi, 1982.
3. Sinha, K.P., 'Śaṅkaravedānte Jñānamīmāṃsā', Varanaseya Sanskrit Sansthan, 1983.
4. Sinha, K.P., 'The Philosophy of Jainism', Punthi Pustak, Calcutta, 1990.
5. Sinha, K.P., 'Absolute in Indian Philosophy', Choukhamba, Varanasi, 1991.
6. Sinha, K.P., 'Thoughts on Tantra and Vaiṣṇavism', Punthi Pustak, Calcutta, 1993.
7. Sinha, K.P., 'A Critique of A. C. Bhaktivedānta', pp. Calcutta, 1997.
8. Sinha, K.P., 'Śrī Kṛṣṇadāsa Kavirāj Goswami, Śrī Caitanyacaritāmṛta, Śrī Caitanya Gaudīya Maṭh,' Isodyān, Mayapur (Nadia), 3rd edition, 517 Śrī Gaurābda.
9. Sinha, K.P., 'Śrī Caitanya's Vaiṣṇavism and Its Sources'
10. Sinha, K.P., 'Darśanatraya', A.B.R. printers, Tezpur, 2005.
11. Sinha, K.P., 'Vedapariciti', Barak Upatyaka Vaidik Samiti, Silchar, 1406 Bangābda, 1999.
12. Sinha, K.P., 'Science in Ancient India'

Professor Swapna Devi : Head, Department of Sanskrit & Dean, Rabindranath Tagore School of Indian Languages & Cultural Studies, Assam University, Silchar, Asam.

DR. KALIPRASAD SINHA : AN EXTRA-ORDINARY SCHOLAR-PHILOSOPHER

Dr. Sujata Purkayasth

The Department of Sanskrit of Gauhati University is fostering many scholars of repute since its inception. It has provided a platform to the scholars like Dr. Jogiraj Basu, Prof. Mukunda Madhava Sharma, Prof. Ashok Kumar Goswami, Prof. Apurba Chandra Borthakuria etc. who contributed a lot to the field of Indology. Among this galaxy of scholars Professor Kali Prasad Sinha stood out brilliantly for his extra-ordinary scholarship and vast contribution to the field of Indian philosophy. Actually Prof. Sinha was one of the two great scholar-philosophers who made the department proud by their dedicated service to the cause of Sanskrit. The other was Dr. Priyanshu Prabal Upadhyaya. Both these scholars were devoted philosophers and dedicated teachers.

Prof. Sinha was born in a Bishnupriya Manipuri family of Silchar. Completing his B.A. from Silchar he went to Jadavpur University to pursue his study for attaining Master's degree. A brilliant student, he readily attracted the attention of the teachers of the Department of Sanskrit of the University, especially of Prof. Rama Ranjan Mukherjee and Prof. Sukumari Bhattacharjee. Prof. Rama Ranjan Mukherjee loved him as a son and always referred to him as 'mama putra'(my son). Prof. Sinha did his Ph.D. on Bisnupriya

Manipuri Language. He was the first exponent of Bishnupriya Manipuri Linguistics.

After a short stint as lecturer in the Department of Sanskrit of Cachar College, Silchar, Dr. Sinha joined as lecturer in the Department of Sanskrit of Gauhati University in 1974. He remained in this Department till 1989, after which he joined as Professor in Tripura University. When Assam University was established he left Tripura University and joined Assam University as Professor and Head in the Department of Sanskrit. He retired from this University in the year 2003. At that time he was the Dean of the School of Languages of Assam University.

My association with Sinha Sir dates long back since 1977 when I took admission in M.A class in the Department of Sanskrit of Gauhati University. I was the first student registered under him for Ph.D degree though Dr. Pratima Choudhury of Ladykeane College, Shillong was the first to get Ph.D under him. Sinha Sir was an excellent teacher and devoted to the cause of teaching. Actually teaching was as if his life and soul. I met very few teachers of Sinha Sir's caliber in my life. Whoever has attended his class will not forget his teaching. Sinha Sir's method of teaching was very refreshing and attractive. Prof. Sinha taught us Indian philosophical works like *Bhasa Pariccheda*, *Samkhya Karika*, *Brahmasutra-sankarabhāṣya*, Jainism etc. As a teacher he knew that it was not easy for the students to grasp Indian philosophy in the class. So he wanted to make it easily understood by the students. For this purpose he developed a method which was simple and lucid. His commitment to the subject he taught made him try his utmost to make the subject understandable to all the students. The students who have studied under him still relive his lectures and continue to feel inspired.

Sinha Sir was very serious about his studies and also about his teaching. Before entering every class he would mentally prepare for the class. In every class he repeated one topic several times so that everybody could grasp the meaning fully. He explained the philosophical topics with examples of day-to-day life which made the subject more enjoyable. His dedication to teaching was so great that if he felt that even a single student in the class could not understand what he taught he became much perturbed. Let me cite one such example. Once when I was a research student under him I found him engrossed in deep thought in his room in the department. I asked him what the matter was. His reply was really surprising. He said that as one student in the Previous year class could not understand what he taught in his class he was thinking of some way to teach the subject more easily. Sinha Sir was always like this.

English was the medium of instruction in Post Graduate classes in Gauhati University. Besides English Sinha Sir could speak Sanskrit fluently and used that language also in his classes. But as the students were mostly Assamese and came from Assamese colleges, he also switched to Assamese language whenever necessary. He had mastered the language and could speak it fluently. However, it is a well-known fact that as he came from Manipuri and Bengali background, he also made some mistakes initially. Actually some jokes are prevalent in our Department regarding his usage of some words even today. When he was here these jokes were narrated by Sir himself and he used to laugh uproariously to his own joke. He was a jolly fellow and laughed heartily to the slightest of jokes.

Sinha Sir loved his students very much and was always ready to help them with books and other study materials. After a class was over he would call the students to his room

and discuss with them in a friendly manner about their problems in studies, in hostels and such other things. He liked the company of his students very much and encouraged them to go to his residence also. We also availed of his invitation in the slightest of pretexts. Rather than study our main attraction was the tea and snacks which he served whenever we went to his residence. His niece Krishna was there to entertain us with tea. He mixed with us in a friendly manner laughing and joking and discussing many things. He was a favourite teacher of the students. Students were also very dear to him and he participated in all the functions which the students organized. He also went to the picnics organized by them and joined in their merriment. He could make mridanga sounds with his mouth and entertained us with such things. He was a strict vegetarian and had to be satisfied with 'dal and sabji' only in those picnics. But then he did not mind it as he was happy being with his dear students.

Sinha Sir had a big personal library and helped the students lending them books from that library. I was also a beneficiary of that library. Sir gave me books whenever I needed them. He also encouraged me to buy books. He told me to make it a habit of buying books. This habit grew in me and I follow sir's advice even now. Sir also helped me with his notes on grammar which he prepared for his M.A. examination. I was really astonished seeing the vast range of his studies in his student life itself. His study was not restricted to the text books only, but he also extensively studied reference books which was noticeable in his notes.

Reading was his passion. However, his whole attention was devoted to the study of Indian philosophy. Once he told me that he went to Jadavpur University for Post Graduate studies instead of Gauhati University only because at that time philosophy as special paper was not taught here. In spite

of his devotion to Indian philosophy, he did his Ph.D on Bishnupriya Manipuri language. Like a true researcher he did extensive field work. He had visited almost all Bishnupriya Manipuri villages of Assam, Manipur, Tripura and Bangladesh for collecting vocabulary of the language and to study dialectical differences. He had to endure immense hardship in doing so. He sometimes described to me the problems and hardships which he faced during those field tours. His sincerity, his perseverance and his hard work produced his intended result and he got Ph.D degree for his thesis entitled A Study on Bishnupriya Manipuri Language. This was really a pioneering work in this direction. His contribution to Bishnupriya Manipuri language cannot be overestimated. However about this phase of his career others from his own community will discuss as it is out of my jurisdiction. I only want to throw some light on his philosophical works.

As a Philosopher Sinha Sir had studied extensively all the systems of Indian philosophy and made notable contribution to that field. He had his own view-point on various topics of Indian philosophy which were presented by him in his books.

I have already said that reading was his passion. Whenever, I went to his residence I found him engrossed in books. Many a time his attention was fully given to some problem of philosophy and his mind could not rest unless and until that problem was solved. When I was a research scholar under him, sometimes I went to him with some queries about my studies. But he started talking about the problem of philosophy which was in his mind. He was just thinking aloud and I was the silent hearer. At the end my queries remained to be solved at a later date. Nevertheless I was much benefited from these deliberations of Sinha Sir and my views, enriched. I have gathered much knowledge about Indian philosophy in this way. Actually Sinha Sir was

preparing his D.Litt. thesis at that time. The topic of his research was Concept of Absolute in Indian Philosophy which was later on published as *Absolute in Indian Philosophy*. This was a marvelous piece of scholarly presentation of the concept of Absolute or the Highest Reality in the philosophical domain of India. As Prof. Sinha dealt with all the philosophical systems in his thesis, so he used to discuss all these concepts with me, which to a great extent has moulded my viewpoint to philosophy also.

Prof. Sinha's most important contributions, according to him, were *Reflexion on Indian Philosophy* and *Indian Theories of Creation – A Synthesis*. He always told me that his philosophical views were presented in these two books and he believed that the value of his works will definitely be appreciated by the posterity. However, he said this before the publication of his other works. Actually his other works were no less valuable.

First of all I must mention here his three Sanskrit works, viz., *Nyaya-Darsana-vimarsah*, *Sankara-vedante Tattvamimamsa* and *Sankara-vedante Jnanamimamsa*. Though written basically for the students of M.A. class, these works also testify to the extensive study and exhaustive knowledge of Prof. Sinha in the field of Nyaya-Vaisesika and Advaita Vedanta systems. Written in simple Sanskrit these works are very much helpful to the students who otherwise find no path in the great forest of original Sanskrit commentaries and independent treatises of the great masters of Indian philosophy. Besides being helpful to the students these serve the purpose of the researchers too as they also possess the glimpses of Prof. Sinha's original and independent mode of thinking.

"*Reflexion on Indian Philosophy*" is Prof. Sinha's masterpiece in the field of Indian Philosophy. This work consists of the collections of some of his research papers published in

different journals. Here he has dealt with some pertinent problems of different philosophical systems of India. Almost all the systems have attracted his philosophical acumen and he has discussed different problems pertaining to these systems threadbare. Notwithstanding the opinion of the scholars – both traditional and modern – he pronounced his own conclusion in all cases, his own independent thinking. His opinions are thought-provoking and call for extensive research on his works.

Another noteworthy contribution of Prof. Sinha is *Indian Theories of Creation – A Synthesis*. In this book Prof. Sinha has discussed the creation theories propounded by various systems starting from the Nyaya-Vaisesika, Samkhya Yoga etc. In his view, behind all these diverse opinions about creation of the world there is a synthetic theory of creation, which corresponds to the theories propounded in Pratyabhijna Saivism and Bengal Vaisnavism.

Not only the Astika schools, Prof. Sinha's contribution to Nastika schools is also noteworthy. *Nairatmyavada- The Buddhist Theory of Not- self* deals with some very important issues in Buddhism. *The Philosophy of Jainism* is an excellent work on the philosophy of Jainism. There are very few works on Jaina Philosophy which deals so extensively on all the philosophical texts of Jainism.

His Absolute in Indian Philosophy embodies his findings of his D.Litt. research. This is actually a condensed form of his thesis for which he got D.Litt. Degree from Burdwan University. Here he deals with twenty two schools of Indian Philosophy. The book is the proof of the extensivity of Prof. Sinha's scholarship. His other books on Indian Philosophy are *The Self in Indian Philosophy* and *Saktism* which also provide us an idea of Prof. Sinha's varied interest in Indian philosophical views.

Prof. Sinha had also planned to bring out a series of books in Assamese dealing with different schools of Indian Philosophy. He mentioned to me that there were very few works in Assamese language presenting Indian Philosophical systems. So he wanted to publish some books on Indian Philosophy in Assamese. With this purpose he submitted a Major Research Project to University Grants Commission which was sanctioned immediately. He started work in 1986. Professor Sinha selected me as a Project Fellow to work under him. Afterwards when I left for joining in a college as lecturer, Khagendra Nath Sarma was given the job. Sinha Sir's main intention was to bring out a popular series which would be intelligible to all. However, he did not forget the advance researchers and as such included in these works minute expositions of different philosophical topics. Sir provided us all the material in English or Sanskrit. Our duty was to translate them. As I did my Ph.D. on Advaita Vedanta he asked me to prepare the whole manuscript of Advaita Vedanta independently, which I did. I also completed Buddhism and Saktism with his help. Collecting material, systematizing and translating them were almost complete within the stipulated time. But the series could not be published as Sinha Sir left for Tripura University in the year 1989. Only one or two volumes were published. It was Sir's dream project and he tried his best to publish them. But as he left Gauhati and later on because of his ill health it was not possible for him to bring them out in published form. I have heard from Sir that he has entrusted the task of publishing these to some student of his at Lakhimpur. If published these will no doubt be a treasure of Assamese literature.

I can go on telling about the scholarship and personality of Sinha Sir. I have not come across a second person equal to Sinha Sir in scholarship and brilliance. The versatile genius of

Prof. Sinha will be appreciated only when researches on his works will be carried out with sincerity. I shall conclude this write up by paying tribute to him through the following verses.

বন্দে কালীপ্রসাদং তং দার্শনিকশিরোমণি।
আলোভ্য দৰ্শনাক্ৰিং কৃতৈঃ বহুভিঃ ঐষ্টৈঃ সদা ॥
ভাষাতত্ত্বেন কৃতং বিদ্বন্মূৰ্ত্ত্যনুজ্ঞনং কিল।
দেববাণীময়ে ঐষ্টে ন্যায়বৈশেষিকাশ্ৰয়ে ॥
বেদান্তদৰ্শনে চৈব কৃতং যেন ছাৰ্দ্ধহিতম্।
সদাহাস্যময়ং দেবং গুরুং নৌমি দয়াময়ম্ ॥

Dr. Sujata Purkayasth : Professor, Sanskrit Department, Gauhati University, Assam.

Reading between the lines

Ramlal Sinha

The highly-expected feel-good factor eluded me after completion of my first-and-last one-to-one with a highly scholarly Indologist of repute, Dr Kali Prasad Sinha, for The Sentinel on September 27, 2009 (the Navami of Durga Puja) in Guwahati. Dr Sinha topped the list of Bishnupriya Manipuri who's who given to me by The Sentinel to be focussed and given wide coverage as cover stories of its Sunday megazine, The Mélange. The factors that robbed me of the feel-good taste on that day were the age and the not-so-sound mental health of the researcher because of his prolonged ailment, accompanied by loss of retentive memory. That he was intelligent and farsighted was evident from his 'delayed and well-thought responses to the queries' as he was well aware of his retentive memory not providing him the right support. Some sort of intermediary role played by his daughter (not Biological) Debojani Sinha did ease the situation to a considerable extent, yet I had to put an end to the interview with a feeling that his health condition robbed me of many a 'disclosure' that would have much to do in the field of literature and research for those who are and would be in the field.

It would be honest to admit that, I had been under the notion — the real meat of the writer's literary, research and personal life lies in something that is unexplored, untold or undisclosed due to his health reasons or otherwise — and that left me high and dry. This precarious situation has led me to read between the lines that he had uttered in the very interview. If the proven known-to-unknown approach in education or any other fields concerning intellectual pursuits has anything to go by, I believe that this reading between the lines will come with certain facts that will serve as essential raw materials for making deeper inroad into the life and philosophy of the Indologist in the long run, if not in the near future.

This scholarly personality who has over 60 books to his credit was not satisfied with the works that he had accomplished for the development of Indian philosophy, with a decisive thrust on research on Bishnupriya Manipuri language.

While responding to a query, Dr Sinha handed over to me his list of books well documented by his student and litterateur Santosh Sinha. I was simply amazed at the length of the list. "So much of research works in one life!" I uttered such an exclamation to Mr Rajkumar Sinha, who was accompanying me at the interview. That utterance didn't escape the notice of the scholar. "This is just a minute fraction of what I wanted to do. What pains me now is that I haven't written anything about my spiritual guru. That remains a virgin chapter in my literary world. I have left that chapter totally unstained," said Dr Sinha who had a harrowing time to hold his tears back.

Curious that I was about this disclosure that was hitherto unknown to me, I started to bank on the very topic so as to unearth more and more facts that might have been under the

wraps over the years. The scholar then said that Maipak Sadhu, a BA and BT passed sadhu, was his Gurudev. The learned sadhu had been the headmaster of a high school.

The interview yielded the fact that Dr Sinha had been away from his literary pursuit since 1998 for health reasons, and which was why he was unable to write anything concerning his spiritual guru at that time. It seemed that he was haunted by a guilty conscience for his lapses concerning his gurudev. This can be called a "realization in him that came too late" when he was left with little age and energy to make an inroad into yet another literary domain, probably in the form of guru-shishya parampara, the gurutatva (the concept of gurudev), dehataatva (human physiology from the spiritual point of view), so on, so forth. This is indeed a huge loss for the Bishnupriya Manipuri literature. Apart from humanitarian ground, it is not for nothing that most of the developed societies and the government extend large amount of cash for the treatment of greatmen when any of them have to battle for life.

"Will you take me to Badan?" a question pointed at me from him caused an ache in the core of my heart, not because I wasn't the right person to take him to his beloved Badan (writer Shyamananda Sinha, one of the younger siblings of Dr Sinha) but because of his helplessness like a kid that I did notice in him. Stunned that I was at the unexpected query from an unexpected person, my response turned out to be an inept one that totally failed to prove to be a solace for him. This gives an indication that 'home sickness' was one of the most tormenting factors in the last part of his life. This behaviour on the part of the scholar made me feel to the core that "truth is naked, and no sort of education or knowledge is thick and wide enough to wrap it up".

"It's the Bishnupriya Manipuri-English dictionary that is in the press, and it will be of immense help for the Bishnupriya Manipuri readers and writers," was the response from the scholar with a heavy heart to a question about his 'most precious contribution' to the Bishnupriya Manipuri community. It was followed by some informal talks that made me know that the Bishnupriya Manipuri-English Dictionary had been sent to Tripura to one of his students in order to get it proof read. It also came to light that the manuscript of the Dictionary had been taken by another litterateur who had to keep it with him at least for a few days. What I had guessed on that very moment was that Dr Sinha was a sad man for not being able to see his dictionary printed and published. His outbursts, albeit informally, also let me know that offers to bear the expenditure of the publication of the dictionary had come from some quarters — while some of them stepped back later, some were ready to go ahead with the mission, but not without a rider. Be that as it may, much after the interview when the scholar was alive, I was happy to know that he had given copies of the dictionary to at least a few safe hands, including one that reached his beloved 'Badan' from Tripura. In such a backdrop, what else can be the most befitting tribute to the researcher other than publishing his Bishnupriya Manipuri-English Dictionary with no distortion whatsoever, as the very dictionary will continue to stand testimony to the very school of thought he belonged to. Any distortion now will be an injustice to the late researcher and the posterity as well.

"It's the blessing that I got from Swami Swarupananda in Calcutta, whose daughter (not Biological) Sangeeta (Mamon) was my classmate, and I came in contact with Swamiji through Mamon only," was the response from an elated Dr

Sinha to a question about his most memorable incident in life.

A Brahmachari being overwhelmed to meet another Brahmachari has every reason to be a natural inclination or otherwise. An interesting analogy that can be drawn here is that each of the two Brahmacharis has a manas kanya. If Sangeeta (Mamon) has anything to be proud of for being the daughter of Swami Swarupananda, Debojani Sinha has every reason to feel proud to be the daughter of a Brahmachari, researcher and litterateur Dr KP Sinha. Playing makebelieve is such a sacred means through which even a four-year-old girl can "taste motherhood and suckle an infant."

The very moment, I got stuck to a question – what led Dr Sinha to lead the life of a bachelor (Brahmachari)? One might heard or spoke wild on the grapevine on this very issue. Leaving such an opportunity unavailed can't be a right decision. "Is there any reason behind leading a bachelor life?" I put a question.

A pin drop silence enveloped the entire ambience, at least I felt so, even though Dr Sinha wasn't that prompt to respond to other queries also in that one-to-one. It would be honest to admit on my part that — even though I did take it for granted at the interview that the significant loss of retentive memory on the part of Dr Sinha was the main reason behind his abysmally delayed response to the queries on that day, the delayed response to this particular query led me to think otherwise.

"It wasn't connected to any particular incident or event. Since my childhood days, I had been nurturing a wish to remain a bachelor," so said Dr Sinha, and that was enough to calm the unusual anxiety in me at that very moment.

The bottom line is that I had to return home on that Navami night after the interview with a mixed fortune — a bit of his literary works, a bit of research works, a bit of information latent in the scholar and largely a feeling of not being able to rescue bulk of valuable information due to the researcher's memory that was fading away fast at that time.

Ramlal Sinha : Associate Editor, The Seven Sisters Post, Gauhati, Assam.

আমার শিক্ষাগুরুর স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি ড. মুক্তা বিশ্বাস

প্রথিতযশা প্রাচ্যতত্ত্ববিদ, সংস্কৃতজ্ঞ, পণ্ডিত, গবেষক, সাহিত্য-সমালোচক ড. কে পি সিন্হা, এমএ, পিএইচডি, ডিলিট, গীতাচার্য আধুনিক আসামের বরেন্য এবং অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের অন্যতম। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় তথা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ড. কে পি সিন্হা প্রাচ্যবিদ্যার বিবিধ বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন এবং গবেষণায় নিমগ্ন হয়ে সংস্কৃতজ্ঞ তথা প্রাচ্যতত্ত্ববিদরূপে আন্তর্জাতীয় খ্যাতি এবং গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন।

এই সেদিন খবর পেলাম পণ্ডিতপ্রবর ড. কে পি সিন্হা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। প্রয়াত ড. কে পি সিন্হা ছিলেন আমার শিক্ষাগুরু। সিন্হা স্যারের মৃত্যু কেবল এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষতি নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন স্যারের পাণ্ডিত্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সাড়া জাগিয়েছিল। তাই স্যারের সান্নিধ্যে আসা প্রত্যেক ব্যক্তিই আজ মর্মান্বিত। স্যারের মৃত্যু আমার ব্যক্তিগত জীবনের এক অপূরণীয় ক্ষতি।

ছাত্রজীবনে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন শিক্ষকের সান্নিধ্যে এসে নিজেকে ধন্য মনে করেছি, যে কয়েকজন শিক্ষকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছি তাদের অন্যতম হলেন ড. কে পি সিন্হা। স্যারের কথা লিখতে বসে ভাবছি কোথায় গুরু করব আর কোথায় শেষ করব। স্যারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক কথা, অনেক স্মৃতি। ১৯৭৬ সালে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে ভর্তি হওয়ার পরই স্যারের সান্নিধ্যে এসেছিলাম। পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে অতি ঘনিষ্ঠভাবে খুব কাছে থেকে স্যারকে পেয়েছি।

শ্রেণিকক্ষে স্যার আমাদের ভারতীয় দর্শন পড়াতেন। ভারতীয় দর্শনের গভীর থেকে গভীরতম তত্ত্বগুলোকে প্রাঞ্জলভাবে ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে দিতেন। অধ্যাপক হিসেবে স্যার ছিলেন অনন্যপুরুষ। স্যারের জ্ঞানের গভীরতা, অসাধারণ বিশ্লেষণী

শক্তি, ছাত্রছাত্রীকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করার দক্ষতা আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত।

স্যারকে পেয়েছি দিনের পর দিন কত সামনে থেকে। স্যারের বাড়িতে ছাত্রছাত্রীদের ছিল অবাধ যাতায়াত। স্যার তখন থাকতেন গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিহিতে সুন্দরবাড়িতে। কত স্মৃতি সেই বাড়টিকে নিয়ে! আমরা সেই বাড়িতে কখনও অধ্যয়ন করেছি স্যারের সঙ্গে বসে, কখনও বা হাসিঠাট্টা করে খাওয়া-দাওয়া করেছি। স্যারের বাড়িতে একটা বিশাল ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ছিল। স্যার সবসময় সেই লাইব্রেরি থেকে নানাধরনের বই দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। আমাদের ছাত্রাবস্থায় সংস্কৃত পাঠ্যবই এবং রেফারেন্স বই গৌহাটিতে খুব একটা পাওয়া যেত না। স্যার আমাদের অসুবিধে বুঝতে পেরে কখনও ব্যক্তিগতভাবে বই দিয়ে কখনও বা কলকাতা, বারাণসী থেকে ডাকযোগে বই আনিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি থেকে নিজের নামে বই ইস্যু করে আমাদের দিয়ে বহুবার সাহায্য করেছেন। মা-বাবার স্নেহছায়া থেকে দূরে ছাত্রীনিবাসে থাকাকালীন স্যারকে স্নেহশীল অভিভাবকরূপে সর্বদা প্রত্যক্ষ করেছি। স্যার ছিলেন আমার পরম গুণাকাজক্ষী; সে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেই হোক, নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই হোক অথবা ভবিষ্যৎ জীবনের পথপ্রদর্শক হিসাবেই হোক। স্যারের অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসার কথা আজও ভুলতে পারি না। স্যার আমাকে স্নেহ করে সবসময় ‘স্বপ্না’ বলে ডাকতেন। আমি প্রায়ই স্যারকে আমার নাম স্মরণ করিয়ে দিতাম। কিন্তু স্যার তাঁর স্বভাবসুলভ হাসিতে বলতেন— ‘স্বপ্না নামটা তো বেশ ভাল। অন্যরাতো মুক্তা বলে ডেকে থাকে। আমার কাছে না হয় তুমি স্বপ্না হয়েই থাকলে!’ এরপর আর কখনও স্যারকে মুক্তা বলে ডাকতে অনুরোধ করিনি। তাই শেষদিন পর্যন্ত আমি স্যারের কাছে ‘স্বপ্না’ হয়েই রইলাম। এখনও আমার সহপাঠীরা স্যারকে অনুকরণ করে আমাকে ‘স্বপ্না’ বলে ডাকে।

অধ্যাপক কে পি সিন্হা সংস্কৃত, অসমিয়া, হিন্দি, ইংরেজি, বাংলা এবং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষায় অনেক মননশীল এবং সৃষ্টিশীল সাহিত্যকৃতি রেখে গেছেন। সিন্হা স্যারের সারস্বত সাধনার ক্ষেত্র ছিল অনেক বিস্তৃত ও ব্যাপক। যদিও বিশেষভাবে সাহিত্য-সমালোচনা, ভাষাতত্ত্ব, ভারতীয় দর্শনের সমীক্ষাত্মক আলোচনা তথা শাস্ত্রীয় তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তসমূহের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে স্যারের A Critique of A.C Bhaktivedanta বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি এক অসাধারণ সাহিত্যকৃতি। ভক্তিবাদান্ত প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার স্বীয়ভাষ্যে বৈষ্ণবদর্শনভিন্ন অন্যান্য দর্শন বিশেষত অদ্বৈতবেদান্তের সমালোচনা করে যে অভিমত দিয়েছেন তার প্রত্যুত্তরে ড. কে পি সিন্হা এই গ্রন্থের মাধ্যমে প্রভুপাদের প্রত্যেকটি অভিমত বা সিদ্ধান্তের যুক্তিযুক্ততা পরীক্ষা করে যথাযথ

দার্শনিক তাৎপর্য বিশ্লেষণের দ্বারা সেই সিদ্ধান্তসমূহকে যুক্তিপূর্ণভাবে খণ্ডন করেছেন। দর্শনের যথাযথ স্বরূপ এবং ধারা সম্পর্কে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ড. কে পি সিন্হা'র বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাপ্রসূত এই গ্রন্থটি পরবর্তী গবেষকদের যে দৃষ্টিদর্শন করবে এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

সিন্হা স্যারের Reflexion on Indian Philosophy নামে আরেকটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ সারস্বত সাধনার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য সংযোজন। চব্বিশটি দার্শনিক প্রবন্ধ-সম্বলিত এই গ্রন্থটি ড. কে পি সিন্হা'র অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য বহন করে। এই প্রবন্ধগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো বিষয়বস্তুর গভীর বিশ্লেষণ এবং তাত্ত্বিক সমালোচনা। ঠিক একই বৈশিষ্ট্যে স্যারের 'ন্যায়দর্শনবিমর্শঃ' গ্রন্থটিও সমৃদ্ধ। পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় সমৃদ্ধ স্যারের 'শাক্তরবেদান্তে তত্ত্বমীমাংসা', 'শাক্তরবেদান্তে জ্ঞানমীমাংসা' গ্রন্থ দুখানি নতুন নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটায়। দর্শনের গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা নিতান্ত সরল ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে উপস্থাপিত হওয়ায় এই তিনখানা গ্রন্থই গবেষক তথা ছাত্রমহলে অতি সুখপাঠ্য এবং সমাদৃত। এছাড়া স্যারের 'Indian Theories of Creation', 'Absolute in Indian Philosophy', 'The self in Indian Philosophy', 'The philosophy of Jainism' ইত্যাদি গ্রন্থ অধ্যাপক কে পি সিন্হা'র পাণ্ডিত্যপ্রসূত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যেও স্যারের অবদান এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। সিন্হা স্যারের রচিত 'The Bishnupriya Manipuri Language', 'The Bishnupriya Manipuris : their Language, Literature & Culture', 'An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri' গ্রন্থগুলোতে পণ্ডিতপ্রবরের বৌদ্ধিক অনুশীলনের সাক্ষ্য বহন করে। উল্লেখিত গ্রন্থগুলো ছাড়াও স্যারের আরও অনেক প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র ও গ্রন্থ রয়েছে। এই স্বল্প পরিসরে স্যারের এই বৃহদায়তন রচনাসম্ভারের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। স্যার যদিও আজ আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর কর্মযোগী ড. কে পি সিন্হা বিদ্যায়তনিক চর্চার ক্ষেত্রে সততই উত্তরপ্রজন্মের আদর্শ এবং প্রেরণা হয়ে থাকবেন।

আজ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পরম শ্রদ্ধেয় আমার গুরুকে জানাই শ্রদ্ধাজ্ঞাপি। মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই চিরশান্তি লাভ করুক তাঁর আত্মা। স্থিতি লাভ করুক পরম জ্যোতির্ময় পরমানন্দের আশ্রয়ে।

ড. মুক্তা বিশ্বাস : অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতির জনক কালীপ্রসাদ ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর পরম সৌভাগ্য ড. কালীপ্রসাদ সিংহর সাদে পণ্ডিত, জ্ঞানী, বিদ্বান আগ আমারাং জরম অছিল যেগরেল আমি নানান সমস্যাংত উদ্ধার পাছি। এসাদে ভাষাতাত্ত্বিক আগ আমারাং না জরম অইলইহুতে আমি আজি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী বুলিয়া নিজরে পরিচয় দেনা নুয়ারলাং অইছ। আমার পরম দুর্ভাগ্যহান গিরকর বিশালত্ব ঔহান আমি অনুধাবন করে নুয়ারেছি। আমি ক্ষুদ্র, অজ্ঞান, লেরিক-নাজানি ঔতাই চিকারিল তার বিরোধিতা করিয়া গর্ববোধ করিয়ার। গিরকর মৃত্যুর আগে মানু আগ তার লগে সাক্ষাৎ করাং গেছিলগাতা। গিয়া মাতলতা- হাই, আমারমা মতভেদ আছিল... ইত্যাদি। গিরক ঔগ জীবনে শুদ্ধ কথা আহান না মাতেছে, য়েপেই য়েবাকা য়েহান মাতেছে ঔহান ভুল মাতেছে। প্রমথ চৌধুরীয়ে মাতেছিল- মানু আগই তিন অক্ষরর শব্দ আগর বানান ইকরতে চারিহান ভুল করেছিল। 'ঔষধ' ইকরতে 'অউসদ' ইকরেছিল। কথা ঔহান এ গিরক এগ সম্পর্কে প্রযোজ্য। ঔগই কালীপ্রসাদর লগে মতভেদ আছে বুলল। বিজ্ঞানসন্মত গবেষণা ঔতারে অস্বীকার করের কিন্তু নিজে পারেঙ আহান ইকরিয়া নিজর মত ঔহান প্রতিষ্ঠা না করেছে। কালীপ্রসাদর দুর্ভাগ্যহান ঔসাদে মানু ঔতার সমর্থন পানার আকাজকা করল গিরকে। এসাদে মানুয়ে তার বিরুদ্ধে লেরিক ইকরিয়া দৈর্ঘ্যর পরিচয় দিলা- ঔতারে অগ্রাহ্য করে নুয়ারেছে। করলইহুতে সমাজহানর কতিহান মঙ্গল অইলইহু ঔহান হার নাপেইল গিরকে। গিরকর গুণ ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়র সাদে বিশ্ববিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক বার জাতীয় অধ্যাপক আগই হারপাছিল। হারপেয়া গিরকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষারে বাংলার উপভাষাহান বুলল ঔহান পিছেদে মত পরিবর্তন করিয়া সম্পূর্ণ তত্তাল ভাষা আহান বুলেছিল। ড. কালীপ্রসাদ সম্পর্কে মাতেছিল- 'His [Kaliprasad] unique contribution has bear his historical study of the vishnupriya

speech of North Eastern India which look like being an independent Branch in the Bengali-Assamese group of Indo-Aryan neither a dialect of Assamese nor Bengali.' ভারতর Linguistic science-র interest-রকা তার গবেষণা ঔতা প্রকাশর ব্যবস্থা করানি সালেদে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশনরাং অনুরোধ করেছিল। আমার সাদে জাত আহানর ভাষার গবেষণারকা, যেতারতা ডাঙর শক্তি আহানে বিরোধিতা করতারা ঔতারে, কিগই সাহায্য করতাইতা। যেপেই আমার নিজর গিরক আগই তারে ডক্টরেট নাদানিরকা সুনীতি চট্টোপাধ্যায় গিরকরাং চিঠি দেছিল। উত্তরে সুনীতিবাবুয়ে ঔগর বিদ্যাবুদ্ধির নিন্দা করিয়া ভদ্র ভাষাল চিঠি ইকরানির উপদেশ দিয়া মাতেছিল- 'K P Sinha has presented the thesis in such a scientific way that it is sure to enhance the prestige of the speakers.' মি কালীপ্রসাদর বিরোধী ঔতার লগে তর্ক করিয়া যামপারা মানুর লগে থিনা অছু। ঔহানরকা মি গর্ব অনুভব কররি।

তার গবেষণাহান লয়নির পিছেদে তৎকালীন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'ং বিতর্ক আরম্ভ অইল। আকখুলাগই ঔ বিতর্ক ঔতার উত্তর দিল- তার বৈজ্ঞানিক মতবাদ ঔতাং প্রতিপক্ষ জুগং করে নুয়ারিয়া এরলা। অমৃতবাজারেউ বিতর্ক এহান আর না চালেইল। ঔবাকা আহানর পিছেদে আহান লেরিক ইকরিয়া তার মত ঔতা স্থাপন করে। সমাজহানে এহানৌ হারনেই হৌহানৌ হারনেই বিরোধিতাং খেঙইলা। মোরেল বিরোধিতার নমুনা ঔতার উদাহরণ আহান দিং। আমার সমাজর সাহিত্য সংস্থা আহানর সহ-সাধারণ সম্পাদক আগই মোরে চিঠি দেছিলতা- 'তোর সাহিত্য এতারকা ভবিষ্যতে সমাজে তোর গজে সেপ কাছ বেলাদিতাই।' মিতে ঔতা উপেক্ষা করিয়া গেলুগা, কালীপ্রসাদে এসাদে এতাল নিয়াম দুঃখ পেইল।

বিখ্যাত গিরক আগরে থাইল্যান্ডর বৌদ্ধ-সম্মেলন আহানাং বৌদ্ধ-নৈরাত্ম্যবাদল বজ্জতা আহান দেনারকা বার্তন দেছিলতা। গিরক ঔগর বজ্জতা ঔহান ড. কালীপ্রসাদে ইকরেদেছিল। ঔতার পিছেদে নিকুলিলতা বৌদ্ধ-নৈরাত্ম্যবাদর গজে ড. সিংহর লেরিকহান।

গিরকে ইংরেজি, অসমিয়া, বাংলা বার সংস্কৃতল দর্শনগ্রন্থ রচনা করেছে। ঔতা ভারতীয় দর্শনর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলোচনাগ্রন্থ অয়া থাইতই। আসামে সংস্কৃতল পূর্ণাঙ্গ লেরিক ইকরেছে একমাত্র গিরকগ ড. কালীপ্রসাদ সিংহ। ভারতীয় দর্শনর গজে তার গ্রন্থ আছেতা একুইশহান। অন্যান্য বিষয়ে, যথা- 'On the need of Sanskrit' বার 'বেদপরিচিতি' বুলিয়া লেরিক আছে। বিভিন্ন ভাষাং গিরকর পেপারর সংখ্যা য়াংখেইহানর চুয়া।

আকতাই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে জরম অয়া ঔ পরিচয় ঔহান পুছিয়া বেলানিরকা চেষ্টা করতারা। নিজর প্রথাহান ত্যাগ করিয়া বাংলার আঞ্চলিক ভাষা আহান শৌরে হিকেয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করতারা। আরাক আকতাই জরম অছি সমাজ ঔহানর ঋণ পরিশোধ করিয়া সমাজহানরে ঋণী করিয়া যিতারাগা। ড.

কালীপ্রসাদ বিশ্বর দরবারে গিয়া দর্শনল বক্তৃতা দেহেগা। ঔহানাৎ কর্তব্যহান লই নাকরিয়া ভারতর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার গজে বক্তৃতা দিয়া আমারে মানুরাং পরিচয় করে দেনার চেষ্টা করেছে। Indian Linguistics-অর সাদে সম্মানিত পত্রিকাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা-সাহিত্যর গজে প্রবন্ধ ইকরেছে। আত্মপ্রচার, ভগ্নামি, দল করানিল নাগই- নীরব, নিরলস, নিরন্তর চেষ্টাল সমাজহানরে মানুরাং চিনুয়াছে, আমারে আত্মসম্মান আহান দেছে। তারাং সমাজহান হাবিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নাকরিয়া তা নিজে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাল রাস লেংকরিয়া করতে নেতার আদেশে হিল উরাছিগা। ড. কালীপ্রসাদে ছ-বর্ণ ব্যবহার করে অতএব আমার হাবির গজর ঔগই মাংল- ‘ছ’ নাগই দন্ত্য-স। হাবিয়ে ঔহান য়াকরলা। গিরকে বৈজ্ঞানিক গবেষণাল প্রমাণ করেদিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা এহান মাগধীৎত আহেছেহান- অতএব আমি মাতানি- ‘এহান শৌরসেনীৎত আহেছেহান।’ কিন্তু আজি পেয়া আগই তার যুক্তির উত্তর আহান দেনা নুয়ারেছি। পণ্ডিত আগই অতি হাস্যকর যুক্তি আহান দেছিলতা- ‘ঔহান অইলেতে কিতা আমি ধীবরে পড়লাংগাতা?’ অভিজ্ঞান শকুন্তলমে ধীবর ঔগই মাগধী-প্রাকৃতল টটরাছে থাংতে পণ্ডিত ঔগর ধারণাহান ধীবরে শিচ্চিল টটরতারা ভাষাহান। এতা যুক্তিল তার বিরোধিতা করতারা সমাজ ঔহানরে কিহানতে মাতানি। অর্থাৎ ইতিহাস বুলিয়া অমুকে আবিজাবি খানি ইকরিয়া গেছেগা- ঔতা সমর্থন নাকরের মানু ঔগরে বিরোধিতা করতাঙাই। ফরাসি কবি লা ফতেনর কবিতা আহান আছেতা- মুরুক আগই মণি আগ পেয়া আংকরেরতা, ঠটগল না বাগের এরে অপ্রয়োজনীয় বার এহান কিহান? আমি মণি নাচিনলাং। ঔহানেই আমার পরিচয়হান।

গিরকে যে গবেষণাল ডক্টরেট পেইল ঔহান সম্পর্কে বুজন ঔগই প্রচার করলতা এহান সমাজবিরোধীহান। সমাজহান বেছিয়া ডক্টরেট পাছেগ। দ্বীর্ষাপরায়ণ ক্ষুদ্র লিলিপুট সমাজে এসাদে মুখরোচক মতবাদ আহান নিয়াম হারৌ অয়া গ্রহণ করিয়া অতি আনন্দিত অইলা। অবশ্য সমাজহান হাবিয়ে বুলানি ঔহান অন্যায় অইতই। আমার আন্দোলন অকরানির দ্বিতীয় সভাহান যে হিঙ্গারি পাঠশালাৎ অছিল ঔবাকা তারাকান্তদাই মাতেছিলতা- ঔরে কালীপ্রসাদ বার ব্রজেন্দ্র আছি, তানু আপ্পানৌ করেদিতাই। ঔহানাৎতহে নেতা ঔগই তার নেতৃত্বহান যিতইগা বুলিয়া কালীপ্রসাদ ব্রজেন্দ্র সমাজর শত্রুগি, তানু ভাষাহান নাকরতারা বুলিয়া প্রচার করলতা। করিয়া কনাকশৌর মনে বিষবৃক্ষ রুয়াদিলতা। ঔসাদে ঔতাই ‘কালীপ্রসাদে ভাষাহান বেছিয়া ডক্টরেট পাছে’ কথা এতা হারৌ অয়া গিল্লা। বজ্রকণ্ঠীয়ে মাতলতা- যেপেই দেখতারাই ঔপেই কালীপ্রসাদরে অপমান করিয়ো। আন্দোলনকারী ছাত্র আগই মোরাং নিয়াম দুঃখ প্রকাশ করিয়া তানুর সঙ্গ এরা দিল। কালীপ্রসাদ-বিরোধিতার কারণ আহান- সাহিত্যিকগ মি,

গবেষকগ মোর অমুক ঔগ, লেরিক মি ইকরিয়া থদেছ। ঔতাৎ কালীপ্রসাদতে বার কুরাংত নিকুলিলগ। অর্থাৎ আমি করানি আমি পানা- আমারতাই নাইলে না। সাহিত্য করলে বিরোধিতা করতাঙাই, তুমি হবাহান করলে করানি নাদতাঙাই। কতহান প্রমাণ দিৎ। পইলা আন্দোলনর সভাহান অইল দিন ঔহান মি সভাপতিত্ব করলু। একদফাল সালছিতা ঔতারে ছয়দফা দাবির প্রস্তাব দিলু। তৎকালীন অমৃতবাজার পত্রিকাৎ ঔতা নিকুলিল। ঔ সভা ঔহানর কার্যবিবরণী দস্তগৎ করিয়া মোরাং দিয়া পেঠাছি। ঔতা হাবি মোরাং। ঔতাউ মোরে আন্দোলনবিরোধীগ, ভাষাবিরোধীগ, সরকাররাং ভাষাহান নাদিয়ো বুলিয়া চিঠি দিয়োরিগ বুলিয়া প্রচার করলা। মানুয়েউ য়াকরলা। ঔবাকা 'প্রতিশ্রুতি' নিকুলিল। মি তানুর বজ্রকণ্ঠী নেতা ঔগরে মাংলু- তি শত্রুতা করিয়া 'প্রতিশ্রুতি' বন্ধ করেদে নুয়ারতেই। কারণ মি মনেইলে কপি আকহান নিকালতৌ।

হিঙ্গারির নরেন্দ্র সিংহই 'আরতি' বুলিয়া কাব্যগ্রন্থ আহান নিকালাছিল। সাহিত্য পরিষদর সাধারণ সম্পাদক বরুণকুমার সিংহই ঔহানাৎ 'সাধারণ সম্পাদক, বিষ্ণুপ্রিয়া সাহিত্য পরিষদ' বুলিয়া প্রশংসাপত্র আহান দেছিল। 'ফাগু' পত্রিকা ঔবাকা প্রায় দশবছরর চুয়া অয়া হদাছিল- ঔহানাৎ থাইলতা 'বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার মুখপত্র'। ঔবাকা তানুর আকাশবাণীৎ আমার ভাষার অনুষ্ঠান দিতাই বুলিয়া কথা আহান চালু অইল। অইলতাই ভগৎপুর্বে আকতাই ধন লয়া অভিশন লনা অকরলা। এলাহানাৎ রুপা দশহান। ১৯৭৬ সালে বিজ্ঞাপন দিলা বেতারে বিষ্ণুপ্রিয়া অনুষ্ঠান-ঘোষকরকা। মোরাং চিঠি আহান আহিল- ইন্টারভিউ লনার। ঔহানাৎ নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মহাসভার সভাপতির জিলকর নাঙ আছে। আন্দোলন পরিষদর সাধারণ সম্পাদকর (বা সভাপতির) নাঙ আছে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য পরিষদর সভাপতির পুতকর নাঙ আছে। ইন্টারভিউর দিন ঔহান সংস্কৃতি পরিষদর সভাপতি সুরনাথ সিংহই আয়া পরীক্ষার্থীরে উৎসাহ দিল। মোরে পরীক্ষক আগ করে দেখলাতাই সন্দেহ করলা তানুর সাহিত্য পরিষদর সভাপতির পুতকে নাপেইতই। অথচ তারে বাতিল করলতাই অন্যতম পরীক্ষক কেন্দ্র অধিকর্তা গিরকে। তার নার ঔগ মাইকর উপযুক্ত নাগই বুলিয়া। (এবাকাউ টেপ রেকর্ডার আগৎ তার নারগ পরীক্ষা করিয়া চা পারতারা যে কোনো আগই) সাহিত্য পরিষদর সভাপতি গিরক স্বয়ং অবতীর্ণ অয়া গজেদে ইকরলতা- 'বিষ্ণুপ্রিয়া' বুললে আমি গ্রহণ নাকরতাঙাই। 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' বুলানি লাগতই। ঔবাকা বার সাহিত্য পরিষদর সাধারণ সম্পাদকে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রোগ্রাম একজিকিউটিভরকা দরখাস্ত করল। ঔ পোস্ট ঔহানরকা বিজ্ঞাপন দেছিলতা 'বিষ্ণুপ্রিয়া প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ'। সভাপতিগই মাতেরতা 'মণিপুরী' শব্দ এগ নেয়ইলে আমি গ্রহণ নাকরতাঙাই। সাধারণ সম্পাদকে মাতেরতাই 'বিষ্ণুপ্রিয়া অয়াউ থাক, মি গ্রহণ করতৌ'। অর্থাৎ আমি পেইলে যেহানৌ হই। তানুর প্রার্থীয়ে নাপেইলাতাই

মাংলা- ‘মণিপুৰী’ নাথাইলে না। হৌতাই মাংতারা ‘মণিপুৰী’ শব্দ এগ থানা না। পাংকালতে তানুরতাই নিয়াম।

কালীপ্রসাদে ঔবাকা কলমগ ধরল। যুক্তিল প্রমাণ করানি অকরল- বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুৰী ভাষা এহান নিশ্চিত মণিপুৰে সৃষ্টি অছেহান। ‘মণিপুৰী’ শব্দ এগং মেইতেই বিষ্ণুপ্রিয়া দ্বিত্যতারাউ সমান অধিকার। ‘A note on the term Bishnupriya Manipuri’ বার বিভিন্ন লেরিক ইকরিয়াও নিন্দাবাদেংত রক্ষা নেই। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুৰী সমাজর প্রকৃত সমাজদরদি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুৰী ভাষাতত্ত্বর জনক কালীপ্রসাদ তার সারস্বত তপস্যাংত বিরত নায়া কাম করিয়া গেলগা। তার আতে সমাজর চিন্তার নবজাগরণ অইল। আমি আত্মসম্মান পেইলাং। এরে সমাজর রেনেসাঁসর অগ্রদূত এগরে, এরে জ্ঞানব্রতী এগরে সম্মান নাদিয়া তার প্রতি অপমানসূচক উক্তি করিয়া নিজর ক্ষুদ্রতা, হীনতা বার ঈর্ষাপরায়ণতার পরিচয় দিলাং।

কৌলি লাগলে উত্তর দেনা সম্ভব। গালেইলে আলথক করে গালানি সম্ভব কিন্তু তথ্য বার যুক্তিরে তথ্য বার যুক্তি নায়া কাপানি সম্ভব নাগই। কালীপ্রসাদর তথ্য বার যুক্তিরে বিরোধীপক্ষই কাপে নুয়ারিয়া নিরন্তর থাইলা। কিন্তু লেরিকশৌ কিতা নিকালেয়া হায়ে নায়ে গালানিতে না এরেছি। আগরতলা বইমেলাং এসাদে লেরিকশৌ আহান দেখলু। ঔহান বিমলর নাঙে রসিদ কাপিয়া দিলা আরো বিমলে মাতেছিল- আমারে গালাছো ঔহান মি পইসা মাংকরিয়া লইতু? বইমেলাং আরাক ঘটনা আহান ঘটেছিলতা। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুৰীৰ স্টল ঔগর কাদাং আমার বিরোধিতা করতারা ঔতার বুজন আগ আহিলতা। বিমলে ঔগরে মাতল- কাকা তুমি আমার ডাঙর উপকার আহানতে করলাই। ইচুদিন আমারতা কিতাউ নেয়া আছিলগ নাই, তুমি বিরোধিতা করানি অকরলাই আরো আমার ভাষাং হবা হবা গ্রহ্ নিকুলানি অকরল। ঔরে চা ড. কালীপ্রসাদর Etymological Dictionaryহান। বুজন ঔগ মুর বুলেয়া হেইফি নাইফি করিয়া আরাক আগর সাহায্য লয়া মেলাহানাংত বেলেয়া গেলগা। কালীপ্রসাদ আমার অহঙ্কার। অন্য সমাজরাং তারেল ডাঙর অয়ার। তারেল নাপাল করিয়ার।

বিষ্ণুপ্রিয়া এতা মণিপুৰী নাগই, ঔহানে ‘বিষ্ণুপ্রিয়া’ শব্দগর আগে উপসর্গ হিসাবে বা শব্দান্তং ‘মণিপুৰী’ শব্দ এগ ব্যবহার করানি থক নেই। বার বিষ্ণুপ্রিয়া এতারে মণিপুৰী বুলিয়া OBC-৭ স্থান দেনা উচিত নেই বুলিয়া Assam Backward Classes কমিশনারাং আপত্তি দিলাগা। বিষ্ণুপ্রিয়ার পক্ষত দাখিল করলা প্রমাণ অইলইতাই ড. কালীপ্রসাদ সিংহর লেরিক। কমিশনে বিষ্ণুপ্রিয়া এতার পক্ষে রায় দিতেগা মাতল- ‘The objectors have not filed any counter on the statement and book referred to above of Dr. kaliprasad Singha in spite of service of copy on them’.

আজি তার সালেদে, একমাত্র তার সালেদে আমি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কমিশন, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে জরী অয়া 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' পরিচয়হান পেইলাংতা। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতির জনকগ ড. কালীপ্রসাদ সিংহ। তারেল বিশ্বং আমার পরিচয়। আজি আমেরিকার কোলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে তার গবেষণাল আলোচনা অর।

ঔগরে অনাচার ঠার, পাপর ঠারল কবিতা বুলিয়া কতপারেং ইকরিয়া 'নুয়া এলা' পত্রিকাং ছাপেয়া নিজর পরিচয়হান দিলাং। সমাজহান হাবি মূক দর্শক অয়া আমোদ করলাং। শ্রী সুধাংশুশেখর সিংহই ঔহানর প্রতিবাদ করিয়া দেছিল চিঠি ঔহান সম্পাদকে না ছাপেইল। সুধাংশুয়ে ফটোকপি করিয়া মোরে দিল ঔতাল সমাজর বিভিন্ন মানুর লগে আলোচনা করতে উত্তর পেইলুতা- 'অ'।

কালীপ্রসাদর কথা মাৎতেগা ব্যক্তিগত য়ারি, মি যৌঅছু ঔতা আহের। কারণ সময় আহানাং (এবাকা পেয়াও) কালীপ্রসাদ বার মি অভিন্নাত্মা বুলিয়া খালকরলা মানুয়ে। কথাহানৌ হাইহান।

তার লগে মোর পরিচয়র সূত্রপাত রামকৃষ্ণদেবরেল। আকখুরুম কালীপ্রসাদ হাইলাকান্দির সিবরাঙ্গনে আহেছেতা। মি সিবরাঙ্গনে থাউরি। ঔপেই য়ারি-দিল মানু নেই। কালীপ্রসাদ আহেছে বুলিয়া উনা অইলুগা, আমরাং আহানির বার্তন দিয়া আইলু। কালীপ্রসাদে মোরে ঔবাকা অমাটিক গ্রাহ্য নাউ করল। যেতাউ অক, আমরাং আহিল আরো তার প্রিয় বিষয়হান রামকৃষ্ণ বার উপনিষদল য়ারি অকরলু। ঔদিনেংত তার লগে মোর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব অইল। মি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তামকরলু ঔবাকা তা মোর হোস্টেলে আহিল এমএ তামকরানিরকা। মোর হোস্টেলে কতদিন থায়া কলিকাতা বার যাদবপুরে ভর্তি অনারকা বিভিন্ন মানুর লগে দেহা করলাংগা। দ্বির ফামেউ তারে স্বাগত জানেইলা। কালীপ্রসাদ কিতারকা কিংই জানে যাদবপুর পছন্দ করিয়া ঔপেই ভর্তি অইলগা।

মি সময় ঔহানাং নানা কবির লগে পরিচয় অয়া সাহিত্যর সমুদ্র আহানাং পড়েছুতা। কতি সুযোগ। ঔবাকা খালকরলুতা বাংলাং ইকরিয়া কানাহানতে কিহান। মোর মাতৃভাষাহানর কাম করলেহে ঔতা কামে লাগত নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীল ইকরিয়া খাতা আহান বুজেয়া থছু, পাকরয়েইল মানু নেই। বুদ্ধি আহান খালকরিয়া কালীপ্রসাদরে মাংলু- 'দেহর নাইয়ে মোর আতর লেখা এহানর অনাচার এহান। মি এতা লেরিকহান করে নিকালেইং করে। তি নুয়া করে কপি করে দিতেইতা?' উদ্দেশ্যহান কপি করতে পাকরিয়া মন্তব্য করক। কালীপ্রসাদে দ্বিরক্তি নাকরিয়া কপি করে দিল। কবিতার হবা সাক্তি সম্পর্কে নামাতল কিংতাউ। মোর উদ্দেশ্যহান ব্যর্থ অইল। কালীপ্রসাদ বেলাদিয়া গেলগা নরেন্দ্রপুর হোস্টেলে। ঔতার পিছেদে আর কলিকাতাং তার লগে দেহা নাছে। মি ঔবাকা

‘লেখাও ফুলগরে’ কাব্যসম্ভারের লেটারিং করিয়েইলু। বিসারেয়া পান্নিশারৌ প্রায় পেয়া হদাছিলু।

মি আয়া হাইলাকান্দি এস এস কলেজে চাকুরি পেইলু। পিছেকার বছর তা এমএ পরীক্ষা লইকরিয়া রেজাল্ট নিকুলানির আগে কাছাড় কলেজে চাকুরি পেইল। এপেই আয়া দ্বিগি আরাকৌ কাদাকাদি আইলাং। কোনো উদ্দেশ্যল নাগই- এতা মাঙো যিতইগা বুলিয়া প্রবাদ, বরন ডাহানির এলা, ধাতু, ক্রিয়াপদ, শব্দ বার ঔতার ব্যুৎপত্তি সংগ্রহ করানি অকরলু। মোর ইচ্ছা আহান রবীন্দ্রনাথর ‘শব্দতত্ত্ব’র সাদে লেরিক আহান নিকালনি। সম্ভব অইলে অভিধান আহান সংকলন করিয়া থনা। ঔ কাম ঔহানাং মুরখুলি দেছু। ঔবাকা মোর বিয়াহান ঠিক অইল, বিয়ার দিনে কালীপ্রসাদে ছাতিগ ধরেছিল। শিলচরে গেলেগা কালীপ্রসাদরাং পাউরি। তাউ গবেষণা করের বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বল। আকদিন মাংল- তিতে মি নেয়ইতে মোর কাগজপত্র এতা চার পাউরি। তা ভাষাতত্ত্বল গবেষণা করেরহান হারপেয়া মি তার লগে এতাল না টটরাউরি না আংকরুরি- কাগজ চানাতে দূরেইর যারিহান। পিছেদে মানুয়ে না মাতকা এতা কালীপ্রসাদরাং পাছেতা বুলিয়া। মোর আলোচনাং কালীপ্রসাদর ঋণ নাথাক এহান মোর উদ্দেশ্যহান। পিছেদেতে তাই তাই আলোচনা করানি অকরল। মিয়ো এতাল কাম করৌরি মি হারপাছু কিহান বিজ্ঞানহান, কিহান হংকরা কথাহান। দ্বিগিয়ো এতাল আলোচনা করিয়া নুঙেই পেইলাং। আকখুরুম দ্বিগিয়ো সমস্যাং পড়েছিতা ‘বৌ পড়ানি’ শব্দ এগল। মি আকখুরুম কুরাং থাং ট্রেনে যিতেগা হুনলু হিন্দুস্থানি আগই ‘ভাও’ বুললতা। ভাব (ভাও) > বৌ আহেছে এহান নিশ্চিত অইলু। তারাং যারি এহান দিলু আরো তাও পরম আত্মহল গ্রহণ করল। দ্বি-তিনবছর পিছেদে মোরে বুজেইল ‘বৌ’ শব্দ এগ ‘ভাব’ শব্দংত আহেছেতা বুলিয়া। অর্থাৎ আমি এতাল কিসাদে মন্ত অয়া থাইলাং ঔহানর যারিহান।

ঔবাকা ঈশ্বরর আরাক আশীর্বাদ আহান পেইলু- কৈলাশহরর অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সিংহর লগে পরিচয় অইলু।

ঔবাকা মিয়ো অন্যতম সম্পাদকগ থায়া হাইলাকান্দিংত ‘সাহিত্য’ বুলিয়া বাংলা পত্রিকা আহান নিকুলিল। দুহান তিনহান সংখ্যা নিকুলানির পিছেদে মি খালকরলুতা বাংলা পত্রিকাং শ্রম দিয়া মোর লাভহান কিহান! ঔহান খালকরিয়া মি আমার ঠারে ‘প্রতিশ্রুতি’ নিকাললু। লেখক বিসারতে নাপাউরি- কালীপ্রসাদ, সেনারূপ বার মি। আরতাতে কই। ঔবাকা আবির্ভাব অইলতা ধনঞ্জয় রাজকুমার। ‘প্রতিশ্রুতি’ং পৌরেই নিকুলানি অকরল। নানান মানুয়ে পৌরেই দিয়া পেঠেইতারা ঔতা ছাপা অর। (বহুদিন পিছেদে ঔতা অর্থসহ লেরিকহান করে নিকালেইং বুলিয়া খালকরলু ঔপেই ত্রিপুরার বিমলে মি ছাপাদিংগা বুলিয়া নিজর নাঙহান গজে দিয়া ছাপেইলগা)। কালীপ্রসাদরে বাধ্য করলু ভাষাতত্ত্বল ইকরানিরকা।

পিছেদে ঔ প্রবন্ধ ঔতার লগে আরতাউ দিয়া নিকুলিলতা কালীপ্রসাদর 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা'।

কালীপ্রসাদে ঔবাকা অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী স্থাপন করল। মি কতবছর আগেত ওমর খৈয়ামর রুবাইয়ৎ এতা ভাষান্তর করিয়া থছুতা। সাহস নাপেয়া নিকাল্লা নুয়ারিয়া আছু। প্রসন্নদা (অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সিংহ) বার কালীপ্রসাদ হাইলাকান্দিং আইলা। হনুয়েইলু আরো প্রসন্নদাই উচ্ছসিত প্রশংসা করল। সাহস পেয়া লেরিকহান করে নিকালানিরকা প্রেসে দিলুগা। 'রুবাইয়ৎ-ই-ওমর খৈয়াম' অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনীর প্রথম লেরিকহান। ঔবাকার কালীপ্রসাদ বার প্রসন্নদার লগে সম্পর্কহান 'এলার খুৎতল' লেরিক ঔহানর উৎসর্গ কবিতা ঔহানৎত হারপানি যাকরের।

মিয়ো ভাষাতত্ত্বল কাম খানি করেছিলু ঔতাল 'প্রতিশ্রুতি'ৎ প্রবন্ধ নিকুলিল। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রত্যয়, ধাতু সংগ্রহ বার পিছেদে অসমাপিকা ক্রিয়া বার আরতাউ নিকুলিল 'আমার পৌ' পত্রিকাৎ, 'ফাগু'ৎ নিকুলেছিলতানা কিতা নিংসিং নাউরি। কালীপ্রসাদে ভাষাতত্ত্বল ইকরের বুলিয়া মি ঔতাল ইকরানি বাদ দিলু, এহান তারেল অহংকারর কথাহান। তা করল ঔতা বিজ্ঞানসম্মত, মি করলু ঔতা 'অ্যামেচারিশ'। আসলে মি নুঙেই পেইলুতা সৃষ্টিশীল কামে। এসাদে কাম করের বুলিয়া কালীপ্রসাদরেল গর্বিত অইলু। মানুর লগে থিনা অইলু।

'আমার পৌ' পত্রিকাৎ আগই ইকরলতা- বাবাইসেনা ঔগ কোনদিন অজ্ঞাগ অইলতা? মরেছে বাবাইসেনা ঔগই কিসাদে আয়া লেরিক নিকাল্লতা ইত্যাদি। এতা অইলতা আমার সমাজর সমালোচনার আদর্শ। এতা হাবি বিরোধিতা এতাই তারে তার কর্তব্যৎত বিচ্যুত নাকরেছে। পিছেদে কবিসম্মেলন আহান আয়োজন করেছিলু ঔপেই সমাজহান হাবিয়ে কাকালি বাদিয়া ঔহান পঙ করানিং থেঙইলা ঔবাকা মাতেছিল- 'শত্রু নাথাইলে কাম করিয়া নুঙেই নেই।' শত্রুয়ে আসলে পাংকাল দিতারা ঔহান হারপেয়া মনে মনে শক্তি পেইলু। তার থিসিস ঔহানল চারিবেদে প্রতিবাদ উঠিল কালীপ্রসাদে সমাজহান বেছিয়া ডক্টরেট পেইল বুলিয়া- ঔবাকা কবিতাশৌ আহান ইকরলুতা-

এতা হাবি জিনজিনি আমি থাইতেগা।

জোনাকহানৌ কিয়া গজে কাইতেগা ॥

আমারেল নাইলেতে আধার অয়া থাক।

হাদিং তি গজে কায়া নাঙ পানা নাক ॥

এহান 'ড. কালীপ্রসাদ সিংহরে' শিরোনামে পত্রিকাৎ নিকুলিল। নিন্দুকর সালেদে পিছেদে ইকরলুতা-

ডাহে ডাহে মাতেরতা রাতি বিধুতিতু।

বেলি এহানরে মিতে কতি গালাদিতু ॥

লাজপেয়া কালি চেয়ো নাহিতই আর।

বিয়ানে দেহের বেলি বার গজে কার ॥

কালীপ্রসাদ এলা ইকরানি অকরল। মতিলাল সিংহরেল এলা ঔতা সুর দিয়ৌয়েয়া স্বরলিপিসহ লেরিক আহান নিকুলিল। ঔহানর ভূমিকাহান মোরে ইকরানিরকা দিল আরো মি ইকরেদিলু। মোর মাটিক অনুযায়ী প্রশংসা করিয়া ইকরেছু ভূমিকা ঔহানে তারে ক্ষুণ্ণ করল। হৌদিনৌ কবি আগই টেলিফোনে মাতল-‘অজ্ঞা মোরে আরাক খানি বিশেষণতে কিয়া নাদে দিলে।’ আরাক আগর ভূমিকা ইকরে দিলু আরো ঔগ মোর চিরশত্রুগ অইল। কালীপ্রসাদে পিছেদে এলা ঔতা ছাত্রছাত্রীরেল দিয়ৌয়ানিরকা মাৎতেগা অজ্ঞা ঔগই আর নাকরল। নুয়া অন্য এলাং সুর দেনাউ নাকরল। মোর অভিজ্ঞতাল মাতুরিতা- আকতাই গিয়া নিশ্চয়ই বন্ধ করে দেছিগা। ঔ দলর মানু ঔতা নিজরতা ছাড়া অন্যরতা প্রচার অনা নাদতারাতা। কালীপ্রসাদে গায়িকা আগরেল ঔতা প্রচার করানির ব্যবস্থা করল। মিয়ো অতি নাগই খেলতাম আহানাং ঔগরাং ‘এলার খুৎতল’ ঔহান দিয়া মাতলু- ‘কতহান এলা সুর দিয়াদে।’ তেই আরাক নাগই কাম আহান করলতা, ঔহান অইলতাই- তেই কালীপ্রসাদরে মাতে বেল্লতা- ‘দাদার এলা ঔতাৎত এতা কতি নুশি অছেতা!’ কালীপ্রসাদে নানান ধরনর এলা ইকরিয়া আমার সাহিত্যহান সমৃদ্ধ করেছে এহান অনস্বীকার্য। কিন্তু তার সাহিত্যর মত ঔতা অন্যতাই য়াকরানি বুলানি এহান হুনানিহান খানি ওয়াইচিলর। তার দুহান বিষয়ে মোর আপত্তি আছিল। আহান অইলতাই সাহিত্য পরিষদর শিলচর শাখার অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে অন্যরে নিন্দা করানি। মি মাতুরিতাই ইমে প্রবন্ধ ইকরিয়া নিন্দা কর ক্ষতি নেই, কিন্তু সভাপতিগর আসনে বয়া নিন্দা নাকরি। ঠিক নাপেইলে উল্লেখ নাকরি। কিন্তু কালীপ্রসাদে কথা এহান গ্রাহ্য নাকরল।

কালীপ্রসাদর আরাক মত আহান অইলতাই বৈষ্ণব পদাবলি লেংকরতে নিয়াম নিয়াম সংস্কৃত শব্দ বরানি থকর। মি এহানর লিখিত প্রতিবাদ করলু ‘কাকেই’ পত্রিকাং। ঔহানলৌ তা নিয়াম নুঙেই নাইল। কিন্তু তারতা যেসাদে নিজর মত প্রকাশ করানির অধিকার আছে ঔসাদে আরাক মানু আগৌ তার নিজস্ব মতহান প্রকাশ করে পারের। মোর প্রতিবাদ ঔহান নিকুলানির পিছেদে দুগ মানু নিয়াম হারৌ অইলা। আগই মাছ আগল মোরে উনা অনিং আহেছিল। ঔগর নাঙহান উল্লেখ করানি মনহানে নাকরের। সাহিত্যর বিতর্ক এহানরে মনান্তর বুলিয়া খালকরানি এহানাং মি খানি দুঃখ পেইলু।

এলা এতাল কালীপ্রসাদ আর হাবিতা পাহরল। এতাই তারাং কালহান অইল। মিয়ো খানি মানি এলা লেংকরেছু। তার এলা দিল নিঙল ঔগ অতি গুণবতীগ। লেইরাহানে সুযোগ সুবিধার অভাবে তেইর প্রতিভা ঔহান এবাকাতে বিলুপ্ত অইল। হাইলাকান্দিং ডাঙর অনুষ্ঠান অইলে তেইরে আনিয়া এলা দেনার

ব্যবস্থা করে দিলু। আকস্মিক অনুষ্ঠান আহানাৎ ‘ছায়ানট’ রাগে খেয়াল আহান দিল ঔহানাৎ সমঝদার শ্রোতা মুগ্ধ অছিলা। মোর ইচ্ছাহান তেইর প্রতিভার বিকাশ অক। তেইর প্রতিভার উপযুক্ত মর্যাদা পাক। কবি সেনারূপ, স্বয়ং কালীপ্রসাদর ক্ষেত্রতোঁ মি মোর কর্তব্য করেছে। আরাক কবি আগরে চেষ্টা করিয়া চেলু, দল করতেগা মাঙয়া গেলগা, তার প্রতিভাহান কানা নাইল। এরে নিঙলশৌ এগর ক্ষেত্রতোঁ ঔহান মনেয়া করেছিলুতা। কালীপ্রসাদে মনেইলতাই মোর এলা দিয়ৌয়ানিরকা তেইরে ব্যবহার কররি। ‘লজ্জা’ বার তার জীবনী আহানাৎ তা নিঙলশৌ ঔগরে ভাড়া নাদিয়া খেদেছু বলেছে ঔহান সর্বৈব মিথ্যাহান। ঔসাদে অন্তভাষণ তারাৎত আশা নাকরেছিলু। মোর আত্মজীবনীৎ এহান ইকরতোঁ বুলতে তা দৌ অয়া গেলগা। জিংতা অয়া থাইতে উত্তর দেনা নুয়ারলু। পিছেদে নিঙল ঔগরে মিথ্যা আশ্বাস আহান দিয়া মোর লগে থিনা করে দিল। কালীপ্রসাদে হার নাপাছে নিঙল ঔগ অনাহারে থায়া এলা হিকেছেগ। তেই সঙ্গীতগুরুরাৎত যেতা বঞ্চনা পাছে ঔতার য়ারি নাহনেছে। ঔতা য়ারি হনিয়া মোর গৃহিনী ঔগই সহানুভূতিপরায়ণ অয়া বিভিন্ন ছুতাৎ তেইরে আনানিরকা মোরে বাধ্য করেছেগ। মানুয়ে নাঙ করলে মি হারৌ অউরি। সেনারূপ গাঙে পড়িয়া আছিল। অন্য মানুয়ে বিদ্রূপ করলা তারে। তারে ঔ বনবাসেৎত আনিয়া প্রতিষ্ঠা করানির চেষ্টা করেছে ঔতার প্রমাণ ‘প্রতিশ্রুতি’ৎ আছে।

স্বয়ং কালীপ্রসাদর বেয়কে মোর প্রশংসা আহানাৎ বেয়করে যৌকরিয়া দিলতাউ প্রতিবাদ নাকরেছু। সাহিত্য পরিষদ সিঙ্গারি শাখার উদ্যোগে অছিল অধিবেশনর স্মারকপত্রর মলাটে দেছে উদ্ধৃতি ঔহান মোর নাঙে মাতেছিলাহান। বেয়কর কথা যৌকরেছে ঔহানর প্রকাশ্য প্রতিবাদ নাকরেছু। ‘প্রতিশ্রুতি’র তৃতীয় সংখ্যাৎ ঘড়ির বিজ্ঞাপন আহানাৎ কালীপ্রসাদে মাতের... বুলিয়া দেছিলু। যেসাদে অন্যভাষার বিজ্ঞাপনে ‘অমুকে মাতের এরে চাপাতা এতার হুয়াংহান... ইত্যাদি। কালীপ্রসাদ অতি গুণবান বার মহৎ প্রতিভার অধিকারীগ। তা মোর বিন্দু আগ সহায়তা এতাল ডাঙর অছেগ নাগই। মি নাখাইলেউ তা বেলিহানর সাদে ঙাল। কিন্তু তার একাকিত্বর দিনে কাদাৎ আছিলাৎ মি বার শ্যামানন্দ। আমারে তার মানসকন্যা ঔগর সালেদে পরম শত্রু নিংকরল। এরে বিপরীতবুদ্ধি এহান অত্যন্ত দুঃখদায়ক।

হাইলাকান্দিং সংস্কৃত-বিষয়ক অনুষ্ঠান সভা-সমিতি অইলে তারে প্রধান বক্তা বা প্রধান অতিথি হিসাবে আনুয়েইলু। মি হাইলাকান্দি এস এস কলেজে অধ্যক্ষগ থাইতে তা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আহিল। এপেই দর্শনর প্রধান অধ্যাপক ঔগরে মাংলুতা- ‘হবা কাম আহান কর। তি শিক্ষক দিবসে অনুষ্ঠান আহানর আয়োজন কর। ড. রাধাকৃষ্ণন গিরকর জন্মদিনে দর্শনর বিশ্বখ্যাত অধ্যাপক আগরেল বক্তৃতা আহানর ব্যবস্থা করে দিৎ। খানা পিনা থানা ঔতা মোরতা। তি

ব্যক্তিগতভাবে খানি দে, মি খানি দিৎ।' মি কালীপ্রসাদর অনুমতি লয়া কলেজে প্রচার করলু। সাড়ে দশটাং মিটিংহান। ছাত্র-অধ্যাপক হাবি তার বক্তৃতা হুমানিরকা বাসেয়া থাইলা। হলগৎ তিল ধারণর ফাম নেই। সাড়ে দশটা বাজিল। এগারটা। বারটা। একটা। তা নাহিল। দর্শনর অধ্যাপক ঔগই মাংল- স্যার মানুয়ৌ হাবি গেলাগা। স্যারে বক্তৃতা আহান দে ভারতীয় দর্শনর গজে। আরাক অধ্যাপক আগই মাংল ঘরেৎত আনুয়েয়া ফেইচম পিদ। ঘরেৎত ফুতি আনুয়েয়া পিদৌরি ঔবাকা কলেজর গেইটহানাং তা, মানসকন্যা বার মানস আয়া লামলা। উৎসাহী অধ্যাপক পাচগ বাসেয়া আছি। বক্তৃতাহান অকরলতা- 'মিতে আগে হার নাপাছু। তোমার অধ্যক্ষগই আজি বিয়ানেহে মোরে বাগার।' মি সভাপতিগ। প্রতিবাদ নাকরলু। 'মি প্রস্তুত অনার সময় নাপাছু'- বুলিয়া অসংলগ্ন বক্তৃতা আহান দিল। মোরে খানি ইঙ্গিতে বিদ্রূপ করল। ঔতার পিছেদে ইসকনর নিন্দা অকরলতাই আছিল। শোতা ঔগি বেলা দিয়া গেলাগা। আসলে- মানসকন্যা ঔগরে লগে আনৌরি বুলতেগা অনুষ্ঠানহান পণ্ড করে দিলতা। তাউ বক্তৃতার ঔগদে নাইলতা মানসকন্যার সালেদে। ঘরে আইলাং। খানাং বহেছি। কালীপ্রসাদে যতহান মনোযোগ বার সম্মান পেইতই ঔহান অন্যতাই আশা করানি উচিত নেই। মানসকন্যারে মাতানিহান কালীপ্রসাদরাংত কমইল পাউরি।

কালীপ্রসাদ কতদিন থায়া অতি কুৎসিত ভাষাল মোরে চিঠি আহান দিল। ঔহানাং আছেতা 'তোর সীমাহীন নীচতা' ইত্যাদি। মি কবি সম্মেলনর সময় তারাংতৌ, তার বেয়করাংতৌ চান্দা নেছুগা। তা মোরে অর্থসাহায্য করেছে, তানু মোরে সম্বর্ধনা দেছি- আরতাউ অভিযোগ মাহেই। মি কতদিন হতভম্ব অয়া থাইলু। ঔতার পিছেদে সুদীর্ঘ উত্তর আহান ইকরলু। মিয়ো তার গবেষণাকালে হুনা গিরো থয়া রূপা সাহায্য করেছে ইত্যাদি কথা উল্লেখ করিয়া ইকরলু চিঠি ঔহান ঘরর ঔগই পাকরিয়া বেলা দিল। মাংল- তুমি এসাদে চিঠি ইকরা-ইকরি নাদিয়ো। তোমারতা এহান শোভা নাপার। চিঠিহান ইকরিয়া কান্দিহান কমিল। নাউ দিৎ। তার হাবি কথার উত্তরতে আছে নাই। এহানাং শাস্তি পেইলু নিয়াম। মোরে ঔসাদে চিঠি আহান দিয়া কালীপ্রসাদ আরাকৌ আকখুলাগ অইল। পিছেদে বাংলাদেশে পৌরির অনুষ্ঠানে গিয়া মোর লগে চান্না অনির চেষ্টা করল। মোর দুঃখহান নাগেছেগা। মি চান্না অনা নাকরলু।

"তোর দোষ-ত্রুটি হাবি ক্ষমা করিয়া তোরকা মানুর লগে লাগলুগা তোর সালেদে। ঔহানর প্রতিদানহান এহান। তোর 'বিস্মৃতিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা' গ্রন্থর সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ আহান ইকরলু ছদ্মনাঙে। মি বিরোধিতা করলে তোর মারুপ নেই।"

হাদি হাদিৎ মোরে ফটো ফোনে দিয়াপেঠানিরকা মাতের। মোর জীবনী ইকরতৌ বুলের। পিছেদে কপর্দকশূন্য অয়া রোগগ্রস্ত অসহায় অয়া মরানি বিস্তা

অইল ঔবাকা তारे উনা অনিৎ গেলুগা। নানা মানুয়ে তारे অর্থ সাহায্য করলা। মোরে দেহিয়া কাদিয়া হমাদিল। বেয়ক জিতেন আয়া বহিল। কথায় কথায় কোনো সংস্কৃত শ্লোক আহান উঠলে লগে লগে চুমকরে দেৱ। অর্থাৎ নুয়ারাই তার মেধার হানি করে নুয়াৰেছে।

এমাটিক পণ্ডিত প্রতিভাবান মনীষী এগ মানসকন্যার সালেদে এসাদে অইল এহান অত্যন্ত বেদনাদায়ক। অথচ বুদ্ধিহীনগ নাগই। তার চমকপ্রদ সেন্স অব হিউমার ঈর্ষণীয়। আমরাং কতদিন জেলাশৌ আগ আছিলিতা। ঔবাকা ডিলিট থিসিসর কামে তা হাইলাকান্দিং আহেছেতা। আরাক আকপেই থাইল। আকদিন রাতি আয়া নিঙলশৌ ঔগরে লাংকরতে লাংকরতে ঔগই জারে নুয়ারিয়া মাংল-এ সেইত্য আজি রাতি এহানাং মরিং-এ। পিছেকার দিনে কালীপ্রসাদ বিয়ান্ত আয়া মাতেৱতা- হুতুমেউ মরলিতা না কিতা চানাং আহেছুতা। এসাদে সূক্ষ্ম হাস্যরসিক মানু আগ কিয়া অমাটিক পাঙইলতা?

সমাজর শ্রেষ্ঠ পুরুষ এগর অবদান আমি না পাহরতাঙাই। তা আমাৰে গৌরবান্বিত কৰেদিল। আমাৰ পৰিচয়হান আনে দিল। তাৰ প্ৰতি সমাজৰ অসীম কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিয়ার। কালীপ্ৰসাদৰ বানান সমাজৰ অংশ আহানে নাকরলা এহান সমাজৰ ডাঙর পৰাজয় আহান।

ব্রজেন্দ্ৰকুমার সিংহ : কবি, লেখক বারো প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ, হাইলাকান্দি এস. এস কলেজ, আসাম।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ মণীন্দ্রকুমার সিংহ

জাত আহানর বৈশিষ্ট্য হারপানি মনেইলে ঔ জাতে জরম অছি মনীষী উতার জীবনী, তানুর ইকরা লেরিক-লেইশৌ, বক্তৃতা, তানু দেছি য়ারি-পরি, তানুর ধর্ম-কর্ম, জীবনচর্যা কুপকরে অনুধাবন করানি আবশ্যিক। আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর শিক্ষা, দর্শন, সংস্কৃতি, সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থা, সমসাময়িক রাজনীতি, মানসিকতা, দায়-দ্বন্দ্ব আদি হারপানি মনেইলে গদীশ্বর সর্বানন্দ মুখার্জি, ভুবনেশ্বর সাধুঠাকুর, পুণ্ডরীকানন্দ শর্মা, গোকুলানন্দ গীতিস্বামী, তনুবাবু, সমরজিৎ, নন্দকিশোর, জগৎমোহন, ধনসেনা, তনুকীর্তনি, ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ, মদনমোহন মুখার্জি বারো ড. কালীপ্রসাদ সিংহ আদিরে অতি-অবশ্য অনুধাবন করানি থক।

একবিংশ শতাব্দী পেয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতে জরম অ'গেছিগা মনীষীরমা ড. কালীপ্রসাদ সিংহ, পিএইচডি, ডিলিট গিরক একাধারে শিক্ষাবিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ, গবেষক বারো লেখক আগ হিসাবে বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর থয়া সমাজ এহানরে সমৃদ্ধ করেছিল। অতি কর্মব্যস্ততার হাদিৎ হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈনধর্ম বারো ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রর গজে আককুড়িহানর গজে লেরিক, বিভিন্ন বিষয়র প্রবন্ধসম্বলিত প্রবন্ধমালা (৬হান খণ্ড), কবিতামালা, এলার মালা (১ম ভাগ, ২য় ভাগ, সম্পূর্ণ), কীর্তনমালা (৮হান খণ্ড), বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দুই শতাব্দী (ইতিহাসগ্রন্থ), বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অভিধান, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ব্যাকরণ, To the Meiteis and the Bishnupriyas, The Bishnupriya Manipuri Language, The Bishnupriya Manipuris : their Language, Literature and Culture আদি তথ্যবহুল লেরিক ইকরিয়া ভাষা বারো জাতির স্বীকৃতি আদায়ে অকাট্য যুক্তি দর্শেয়া ভাষা বারো জাতির স্বীকৃতির পথগ সুগম করে দিয়া গেছেগা, এসাদে মনীষী আমার জাতে কমেই দেহিয়ার।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর ধারাবাহিক ইতিহাস আহান। এহেন বিরাট মনীষী গিরক এগ ভগবানর অশেষ কৃপায় আমি অসহায় ক্ষুদ্র জাতির হাদিৎ জরম অয়া, মরানির আগে আমারে পৃথিবীর বুকুগৎ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া থয়া গেলগা। আমি তারাং চিরঋণী। গিরকর প্রয়াণে আমার সমাজ তথা ভারতীয় দর্শন, বৌদ্ধিক জগৎ তথা শৈক্ষিক জগতে যে অপরিসীম শূন্যতার সৃষ্টি অইল, উহান কুনো কালেউ পূরণ নাইতৈ। গিরকরে আমি নতমস্তকে শ্রদ্ধা জানেয়ার।

অদম্য জেদ, অপরিসীম মানসিক বলে বলীয়ান মানু আগ আছিল ড. কালীপ্রসাদ সিংহ। নাইলে গত শতাব্দীর চত্বিশর দশকে কচুধরমর পরিবেশেৎত, উবাকার দুরতিক্রম্য গ্রামীণ আর্থিক সঙ্কটেৎত, অপ্রসারিত শিক্ষার ঘোর আধারেৎত, যোগাযোগ বারো পরিবহনর দুর্লভ্য প্রাচীর লালয়া, শিক্ষার অত্যাচ্চ শিখরে আরোহণ করানি কথমপি সম্ভব নাইলৈছ। উহান বাদেউ সদাজাত সমাজদরদি আত্মা আগ তার অন্তরে সদাই কাদিয়া আছিল আরো বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মানুর ভাষা, ভাষার প্রচলন, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা সাহিত্যর বৈজ্ঞানিক সংস্কার, শিল্প-কলা-সংস্কৃতির শাস্ত্রসম্মত বিকাশ, বারো এতার গবেষণার বিকাশ, প্রচারর সালে আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ, আজীবন অর্জিত ধনর শেষ কপর্দক পেয়া ব্যয় করিয়া ‘দিব্যাশ্রম’ স্থাপন করিয়া নিঃসম্বল অয়া দেহ সংবরণ নাউ করলৈছ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ামপারা সমাজসেবক আমার সমাজে থাইতে পারে, কিন্তু ভাষার প্রচলন, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতি বারো ভাষার স্বীকৃতির সালে তার নিঃস্বার্থ অবদান আপনভোলা, সাংসারিক বিষয়বুদ্ধিবিরহিত মানু এগরে অজ্ঞাতসারেই ফামহান এরে দেছি। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী বুলিয়া আজি জাতহান স্বীকৃত। তার ইকরা The Bishnupriya Manipuris : their Language, Literature and Culture লেরিক উহান নাইলে হুদা বিষ্ণুপ্রিয়া অয়া থাইলাঙৈছ, ‘বিষ্ণুপ্রিয়া’ শব্দগর মুণ্ডে পিঠিৎ ‘মণিপুরী’ শব্দ এগ নাপকরে নুইলাঙৈছ। জাত এহানরে পৃথিবী এহানর বুকুগৎ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী হিসাবে পরিচয় বর্তেয়া থদেনাৎ তার যুগান্তকারী অবদানরকা গিরকরে আমি ‘জাতির জনক’ বুলিয়া নিঃশিৎ অয়ারতা।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ। সৌকরার বন্ধ। দিনতারিখ নিঃশিৎ নেই মাদান আহান। ‘বন্দি বলাকা’র নৈমিত্তিক রিহারসেলে বেকিগর পারে কথসিং অজ্ঞার পাঠশালা প্রাঙ্গণে যাউরিগা। লগে বীরেন, বিনোদ, পুলিন, অনিল, নামদেব, মহিম, কৃষ্ণকুমার বারো বাণী। শান্তিপুরর হেইনৌ সপার ছেয়াৎ মিকুপ আহান উবা অইলাং উপেই পেরেঙ্গাদাই ডাকদিল— মণি, খানি উবা। তানু দ্বিয়োগিরে চিনরতা? তার কাদাং খানি জেঠ, ফেইচম পাঞ্জাবি পিদেছি গাবুরাপুয়েই দুগ। পেরেঙ্গাদাই মাতল— হাই। নাউ চিনতেই। তানু কলিকাতাত তামকরতারাতা। বারো তি গৌহাটিং। পুজার বন্ধৎ, গরমর বন্ধৎ গাঙে আহরাই। কিসাদেউ বা আগরে আগই

চিনতাই। মি পরিচয় করে দিও। এরে আহিং আনক লাগাছে এগ ব্রজেন্দ্র, ঔরে মজুকগ লামকরিয়া ফেইচম পিদেছে উগ কালীপ্রসাদ।

আমার প্রথম পরিচয়। ঔদিন কুঙ্গই হারপাছি, শান্তিপুুরর আম্রকুঞ্জতলে পরিচয় অছিল। দশগ গাবুরাপুয়েইরমা দুগ আহান কালজয়ী অইতাই। ঔ কালজয়ী দ্বিয়োগি- ড. কালীপ্রসাদ সিংহ, পিএইচডি, ডিলিট বারো অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিক।

কিন্তু আম্রকুঞ্জতলর ঔ পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয়র লেকচার, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরির হাদিং আকদিন মাঙছিল। কালীপ্রসাদ মাঙছিল গবেষণাং বারো 'স' 'ছ'র আবর্তে। ব্রজেন্দ্র মাঙছিল 'প্রতিশ্রুতি' বারো 'এতা হাবি জিনজিনি থাইতে, জোনাকহান কিয়া গজে কাইতে' এ প্রশ্নান্বেষণে। বাণী মাঙছিল আইআইএম কলিকাতাত। মণীন্দ্র মাঙছিল ইন্ডিয়ান ফরেস্ট কলেজ অ্যান্ড ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে। ১৯৬০ সালেংত ১৯৭২ সাল পেয়া হাদি হাদিং দেহা সাক্ষাৎ অইলেরগায়ৌ আমি অতি ফরমাল আছিল। ব্রজেন্দ্রর তুল অতি ঘনিষ্ঠ অছিল ২০০৩ সালেংত, সাহিত্যসভার সভাপতি অনার পিছেদেংত বারো বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যসভার পত্রিকা 'অপরূপা'র যুগেংত। কালীপ্রসাদর তুল অতি ঘনিষ্ঠ অছিল ১৯৬৭ সালেংত তার শেষদিন পেয়া। জীবনে পরিচয় পরিচিতি অছিল অনেক আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার তুল। এবাকাউ নুয়া নুয়া পরিচয়-পরিচিতি অর। ড. কালীপ্রসাদ সিংহরে শ্রদ্ধা করেছিল, স্নেহ করেছিল, দণ্ড দেছিল, যুক্তি-পরামর্শ দেছিল, গালাছিল, সহযোগিতা করেছিল, তারকা মানুর তুল কৌলি করেছিল। বারো ভারতীয় দর্শনর গজে তার গভীর জ্ঞানগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা হনিয়া অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ অছিল। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবদগীতার গুহ্যতম বিষয়র গজে আধ্যাত্মিক আলোচনা, ব্যাখ্যা, অন্তর্নিহিত ভাবর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, আধিভৌতিকতার লগে উতার প্রাসঙ্গিকতা, জিজ্ঞাসুর প্রশ্নর যুক্তিযাহ্য সদুত্তর, পণ্ডিতবর্গর প্রশংসা, আতর চাপরিং সুদর্শন হলগ চৌচির অছিল উপেই মি তারেল অতি গর্ববোধ করেছিল। ন্যায়দর্শন, নৈরাখ্যবাদ, শাক্তরবেদান্তে তত্ত্বমীমাংসা, শাক্তরবেদান্তে জ্ঞানমীমাংসা, ভারতীয় দর্শনে আত্মা, এতার গজে তার অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা, তত্ত্বর ন্যায়িক বিশ্লেষণ, ন্যায়িক মীমাংসা বারো আত্মার দার্শনিক উপস্থাপনা হনলে অভিজ্ঞত মন আপ্রানেই শ্রদ্ধাল তারাং নলর।

তার 'ইটাইমোলজিক্যাল ডিক্শনারি অফ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' লেরিক উহানার ইনোওরেশনে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা, ভাষাতত্ত্ব, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ব্যাকরণ, অক্ষর, ধ্বনি, শব্দপ্রকরণ, শব্দবিন্যাস, শব্দর বিবর্তন, শব্দার্থ, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাং বৈদেশিক-পারিপার্শ্বিক শব্দ কিসাদে আহেছে, শব্দর রূপান্তর কিসাদে অছে, দৃষ্টান্তল তা য়েবাকা দেহুয়েইল উবাকা ভাষাতত্ত্বর গজে তার অপরিসীম জ্ঞান দেহিয়া শ্রোতাদর্শকমণ্ডলীয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছিল।

এৱে জ্ঞানতপস্বী দাৰ্শনিক গিৱক এগই যেদিন ঔৱে ৱাতি কীৰ্তনৱ এলা দিয়া দিয়া ডাকৱ পুংলেৱ অৱা অৱা মোৱ তুল গৌহাটিংত হাফলং পেয়া মোৱ জিপহানাং আহিল উবাকা তাৱ ৱসময় সুকোমল প্ৰবৃতি, সুমধুৱ ললিতকলাসিক্ত শিল্পমন আহানৱ পৱিচয় পেয়া মি যুগপৎ আনন্দ বাৱো বিস্ময়ে নিৰ্বাক অছিলু। দৰ্শনৱ কাঠখোটা মানু এগৱ ভিতৱে এলা বাৱো কথাশিল্পৱ ৱস কিসাদে উপজিল খালকৰিয়া পাৱ নাপেইলু। নাৱগৌ নুংশি, তাল-মান-লয়ৌ ভৱপুৱ। শব্দচয়নে নিপুণ, পট নিৰ্বাচনে পাৱঙ্গম, ছন্দে বন্দে সুললিত, ঝমকে বলিয়ে প্ৰাণচঞ্চল, সম্পূৰ্ণ ৱসোসীৰ্ণ। নাৱিকলৱ কঠিন আবৰণৱ ভিতৱে সুস্বাদু শাস বাৱো ঠুম পানি নিংশিঙ অইলু। কুংগই মাতে পাৱতাই কালীপ্ৰসাদ কাঠখোটা মানুগ। তাৱ 'এলাৱ মালা'ৱ 'যে দুয়াৱহান খুলেদিলু- চিৱদিন খুলা থাক', এলাহানে তাৱ প্ৰেমময় হৃদিৱ পৱিচয় দেৱ।

তাৱ 'প্ৰবন্ধমালা'ৱ প্ৰবন্ধে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সাহিত্যৱ বিকাশ, জাতিৱ কলা-কৃষ্টি-সংস্কৃতি-চৰিত্ৰ-শিক্ষাৱ সংস্কাৱ বাৱো বিকাশৱ সুৱৱ গুঞ্জন অহৱহ গুনগুনৱ। আজীৱন উপাৰ্জিত ধনৱ শেষ কপৰ্দক খৱচ কৰিয়া 'দিব্যাত্ৰম' প্ৰতিষ্ঠা উহানৱ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন। এসাদে দৃষ্টান্ত মানৱ সমাজে অতি বিৱল।

মেইতেই-বিষ্ণুপ্ৰিয়াৱ সহনশীল সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সহাবস্থানৱ প্ৰচেষ্টালো ইকৱা 'টু দি মেইতেইজ অ্যান্ড দি বিষ্ণুপ্ৰিয়াজ' লেৱিকহানে জ্বলজ্বল পটপট কৰে দেহুয়াৱ দ্বিয়ো জাতিৱ হৃদিৱ বিবাদ-বিসম্বাদ মিটানিৱ ঐকান্তিক ব্যাকুলতা।

কালীপ্ৰসাদে নিজৱ জাতহানৱে তন-মন-ধন-মাউ-মাংস দিয়া বানা পেইল। তাৱ আজীৱন সাধনা আছিল জাত এহানৱে পৃথিৱীৱ বুকুৎ প্ৰতিষ্ঠা কৰিয়া জাত এহানৱ সেৱা, পৱিচৰ্যা কৰিয়া যানা। উহানে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী জাত এহানৱ চৰম সঙ্কটকালে আসাম অবিসি কমিশনে স্বপ্ৰণোদিত অয়া জাত এহান বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী, ভাষাহান বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী বুলিয়া অকাট্য যুক্তি দৰ্শেয়া তথ্যপ্ৰমাণলো স্বপক্ষ সমৰ্থনে এফিডেভিট সাৱমিট কৰেছিল। তাৱ ইকৱা 'দি বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰিজ : দেয়াৱ ল্যান্ডুয়েজ, লিটাৱেচাৱ অ্যান্ড কালচাৱ' লেৱিকহান এভিডেল কৰে এটাচ কৰে দেছিল। উহান বিবাদীয়ে কাপে নুয়াৱলা। অবিসি কমিশনে আমাৱ জাত বাৱো ভাষা প্ৰতিষ্ঠিত অইল। হাইকোৰ্ট, সুপ্ৰিম কোৰ্টেউ অবিসি কমিশনৱ ৱায়হান আপহেস্ত কৰেছিল। এহানাং কালীপ্ৰসাদৱ অবদান অবিস্মৰণীয়। যতদিন পৃথিৱীৱ বুকগৎ বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী থাইতাই, কালীপ্ৰসাদৌ ততদিন অমৱ অয়া থাইতই।

মণীন্দ্ৰকুমাৱ সিংহ : আইএফএস (অব:) : সম্পাদক, অপৰূপা, গৌহাটি, আসাম।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ : নিঃশিঃ নিরলে বরুণকুমার সিংহ

চিত্তার সন্তাপ নিয়ে জন্মেছে যে অনন্য মানুষ।

- মরতু সঙ্গীত, বুদ্ধদেব বসু

পয়লাই ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর উদ্দেশে মোর হৃদয়ৌপা নিঙ বারো শ্রদ্ধা কাৎকরৌরি। শিলচরর গুরুচরণ কলেজে গিরক মোর দু'হান শ্রেণি গজে তামকরলো। ঔহানে মি তারে 'দাদা' বুলিয়াই ডাকলু- মোরেও তা বানা পেইলো।

কালীপ্রসাদদার স্মৃতিচারণ করতেগা পঞ্চাশ বছর পিঠিয়েদে বুলন দিয়া চেয়া খাউরি। ১৯৬১ সালে আইএ পাশ করানির পিসে মি সংস্কৃত লয়া বিএ ক্লাসে ভর্তি অইলু। হবা ছাত্রগ হিসাবে কালীপ্রসাদদার পরিচিতি আহান ঔবাকাই আসিল। পয়লাকার পরিচয়হান দাদারাংত সংস্কৃত লেরিক লইতেগা, সসংকোচলো দাদাই মোরাংত লেরিকর মূল্য থইলো। দাদার মেইখঙহানাং বানা বারো (লেরিকর মূল্য লনার) হিনর রেখা ঔতা মি পাকরে পারলু। যে সম্পর্কহান এসাদে করিয়া হঙসিল হাতে হাতে ঔহান চিরস্থায়ী অইল। Scholar আগ হিসাবে দাদাই নিজর যোগ্যতা বারো কৃতিত্বর প্রমাণ জীবনর প্রত্যেক পর্বৎ দিয়া গেসেগা- পয়লাকার প্রমাণহান সংস্কৃত অনার্সে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়েত্ত প্রথম শ্রেণিৎ প্রথম স্থান অধিকার। এহানর তুলো আরাক অসাধারণ স্বীকৃতি আহান উল্লেখ করানি থকর- ফল নিকুলানির আগে দাদারে গুরুচরণ কলেজে ক্লাস নেনার সুযোগ দেনা আসিল। বারো ঔহানরকা মোর হারৌর সীমা নেয়সিল।

ছাত্রজীবনে মি য়াম খেয়ালি স্বভাবর অনাই মোরতা দ্বিবছর মাঙসিল। ১৯৬৫ সালে ইংলিশ অনার্সলো বিএ পাশ করলু আরো মোরতা কলকাতাৎ এমএ তামকরানির আকাঙ্ক্ষা আহান জাগিল। কারণহান অইলতাই, কলকাতা মোরাং

শিল্প-সাহিত্যর তীর্থস্থানহান। একান্তে চিন্তা করলে উপৌরি- এ স্থান এহান বিকাশ
বারো বিনষ্টির বিচিত্র সমাবেশস্থলহান।

যেতাও অক, যানার দিন বিস্তা অইল আরো দাদারাং গেলুগা। দাদাই গিরক
আগরাং মোরকা ভর্তি বারো অন্যান্য সাহায্যরকা চিঠি আহান ইকরেদিল। গিরক
ঔগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়র কলাবিভাগর অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় অসীমকুমার দত্ত,
শিলচরর উজ্জ্বল রত্নগ। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হেমচন্দ্র দত্তর পুতক বারো সর্বজনশ্রদ্ধেয়
জননেতা অরুণকুমার চন্দ্রর ভাগিনাক। চিঠিহানাং দাদাই মোর বাখান চুটি আগ
করে দিয়া থাইব, বারো গিরক ঔগই নিজগুণলো শিলচরর অখ্যাত ছাত্র এগরে
সাদরে ঔদিন গ্রহণ করেসিল। গিরকর তুলো মোর সম্পর্কর ইতিহাসহান ডিগল
বারো সার্থক। কালীপ্রসাদদাই দত্তস্যাররাং মোরকা চিঠিহান না ইকরেদিলে
আত্মপ্রচারবিমুখ ডাঙর মানু আগর সান্নিধ্যে মি যানা নুয়ারলু অইস। এপেই উল্লেখ
করানি যাকরের, গিরক ঔগই আমার জাতহানরেও বানা পেইলো। দাদাগিরক
বারো দত্তস্যারর বানার ঋণ মি আজিও অপরিশোধ্য বুলিয়া নিংকরৌরি।

দাদাই মোরে বানা পেয়া স্বীকৃতি দিয়া গেসেগা, সম্পূর্ণ যোগ্য নাইলেও মি
ঔতার দুহান আহান প্রমাণ এপেই উল্লেখ করিয়া যিতৌগা। দাদার খুলা বেয়ক
শ্যামানন্দই আকখুরুম ফোনে মোর তুলো যোগাযোগ করিয়া বাগেইলো
কালীপ্রসাদদা মোর হাইলাকান্দ্রির বাসাং আনার চিন্তা করের, কাম আহানরকা।
হারৌ অয়া দাদার আনার দিন বাসেয়া থাইলু। আনার পিছেদে দাদাই য়ারিহান
দিলো- দাদার ইংরেজি লেখা আহান আমার গুরুচরণ কলেজর প্রাক্তন অধ্যক্ষ
(সময় আহানর নাঙকরা ইংরেজির অধ্যাপক) হরিপদ ভট্টাচার্য স্যাররে পাকরুয়ানি
মনাসিল, হানতে, স্যারর সময়র অভাব অনাই দাদাই মোর কথা নিংশিং অসে-
বিষয়, উদ্দেশ্য মোরে আকতাও ঔবাকা না বাগাসে। দাদাই মিয়ে লেখা ঔহান
পাকরিয়া ফামে ফামে modification করলাং। দাদাই যানার দিনে মোরে
বাগেইলো, ঔ লেখা ঔহান- 'The Concept of the Absolute in Indian
Philosophy' বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েস্ত D.Litt- অরকা পঞ্জীকৃত অসেহান। মি
নুংপাং অয়া দাদার মেইথঙহানাদে চেয়া থাইলু। মোর পরলাকার ডিগ্রিহানাতৌ
দর্শনশাস্ত্র নেই, আবেগতাড়িত দিক-দিশা নেই মানু এগরে দাদার সাদানে চিন্ময়
অভিযাত্রী আগই ভারতীয় দর্শনর নুয়া দিগন্ত আবিষ্কার করতেগা মোরে বানা পেয়া
আসুলিয়া সামিল করে দিল। এহানরে মোর সৌভাগ্য- আমার ঠারেতে
'অহোভাগ্য' ছাড়া আর কিহান বুলিয়া উল্লেখ করতু !

দাদার 'প্রবন্ধমালা'র প্রথম খণ্ডে আমার ঠারর সাহিত্য বারো ভাষা-বিষয়ক
আলোচনা আসে। 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য সাধনা' শীর্ষক ভাষণ ঔহানাং
দাদাই কথা এহানি মাতেসিল- "অত্যাধুনিক যুগর কবির পারেওহান দীঘল। এতা
সম্বন্ধে শ্রীবরুণকুমার সিংহ গিরকে বিস্তৃত আলোচনা করতই, মি সংক্ষেপে কথা

দুহান আহান মাতিঙ। এ যুগর কবির মাঝে পয়লাকার পারেঙে আইতারাতাই মদনমোহন মুখোপাধ্যায়, সেনারূপ সিংহ, ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ বারো ধনঞ্জয় রাজকুমার। বরুণকুমার সিংহরে এ পর্যায়ত আনে পারিয়ার, কিন্তু দুঃখর বিষয়হান যে, তারাতো যে পরিমাণে রচনা আশা করিয়ার, ও পরিমাণে নাপেয়ার।" দাদাই মোর ললাটলিখন ঔহান পাকরে পারেসে আরো ও মন্তব্যহান করেসেতা ! দাদার সহমর্মিতার ডাঙর দৃষ্টান্ত আহান এরে কথাহানি।

'প্রবন্ধমালা'র দ্বিতীয় খণ্ড ঔহান সমাজ বারো সংস্কৃতি-বিষয়ক। উনিশহান প্রবন্ধন্ত মি আকহানর বিষয়ে আলোচনা করিয়া মোর স্মৃতিচারণহান লইকরতৌ। 'উচ্চশিক্ষিত নিঙোলপীর পথগো কুংগোদে?' প্রবন্ধহানাৎ উচ্চশিক্ষিতা নিঙলর পাত্র নাপানির সমস্যা আলোচনা করতগা কালীপ্রসাদদাই আমার যুবসমাজর 'অর্থলোভ' বারো 'প্রেম'রে দায়ী করেসে। এ বিষয়ে মোরতা খানি সংশয় আসে- দাদাগিরকে আরাক দিক আহান যেহানরে 'ঘটনা' মাতানি য়াকরের- লোভ বারো লালসার প্রাকৃত দিক ঔতা এরে দিয়া- ঔহানর চিন্তা না করেসে। হঠোক্তিপ্রবণ মানুষ হানতে ওয়াহাটির মালিগাঁও মালঠেপে দাদারে পেয়া মি আচম্বিতে ফাগি করিয়া মাতেসিলু- "দাদা, হিটলারে জার্মান জাত ঔহানর রকত বিত্ত্ব ধনারকা ইহুদি মারানিৎ খেঙসিল, দাদাই ঔহান চরতা?" দাদাই মোর কথাহান ঠিক না পাখাইব, মি বারো Supremacist মনোভঙ্গি ঔহানরে নির্বিচারে গ্রহণ করে নুয়ারৌরি। এপেই শোলক আহান আমার কামে লাগতে পারে- 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্থ ত্যজতি পণ্ডিতঃ।' চানাপা এরে দিলেতে আমারতা ক্ষতির সীমা নেয়ইতই। খানি থইক, খানি এরে দিক, এরে 'সুবর্ণ মধ্যপন্থা' ইংরেজিৎ 'golden mean', গ্রহণ করানি য়াকরবতা ?

দাদার স্মৃতির উদ্দেশে মোর হৃদয়ৌপা নিঙ বারো শ্রদ্ধা কাংকরিয়া- তার দুর্দান্ত মেধা, অধ্যবসায়, জাতহানর মঙ্গলচিন্তা- এতা হাবিতাই বর্তমান প্রজন্মহানরে উদ্বুদ্ধ করক এ আকাক্ষা থয়া লইকরৌরি।

বরুণকুমার সিংহ : প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি, এস এস কলেজ, হাইলাকান্দি, আসাম।

অজা কালীপ্রসাদ গিরকর নিঙে হেমকান্তি সিংহ

অব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঃ জুন ।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

এ জগতে হাবির গজর 'লোকে'স্ত হাবির তলর 'লোক' পেয়া দুঃখর সংসারহান- যেপেইত জন্ম বার মরণর চক্র চলর । যেগই কৃষ্ণধাম পার ঔগ কোন সময়ত বার জরম নালর ।

হায়হান, মরণর চক্রগন্ত জিংতা অনা অজা কালীপ্রসাদর পক্ষে সম্ভব নাগৈ, কিন্তু এ খেলতামে নিতান্ত স্বার্থপরগর ডেকি তারে- গিরকরে কৃষ্ণধাম নাপাকগা বুলিয়া মাতানি আহের । মি এ কথা এচুটি একেবারে অবিবেচকগর ডেকি মাতলু পারা । পাঠক গিরিগিথানিয়ে ঙাকরেদিবাং ।

১৯৬৩ সালে অজাগিরক শিলচরর কাছাড় কলেজে সংস্কৃত বিষয়র প্রবক্তাগ হিসাবে যোগদান করেসিল । ঔপেইত গিরকর লগে পইলা দেহা । পইলা দেহাতেই মুক্ত করানির মতো ব্যক্তিত্ব । ঔ কলেজর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ছাত্র-ছাত্রী হাবি অজাগিরকর সাইক্ষাত পরুয়া নাইলেও আমার জাতর মানু আগ নিয়াম তাঙয়া কলেজর শিক্ষকগ হিসাবে আহেসে এ অনুভূতি এহান আমারে নিয়াম অভিজুত করেসিল । বাঙালি-অধ্যুষিত এ অঞ্চলে 'আমিয়ৌ কমতা নাগৈ' ভাব আহান আহেসিল পারা ।

ধপধপা দলা আঙেই-ফেইচম, চকচকা দাত, প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বর অধিকারী, সদাই মুন্নিহান লেপিয়া থর মেইথঙহানল আমি হাবিরে নিয়াম প্রভাবিত করেসিল । লাজে ডরে কাদাত গিয়া পরিচয়পর্ব সমাধা করলাং- তাপ্প তাপ্প লাজ নেয়ইল, ডর বাগিল ।

নিয়াম ডিল নায়া গিরকর কৃতিকর্ম হারপানি অকরলাং । নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন (NBMSU)-র অকরাগর (১৯৫৯ সালে) লেইসি

বারেইতে যে শিল্পকার কতগই তানুর মহান অংশগ্রহণ এ সংস্থা এহানরে রূপ পালকরে দেসিলা ঔতারমা আজিকার অধ্যাপক ড. কালীপ্রসাদ সিংহ অন্যতম। ঔবাকা নুয়া অবস্থাত কাছাড় কলেজে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (ABVP)-র শাখা আগ হংকরানি অইল। অজাগিরকরে মুখ্য উপদেষ্টা পদে অভিষিক্ত করানি অসিল। মিয়ৌ ABVP-র লগে সম্পৃক্ত অসিলু থাংতে অজাগিরকর লগে নিয়াম নিয়াম তিলনির, সংবাদ আদান-প্রদানর, কাদান্ত গিরকরে হারপানির সুযোগ পাসিলু। এতান্ত জিঙে গিরকরে আরাকৌ হবা করে হারপানির সময় আহেসিল যেবাকা NBMSU-রে আরাকৌ বলি-চাঞ্চল করানি, আমার সমাজর লয়ায় লয়ায় এগর শাখা হংকরিয়া কার্যক্রমর বিস্তার, সংগঠনরে মজবুত করানির পালাহান আহিল ঔবাকা। অজা গিরকর হংনাল NBMSU-র পদাধিকারীরর জরুরি বৈঠক আহান কাছাড় কলেজেই বহেসিল। মিয়ৌ লেইসিধারীগ অয়া ঔ বৈঠকে যোগদান কoresিলু। পিসেদে মি (১৯৬৬-৬৮ সালে) ঔ সংস্থার সাধারণ সম্পাদকর দায়িত্ব অসিলু। অজা গিরকর নেতৃত্ব, Advisory Capacity বার প্রভাবল ছাত্র ইউনিয়নর বিস্তারে খানি প্রাণ পেইল পাৱা।

আমি হারপাসিলাং-দেহেসিলাং মহাসভার পঞ্জীয়ন করানির কামে অজাগিরকর সক্রিয় সহযোগ। মোরতা ভুল নাইলেতে এহান মাতে পাৱৌরি ১৯৬৫-৬৬ সালর কালখণ্ডে কোন সভা আহানাত গিরকরে মহাসভার পঞ্জীয়ন করানির কামে অগ্রণী ভূমিকা লনারকা থাকাত জানাসিলা।

কাছাড় কলেজে থাইতে অজাগিরকে মি বার বন্ধুবর সহপাঠী ননীগোপাল (প্রখ্যাত কবি, গীতিকার বার গায়ক) দ্বিরগিরে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অভিধান পাজালানির কামে খানি পাংকরানিরকা মাতল আরো আমি গিরকর ইটখোলার বাসাত কতদিন আহান গেসিলাংগা। অজাগিরক কাছাড় কলেজে নিয়ামদিন নেয়সিল।

এতার পিসে গৌহাটি বার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কoresিল। লমৈতেগা শিলচরর আসাম বিশ্ববিদ্যালয়েও অবসর গ্রহণ কoresিল। আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতর একমেব ডিলিট উপাধিধারী গিরক এগর সাহচর্য পেয়া আমি গৌরব অনুভব কoresিলাং। গিরকর লগে শেষ দেহাহান ২/৩ বসর আগে গৌহাটির কলাক্ষেত্রত গীতিস্বামীর জন্মজয়ন্তী উদযাপনে মি পৌরোহিত্য করানির সময়ে অসিল। গিরক খানি অপ্রকৃতিস্থ অসিল পাৱা। মোরে কাদাত ডাছয়েয়া ধর্মকন্যা (পুষ্যপুত্রী) দেবযানীর লগে পরিচয় করা দিল।

গিরকর ডেকি প্রতিভাসম্পন্ন, ব্যবহারকুশল, মৃদুভাষী বিদ্বান পণ্ডিত আগর এহেন অবস্থা দেহিয়া মি জারে নুয়ারলু। মোর অজ্ঞাতে গালগি তিঙিল- ঠুনিংশা আগ নিকুলিল।

পিসেদে খবর পেইলু গিরক গৌহাটি এৰাদিয়া নিজৰ গাঙ কচুধৰমে নিজৰ বেইবুনি বেয়াপাৰ লগে জীবনৰ অন্তিম সময় কাটানিৰকা গিয়াসিলগা। ঔপেইত গিরক ইহলীলা সংবরণ করল।

হুদা বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সমাজৰ নাগৈ- হাবি জাতৰ বিধ্বংসমাজৰ বার বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সাহিত্যাকাশৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ আগ জড়িয়া পৰিল। গিরকৰ প্ৰয়াণে যে শূন্যতা আহান সৃষ্টি অইল ঔহান কোনদিন পূৰ্ণ নাইতই। গিরকৰ বিদেহী আত্মাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাজলি কাংকৰৌৰি, চিৰশান্তিৰকা বিষ্ণুভগবানৰাং মাগৌৰি।

হেমকান্তি সিংহ : কাৰ্যকৰী সভাপতি, নিখিল বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী মহাসভা বারো প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ, জওহৰ নবোদয় বিদ্যালয়, তিনসুকিয়া, আসাম।

ড. কালীপ্রসাদ গিরকর সাহিত্য-সাধনা হরিদাস সিংহ

মণিপুৰে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী পালয়া আসিলা সমেইত সাহিত্যচৰ্চা বা শাস্ত্ৰৰ আলোচনা কৰে থাইলেউ উতাৰ কুন পুৰানা কৰপেক আহান আজি পেয়া আমাৰ আতে নাহেসে। খৱাৰ সমেইত 'খুমলৰ মাটি হুকেইল' বুলিয়া বৱন ডাহানিৰ এলা দেসি, আমি উতা খানি পেয়াৰ। অওয়ার বাগনে মণিপুৰ এৱাদিয়া আহিতে অথবা বাৰ্মাং বা অন্য কুন দেশেউ আমাৰ ইমাৰ ঠাৱৰ পুৰানা কুন লেৱিক আমি নাপাসি। পুৰানা লেৱিক পানারকা হবা জুতপাতৰ হুলাউ অসে বলিয়া নিং নাৱ। নিখিল বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী মহাসভা বা বিৱাটসভা হঙনিৰ আগে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰীৰতা মাতৃভাষাৰ গজে উচ্চ ধাৱণা নেয়োসিল। সমাজে মেইতেই ঠাৱহানৰে লু ঠাৱহান বুলিয়া নিংকৱলা। বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সমাজে গোকুলানন্দ গীতিস্বামীয়ে পয়লা ইমাৰ ঠাৱহানৰে সম্মান দিয়া মাতৃভাষাল এলা লেংকৱিয়া সমাজে জাগৱণৰ এলা দেসিল। তেবউ বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সমাজ নিজৰ ইমাৰ ঠাৱহানৰে গুৱন্তু নিয়াম নাৱলা। ১৯৩২ খ্ৰিস্টাব্দত মহাসভাৰ অধিবেশনে ইমাৰ ঠাৱল আলোচনা অইলেউ লেখতেগা বাংলা ভাষাল হাবিতা লিখলা। ঔ সমেইত যেতা পত্ৰ-পত্ৰিকা নিকুলেসিল উতাৰ অধিকাংশ লেখা বাংলা। ভাৰত স্বাধীন অনাৱ পিছেদে মহাসভাৰ আন্দুৱগাওৱ অধিবেশনে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সাহিত্য বাৱো সংস্কৃতিৰ উন্নতিৰকা মহাসভাৰ দুহান অঙ্গ-সংগঠন হঙসিল। ঔ সমেইত সমাজে ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ গজে চৰ্চা অনি অকৱল।

ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ গিৰক বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সমাজে পয়লা মাতৃভাষাৰ গজে গবেষণাৰ পথগ চিন্কেৱেসেগ। সংখ্যালঘু বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সমাজৰ গবেষণাৰ পথৰ চিন্কাগ ড. কালীপ্ৰসাদ গিৰক। গিৰকৰ গবেষণাৰ কাৱণে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষাৰ কথা ভাৱতৰ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীয়ে হাৱপানি অকৱলা। বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সাহিত্যৰ ডাঙৰ কাহা আহান গিৰকৰ ৱচনায় কাৱলয়া থসে।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যর ভাণ্ডারগ চাংখল করানিং গিরকে অবদান থসিল এহান গিরকর বিরোধী উতায়উ অস্বীকার নাকরতাই। গিরকর সাহিত্যর ভাষা, পদলালিত্য, ব্যাকরণ উতার গজে হাবিয়ে মতহান আকতা নাইলেউ আমার সাহিত্যে গিরকর অবদান অস্বীকার করানির উপায় নেই। শব্দর বানান বারো তৎসম শব্দ প্রয়োগ এতা গিরকর নিজস্ব দৃষ্টিধারা আহানল গিরকে করেসে। উহানাং গিরকর লগে আরাক আগরতা দৃষ্টিভঙ্গি বারো যুক্তিধারা আকতা নাইতে পারে। গবেষক আগর চিন্তাধারা হাবির লগে আকতা অইতই এসাদে কথা অ' নারের।

ড. কালীপ্রসাদ গিরক অসীম ধৈর্য বারো অধ্যবসায়ল নিজর ভাষাল হরকাং ডাঙর যে লেরিকুচ লেংকরেসে আজি পেয়া আমার সমাজর কুন লেখক আগই উতাংত হেলকরে লেংকরেসে বুলিয়া নিং নার।

ড. কালীপ্রসাদ গিরক বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা এহান বাংলা, অসমিয়া, উড়িয়া ভাষার সাদে মাগধী প্রাকৃতত সৃষ্টি অসেহান বুলিয়া তার গবেষণাল লেপকরেসে। আরাক দাপা আহানে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা এহান সৌরশেনী প্রাকৃতত আহেহান বুলিয়া ব্যাকরণ বারো ভাষাতত্ত্বগত ব্যাখ্যা দিয়া প্রমাণ করানির হুন্না করেসি। ড. কালীপ্রসাদ গিরক তার মতহান লেপকরিয়া ব্যাকরণ বারো ভাষাতত্ত্বর ব্যাখ্যা সুনিপুণভাবে দেহাসে। এসাদে মতবাদ দুহানল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজহানাং দাপা দ্বিয়হানিয়ে নিজর মতহানি পালকরানিরকা ভাষাতত্ত্বর বারো ব্যাকরণর কঠিন তত্ত্ব সমাজর সাধারণ মানুরাং ফৌকরানির হুন্না করলা। দাপা দ্বিয়হান সাল পাতিয়া হিং দারেয়া আগরে আগই জিঙানির হুন্না করলা। দ্বিয় দাপার ভাষাতত্ত্ব বারো ব্যাকরণর ব্যাখ্যা হুনিয়াউ ঐতিহাসিক মহেন্দ্রকুমার সিংহ গিরকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার উৎস সম্পর্কে যে ব্যাখ্যাহান দেসে উহানরে চুমহান বুলিয়া অনেকে নিংকরতারা। মহেন্দ্রবাবুয়ে 'মণিপুরের প্রাচীন ইতিহাস' গ্রন্থে মাতেসে- "বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার অস্থিপঞ্জর সৌরশেনী বা মহারাত্রী প্রাকৃত এবং তাহাদের সন্তান হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষা দ্বারা গঠিত; স্লায়ুমণ্ডল মাগধী বা অর্দ্ধ মাগধী দ্বারা গঠিত এবং মাংস ও চর্ম তাহার সন্ততি অসমীয়া ও বাংলা ভাষা দ্বারা গঠিত।" বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার গঠন সম্পর্কে মহেন্দ্রবাবুর মতহানে হাবিত্ত গ্রহণযোগ্য বারো যথোপযুক্ত মতহান বুলতারা।

কালীপ্রসাদ সিংহ গিরক আসামর কাছাড় জেলার শিলচর অঞ্চলর কচুধরম (চেংকুড়ি) গাঙে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দর ৩ জানুয়ারি রবিবারর দিনে জরম অসিল। গিরকর বাপকর নাঙহান বাবাইসেনা সিংহ বারো মালকর নাঙহান ইমাগো দেবী। কনাক-কালেংত কালীপ্রসাদ লেরিকেদে বুদ্ধিহান নিয়াম চৌহাং অসিল। কিন্তু লেইরাহানে নিয়াম হিনপেয়া লেরিক তামকরেসিল। গিরক গৌহাটি

বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত অনার্সল স্নাতক ডিগ্রি পেইল।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার গজে গবেষণা করিয়া কালীপ্রসাদ গিরক Doctor উপাধি পাসিল। গিরক তার গবেষণার বিষয়হানল 'The Bishnupriya Manipuri Language' বারো 'The Bishnupriya Manipuris : their Language, Literature and Culture' বুলিয়া দুহান লেরিক নিকালাসিল।

'The Bishnupriya Manipuri Language' লেরিকহানাং গিরকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা সম্পর্কে গবেষণা করিয়া পাসে বিষয় উতার ব্যাখ্যা করেসে। উতার গজে প্রতিবাদ করানিরতা থাইলে যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করিয়া নুয়া দিকদর্শন আহান দিয়া পারলে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর প্রকৃত উপকার আহান অর। কিন্তু বাস্তবে উসাদে কুনপেইং নাদেহিয়ার। কালীপ্রসাদ গিরক 'বিষ্ণুপ্রিয়া' শব্দর উৎপত্তি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা কিসাদে মণিপুর্ হঙসে উতার উপাখ্যান বারো উতার যুক্তিগ্রাহ্যতা, মণিপুর্র কুন কুন লয়াং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা আগে আসিল, বিষ্ণুপ্রিয়ারমা রাজারগাঙ বারো মাদইগাঙ ধারা দুহান, ভাষারমা প্রচলিত শব্দর পরিমাণ নির্ণয়, সৌরশেনী অথবা মাগধীংত বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষাহান কিসাদে আহেসে উতার যুক্তিতর্ক, বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা এহান বাংলার উপভাষাহান না কিতা এতার গজে গিরকে দীর্ঘ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেসে।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যর কথা মাংতে গিরকে প্রাচীনকালে মণিপুর্ বরন ডাহেসি এলার কথা আলোচনা করেসে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে গোকুলানন্দ গীতিস্বামী, লেইখমসেনা, মদনমোহন এসাদে কতগ লেখকর লেখার কথা উল্লেখ করেসে। পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণর লীলার গজে গোষ্ঠবিহারী, চানমণি, সেনারূপ, কার্তিকচন্দ্র এতাই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারল এলা লেংকরেসিলা। কালীপ্রসাদে আরাকৌ কতগ কবি, নাট্যকার, ছোটগল্পকার, প্রবন্ধকারর নাঙ বারো তানুর লেখা উল্লেখ করেসে। কবি মদনমোহন মুখোপাধ্যায়, কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ বারো নিজর নাঙ উল্লেখ করেসে।

সংস্কৃতির কথা মাংতেগা গিরকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মণিপুর্র রাজা ভাগ্যচন্দ্রর কথাংত অকরেসে। উহানাং কীর্তন বারো রাসর কথা গিরকে মাতেসে। উতার গজে কাঙর পালি বারো কাঙ আসুলানির কথা, জয়দেবর গীতগোবিন্দর কথা মাতেসে।

কার্তিক মাহার মেরার পালি বা নিয়মসেবার কথা গিরকে আনেসে, ধর্মীয় আচরহান বুলিয়া ফাঙ্কুনর ফাঙর উল্লেখ করেসে। আমার লহঙর নিয়মর কথা উল্লেখ করেসে। বিষ্ণুপ্রিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী অয়াউ ব্রাহ্মণ বারো ক্ষত্রিয়

দ্বি বর্ণ সমাজে বিদ্যমান। আমার খাদ্য, পোষাক, সমাজে বেয়াপার স্থান, অলঙ্কার, সাউসর কথা গিরকে উল্লেখ করেসে।

কালীপ্রসাদ গিরকর লেখারমা 'কবিতামালা' বারো 'এলার মালা' তিলয়া চারিহান খণ্ড লেরিক নিকুলেসে। 'কীর্তনমালা'রতা সাত খণ্ড লেরিক, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, কৃষ্টির গজে কুচ আহান প্রবন্ধ লেখেসে, দুর্লভ গ্রন্থহান 'An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri' গিরকর দীর্ঘদিনর সাধনার ফসলহান, 'প্রবন্ধমালা' ছয় খণ্ড (পরিশিষ্ট অংশসহ) করেসে, 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দিকপাল' সহ আরাকৌ আটহান জীবনীগ্রন্থ লেংকরেসে। এসাদে গিরকর বিপুল রচনাসম্ভার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর সাহিত্যভাণ্ডারগ পূর্ণ করেসে। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে 'The Concept of the Absolute in Indian Philosophy' গ্রন্থ এহান জমা দিয়া D.Litt উপাধি পাসিল। উতার গজে ভারতীয় দর্শনর বিভিন্ন শাখায় ইংরেজিল বারোহান লেরিক লেংকরেসে। উতাল গিরক আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেসিল।

ভারতীয় দর্শনর গজে অসমিয়া ভাষাল আটহান লেরিক লেংকরেসে উতা এবাকাউ অপ্রকাশিত অয়া থা গেসেগা। অসমিয়া ভাষাল 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দর্শন' বুলিয়া গ্রন্থ আহান ফংকরেসে। উতার গজে জীবনহান উচ্চ আদর্শল থাইতৌ বুলিয়া অকৃতদার অয়া বিশ্ববিদ্যালয়র অধ্যাপকগ অয়াউ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার গবেষণা বারো সাহিত্যর হাবি দিকল আলোচনা করিয়া জীবনহান সমাজরে দান করেসিল।

নিজর উচ্চ আদর্শল সমাজর যুবক যুবতীরে অনুপ্রাণিত করিয়া জাতীয় সংস্কৃতিরে রক্ষা করানির সালে কালীপ্রসাদ গিরক নিজর গাঙে 'দিব্যাশ্রম' বুলিয়া আশ্রম আহান প্রতিষ্ঠা করেসিল। কিন্তু আর্থিক অনটনর কারণে আশ্রমহানর আশানুরূপ বিকাশ করে নারল। বিষ্ণুপ্রিয়ার দরদিপ্রাণ, মহান গবেষক নিজর হংকরা দিব্যাশ্রমে গেলগা ২ জুন ২০১১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ইহলোক এরাদিয়া নিত্যধামে গেলগা।

হরিন্দাস সিংহ : লেখক বারো গীতিস্বামী-গবেষক, কৈলাশহর, ত্রিপুরা।

ড. কালীপ্রসাদদার নিংশিঙে দ্বি-আকচুটি কথা অধ্যাপক বীরেন্দ্র সিংহ

শ্রীগোবিন্দো জয়তু । জগৎকল্যাণহেতবে শিবায় মতিরস্ত্র মে ॥

ড. কালীপ্রসাদদা রামদিন নাসে দৌর খয়া পেইলগা । তার বিয়োগে সমাজে তথা বিদ্বানমহলে আধার আহান উপস্থিত অইলহা । গিরক সমগ্র ভারতবর্ষরমা বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ আগ আসিল উহানাং কোন সংশয় নেই । মি নিংশিঙ অউরি- তা পিএইচডি ডিগ্রি পানার খানি পিছেদে ১৯৭০ সালর জানুয়ারি মাসে পুনাং যিতেগা Banaras Hindu University-র Birla Hostel-গর ২০৯নং কক্ষগত আকদিন সেক্ষাং মোর উপেই ফওইলহা । মি উবাকা সংস্কৃত বিভাগে MA Final-র ছাত্রগ । রাতিহান দ্বিয়-বেইবুনি যারি-পরি প্রাণভরে দিলাং । সংলাপে দাদাই হারপেইলো Vedic group-এ মোর specialisation. লগে লগে মাথলো- “বীরেন, Vedic group নেসংগাতা রাম হবা অসে যেহেতু মোরতা MA-রমা Philosophy group আসিল” । যারি দিতে হারপেইলু তা পিএইচডি নিতেগা করেসে পরিশ্রম বারো পাসে প্রতিবন্ধকতা উতা । মোরেও পিএইচডি করানির উপদেশ দিয়া থাংনার দিন বিয়ানে পুনাদে গেলগা । এহান হারপানি থক, কালীপ্রসাদদা আমার সমাজে পয়লা Ph.D-holder-গ বারো মি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়র পয়লাকার ছাত্রগ । ঔদিনকার অমৃতময় স্মৃতি আজিও অনুভূতিরমা জাগের ।

১৯৭২ সালর কথা- শিলচর জিসি কলেজে সংস্কৃতর অধ্যাপক নিয়োগর বিজ্ঞাপন দেনা অসে । দাদাই মোরে টেলিগ্রাফযোগে আবেদন করানিরকা জানেইলো- তদনুসারে মিয়ৌ জিসি কলেজে আবেদন করিয়া অধ্যাপকগ হিসাবে নিয়োগ পেইলু । ঔ সময় মি পিএইচডির থিসিসহান প্রায় লমকরলেগাউ দাখিল করে নুয়ারিয়া কলেজে যোগদান করলুহা । দাদা কাছাড় কলেজে সংস্কৃতর অধ্যাপকগ বারো মি গুরুচরণ কলেজে ।

মোর বিয়ার কত মাহা পিছে অর্থাৎ ১৯৭৩ সালর মে মাহাৎ কালীদা বহকগ দেহানি মনেইল আরো আমার বিদ্যানগরর গরে তারে নিয়া গেলুগা, লগে তার ভাগিনক প্রমীলা। প্রমীলা সংস্কৃত এমএ-র ছাত্রীগ আসিলি। তানু রাতিহান আমার গরে থায়া পিছেকার দিনে শিলচরে আইলা। ঔ সময় দাদারে অনুরোধ করেসিলু বিয়া আহান করানিরকা বুলিয়া। উত্তরে দাদাই মাংল- বিয়া উতা তোমারতা, মোরতা নাগই। কথা এহানে স্পষ্ট করলো তা চিরকুমার অনাৎ লেপসে। শিলচরে ভাড়াটিয়া গরে তাউ আসিল, মিয়ো আসিলু- প্রায় আধা কিলোমিটার দূরত্বে, ফলে প্রায় দেহা অইল, আনাগোনাও করলাং- কদাচিৎ সমাজর য়ারি, কদাচিৎ লেরিকর য়ারি, কদাচিৎ হাস্য পরিহাস। এসাদে প্রায় দুই বা আড়াই বছর শিলচরে কাটেইলাং। থাংনাং ১৯৭৪ সালর দিকে তা গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে Lecturer-গ অয়া গৌহাটিং গেলগা। অত্রান্তরে তার লেখা 'A note on the term Bishnupriya Manipuri' নাঙে পুস্তিকা আহান প্রকাশ অইল। ঔহানাং 'A low caste hindu theory' বুলিয়া মতবাদ আহান আসিল। উহানল সমাজে ডাঙর প্রতিক্রিয়া আহান সৃষ্টি অসিল। 'জগৎমোহন সিংহ, 'কার্তিকসেনা রাজকুমার, 'ক্ষিরোদবিহারী সিংহ প্রমুখ আকদিন মোর গরে আয়া আলোচনা করিয়া লেপকরলাং মতবাদ উহানর গজে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতির সঠিক স্থিতি বারো পরিচিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া লেরিক আহান প্রকাশ করানি। তদনুসারে ১৯৭৬ সালে জগৎমোহনবাবু বারো মোর যুগ্ম Authorship-এ The Bishnupriya Manipuris and their language নাঙে লেরিক আহান প্রকাশিত অইল। লেরিক উহান পেয়া কালীদা মোর গজে য়াম সৌরয়া শিলচরে আয়া মোরে মাংলহা- "বীরেন, এবাকা তি এতা কিতা না ইকরলে পণ্ডিতগ নাইলেখাও, জগতমোহনর গোড়ামিহান বাগিঙ বুলতে তি এতাং কিয়া হমেইলেতা" ইত্যাদি মাতিয়া গেলগা। উবাকাস্ত দাদার লগে মোর সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন অইল। কালীদা গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়েস্ত ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতর বিভাগীয় প্রধানগ অয়া গেলগা। উপেইস্ত আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতর বিভাগীয় প্রধানগ হিসাবে শিলচরে বারো আহিল। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা অনুষদর ডিনগ হিসাবে কাম করিয়া অবসর নিলগা। তা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে থাইতে সম্ভবত ২০০১ সালে বাংলাদেশর সিলেটর শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়র প্রোফেসর আলমগীর আহমেদ নাঙর বিদ্বান গিরক আগ বরাক উপত্যকার জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যা পর্যবেক্ষণ করাং আহেসিল উপেই কালীদা আকদিন সেকাং তার গরে গিরক উগর লগে সমাজর বিদ্বান বারো নেতৃস্থানীয় কতগরে মিলাদেসিল উতারমা মিও যৌওসিলু। আলোচনাং 'মণিপুরী' বিষয় এহানর প্রামাণিকতাই প্রাধান্য পাসিল। উতার পিছেদেস্ত মতবাদে খানি অনৈক্য থাইলেও তার মৃত্যু পর্যন্ত দ্বিগ বেইবুনির ভ্রাতৃপ্রেমহান অটুট থা গেসিলগা যেহেতু আমি দ্বিগিও রাজা-লকেইগি।

কালীদাস কতহান ক্ষেত্রে সমাজে চিরস্মরণীয় থাইতই। দাদা আমার সমাজে লেখ বা করপেক প্রকাশ করানির অগ্রদূতগ। সমাজে একমাত্র ডিলিট উপাধিধারীগ। ভাষাতত্ত্ব গবেষণালো বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাহান প্রতিষ্ঠিত করানির দিকদর্শনদেকুরাগ। কালীপ্রসাদদার শ্রমসাধ্য আমার ভাষার Dictionary-হান অমূল্য সম্পদ আহান যেহানে ভাষা বারো সমাজর গৌরব বৃদ্ধি করেদিলো। দাদাগিরকর কাব্য বা প্রবন্ধসাহিত্য বিচার করলে তারে উচুমানর কবি বা সাহিত্যিক আগ হিসাবেও পা'পারিয়ার। উতাস্তউ জিঙে শৈল্পিক বারো সাংগঠনিক নিপুণতাল জাতহানর ভিত্তি সুদৃঢ় করেদেসিল। এসাদে সর্বগুণসম্পন্ন মানু জগতে বিরল। দাদার সাদানে সুসন্তান আরাকউ জরম অকা- এহান গোবিন্দরাং মাগৌরি।

অধ্যাপক বীরেন্দ্র সিংহ : লেখক বারো প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, গুরুচরণ কলেজ, শিলচর।

এ মালেমর করুণতম এলাহান কুমকুম সিংহ

মোর জীবনর প্রাথমিক স্মৃতি ঔতারমা ড. কালীপ্রসাদ সিংহর নাঙহান জড়িত অয়া আছে। হুন্দা মোরতা নাগৈ, মোর সমসাময়িক হাবি আমার মানুর প্রাথমিক স্মৃতিং গিরক বিদ্যমান। গিরকর ছাত্র-ছাত্রীর হাদিৎ এ স্মৃতিহান আরাকৌ প্রবল।

১৯৭৪-৭৫ খ্রি। মি গৌহাটি ইউনিভার্সিটিং এমএ পাকরলু সময়হান। ঔ সময় স্যার আছিলতাই সংস্কৃত বিভাগর প্রফেসারগ। মি ইংরেজি বিষয়র ছাত্রীগ অইলেউ ভাষাতত্ত্বর গজে রিসার্চ করানিরকা স্যারর পিঠিয়ে পিঠিয়ে আটলু। স্যারর ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি অসীম বানা আছিল। মোর পাকরানির আগ্রহহান দেহিয়া মোরে আকদিন স্যারর ঘরে (কোয়ার্টারে) নিয়া গেছিলগা। স্যারর নিজস্ব লাইব্রেরিগ দেহিয়া জ্ঞানলাভর খৌরাঙহানে লেইরিক আকেইহান আকেইহান করে চানাৎ খেঙছিলু। ভাষাতত্ত্বর গজে লেইরিক হাবিস্ত নিয়াম। ঔতার গজে আছিলতাই বৌদ্ধধর্মর তথ্যপূর্ণ লেইরিকমাহি। বৌদ্ধধর্ম বারো বৌদ্ধসংস্কৃতির গজে স্যারর অগাধ জ্ঞান আছিল। আপাতদৃষ্টিং ধর্মভীরুগ নাইলেউ স্যারর অন্তর বৌদ্ধভিক্ষু আগর সাদে নির্মল বারো প্রশান্ত আছিল।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ আছিলতাই আমার সমাজর পয়লা ডিলিটগ। গিরকে ভাষাতত্ত্বর অধ্যয়নে একান্ত একাগ্রচিস্ত আছিল। গিরকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর গজে গবেষণা করিয়া ডক্টরেট উপাধিও পাছিল। মোরে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর গজে স্যারে গবেষণা করানিরকা মাতেছিল। বারো ঔহানর সালে মোরে ভাষাতত্ত্বর গজে লেইরিকমাহি পাকরানিরকা দেছিল। মোর মনহান জনমহান সাহিত্যর প্রতি অনুরাগী। এরে কঠিন ভাষাতত্ত্ব মোরাং পাষণপারা লাগেছিল বারো মোর মনহানাত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। ঔহানে ভাষাতত্ত্বর গজে গবেষণা করানি না মনেয়া স্যাররাংত লুকালুকা ধাবদেছিলু।

খালকরিয়া আচানক লাগের এতাপারা নীরস পাষণ বিষয়হানাৎ, বিশেষ করিয়া আমার ভাষাৎ যে বিষয়হানার গজে কোন পূর্বপাঠ বা লেইরিক নেই ও বিয়য়ে স্যার এতাপারা ডাঙর বারো কঠিন গবেষণা কিসাদে করলতা! আকদিন স্যাররে আংকরতেগা ও দুঃখজনক অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির কথা জ্বর করণ অয়া মাতেছিল।

ও সময় ওহান আছিলতাই স্যারর অগ্নিপরীক্ষার সময়হান। ভাষাতত্ত্বর কামহান আতে লছিল অথচ কষ্টকাকীর্ণ পথগ আটিয়া লালনি অসম্ভব অছিল। স্যারর জাঙর পাতাহানি অছিল ক্ষত বিক্ষত। ভাষাতত্ত্বর পথগ রাঙিলা অছিল রক্তাক্ত জাংহানিল। স্যাররাংত হুনেছিলুতাই স্যারে উনি পাচবছর-হাবি মানুর লগে হবায় না টটরাছিল। ওবাকা চিন্তা হুদা আকহান আছিল- ভাষাতত্ত্ব। স্যারর ঘরর মুঙর দুয়ারহান বাহিরেস্ত তালো আগ লাগেয়া থছিল। উদ্দেশ্যহান অছিলতাই ঘরে মানু নেই খালকরিয়া মানু আলথক অয়া যানা। ওবাকা রুদ্ধ ঘরগর ভিতরে গভীর ধ্যানে বহেছিলতাই স্যাররূপী সন্ন্যাসীগ। হুদা জ্ঞানলাভ করানিরকা নাগৈ, উদ্দেশ্য সিদ্ধি অনাহান মুখ্যহান আছিল। কিন্তু এরে গবেষণার ক্ষেত্রৎ স্যারে কোন কুলকিনারা নাপেয়া, কিসাদে ভাষাতত্ত্বর পথগ চুমকরিয়া যানা দিশা না পেয়া স্যারর যে করণ অবস্থা অছিল ও করণ য়ারিহান স্যারে দেছিল।

মণিপুৰে গিয়া স্যারে খানি তথ্য খমকরানি পারেছিল। ও তথ্যহানি যথেষ্ট নায়া স্যারে কিসাদে কিহান ইকরতু হারপা নারিয়া দিশাহারা অছিল। খাংতা স্যারর কলমগ উবা অ-পড়েছিলগা। দুঃখহানে জর্জরিত অয়া সরস্বতী ইমারে ডাহে ডাহে মাটিং পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া কাদেছিল উনি। য়ারিহান দিতে আগেকার দুঃখর সময়হান নিংশিং অয়া স্যারে কাদে বেলাছিল। কথাহানি হুনিয়া মিয়ৌ কাদানিহান ঠেমকরানি নুয়ারেছিল।

এহান স্বীকার করানি লাগতে যে স্যারে কঠোর পরিশ্রম করিয়া আমারে আমার ভাষা-সংস্কৃতির মূলগ বিসারা দিয়া আমারে সংস্কৃতিমান সমাজ আহানর অধিকারী করে দিয়া গেলগা। আমার ঠারহান যে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা আহান, অন্য কোন ভাষার অর্থাৎ বাংলা বা অসমিয়া ভাষার ছেয়াৎ পরিপুষ্ট নাগৈ অর্থাৎ ডায়ালেক্টহান নাগৈ উহান বিভিন্ন মিটিঙে অন্যজাতর লেখক পণ্ডিতর লগে তর্ক-বিতর্ক করিয়া স্যারে নিজর জাতহানরে প্রতিষ্ঠা করানিং সফল অছিল। এতাপারা মানু এগরে আমি জীবিতকালে নাচিনলাং, দুঃখ দিলাং। শেষ বয়সে স্যারর আতে নিয়াম পয়সা নাথানিয়ে অভিধান আহান ইকরিয়াও ছাপানি নুয়ারল। 'আনন্দরাম বরুয়া ইলটিটিউট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, আর্ট অ্যান্ড কালচার'-এ ছাপানিরকা দায়িত্বহান লছিল। বুলিয়া স্যারে জ্বর হারৌ অছিল। ও হারৌর ফলাফল স্যারে ভোগ নাকরিয়া গেলগা। আমি এতা হাবি ওণমুঞ্চ শিষ্য-শিষ্যা থায়াও নিজর নিজর কামে ব্যস্ত থায়া স্যাররে উপযুক্ত বহিল সিংহাসন আহান

হংকরেদে নুয়ারলাং । গীতিস্বামীর ঠারল স্যারর দুঃখহান এসাদে মাতানি য়াকরের-
'কার কাজে কাদুরিতা আক্গয়ো হার না পেইলা ।' এরে প্রসঙ্গে য়ারিচুটি আহান
দিং ।

মোর ইমা শ্রীমতী সুখজ্যোতি সিংহ হুন্দা জ্ঞানী গুণীগ নাগৈ, গুণীয়ে সমাদর
করানিও জানল । ড. কালীপ্রসাদ স্যার জীবনহান সাহিত্যচর্চাং কাটেয়া নিজর
সংসার আহান বুলিয়া স্থিতি আহান নাইলহানর সালে মোর ইমাই জবর হিনপেয়া
আছিলি । ঔ সময় স্যার গৌহাটি ইউনিভার্সিটিং প্রফেসরগ অয়া আছিল । স্যার
অতদিনে খানি সাঙছে পাউরি বুলিয়া ইমাই স্যাররকা শিক্ষিতা খানি বয়স্ক সুন্দরী
কইনা আগ মনহানাত ঠিক করিয়া আকদিন স্যাররে আমার ঘরে ভাত খানারকা
নিমন্ত্রণ করেছিলি । স্যার যথাসময়ে আহেছিল । নিঙলসৌ উগরেউ ইমাই ডাহিয়া
আনেছিলি । স্যাররে ইমাই ইঙ্গিত আহান দেনিয়ে স্যারে হারপেইল । নিঙলসৌ
উগই স্যাররে নমস্কার করানিয়ে স্যারে আংকরল, 'ইমা তোর নাঙহান কিহান, তি
এলাতে দেনা পারুরিতা'? 'ইমা' শব্দহান হুনানিয়ে মোর ইমা ফিট অনিহান বাকি ।
মি বারো আহানিহান খামকরানি নুয়ারিয়া রুমগন্ত ধাবদিয়া নিকুলেছিলু । ইমার
হাবি প্ল্যান-প্রোগ্রাম বিফল অইল । মোর ইচেউ লাজপেয়া রুমে হমেইলিগা । এরে
প্রসঙ্গে আরাক য়ারি আহান নিংশিং অইলু ।

অসমিয়া বৈষ্ণবধর্মপ্রচারক শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর প্রিয় শিষ্য পরমজ্ঞানী
মাধবদেব । গুরু শঙ্করদেবর ঘরগিখানিয়ে মাধবদেবরে জবর বানা পেইল, ঔহানে
তেইর জাঙাকগ হিসাবে তারে পানা মনেইল । আকদিন তেই কুমারী জিলকরে (ঔ
যুগে কুমারীকন্যা লহং দেনার প্রথা আছিল) বুদ্ধি করিয়া মাধবদেবর ঘরর কামে
পাংকরানিরকা দিয়াপেঠেইল । মাধবদেবে জেলাসৌগরে লেম্পালে তুলিয়া
মালকরাং আনিয়া ফৌকরে দিয়া মাতেছিল- 'ইমা, গুরুকন্যা মোর বনকগ পারা ।
তেই মোর ঘরকাম করে দিতৈ এহান জবর লাজর কথা আর তেইরে খিলকরে
দিয়া গেলুগা ।' শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে মইলকরে জবর পরথেয়া মাংল- 'তি মোর
এতাপারা শিষ্যগরে সাধারণগ খালকরিয়া সংসারবন্ধনে বাধানির চেষ্টা নাকরি ।'

মোর ইমায়ৌ ড. কালীপ্রসাদ স্যাররে সংসারবন্ধনে বাধানি মনাছিলি এহান
থক নাছিল । ঔদিন হারপেইলু স্যারে কিয়া নিজরে 'ভীষ্ম' বুলিয়া মাতেছিল ।
বিস্মুপ্রিয়া ইমারকা তা জীবনহান উৎসর্গ করানি মনাছিল । গিরকর ভাষাং মাশে
গেলগা- 'মোর ঠইগ তি, মোর এলাহান তি, তোরকা বুলিয়া জীবন এহান
মাংকরেছু মি ।'

স্যারর লগে হৌদিন শ্রীমণীন্দ্র সিংহ (কনজারভেটর অফ ফরেস্ট) আহেছিল ।
ইমাই তানুরে হবা করে খানারতা দেছিলি । খানা লমনির পিছেদে মণীন্দ্রবিনিয়ে
স্যাররে এলা আহান দেনারকা মাতেছিল । স্যারে তাপ্প তাপ্প নিজর লেংকরা
দুঃখীজীবনর বারো এ মালেমর হাবিস্ত করুণতম এলাহান দেছিল-

বুলুরি মি মানু বিছারেয়া ,
 বুলুরি মি মানু...
 ভালবাসা-দয়া-দরদে কঙালা
 হৃদির পরশ চেয়া চেয়া ।
 ফুলর সমান কঙালা হৃদিগ
 ভিতরে বাহিৰে নিরমল যোগ
 আকাশর সাদে বিরাট মহান
 দুঃখী তাপিতর দরদিয়া ।
 দরদ মিয়াম কম সংসারে,
 দরদি কুংগ আহো তুৱা করে,
 মাটির পৃথিবী স্বৰ্গহান কৰো
 আনন্দর ধাৱা বহুয়েয়া ।

প্রকৃত দরদি 'মানু বিছারেয়া' বুলানিৰ, এ সফরর, এ অন্বেষণর কোন অন্ত নেই। ড. কালীপ্রসাদ স্যারে থম্বেইগ আতহানাৎ দরিয়া 'মানু' বিছাৰাছিল। কিন্তু ঔ 'আকাশর সাদে বিরাট মহান দরদি মানু'গ গিরকর জীবিতকালে মুঙে আয়া উবা নাছিল সাং। এরে এলাহান তীৰবিদ্ধ অন্তরর এলাহান, রকতল ৰাঙা অছে হৃদিগর এলাহান। গিরকর অভিজ্ঞতাহান অইলতাই এ সংসারে দরদি মানুর জবর অভাব। কতিয়ৌ আকাজকা করে লৌদে লৌদে দরদি মানুগরে ডাকলতা। কিন্তু গিরকর জীবনে ঔ দরদি মানুগ আয়া উবা নাইল। 'আনন্দর ধাৱা বহুয়েয়া' এ মাটির পৃথিবীহানরে স্বৰ্গ-হংকরানিহান নাইল।

কুমকুম সিংহ : লেখিকা; আসাম সরকারর শিক্ষাবিভাগর যুক্ত সঞ্চালক।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির
অগ্রদূত ড. কালীপ্রসাদ সিংহ
গজেন্দ্রকুমার সিংহ

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ড. কালীপ্রসাদ সিংহর অবদান অপরিসীম। কনাকেশ পুরি এতার প্রতি তার অদম্য আকর্ষণ আছিল। এ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নতি সাধন করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাত এহানরে উচ্চ আসন আহানাত বহেয়া সমাজ এহানর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আহান সৃষ্টির আশাল দেহ-প্রাণ হাবিতা সমর্পণ করিয়া সাধনা করিয়া গেলগা। এতা হাবি করানি সত্তেও আশা থুং নায়া আক্ষেপ আহানলো এ পৃথিবীন্ত বিদায় নিলগা।

কালীপ্রসাদ কনাকেশ পুরি নিয়াম মেধাবী ছাত্রগো আছিল। পাঠশালান্ত পুরি দশম শ্রেণি পর্যন্ত কোনদিন প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় নাছে। তৃতীয়-মানর কেন্দ্রীয় বৃত্তি পরীক্ষাত বৃত্তি পাছিল। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দত গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাত চতুর্দশ স্থান দখল করেছিল বারো গণিত, সংস্কৃতে লেটার মার্ক পাছিল। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দত শিলচর গুরুচরণ কলেজে আইএ প্রথম বিভাগে বারো ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দত সংস্কৃত অনার্সে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিত প্রথম শ্রেণি থয়া বিএ পাশ করেছিল। ঔ বছর তার বাহিরে আর কোনগও সংস্কৃতে প্রথম বিভাগ না পাছি।

বিএ পাশ করানির পিছেদে কালীপ্রসাদ দর্শনশাস্ত্রলো এমএ তামকরানির ইচ্ছালো কলিকাতাত গিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়র সাধারণ হোস্টেলে শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার সিংহর অতিথি হিসাবে থাইলগা। কালীপ্রসাদর পরিবারর অর্থনৈতিক অবস্থা উচ্চশিক্ষার অনুকূল নাগই। সাধারণ কৃষক পরিবারর মানুষগো। ঔ কারণে প্রাইভেট টিউশন করিয়া তামকরানির ইচ্ছালো টিউশন বিছারেয়া আছে। কোন উপায় করে নুয়ারিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নায়া ইমে ক্লাস করিয়া থাইল।

এমতাবস্থাত আকদিন দৈবাৎ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে শিলচর রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচিত সন্ন্যাসী স্বামী চণ্ডিকানন্দর লগে দেহা অইল। স্বামী চণ্ডিকানন্দর সহায়তায় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে বিনা খরচে তার থানা-খানার ব্যবস্থা অইল। দ্বিবছর নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে থায়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েস্ত প্রথম শ্রেণিত প্রথম স্থান বারো সমগ্র কলা বিভাগেস্ত প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এমএ পাশ করলো।

এমএ পরীক্ষা দেনার লগে লগে পরীক্ষার ফল নিকুলানির আগে তার শিক্ষক শিলচরর কাছাড় কলেজর সংস্কৃত বিভাগর বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক দ্বিতীশচন্দ্র পালচৌধুরীর উদ্যোগে তা কাছাড় কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করলো। কাছাড় কলেজে নিয়োগ পানার পিছেদে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাল গবেষণা অকরলো। গিরক দর্শনশাস্ত্রর মানুষো গতিকে দর্শনশাস্ত্রলো গবেষণা করানি উহানে স্বাভাবিক ধারণাহান। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অন্যান্য জাতর মুখে আমার জাতর ভাষা-সাহিত্য-ইতিহাস সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য বারো অপমানজনক সিদ্ধান্ত হনানিয়ে এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য হারপানিরকা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বলো গবেষণা অকরলো। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর ইতিহাস-সংস্কৃতি-আচার-ভাষা-শব্দভাণ্ডার ইত্যাদি সংগ্রহ করানিরকা গিরকে মণিপুরেস্ত অকরিয়া ত্রিপুরার রাঙাপানি পেয়া হাবি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী গাঙে বুললো। মাদইগাঙ বারো রাজারগাঙর সমাজব্যবস্থা বারো ভাষার পার্থক্য হারপানিরকা মাদইগাঙ অঞ্চলে কয়েকবার গেলগা। এসাদে সংগ্রহ করা বিষয় এতাল তার গবেষণাগ্রন্থহান ইকরিয়া কলিকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়া উহানর গজে ও বিশ্ববিদ্যালয়েস্ত পিএইচডি উপাধি পেইলো ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দত। এ গবেষণাগ্রন্থহান পরবর্তীকালে The Bishnupriya Manipuri Language নাঙে প্রকাশ করলো। উহানর গজে ভিত্তি করিয়া ‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা’ নাঙে আরাক গ্রন্থ আহান প্রকাশ করলো।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার অভিধান আহান রচনা করানিরকা ড. কালীপ্রসাদ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দত শব্দ সংগ্রহ করানি অকরেছিল। গিরকে প্রায় ত্রিশহাজার শব্দ সংগ্রহ করেছিল। উতাস্ত দশহাজার শব্দ খেইকরিয়া উৎস বা ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়া শব্দ উতালো An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri নাঙে অভিধান আহান প্রকাশ করেছে। এ ধরনর অভিধান ভারতে পইলা ইকরেছেগো ড. সুকুমার সেন। গিরকর লেখা অভিধান উহানর নাঙ An Etymological Dictionary of Bengali. উহানর পিছেদেই কালীপ্রসাদর অভিধান এহান দ্বিতীয়হান। অবশ্য সম্পূর্ণ অভিধান এবাকাও প্রকাশ নাছে। বর্তমানে গিরকর খুলা বেয়ক শ্রীশ্যামানন্দ সিংহর তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ অভিধান ছাপানি অর। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দত গিরকে The Concept of the Absolute in Indian Philosophy নাঙর গবেষণাগ্রন্থ আহান ইকরিয়া বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়া উহানর গজে ১৯৮২

খ্রিস্টাব্দত D.Litt উপাধি পেইলো। ঐ সময় সমগ্র আসামে কালীপ্রসাদ তিননম্বর D.Litt উপাধিধারীগো।

কালীপ্রসাদ যেদিনেই সমাজের কামে লাগেছে, উদিনেই পুরি সমাজের দল আহান ঈর্ষান্বিত অয়া গিরকর লেখার অপব্যখ্যা করে করে তার বিরুদ্ধাচরণ করানি অকরেছিল। আকদিনকার য়ারিহান। গিরকর ভাষাতত্ত্বর thesis-অর গজে Ph.D পানার প্রাক্কালে। সমাজসেবী গিরক আগোয় আকদিন কালীপ্রসাদর thesis উহানর খসড়া কাগজ উতা দুহান-আহান গজে গজেদে আহি বুলেয়া প্রশংসা করিয়া গেলগা। উহানর কতোদিন পিছে সমাজর চারিয়বারাদে প্রচার অইলতা- ১. কালীপ্রসাদে জাতহান বাঙালিরাং বেছেছে; ২. কালীপ্রসাদে বিষ্ণুপ্রিয়া এতারে বাঙালিস্ত আহেছি আতল্‌পা জাতহান বুলিয়া মাতেছে; ৩. কালীপ্রসাদে বিষ্ণুপ্রিয়া এতা মণিপুরী নাগই বুলেছে; ৪. কালীপ্রসাদে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা এহান বাংলার উপভাষাহান বুলেছে ইত্যাদি। যেহেতু গিরক উগো বিখ্যাত সমাজসেবীগো, উহানে হাবিয়ে তার কথাহান বিশ্বাস করলা। কোণে-কাঞ্চলেদে তার বাণী উহান ধ্বনিত অইল। চারিয়োবারা কালীপ্রসাদর বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর অইল। লগে লগে সমাজসেবী গিরক উগোয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি ইকরেছে- কালীপ্রসাদর thesis এহান বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর স্বার্থর পরিপন্থী। গতিকে তারে Ph.D ডিগ্রি এহান নাদিয়ো বুলিয়া উপদেশ দেছে। ঐ চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ড. সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি গিরকে দেছে চিঠিহান বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাত অনুবাদ করিয়া দেনা অইল- “হে গিরক, আপনার যে চিঠিহানাত শ্রী কে.পি. সিংহরে Ph.D ডিগ্রি নাদানিরকা উপদেশ দেছি, ঐ চিঠি উহান পেইলাও। উহানর পরিপ্রেক্ষিতে মি মাতুরিতাই কোন প্রার্থী আগোরে আপনার সাদে মানুর উপদেশ ইলয়া ডিগ্রি নাদিয়ার। তদুপরি গিরকে যে ইকরেছি, উহানে প্রমাণ করেরতা গিরকর ভিতরগো নিয়াম অনাচার অছে। ভদ্রতা বজায় থয়া কিসাদে চিঠি ইকরানি লাগের, উহান গিরকে হিকানি থকইতই। গিরকর চিঠিহান পাকরিয়া হারপানি য়াকরের যে গিরকে কে.পি. সিংহর গবেষণাগ্রন্থ উহান নাও পাকরেছি। কারণ, ঐ গ্রন্থ উহানাত গিরকে যেসাদে মাতেছি উসাদে সমাজর পরিপন্থী কোন কথা নেই। বরং কে.পি. সিংহর তার গবেষণাগ্রন্থহান এমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিলো উপস্থাপন করেছে যে এহানে বিষ্ণুপ্রিয়া সমাজর সম্মান বৃদ্ধি করতই। গিরক নিশ্চয়ই শিক্ষিত মানুগো। কিন্তু হারপেয়া থইবাও, আপনার এতদিনর শিক্ষা হাবি ব্যর্থ।”

কালীপ্রসাদে সমাজ-সংস্কারমূলক বারো ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত অনেক লেরিক প্রকাশ করলো। কিন্তু বিরোধী দলর দাপটে ঐ লেরিক না চলিল। কোনগোয় ঐতা নাও দেখলা, নাও পাকরলা। হুদা দুর্নাম রটানিত থাইলা। এ অবস্থাত কালীপ্রসাদ গিরকের তার মনর জ্বালা এলা আহানাত প্রকাশ করেছে। উহানর পইলাকার পারেউহান অইলতার- ‘এ জ্বালার কথা কারে মি মাততু আর।’

এহানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতে গোকুলানন্দ গীতিস্বামী গিরকৰ এলা উহানৰ কথা মনে পড়ৈ-

কাৰ কাজে কাদুৱিতা আকগোয়ও হাৰ না পেইলা
হবাৰ কাজে মাততেগাতে আৰাক আহান নিংকৰলা।

কিতাপাৱা দিন আহান কালীপ্ৰসাদ গিরকে বিৰোধী দলৰ আৰাক নেতা আগোৱে মাতেছিল- “এৱে চা গিরক, নালা এতা দ্বি ধৰনৰ আছে, আকতা বিল বা হাওৱেস্ত নিকুলেৰ, আৰাক আকতা পাহাড়েস্ত। বিল বা হাওৱেস্ত নিকুলেৰ নালা উতাৱে বাধ দিয়া ষিংকৰে পাৱতাৱা, কিন্তু পাহাড়ি নালা বা ঝৰনাৱে বাধ দিয়া আটকানি মনেইলে নালা উহানে বাধগো বাগিয়া যিতইগা, না হয় পাহিয়া যিতইগা। মি পাহাড়িয়া ঝৰনাগো। মোৱে আটকানিৰ ক্ষমতা কাৱতাও নেই।” এসাদে দৃঢ়চিন্ত মানুগো অনাৰ কাৰণে এতা হাবি প্ৰতিবন্ধকতাৰ মাঝেও তাৰ অভীষ্ট সাধনৰ উদ্দেশ্যে নিৰলসভাবে সমাজৰ কাম কৰিয়া গেলগা।

Assam Backward Classes Commission-এ আমাৰে ‘বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী’ হিসাবে তালিকাভুক্ত কৰলো সময় উহানাত মেইতেই বেইবুনিয়ৈ বিষ্ণুপ্ৰিয়া এতা মণিপুৰী নাগই, সুতৰাং ‘বিষ্ণুপ্ৰিয়া’ শব্দৰ আগে বা পিছে ‘মণিপুৰী’ শব্দ ব্যবহাৰ কৰানি নাইতই বুলিয়া আন্দোলন চালেইলা বাৱো মেইতেই বেইবুনিয়ৈ কে. কুমাৰধন সিংহৰ নাঙে Assam Backward Classes Commission-অৰ অৰ্জাৱৰ বিৰুদ্ধে গৌহাটি হাইকোৰ্টে Writ Petition ফাইল কৰলা। ঔ সময় যে কালীপ্ৰসাদৱে ‘বিষ্ণুপ্ৰিয়া এতা মণিপুৰী নাগই’ বুলেৰ বুলিয়া দুৰ্নাম কৰেছিল ঔ কালীপ্ৰসাদই মেইতেই বাৱো বিষ্ণুপ্ৰিয়া দ্বিত্যও মণিপুৰী বুলিয়া জোৱালো যুক্তি দেখুয়াছিল বাৱো তাৰ ইকৰা Bishnupriya Manipuris : their Language, Literature and Culture লেৱিক উহানৰ কয়েক কপি A.B.C. Commission-এ দিয়াপেঠাছিল। মেইতেই বেইবুনিয়ৈ তাৰ যুক্তি উতাৱে খণ্ডন কৰানি নুয়াৱেছি। সুতৰাং বিষ্ণুপ্ৰিয়াৰ ‘মণিপুৰী’ শব্দ ব্যবহাৰ কৰানিত মেইতেইৰ আপত্তি না টিকিল।

কালীপ্ৰসাদ গিরকে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষাতত্ত্ব, সমাজ-সংস্কাৰ, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বৰ জীবনী, কীৰ্তন ইত্যাদিৰ গজে ৪২হান লেৱিক ইকৰেছে। গিরকে জাত এহানৱে ঠইগো দিয়া বানা পাছিল, কিন্তু ফল কিস্তাও নাপেইলো। গীতাত ভগবানে মাতেছে- ‘কৰ্মন্যোবাধিকাৰন্তে মা ফলেষু কদাচন’। গীতাৰ এ অমোঘ বাণী কালীপ্ৰসাদৰ ক্ষেত্ৰে প্ৰযোজ্য আছে। গিরক ২০১১ খ্ৰিস্টাব্দৰ ২ জুন তাৰিখে ইহধাম ত্যাগ কৰিয়া গেলগা। গিরকৰ লমৰগা কথাহান- “মি জাত এহানৰকা জাহাজ বোঝাই মাল নিয়া আহেছিলু, কিন্তু গ্ৰাহক নেয়োনিয়ে হাবিতালো ফিৰিয়া যানাত বাধ্য অইলু।”

গজেন্দ্ৰ সিংহ : লেখক, ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ গিরকৰ খুলা বেয়ক, শিলচৰ, আসাম।

ভাষাচাৰ্য ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ শ্যামানন্দ সিংহ

বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সমাজৰ ভাগ্যাকাশে ভাষাচাৰ্য ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ আগো। বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সমাজৰে নিজস্ব পৰিচয়লো পৃথিবীৰ ইতিহাসে স্বৰ্ণাক্ষরে ইকৰিয়া থনাকাই ড. সিংহৰ আবিৰ্ভাব। কবি ব্ৰজেন্দ্ৰকুমাৰ সিংহৰ ভাষালো- আমাৰ সমাজে দ্বিতীয় কালীপ্ৰসাদ আগো জন্ম নাইতাই। তাকে, আজি সমগ্ৰ সমাজ গিৰক এগোৱে দৌগোৱ সাদে নিংকৰতারা, হৃদয়মন্দিৰে থয়া পূজা কৰতারা। কালীপ্ৰসাদ সমগ্ৰ সমাজে হৃদ্য চিৰস্মৰণীয় নাগই, চিৰবন্দনীয়।

ড. কালীপ্ৰসাদ ১৯৩৭ খ্ৰিস্টাব্দৰ ৩ জানুৱাৰি শিলচৰ শহৰৰ ৫ কিমি পশ্চিমে অবস্থিত কচুধৰম গাওঁ জন্ম অছিল। তাৰ পিতৃদেৱৰ নাঙ বাবাইসেনা সিংহ বাৰো মাতৃদেৱীৰ নাঙ ইমাগো দেৱী। বাবাইসেনা সমাজে প্ৰতিষ্ঠিত ডাকুলা আগো আছিল। তাৰ সাতহান এমাটিক হবা যে গিৰকে ডাকগোত পুংলল বাৰেইলে উতা ভাবকৰ কানে টেঙ টেঙ বাজিল পাৰা, এমাটিক স্পষ্ট, এমাটিক নিখুত।

১৯৪৬ সালে ড. সিংহ গাওঁৰ সোনামানিক পাঠশালাত ভৰ্তি অইল বাৰো ১৯৫১ সালে বৃত্তি পেয়া ওয় শ্ৰেণী পাশ কৰানিৰ পিছে শিলচৰ পাব্লিক হাইস্কুলে ভৰ্তি অইলগা। ১৯৫৭ সালে সংস্কৃত বাৰো অংকত সন্মানিত (letter) নম্বৰ থয়া বাৰো সমগ্ৰ অসমে চতুৰ্দশ স্থান দখল কৰিয়া ম্যাট্ৰিক পৰীক্ষা পাশ কৰলো। ১৯৫৯ সালে গুৰুচৰণ কলেজেত ১ম বিভাগে আইএ পাশ কৰলো বাৰো ১৯৬১ সালে এ কলেজেতই সংস্কৃত অনাৰ্সলো সমগ্ৰ অসমে ১ম শ্ৰেণীত ১ম স্থান দখল কৰিয়া বিএ পাশ কৰলো বাৰো গুৰুচৰণ কলেজে সমগ্ৰ কলা বিভাগে ১ম স্থান দখল কৰেছিল বুলিয়া গিৰকে 'বলাই স্মৃতি পুৰস্কাৰ' লাভ কৰলো। ১৯৬৩ সালে যাদবপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়েত সংস্কৃতলো ১ম শ্ৰেণীত ১ম স্থান অধিকাৰ কৰিয়া এমএ পাশ কৰলো বাৰো ৰৌপ্যপদক লাভ কৰলো। বিশ্ববিদ্যালয়গোত সমগ্ৰ কলা

বিভাগে ১ম অছিল বুলিয়া তাকে 'সতীশচন্দ্র দে স্বর্ণপদক'লো ভূষিত করলা। লগে লগে আয়া শিলচরর কাছাড় কলেজে অধ্যাপনা অকরলো। ১৯৬৮ সালে A study in the Bishnupriya Manipuri Language এরে thesis এহানর গজে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে Ph D উপাধি পেইলো। ১৯৮২ সালে বৰ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে The Concept of Absolute in Indian Philosophy এরে thesis এহানর গজে D.Litt উপাধি পেইলো। অসমিয়া ভাষালো 'শ্রীমত্তগবদীতার দর্শন' ইকরেছিল বুলিয়া গীতার্থী সমাজ যোরহাটে 'গীতাচার্য' উপাধি প্রদান করলা। An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri ইকরেছিল বুলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যসভায় ১৯৯৭ সালে গীতিস্বামী শতবার্ষিকী পুরস্কার প্রদান করলো। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর জগতে তার অভাবনীয় অবদানরকা ২০০৯ সালে দিব্যাত্মম সংস্কৃতি কেন্দ্রত 'ভাষাচার্য' উপাধি প্রদান করানি অছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যসভার সভাপতি মণীন্দ্র সিংহর ড. সিংহরে জাতির জনক বুলিয়া উল্লেখ করেছে। আমেরিকাস্ত প্রকাশ পাছিল সমগ্র পৃথিবীর ডাঙরিয়া মানুর জীবনী সম্বলিত অভিধানে তার জীবনীহানও প্রকাশ পাছিল। সংস্কৃত ভাষার গজে ইতালি বারো হল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বসন্মেলনে যোগদান করেছিল। এসাদে তার স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে গৌরবময় জীবন আহান রচনা করেছিল।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে ড. সিংহর অবদান অপরিসীম। তারই কারণে আমি আমারে মণিপুরী বুলিয়া পরিচয় দেনা পারেছি। 'বিষ্ণুপ্রিয়া' শব্দগোর আগে বা পিছে 'মণিপুরী' শব্দগো সংযুক্ত করানি না- এহানেই আমার মেইতেই সমাজর প্রধান কথাহান। এ সমস্যার সমাধান নেই, কুনো মীমাংসা নেই। OBC কমিশনে case-হান চলিল। গিরকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ বারো ভাষার স্বপক্ষে প্রতিবেদন দাখিল করলো বারো লগে তার The Bishnupriya Manipuris : their Language, Literature and Culture নাঙর লেরিকহান দাখিল করলো। OBC কমিশনে তার বয়ানহানাত ইকরেছে- "...Dr. K.P. Singha, Professor, Deptt of Sanskrit, Tripura University, Agartala submitted statement under his forwarding letter dated 22.10.94 supporting the claim of the petitioners. He has filed copies of his book 'The Bishnupriya Manipuris : their Language, Literature and Culture' to substantiate his statement. ...The objectors have not filed any counter on the statement and book, referred to above of Dr. Kaliprosad Singh in spite of service of copy on them".

OBC কমিশনে মাতেছেতা- ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকে দেছে বক্তব্য বারো লেরিক উতা বিরোধীপক্ষরাং দেনা সত্ত্বেও তানু উতা কাপে নুয়ারেছি। গৌহাটি

উচ্চ ন্যায়ালয়েও ড. সিংহর বক্তব্য বারো গ্রন্থর গজে OBC কমিশনে যে রায়হান দেছিল উহান বহাল থাছে। সুপ্রিম কোর্টেও এ রায়হান বহাল থাছে। ড. সিংহর ঔ বক্তব্য বারো লেরিকহান কমিশনর আবেদনে না হমেইলে আমার জাত বারো ভাষার নাঙহান বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী নায়া হুদা বিষ্ণুপ্রিয়া অইতে বিচিত্র নেয়ছিল। গিরকেই ভীমগর্জে মাতেছে- 'Bishnupriya Manipuri was formed on the soil of Manipur and nowhere else.' (p 3, The Bishnupriya Manipuris)

কুনো কুনো পণ্ডিতে আমার ভাষা এহানরে বাংলা বা অসমিয়ার উপভাষাহান বুলিয়া মান্তারা। ড. সিংহর বহু যুক্তিলো উহান খণ্ডন করিয়া মাতেছেতা- Thus, BPM has certainly got the status of a distinct language. গিরকে A note on the term Bishnupriya Manipuri, The Bishnupriyas are certainly Manipuris নাঙর লেরিক ইকরিয়া প্রমাণ করলো বিষ্ণুপ্রিয়া এতা মণিপুরী। তার সংস্পর্শে আয়া জাতীয় অধ্যাপক ড. সুনীতিকুমার চ্যাটার্জিয়ে আমার ভাষাহানরে স্বতন্ত্র ভাষাহান বুলিয়া স্বীকৃতি দিলো। গিরকর ইকরা An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri অত্যন্ত অমূল্য সম্পদহান। এসাদে অভিধান ড. সুকুমার সেনর An Etymological Dictionary of Bengali ছাড়া কুনো আধুনিক ভারতীয় ভাষাত নেই। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ব্যাকরণ ইকরিয়া আমার ব্যাকরণর দিক উহান পুরা করে দিল। গিরকর ইকরা সাধারণ অভিধানহান প্রকাশ পানার পথে।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ মূলত দর্শনশাস্ত্রর, বিশেষ করিয়া ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনর মানুগো। উহানে ভারতীয় দর্শনর বিভিন্ন মার্গ নিয়া সূক্ষ্মভাবে গবেষণা করেছিল। ভারতীয় দর্শনর গজে গিরকর হাবিস্ত ডাঙর কীর্তিহান তার The Concept of the Absolute in Indian Philosophy, যেহানাত তা সমস্ত ভারতীয় দর্শনর হাবি মার্গত ঈশ্বরতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব কিসাদে গ্রহণ করানি আছে, উতার বিস্তৃত আলোচনা করেছে বারো যেহানর গজে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েস্ত তারে D.Litt উপাধি দেনা আছে। ঔ গ্রন্থ উহানাত কালীপ্রসাদ গিরকর যেতা যেতা নিজস্ব বিচারধারা আছে, উতা হাবি তিলকরিয়া তা Reflexion on Indian Philosophy বুলিয়া গ্রন্থ আহান প্রকাশ করেছে। এতার বাহিরে Nairatmyavada নাঙে বৌদ্ধদর্শনর গ্রন্থ আহান, The Philosophy of Jainism নাঙে জৈনদর্শনর গ্রন্থ আহান, Thoughts on Tantra and Vaisnavism নাঙে তন্ত্র বারো বৈষ্ণবদর্শনর গজে গ্রন্থ আহান, Sri Chaitanya's Vaisnavism and its sources নাঙে বৈষ্ণবদর্শনর গ্রন্থ আহান, A Critique of A.C. Bhaktivedanta নাঙে ISKCON-অর প্রতিষ্ঠাতা অভয়চরণ ভক্তিবেন্দাস্ত গিরকর দার্শনিক সমালোচনা আহান বারো Indian Theories of Creation নাঙে ভারতীয় দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্বর গজে গ্রন্থ আহান, Metaphysics in Sankara Vedanta, The self in Indian

Philosophy, On the need of Sanskrit এসাদে বহু গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিয়া গৈছেগা। সংস্কৃত ভাষালো 'ন্যায়দৰ্শনবিমৰ্শঃ' নাঙে ন্যায়দৰ্শনৰ গ্ৰন্থ আহান, 'শাঙ্কৰবেদান্তে তত্ত্বমীমাংসা', 'শাঙ্কৰবেদান্তে জ্ঞানমীমাংসা' নাঙে অদ্বৈত বেদান্তদৰ্শনৰ গজ্জৈ গ্ৰন্থ দুহান প্ৰকাশ কৰেছে। এসাদে কৰিয়া গিৰকে ২০/২১হান গ্ৰন্থ ভাৰতীয় দৰ্শনৰ গজ্জৈ প্ৰকাশ কৰেছে। অসমিয়া ভাষালো লেখা ১০ খণ্ডৰ ভাৰতীয় দৰ্শনৰ সিরিজ আহান ইকৰেছে, এবাকা উহান কিহান কিতা অইল মাতে নুয়াৰিয়াৰ। এতাৰ বাহিৰে বিভিন্ন জাৰ্নাল-এ কালীপ্ৰসাদ গিৰকৰতা দৰ্শনৰ গজ্জৈ পেপাৰ বা প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ অছেতা প্ৰায় ৩৫হান। এসাদে কৰে ভাৰতীয় দৰ্শনৰ গজ্জৈ ড. কালীপ্ৰসাদৰ অবদান প্ৰচুৰ।

এসাদে বহুগুণসম্পন্ন জ্ঞানী পুৰুষ এগো গেলগা ২ জুন, ২০১১ খ্ৰিষ্টাব্দ তাৰ প্ৰতিষ্ঠিত দিব্যাশ্ৰমেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কৰল। পিছেকাৰ দিনে তাৰ মৃতদেহগোলো যে শোকযাত্ৰাহান অছিল উহানাত হাজাৰ হাজাৰ মানু উপস্থিত অছিল। দিব্যাশ্ৰমেস্ত কালিজ্জৰে গিয়া শহিদ সুদেষ্ণাৰ মূৰ্তিগোত পুষ্পাৰ্ঘ্য অৰ্পণ কৰিয়া দিব্যাশ্ৰমে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন অইল। শিলচৰ বারো গৌহাটিৰ হাবি পত্ৰিকাত, শিলচৰ দূৰদৰ্শন, BTN-এ ড. সিংহৰ মৃত্যুসংবাদ প্ৰচাৰিত অইল। মৃত্যুৰ বারদিনকাৰ দিন উহান যুবনেতা ৰাজকুমাৰ অনিলকৃষ্ণ সিংহ, বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সাহিত্যসভাৰ সম্পাদকদ্বয় মণিকান্ত সিংহ বারো নৱেন্দ্ৰচন্দ্ৰ সিংহ, সমাজসেবী তম্বকসেনা সিংহৰ প্ৰবল চেষ্টায় ড. সিংহৰ আবক্ষ মূৰ্তিগো দিব্যাশ্ৰমেই প্ৰতিষ্ঠিত অইল। তাৰ শ্ৰাদ্ধৰ দিনে মানুৰ মহাসাগৰ- হাজাৰ হাজাৰ মানু। সমাজৰ প্ৰত্যেক পৰগণাস্ত ডাকুলা, ইসাল্পা, দোয়াৰলো আয়া আহিৰ পানিলো ড. সিংহৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰলা।

শ্যামানন্দ সিংহ : লেখক; ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহৰ খুলা বেয়ক, কাছাড়, আসাম।

ড. কালীপ্রসাদ দাদার নিঙে দ্বি-আকচুটি ব্রজগোপাল সিংহ

গেলগা ২ জুন ২০১১খ্রি. ড. কালীপ্রসাদদা এ মালেমর লগে সম্পর্ক এরে দিয়া নিজর ভিটামাটি কচুধরমে দৌ অইল। এরে পৌ এহান সিতারানির লগে লগে আমার সমাজর হাবি থাকর মানুসাংত চিনকরে আর আর সমাজরমা পেয়া দুগুথ প্রকাশ করলা বারো বিভিন্ন শোকসভা, মিছিল এতা হাবি দাদার আত্মার সদগতিরকা বুলিয়া আয়োজন করলা। ঔ দাদাগিরকর প্রতিভা বিকাশর য়ারি বারো সমাজর বিশিষ্ট সাহিত্যিক বারো বিদক্ষ গুণিজন আগো হিসাবে তেংকলে তেংকলে উপু-ঝাপি চপকো বুজে বুজে আছে। অর্থাৎ য়ারি প্রকাশ করিল মাহি না ফুরের। তেবউ দাদাগিরকর নিংশিঙে দ্বি-আকচুটি না মাতলে বা প্রকাশ না করলে মি নিজে সমাজরাং দোষী আগ বুলিয়া নিংকরুরি। তা থকয়া ঔ দাদাগিরকর নিঙে দ্বি-আকচুটি সমাজরাং কাংকরুরি।

মি যেবাকা ১৯৬৮ সালে শিলচর জিসি কলেজে পিইউ পাকরানিরকা ভর্তি অইলুগা, ঔপেইত কালীপ্রসাদদা সংস্কৃতর প্রবক্তা হিসাবে কাছাড় কলেজে আছিল। ঔ সময়ত অধ্যাপনার হাদিয়েদে কলিকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েস্ত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার গজে গবেষণা করিয়া পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করল দাদাগিরকে। পিছেদে গিরকে বহু ভাষাতত্ত্বর লেরিক প্রকাশ করল।

দীর্ঘ দশ বছর কাছাড় কলেজে অধ্যাপনা করানির থাংনাত ১৯৭৪ সালে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়রমা সংস্কৃতর প্রাধ্যাপক হিসাবে নিযুক্তি পেইল। ঔরে বছরর খেলতামে মিয়ৌ গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়রমা এমএ পাকরানিরকা ভর্তি অয়া দাদাগিরকর লগে দেহা করলু। দীর্ঘ কয়েক বছর গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়রমা অধ্যাপনা করেছিল। ঔরে সময়ত ড. কালীপ্রসাদ গিরকে ‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা’ বুলিয়া লেরিক ঔহান ফংকরেছিল, যেহান সমাজরমা নিয়ামপারা চিন্তার খোরাক জুগাদেছিল।

ঔতার পিছেদে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়েও নিকুলিয়া ১৯৮৯ সালে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়রমা সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্তি পেইল। ঔ সময়ত গিরকে সংস্কৃত ভাষাল বিভিন্ন গ্রন্থ, কাব্যসংকলন ইত্যাদি প্রকাশ করল।

ঔতার থাংনাত অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা কংগ্রেসে ভারতীয় দর্শন তথা বৈদিক সম্মেলনে ভারত সরকারর পক্ষত উত্তরপূর্বাঞ্চলর প্রতিনিধি আগো হিসাবে যোগদান করেছিল বুলিয়া পৌ পানা অছিল। ঔপেইন্ত ফিরানির পিছে গিরকে ভারতীয় দর্শন বিষয়ে গবেষণা করিয়া ১৯৮২ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েও ডিলিট উপাধি পাছিল। ১৯৯৫ সালে শিলচরর আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগর প্রধানগো হিসাবে যোগদান করেছিল।

এসাদে অবস্থাত ড. কালীপ্রসাদ সিংহর কর্মময় জীবন মুণ্ডেদে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর অর। ঔ সময়ত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ছাত্র-যুব সংস্থা বারো গণসংগ্রাম পরিষদ ইমাঠার চালু করানিরকা বিভিন্ন আন্দোলন অকরলা, তেংকল আহান বেয়াপা বেইবুনি জেলে গেলাগা বারো নিয়ামপারা গাবুরাপুয়েই-পুৰিজেলেইর জীবন পদু অইল। ঔ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আসামর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া গিরকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়রে ১৩নং কলামে তঙাল করে অবিসি লিস্টিভুক্ত করে দিল। এহান সমাজর ইতিহাসে ডাঙর গৌরবময় অধ্যায় আহান।

ঔবাকা ভাষা চালুর ক্ষেত্রে অর্থাৎ পাঠশালারমা ইমাঠারে লেরিক পাকরানির দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যসভা, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মহাসভা, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ছাত্র-যুব সংস্থা, সমাজ সংস্থা এসাদে বিভিন্ন সংগঠনেও আরাকৌ জোরদার প্রচেষ্টা চলিল। ফলে ২০০১ সালে আসাম সরকারে পাঠশালারমা ইমাঠারে লেরিক পাকরানির আইন কার্যকর করল। পাঠ্যপুস্তক হিসাবে 'কনাক-পাঠ' চালু অইল।

ঔ সময়ত ড. সিংহ গিরকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার উন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিলগা। গিরকে সমগ্র বরাক উপত্যকার তিনগো জিলারমা (কাছাড়, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ) বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলিয়া বেকার ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীরেল প্রশিক্ষণর ব্যবস্থা করল। ঔহানাত আমার সিভিপি হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুল এগো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আগো অছিল। ঔগো বাদেউ আরাকৌ বিভিন্ন ফামে ভাষাপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলানি অইল। বারো গিরকে আসাম সরকারর লগে ছাত্র-যুব সংস্থা বারো গণ-সংগ্রাম পরিষদেও চিনকরে দফায় দফায় আলোচনা করিয়া অনেক উন্নতির ফামে ফৌকরেছিলগা। দাদাগিরকর এ অবদান পাহরানি থক নেই।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরক সমাজর কৃতী পুরুষ আগো। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য বিকাশর ক্ষেত্রে পুরোধা ব্যক্তি দাদাগিরক আসাম সরকারর সাহিত্যিক

পেনসনপ্রাপ্ত মানু আগো। তার প্রকাশিত বিভিন্ন লেখিকরমা উল্লেখযোগ্য কতহান-
'The Bishnupriya Manipuri Language', 'প্রবন্ধমালা' (১ম, ২য় বারো ৩য়
খণ্ড), 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দিকপাল', 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ব্যাকরণ', 'বিষ্ণুপ্রিয়া
মণিপুরী অভিধান' বারো বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তথ্য, বিশেষ
করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সংস্কৃতি বারো কৃষ্টি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী রূহিবৃত্তি,
রাসলীলা, রাখোয়াল, উদুখল, বাসক এতার গজেউ নিয়ামপারা লেখিক প্রকাশ
পাছিল। গিরকর আরাক ডাঙর অবদান আহান আইলতাই ভারতীয় দর্শনর গজে
বাঙ্কা কতহান লেখিক লেংকরানি।

লেখা এহানর খামতলেদে দাদার শেষ জীবন সম্পর্কে খানি আহান না মাতলে
বা প্রকাশ না করলে অপূর্ণ থাইতই নিঙে মাতানি মনাউরিতাই যে, ড.
কালীপ্রসাদদার শেষ জীবন খানি আহান অশান্তির ভিতরেদে কাটেছিল। হয়তো
সাংসারিক জীবনে না হমানিয়ে খানি আহান অশান্তি পাছিল। ঔতা যেতাউ অক,
ঔ চুটি উগো এরে দিলে, গিরকে অধ্যাপনার কামেস্ত অবসর পানার পিছেদেউ
সমাজর উন্নতিরকা বুলিয়া যথেষ্ট ভূমিকা নেছিলগা। শেষ জীবনে শারীরিকভাবে
হিনপানি অকরল সময়তউ আমার দুগ্ধভছড়ারমা নুয়া হঙনির পথে ডিগ্রি কলেজগর
সাময়িকভাবে অধ্যক্ষ হিসাবে দ্বি-মাহার চুয়া কামে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল
(২০০৮ সালে), যেহানর ফলশ্রুতি হিসাবে দাদাগিরকর আশীর্বাদে ২০১১ সালে
দুগ্ধভছড়া কলেজেস্ত পইলা ব্যাচর ১১গোরমা তৃতীয় বর্ষ কলা বিভাগ চূড়ান্ত
পরীক্ষাত ৫গো পাশ করলা।

তা থকয়া ঔ ড. কালীপ্রসাদ দাদাগিরকর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে সমাজর হাবি
থাকর মানুয়ে শ্রদ্ধা সম্মান জানানি থক। গিরকর লেখারমা আগেদে কোন বিতর্ক
থাইলৈরগায়ৌ ঔতা এবাকা চুমকরিয়া খেই খেই নায়া, হাবিহানে ঐক্যবদ্ধ
মনোভাবল এরে সংখ্যালঘু বা কুস্তিরাং সমাজ এহানর উন্নতির হকে আরাকৌ
মুঙেদে কাকেই কারিক। অবশ্য দাদাগিরকর অস্ত্যেষ্টিক্রিয়াত মহাসভা,
সাহিত্যসভা, সমাজ সংস্থা, ছাত্র-যুব সংস্থা বারো মহিলা সমিতি হাবিহানে
যোগদান করেছিলো- এহান হবা লক্ষণ আহান। দাদার লেংকরা সাহিত্যকর্ম নুয়া
করে পাঠ করিয়া দাদার চিন্তাধারা, দর্শন উপলব্ধি করিক। ঔহান আইলে দাদার
আত্মাগো শান্তি পেইতই।

ব্রজগোপাল সিংহ : লেখক, গবেষক বারো প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সিভিপি হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুল,
দুগ্ধভছড়া, করিমগঞ্জ, আসাম।

বিতর্কিত প্রতিভা আহান চাম্পালাল সিংহ

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ এ মালেমে আর নেই। গিরকর অভাব এহান মোর হৃদিগৎ বাজে। গিরক বিতর্কিত অইলেও তা মোর শ্রদ্ধার পাত্রগো, নমস্যগো মোরাং চিরদিনেই।

উল্লেখ করানি না মনেইলেরগায়ৌ উল্লেখ করানিৎ বাধ্য অইলু- গিরকর ডক্টরেট ডিগ্রির থিসিস ঔহানরে কেন্দ্র করিয়াই গিরকরেলো যত বিতর্কর সূত্রপাত। ডক্টরেট পানার আগেই গিরকর থিসিস ঔহান সমাজর বুদ্ধিজীবী দুগো আগেই পাকরানির সুযোগ পাছি। কিন্তুমান আমি মূল থিসিস ঔহান নাপাছি, সুতরাং থিসিসহানাৎ সমাজর ক্ষতিকারক বা সম্মানহানিকারক কিতা আছিল আমি মাতে নুয়ারিয়ার।

'A Note on the term Bishnupriya Manipuri', 'The Bishnupriya Manipuris : their Language, Literature and Culture' ইত্যাদি লেখিক বারো Indian Linguistics-সহ অন্যান্য জাতীয় স্তরের বিভিন্ন periodical-এ প্রকাশিত তার প্রবন্ধাবলি পাকরলে আমি দেহিয়ার যে, আমার ভাষা এহান মণিপুরেই হঙছেহান, আমার ভাষা এহান বাংলা বা অসমিয়ার উপভাষাহান নাগই- এহান তীক্ষ্ণ যুক্তিলো দেহয়াছে। অন্যবেদে আমার ভাষাহানরে বাংলা, অসমিয়া, উড়িয়া ইত্যাদি ভাষার সমগোত্রীয় বুলেছে। নিশ্চয় এহান বিতর্কিত বিষয়হান অ' পারের। কিন্তুমান, উপযুক্ত প্রমাণলো গিরকর এ মন্তব্য এহানরে খণ্ডন কুনোগয়ৌ নাকরেছি। হিন্দি ভাষাহানর লগে আমার ভাষার সম্পর্ক আছে ঔহান হায়হান, কিন্তু হিন্দির সমগোত্রীয় ভাষাহান বুলে নুয়ারিয়ার। কারণ, হিন্দি ভাষার লগে মিলের উপাদান আমার ভাষাৎ যথেষ্ট নাগই।

যেতাউ অক, গিরক অকালে দৌ অনায় আমার ভাষা সাহিত্যর যে অপূরণীয় ক্ষতি অইল এহান মি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করৌরি।

গিরকর লগে বিভিন্ন বিষয়ে মোরতা মতানৈক্য থাইলেও গিরকর বিশাল প্রতিভা উহানরাং মি নত নায়া নুয়ারৌরি। 'প্রবন্ধমালা', 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীৰ দুই শতাব্দী', 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীৰ দিকপাল' বারো অন্যান্য আর আর গবেষণাধর্মী লেখিক উতা আমার সাহিত্যর অমূল্য সম্পদ। অন্তত সমাজর 'দলিল' হিসাবে লেখিক এতা চির-প্রাসঙ্গিক অয়া থাইতই। আশা করৌরি কারতাও এ বিষয়ে দ্বিমত নৈই।

আমার সমাজে গিরকর রচনাবলির উপযুক্ত মূল্যায়ন আকদিন যেসাদেও অইতই- সমগ্র সমাজ এহান বুলে বুলে কঠোর পরিশ্রম বারো অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া যেতা যেতা তথ্য লিপিবদ্ধ করেদিয়া গেলগা এতার মূল্য নির্ধারণ করতে কুনোগই কুণ্ঠিত নাইতাই বুলিয়া মোর বিশ্বাস।

হাবিত্ত যেহানলো মি নুংপাং অউরিহান- গিরক যতৌ বিতর্কিতগো অক, বিতর্কিত বিষয় ওতা বাদ দিয়া অন্যান্য অবদান উতারেতে স্বীকার করানি লাগেরনাই- ও সামান্য হৌনাবি চুটিশৌ উহানিয়ৌ গিরক জীবিত থাইতে বারো মরানির পিছেও কুনোগই দিয়া নুয়েইলা, তার অনুগামী বারো তথাকথিত স্তাবক উতা ছাড়া।

মি আশাবাদী, আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মই কালীপ্রসাদ গিরকর যথার্থ মূল্যায়ন করিয়া গিরকরে সম্মানর আসনহানাং বহুয়েইতাই।

চাম্পালাল সিংহ : কবি, শিলচর, আসাম।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ : জীবন আহান মথুরা সিংহ

মনশিকার এলা আহানাং আসে 'দেবতাও বাঙ্খা করে মানব হইতে...', বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসেও মাতে গেসেগা- 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। ঔ মানু অয়া জরম অইলেতে মানুর কাম করিয়া জানা থক- মানুরকা, সমাজরকা, দেশরকা। ড. কালীপ্রসাদ সিংহ ঔসাদে মানু আগ, জেগই সমাজরকা, মানুরকা জেতা জেতা করে গেলগা, আরাক আগ এসাদে কুনদিন সেংকরে পেইতাই নেই নাপেইতাই নেই মাতানি জবর চিল কথাহান। গিরক ডাঙরিয়াগ অইলৌ দাদা বুলিয়া ডাকলু হান্তে ইকরতে 'দাদা' ওয়াহিং বারে বারে আইতে পারে।

কালীপ্রসাদদারে পইলা পাসিলুতা- নর্মাল স্কুলে তামকরলু উবাকা রবিবারর দিন আহান কাছাড় কলেজে 'গীতার ক্লাসে'। উদিন গীতার পইলা অধ্যায়র গজে বক্তৃতা দিল। নানান কারণে গীতার ক্লাসে আর গিয়া নুয়ারলুগা। আকদিন কার লগে দাদার বাসাং গেসিলুগা পাহরলু। ঔবাকা দাদাগিরক কাছাড় কলেজে অধ্যাপনা করল। দাদাই বিয়া নাকরানির সংকল্প করেসে বুলিয়া ঔবাকা হুনেসিলু নর্মালর ক্লাসমেট তথা রুমমেট ডেপুটেড টিচার সুধাংশু রাজকুমার গিরকরাংত।

থাংনাকার দেহাহান কুন্সেই অইল উহান মনে না পরের, তবে কথাহানি মনে আসে- কনাকসৌর পত্রিকাহান 'ফলাল'র পইলা সংখ্যাহান নিকুলানির পিসে। পত্রিকাহান চেয়া হারৌ অয়া মাতেসিল- 'নিয়ম করে নিকাল জাগা, মি সংখ্যাহানলেহে রূপা দশহান করে দিতৌ।' ইকরা দেনারকা মাংলু আর 'আপাবপেইর কথা' বুলিয়া আমার উপকথার গজে সংক্ষিপ্ত ইকরা আহান দিয়াপেঠাসিল, জেহান দ্বিতীয় সংখ্যাং ফংকরেসিলু। নামাংলেউ য়াকরের আর্টিক্ল উহানান্ত মরাংত অকরে নিয়ামপারা মানু উপকৃত অইলা। উবাকা মি করিমগঞ্জর পাব্লিক হাইস্কুলে শিক্ষকতার চাকুরিং আসিলু। মাতানি পাহরেসু- 'ফলাল' নিকাললু উতার আগেই কালীপ্রসাদদা পিএইচডি পাসিল। উহানে দাদাগিরকরাংত

নিয়ামপারা হারপানির খৌরাংল চিঠি ইকরলু। দাদাই চিঠিহান পানার লগে লগে উত্তর দিল, জে অভ্যাসহান আমার মানুয়াং কম দেহিয়ার। কালীপ্রসাদদার গুণ এহান হিকানিরহান।

থাংনাকার দেহাহান অসিলতা গৌহাটি রেলস্টেশনে, সন তারিখ মনে নেই। থাং, মরতা খটকা আহান লাগিল, যেবাকা গিরক মরে নাচিনল। ঔবাকা মি ব্যাংকে চাকুরি কররগ। যেতাউ অক, থাংনাকার দেহাহান আশির দশকে সিঙ্গারির নেহেরু হাইস্কুলে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারর বানানর আলোচনাসভাং। ঔদিনকার আলোচনাসভাং অকরান্ত খামতল পেয়া বানানর খুটিনাটি যামপারা আলোচনা করিয়া লয়ইতেগা মাংল- “এখুরুম আহিক হাবিস্ত চর্চিত বার কন্ট্রোভার্সিয়াল বিষয় উহানাং- ক্রিয়াবিভক্তিং ‘স’ (দন্ত্য-স) দেনার ব্যাপারে। মি শতকরা একশভাগ ছ-র পক্ষপাতীগ, তেব সংহতির সালে মাতৌরিতা- ছ, স দ্বিয়গিয়ৌ চলক।” থাংনার দেহাহানৌ ঠিক ঔ ফামে অর্থাৎ বানানর গজে আলোচনা। প্রকাশ থানা থক, বানানর গজে আলোচনার সভা তিনহান অইল উতা নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য পরিষদর ঠৌরাঙে অসিলতা। থাংনাং দেহা অইল পথে। বয়া য়ারি দেনার সুযোগ নেয়সিল ব্যস্ততার সালে। তেব দাদাগিরকরাংত সমাজে জে জে খুস্তল পেইলা উতার সালে নাঙহান বা ছবিহান মনে মেরাক মেরাকে আহের। আড্ডাং বা আসরে বা সভাং প্রসঙ্গ আইলে আলোচনা অইল, এবাকাউ অর। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়েস্ত চাকুরিজীবনর অবসান অইলে শিলচরে আসিল উবাকা প্রায় দেক্লু। উবাকান্ত ফ্রান্স্টেশনে ভুগ্ল উহান দেক্লু। পিসে পিসে শারীরিক বার মানসিক চাপে দাদাগিরকরে হিনকরল। হুস্তমৌ আকদিন আমারে বেলেয়া গেলগা। ইহলোকেস্ত পার্থিব দেহগ গেলেগাউ গিরকর আত্মগ এপেই আসে বুলিয়া মনে অর, কিয়া বুস্তে ব্হস্তর বুদ্ধিজীবী মহলে উপযুক্ত সম্মান পেইলৌ সমাজে ঔনাপা ফামহান নাপেইল। বানানর আলোচনারকা তৃতীয় আলোচনাসভাং চিঠিল দেহা করলেগা বার্তনহান লনা নাকরেসে- ‘I am a defeated person’ বুলিয়া।

যেতাউ অক, বানানল আমার লগে মতর অমিল আহান থাইলেউ আমার মনোরাজ্যে নিঙর, শ্রদ্ধার উপযুক্ত আসনহানাং আমি থসি। কারণ গিরক প্রকৃত অর্থেই পণ্ডিতগ, জ্ঞানী কর্মযোগীগ। পিএইচডি পানার পিসে ডিলিট পেইল, যেহান অতি বিরল ব্যক্তিত্বর সম্মানহান। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ তথা আন্তা বুদ্ধিজীবী সমাজ কালীপ্রসাদদারে পেয়া ধন্য অসি। মানুয়ে য়াকরকা নাকরকা বৌনেই চলাসিল কলমগ গারিগই মনহানে পাংকরেসে মাছি চালেয়া গেলগা। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারর গজে গবেষণা করিয়া ডক্টরেটগ অয়া নিজরে জ্ঞানসমৃদ্ধ করল উহান হাইহান, উস্তান্ত জিঙে সমৃদ্ধ করল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজহানরে। কিয়া বুস্তে, আমি কনাক্ত ইকরলেউ মনে চিংনা-চিংনি আহান আসিল আমার ঠারে ইকরিয়া

হুঁমু পিসে কানা অইতইতা বুলিয়া। ঔহানান্ত মুক্ত অয়া উৎসাহ উদ্দীপনাল ইকরানি অকরলাং। এবাকা আমি ডাঙর অয়া মাতে পারিয়ার- আমারতাউ সাহিত্যভাণ্ডার আগ আসে। উহানল মি ড. কালীপ্রসাদ সিংহ বুলতে আমার উৎসাহ বুলিয়া নিংকররি। খানিমানি জাগাং আমার মতর লগে না মিললেউ An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri আমার অমূল্য সম্পদ আহান। দাদার খুন্না বেয়ক বন্ধুবর শ্যামানন্দ গিরকরাংত হারপেইলু বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অভিধান আহানর ছাপার কাম লয়নির খেলতামে ফওসেগা। প্রভুরাং মাগৌরি গিরকর আত্মাগরে শান্তি দিয়াদেক। লয়ইতেগা এহানেই মাতানি মনাউরি, সার্থক জীবন আহানর নাও ড. কালীপ্রসাদ সিংহ, গিরক মরিয়াউ অমর।

মধুরা সিংহ : কবি বারো প্রাবন্ধিক, শিলচর, কাছাড়, আসাম।

কালীপ্রসাদদা : সমাজদরদি মানু আগ কালাসেনা সিংহ

কালীপ্রসাদদার লগে মোর পইলা দেহা অসিলতাই ১৯৬৭ সালর ফ্রেব্রুয়ারি মাহার কুন দিন আহানাত। শিলচরর কাছাড় কলেজর কাদাবারাত ইটখলার তার ভাড়াটিয়া বাসাহানাত। মোর কাব্যগ্রন্থহান 'মঞ্জুরি' ছাপার অক্ষরে অউ বসর জানুয়ারি মাহার পইলাদে ফণ্ডসিল। মি ঔবাকা শিলচর নর্মাল স্কুলে তামকরুরি সময়হান। মোর আত্মদায় মারুপ কাছাড় কলেজর সাহিত্য বিভাগর ছাত্রগ শ্যামানন্দই (কালীপ্রসাদদার খুলা বেয়ক) মোর কবিতার লেরিকহান পেয়া নিয়াম হারৌ অয়া থাকাতগ মাহি দিয়া তা নিজেস্ত আণ্ডয়েয়া মোরে মাতল- দাদায় তোর কবিতার লেরিকহান পেইলে জবর হারৌ অইতৈ, দ্বিয়গিয়ে আকদিন তারাং গিয়া লেরিকহান দিয়া আইতাঙাইগা। মি কালীপ্রসাদদার নাংহান আগেস্তৌ হ্নেসু বার হারপাসু কিন্তু তার লগে মুঙামুঙি পরিচয় অনা নারেসু। গিরক মেধাবী ছাত্রগ হিসাবে কনাক্ত ধর্মর উগদে মতিহান আসেগ হিসাবে লয়াগত নিয়াম নাং ফিটেসিল। অউ সময় উহানাত কালীপ্রসাদদা অধ্যাপকগ হিসাবে ছাত্র বার বিদ্বৎ-সমাজে অতিপরিচিত নাংহান অসিল। বন্ধুবর শ্যামানন্দর এ প্রস্তাব এহান হ্নিয়া মোরতা আনন্দর সীমা নৈয়েল; কুম্বাকা কালীপ্রসাদদার লগে দেহা অইতৈ এ খৌরাঙ এহানল বাসা নারিয়া থাইলু। যেতাউ অক, না ডিলয়া আকদিন বন্ধুবর শ্যামানন্দর লগে কালীপ্রসাদদারাং তার ইটখলার বাসাত গেলুগা। অউ বাসাহানাত থায়াই কালীপ্রসাদদা কাছাড় কলেজে অধ্যাপনা করানির লগে লগে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারর গজে গবেষণা করেয় সময়হান। মোর কাব্যহান খুস্তলহান করে তারাং তুলে দেনার মাধ্যমে তার লগে মোর পয়লাকার পরিচয়পর্বহান অ'গেলগা। কাব্যগ্রন্থহানর পাতা উন্টেয়া চেয়া দুহান আহান কবিতা পাকরিয়া আরাকৌ এসাদে ইকরিয়া যানারকা মোরে উৎসাহিত করিয়া পরামর্শ আহান দিল- 'মঞ্জুরি' কপি আহান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়র প্রফেসর ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায় গিরকরাং দিয়াপেঠা দেনা বুলিয়া। অউ মতে মিঠ ভাষাচার্য গিরকরাং লেরিকহান দিয়াপেঠা দিলু। ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গিরকৌ কাব্যগ্রন্থ এহানর প্রসঙ্গে মূল্যায়ন আকচুটি ইকরিয়া মোর ঠিকানাত চিঠি আহান দেসিল। কালীপ্রসাদদা সময়ান্তরে মোর কবিতার গজে মূল্যায়ন করেসিল।

কালীপ্রসাদদার টটরানির সরলতাহানে মোরে নিয়াম মুক্ত করেসিল। আগর পরিচিত মানুগর ডেকি মোর লগে য়ারিগ মাহি দিল। এমনকি হাদি হাদিত বেয়ক শ্যামানন্দর লগেউ য়ারি দের উহান লেংকা আগর লগে টটরার পারা। নিয়াম নুঙেই লাগিল। পিসেদেস্তু মিঠ হাদি হাদিত তার বাসাত আকখুলাগই গেলুগা। জাতর সমাজর য়ারিপরি অনেকতা তারাংত হুনানির সুযোগ পেইলু।

গেলগা শতকর ষাইটর দশক এহান আমার জাতর সমাজ-জাগরণর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আহান। এ সময়কাল এহানাত আমার ঠারর কীর্তন-পদাবলিরচয়িতা, পদকর্তা, ইশালপাস্ত চিনকরিয়া আমার ঠারর প্রকাশিত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ বার পত্রিকা প্রকাশর মাধ্যমে কবি, লেখক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক বার নাট্যকার গিরিগিথানির আত্মপ্রকাশ ব্যাপকভাবে অ'গেলগা। এতার আগেউ সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা, সাধনা আসিল কিন্তু এসাদে ব্যাপক নাসে। এ সময় এহানাত ইমাঠারল লেরিক তামকরানির দাবিসহ জাতর আর আর প্রয়োজনীয় দাবিল আন্দোলন সংগঠিত করিয়া আমার সমাজর মানুষে পূর্ব-ভারত এগ তোলপাড় করিয়া তুলেসিলা। ঔ মুহূর্ত উহানাত আমার ঠারর গজে গবেষণা করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর পইলাকার গবেষকগ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। সময়হান ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েস্ত শ্রদ্ধেয় কালীপ্রসাদদা ডক্টরেট সম্মান পেইল। গিরক 'ড. কালীপ্রসাদ সিংহ' হিসাবে সমাজে তথা পূর্ব-ভারতে খ্যাতিমান ব্যক্তি আগ অয়া পালৈল। আমার জাতর ষাইটর দশকর গৌরবময় অধ্যায় এহানরে গবেষণার দিক এহান পুরাদিয়া আরাকউ ভালকরে দিল।

গবেষণার মাতুং ইলয়া ড. কালীপ্রসাদদা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারর উৎস সন্ধানে গিয়া আবিষ্কার করলগাতাই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠার এহান মাগধী-প্রাকৃতজাত ঠারহান বার বানানরমা ক্রিয়াবিভক্তিত 'ছ' ব্যবহার করানির পদ্ধতিহান। এ ব্যাপারে সমাজর অনেক পণ্ডিতে মাত্রারাতাই- আমার ঠারহানর উৎসগ শৌরসেনী-প্রাকৃত। বানানরমা ক্রিয়াবিভক্তিত 'ছ' ব্যবহার অনা নারের। ব্যুৎপত্তিগত বার উচ্চারণগত কারণে 'স' ব্যবহার করানি থক। এ ব্যাপারে ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গিরকর মতহান অইলতাই- বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা এহান অসমিয়া, বাংলার সাদে মাগধী-প্রাকৃতজাতহান বার ভাষা এহান বাংলার উপভাষাওচ্ছের অন্তর্ভুক্তহান। আমার জাতীয় সংগঠন মহাসভা বার সাহিত্য পরিষদে এ মত এহানর লগে আকমত অনা হিনপেইলা। ক্রমান্বয়ে

সমাজের বিতরে, কবি-লেখকগোষ্ঠীর বিতরেউ এ বিষয় এহানল দাপা দুহান সৃষ্টি অইলা। তবে এতা ভাষাতাত্ত্বিক বার বৈয়াকরণিক পণ্ডিত গিরিগিথানির বিষয়বস্তু। অউ গিরিগিথানির সঠিক সিদ্ধান্তই দিন আহান এতার সমাধান অইতৈ বুলিয়া বিশ্বাস থয়ার।

আমার শিক্ষার মাধ্যমহান বাংলা অন্য অধ্যাসবশত কুন চিন্তা না করিয়া বাংলা বানানপদ্ধতিরে অনুসরণ করিয়া পইলা প্রায় হাবি লেখকে ক্রিয়াবিভক্তিত 'ছ' ব্যবহার করলা। পিসে পিসে বিভিন্ন সাহিত্য আলোচনার মাধ্যমে বানানর বিষয় হাতে হাতে করে পাঠকর নজরে পরানি অকরল। কুন কুনগৈ ক্রিয়াবিভক্তিত 'স' ব্যবহার করানি অকরলা। মোর নিজর লেখালেখির কামউ 'স'র মত এহানল চলানি অকরল। বানানর ক্ষেত্রে কালীপ্রসাদদার মতর বিপরীতে মোরতাউ চলানিহান পারা অইল।

১৯৭১ সালর ১ এপ্রিলে প্রকাশিত মোর দ্বিতীয় কবিতার লেরিকহান 'অচিন পাহিয়া'র কপি আহান কালীপ্রসাদদারাং খুন্তল দিয়া পেঠাসিলু। ঔ লেরিক উহানাত ক্রিয়াবিভক্তিত 'স' ব্যবহার অসিল। লেরিক উহান পানার পিসে কালীপ্রসাদদাই অতি দরদ, বাহানা-প্রীতি থয়া চিঠি আহান ইকরেসিল। উহানাত উল্লেখ করেসিল- সৌর কবিতা হিসাবে হাবিহানিও প্রায় হবা অসে, পাকরিয়া নিয়াম হারৌ অইলু। কিন্তুমান ক্রিয়াবিভক্তিত 'স'র ব্যবহার উহানে ব্যাকরণগত ত্রুটি মাহি থা গেসেগা, উতা সংশোধনর চেষ্টা করিস। এহানি মাতিয়া ক্রিয়াবিভক্তিত 'ছ' ব্যবহারর ব্যাকরণগত দিক উতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আহান থসিল। অউ বসর সিংলা অয়ার পাতিয়ালা গাঙেঙ আমার যৌথ সম্পাদনায় (প্রেমানন্দ সিংহ, নীরেন্দ্র সিংহ বার মি) প্রকাশিত 'মিঙাল' সাহিত্য-সংকলনে মোর 'সিংলাত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য সাধনার দিক আহান' নাঙর রচনা আহান প্রকাশিত অসিল। উহানরমা লয়ার আদি সাহিত্য হিসাবে গৌরচরী বুড়ার 'কংসলীলা', ফুনেই পণ্ডিতর 'সিংনার এলা', নাকু অজার 'ত্রিনাথপূজার এলা', বাবাগো সিংহর (বাবুতল সিংহ রাজবংশী) 'রামায়ণ' ইত্যাদিস্ত চিনকরিয়া পুরানা তথ্য ধরিয়া তুলানির প্রচেষ্টা আহান করানি অসিল। ঔ রচনা উহান আতে পানার পিসে কালীপ্রসাদদা তার দায়িত্বহান পারা অয়া মোরাং চিঠি আহান দেসিল। উহানাত উল্লেখ আসিলতাই- মোর লেখা এহানাত উল্লেখিত কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকারর বার পদাবলির করপেখ সংগ্রহ করেসু কি না? নাকরিয়া থাইলে উতা সংগ্রহ করিয়া যেসাদেউ থনা, উতা আমার সাহিত্যর ডাঙর সম্পদ ইত্যাদি ইত্যাদি। এতা বাদেউ মোর কবিতা বার অন্যান্য লেখার বিষয়ে উৎসাহ দিয়া আরাকউ হবা অক বুলিয়া মোরে গ্রহণযোগ্য কতহান সুপরামর্শ দেসিল। অউ দরদি মনোভাবর কথা উতা মি কুনদিন পাহরে নারুরি। এহানরকাই মোরাং কালীপ্রসাদদা চিরস্মরণীয় অয়া থাইতৈ।

বিশেষ ক্ষেত্র আহানিত গিরকর লগে মতর অমিল থাইলেউ তার সরল সোজা ভাষাল ইকরা অতি উন্নতমানর লেখা প্রবন্ধ, আলোচনা আদিরকা ঔনাপা মর্যাদা দিতে আমি তারে না পাহরেসি। তার বানানপদ্ধতি গ্রহণ করানি হিনপেইলেউ আমার সম্পাদিত বা পরিচালিত পত্রিকাত তার বানানপদ্ধতি হুবহু থয়া আমি গিরকর অনেক মূল্যবান রচনা প্রকাশ করে গেলাংগা। ঔতারমা 'কৈফৎ', 'নুমিউস', 'সিংলা', 'লগতাক' পত্রিকা এতা উল্লেখযোগ্য। এতা ছাড়াও বন্ধুবর মথুরা সিংহর সম্পাদিত কনাকসৌর পত্রিকা 'ফলাল'-এ কালীপ্রসাদদার রচনাদি প্রকাশ অ'গেলগা।

কালীপ্রসাদদার সমাজর প্রতি দরদর ডাঙর নিদর্শন পালয়া আসেতাই তার 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দিকপাল'-অর মত গ্রন্থ, বিশেষ করিয়া 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দুই শতাব্দী' গ্রন্থহানর পাতাত পাতাত। উতা পাকরলে সমাজহানর প্রতি কতিহান দরদ আসে, সমাজহানরে কতিহান বানা পার, সমাজহানরে কতিহান পালকরানি মনার উহান হারপেয়ার। এ গ্রন্থ এহানর বিতরে সমাজর হাবি দিক তুলিয়া ধরানির অফুরন্ত হন্না করেসে। এ গ্রন্থ এহানর মাধ্যমে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জনগোষ্ঠীর অবস্থান, অতীত-বর্তমানর সামাজিক অবস্থা, নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মহাসভাত চিনকরিয়া সমাজর বিভিন্ন সংগঠনর অংতা লাকতা, আমার জাতীয় চেতনার কথা, ভানুবিলা কৃষক-বিদ্রোহর মত বিখ্যাত ঘটনার য়ারি, আমার ভাষা-আন্দোলন, আমার শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ধর্মর বিষয় ইত্যাদি আরাকউ অনেক বিষয়াদির ধারা আগ হারপানির সুযোগ পেয়ার। গিরকে এ গ্রন্থ এহানর পরতে পরতে বহু মূল্যবান তথ্যপাতি নাপকরিয়া বিষয়বস্ত্তসমৃদ্ধ করানির অনেক হন্না করেসে, যেতা পাকরলে হারনাপাসি বার বৌ-নাপরেসি অনেকতা বিষয় হারপা পারিয়ার। লেরিক এহানর বিতরে কুন কুন ক্ষেত্রে কিন্তু তথ্যবিকৃতি বার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ পরানির ঘটনাও থা গেসেগা। উদাহরণ আহান উল্লেখ করানি য়াকরের। গিরকর গ্রন্থ এহানর ফাম আহানাত 'শিংলার নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্য' শিরোনামে তথ্য খানি পরিবেশন অসে। গ্রন্থ এহানাত উল্লেখ আছে- "ফুনেই পণ্ডিতর (জন্ম ১৮৭০-৭৫ ইং, পাতিয়ালা) 'কংস বধ', 'অভিমন্যু বধ', 'বজ্রবাহন', 'লক্ষ্যভেদ'-এ নাটক এতা অভিনয় করানি অছিল।" মি সিংলা অঞ্চলর ফুনেই পণ্ডিতর গাঙর মানুগ হিসাবে হারপাসুহান অইলতাই- ফুনেই পণ্ডিত গিরকে কুনোদিন কুনো নাটক না লেখেসে। উল্লেখিত নাটক উতা আকহানৌ তারতা নাগৈ। তবে ফুনেই পণ্ডিত, নাকু অজা আসি আদিকবি হিসাবে নাংফিটা মানু।

কালীপ্রসাদদার বাদ পরেসে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যরমা উল্লেখযোগ্য আহান অইলতাই- উক্ত গ্রন্থহানর ফাম আহানাত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর শহিদ হিসাবে চানবাবু সিংহ, গিরীন্দ্র সিংহ, সুদেব্রী সিংহ- এ তিনোগির নাং উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকারে মাতেসেতাই- "এতার বাহিরে আরাক দুগ আগরেউ শহিদ বুলিয়া কুনো

কুনোগই দাবি করতারা, কিন্তু এসাদে দাবির অনুকূলে আমরাং কুনো তথ্য নাথানিয়ে উত্বারে আমি শহীদর তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত করে নুয়ারলাং।” এসাদে বিতৰ্কিত উক্তি ব্যবহার না করিয়া কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকে তার শহীদর তালিকাত রাজাবাবু সিংহ, সলিল সিংহ বারো বিমল সিংহ- এ সমাজস্বীকৃত শহীদ তিনোগির নাং থইলে নিয়াম হবা অইলইস বুলিয়া নিংকররি।

কালীপ্রসাদদার ‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীৰ দুই শতাব্দী’ গ্রন্থ এহানাত এসাদে ধরনর লেইলেক খানি মানি থাইলেউ গ্রন্থ এহানর মূল্যহান অনেক উর্ধ্বে বুলানি য়াকরের।

কালীপ্রসাদদাই এতা ছাড়াও ভারতীয় দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ল বিভিন্ন গ্রন্থ, জীবনীগ্রন্থ বার তার কবিতা-এলা-প্রবন্ধাদিল প্রচুর গ্রন্থ রচনা করিয়া সমাজরে খুন্তল দিয়া গেসেগা যেতার পরিমাণহান অন্যান্য লেখক গিরিগিথানিরাংত নিয়াম বুলানি য়াকরের। গিরকর রচনা এতার কুন কুন ক্ষেত্রে আলোচনা-সমালোচনা করিল মতো দিক থায়া থাইলেউ সমাজরে পালকরানির বার ঙালকরানির ক্ষেত্রে অতি উজ্জ্বল ভূমিকা থা গেসেগা এহান অস্বীকার করানি অসম্ভব। হাবিতা দিক বিবেচনা করলে দেহিয়ার-সমাজর প্রতি গভীর দরদ, বাহানা-প্রীতি তারতা অকুরন্ত অয়া আসিল। কালীপ্রসাদদা সমাজর দায়িত্বশীল বার দরদি মানু আগ। কালীপ্রসাদদা তার অবদানরকা আমরাং, সমাজর হাবিরাং চির অমর অয়া থাইতৈ।

কালাসেনা সিংহ : নাট্যকার বারো সভাপতি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য সংস্কৃতি একাডেমি, সিংলা, করিমগঞ্জ, আসাম।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ : বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর শাচাক আগ অনুকূল সিংহ

গ্রিক দার্শনিক গিরক আগ মেলা আহানাত গিয়া চিকচিকি বেলিটিকে আতহানাত লেণ্টন আগ ধরিয়া মানুর মেইথমে উগ তুলিয়া কুপকরে চেয়া বুলেরগা। উবাকা দার্শনিক গিরকরে আগই প্রশ্ন করেসিলতা- গিরক! তি দিনে- প্রহরে লেণ্টনগ লাগেয়া কিতা বিসারারতা! প্রশ্নকর্তার উত্তরে দার্শনিক গিরকে মাতেসিলতা- মি মানু বিসারাউরিতা। এসাদে ডাঙর মেলাহানাত মানুহান চামিরিক অসি উতার হাদিস্তে দার্শনিক গিরকে কিসাদে মানু তঙাল করে বিসারারতা !

ঠিক ঔ গ্রিক দার্শনিক গিরকর সাদানে আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর যুগপুরুষ, দার্শনিক ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকরতাও তঙাল অনুভূতি আহান আসিল। গিরকে তার লেংকরা অমর অক্ষয় এলা আহানার লিরিকরমা মাতে গেসেগা- বুলুরি মি মানু বিসারেয়া। আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর মা মানু যাত্তা? কতি নুঙেইপা ধনবান, কতি শিক্ষিত-উচ্চশিক্ষিত, কতি উচ্চপদবির সমাজনিংপা মানুহান, সমাজর নানান শিংলুপর মা পদফামে বয়া আত সিকেইতারা। তানুর গুট গুট থাইতে গিরকে কিসাদে মানু বিসারারতা? উহানার উত্তরে মাতেসে- ‘ভালোবাসা দয়া, দরদে কঙালা, হৃদির পরশ চেয়া চেয়া’। হুতুমে দার্শনিক ড. কালীপ্রসাদ গিরকে বিসারার মানু এতা বিরল। আমার সমাজর ফিটাধারী গিরিগিথানির মা গিরকে প্রকৃত মানু বিসারেয়া নাপাসে। এরে হৃদিডহা এলাহান গিরকে যেসাদে কলমগর আগার মা লেংকরেসে ঠিক উসাদে নিজর জীবনধারার মা বজায় থনার হুনা করে গেসেগা।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরক হুদা আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ নাগই ভারতর বিদগ্ধ চিন্তাবিদ গবেষকর মা অনন্য আগ। এসাদে চিন্তাশীল সমাজপ্রেমী মানু আগ জাত আহানার মা উদয় অনা ডাঙর ভাগ্যহান। ড. কালীপ্রসাদ নানান আর্থিক প্রতিকূলতার হাদিৎ না থামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়র সর্বোচ্চ ডিগ্রি পিএইচডি বারো ডিলিট লনা উহান তার অদম্য আগ্রহ থানির ফলে সম্ভব অসেতা। উতার মা গিরকে হুদা ডিগ্রিহান লয়া না উবা অসে, জিরন-নেই সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করে

গেসেগা। তারতা ডিহিহান লনার সার্থকতাহান সৃষ্টির মা শাতকরেসে। আজিকালি অনেক মানু নিজর জীবনর প্রয়োজনরকা ডিহি লয়া থইতারা কিন্তু সৃষ্টিশীল জগতর মা না হমেইতারা। যদিচ সমাজ তানুরাংত লাহল খৌরাঙ করের কিন্তু তানু ঔবারাদে মেইখম না বুলেইতারা। ড. কালীপ্রসাদ গিরকে আমারে বিমুখ না করেসে। গিরকর কলমগ না উবা অসে। কিয়াকা বুয়ে আমার সমাজর মা ডাঙর শিরাপ আহান- শিক্ষার মা খানি মানি অথসর অইলে সমাজর বারাদে পিঠি বুলন দিতারা। কিন্তু ড. কালীপ্রসাদ গিরক উহানাদে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব আগ। গিরকে আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতিসত্তাহানারে মিমাঙে ঙালকরানির সেইত লেপয়া বিশ্বর দরবারে ফৌকরানির পথেদে জীবনহান হাবি কাৎকরে গেসেগা। গিরকর সৃষ্টিল আমি ডাঙর অয়া মুর উচ্চকরিয়া আটে পারতাঙাই। এসাদে জ্ঞানী গুণী মেধাসম্পন্ন মানু আগ জাত আহানে পেয়া ধন্য অইতারা।

মহান মানু এগর লগে মর পয়লা দেহা গিরক গেলগা শতাব্দীর ৯০-র দশকে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতর প্রধান অধ্যাপকগ অয়া যোগদানর পিস্থানাত। গিরকর নাঙহান মি মর অগ্রজরাংত হুনেসিলু কিন্তু দেহানির সৌভাগ্য নাসিল। আগরতলার মা আহানির পিসেদে আকদিন বেলিটিকে মর গরে পারা দিলগা। মি চিনে নারেসিলু উবাকা গিরকে নিজর পরিচয়হান দিয়া মাতলো- মি কালীপ্রসাদ। নাঙহান হুনাির পিসেদে নুংপাঙ অয়া ভক্তি করলু। এর পিসেদে গিরকর আগরতলা চাকুরিজীবনে নানান সময়ে আমার সাহিত্য সংস্কৃতির গজে য়ারিপরি বারো তর্ক-বিতর্কর সেপ পাসিলু। ঔ পর্বহানি মর জীবনে ডাঙর পাওনা আহান। হাদির মা আমার প্রয়াত জননেতা বিমল সিংহসহ সামাজিক নানান বিষয়ে কথা ততারলাং। যেতান্ত মরতা জ্ঞান আহরণ করানিরতা বপসিল। আগরতলাত থাইতে গিরকর অমূল্য সৃষ্টি ভারত-বাংলার গরে গরে বুলিয়া খমকরা আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী শব্দভাণ্ডারল লেংকরা কলকাতার ‘পুথিপুস্তক’ প্রকাশনীস্ত প্রকাশ অসিল An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri নাঙর অভিধানহান আগ্রহী পাঠকর আতে কাকরে দেনার পাংলাক দিলু, লগে ত্রিপুরা সরকারর বিভিন্ন দপ্তরর লাইব্রেরির মা বরা দিলু।

এসাদে সংস্কৃতিমান স্পষ্টবাদী ব্যক্তিত্ব আমার সমাজে বিরল। শিক্ষায় পরিপূর্ণতা পাসে অথচ সমাজরকা জীবনর হাবি মিকুপ সৃষ্টিধর্মী চিন্তাল মাঙকরানির মানসিকতার মানু এ যুগে বিসারেয়া পানা চিল। গিরকে জীবনে হাবি অর্জন অকাতরে সমাজর সংস্কৃতি সাহিত্যর উন্নয়নে তিঙকরানি পারেসে। গিরকে আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারে রাস-রাখোয়াল লেংকরিয়া আমার অজালকেই রাসধারীরাং ফৌকরে দিয়া পরিবেশন করানির হুনা করে গেলগা। উহানাত অজালকেইরে দহিনা করতে কার্পণ্য নাকরেসে। যেহান আমার সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ আহান। উতা বাদেও সংস্কৃতির উন্নয়নরকা ‘দিব্যশ্রম’ নাঙর আশ্রম আহান হংকরে গেসেগা। মরতা ঔহান দেহানির সৌভাগ্য নাসে তেব জিংতা অয়া থাইলে অবশ্যই ঔ তীর্থভূমি দরশন করতৌগা। আরাক আহান গিরকে লেইসিগ অকরে

দেলে আমার সাহিত্যর চাপল কাকরানিরকা 'অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী'র মাতামে জিরন নেয়া আমার সাহিত্যকর্মেরে লেরিকে মূর্তি পালকরে দেলে। অজাগিরকর ঔ হংনাহানার ইথৌ পেয়া আমি প্রয়াত বিমল সিংহ গিরকসহ 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য রুহিবৃন্তি শিংলুপ' হংকরানির মাতামে লেরিক শাতকরানির ঠৌরাঙল কাম করে গেলাংগা।

গিরকর রচনার মা প্রবন্ধ বিশেষ স্থান আহান দখল করিয়া আসে বারো আমার মহান সমাজর মানুর জীবনচরিত লেংকরিয়া লেরিক শাতকরেলে। তার প্রবন্ধর মা সমাজর আনিকা সংস্কৃতির বারাদে কার গাদ্দেলে। মি এহানাত আকহান উদাহরণ দেওরি- এবাকা আমার সমাজে 'চতুর্থমঙ্গল' নাঙে অনুষ্ঠান হাজেয়া লাহুল তাংখা খরচা করতারা। এহানাদে গিরকে চহা কার আগ কাপকরেলে। হুতুমেও এসাদে কথা গিরকে না মাতিয়াতে আরতা কুনোগ মাতেকুরা সমাজে আসিতা?

আরাক দিন আহানর কথা না ফুকারলে মরতা মনহান শান্তি পানা নুয়ারুরি। ঔদিনকার গিরকর কথাচুটি মরতা এবাকাউ হুদিগর মা গিঠিয়া থা গেলেগা। কৈলাশহরর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রয়াত অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সিংহ, অজা বলানন্দ সিংহ গিরকগাসির ঠৌরাঙে আমার যুবসমাজর পক্ষস্ত সমাজ-উন্নয়নে জিরন-নেই অবদানরকা ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকরে ওকরা আহান কৈলাশহরর তিলকপুরর (কলাবাড়ি) মালঠেপে সিজিল করেসিলাং। গিরকে ঔদিন সংবর্ধনার জবাবে তার বক্তব্যহানাত মাতে গেলেগা- "জীবন এহান দেনারহান, নেনারহান নাগই"। হুতুমে যথার্থ কথাহান, মানবজীবনহান মানবকল্যাণে কাংকরানি কুনো কিতা পানার খৌরাঙে নাগই।

এসাদে গুনিজন আগর মেধার পরিমাপহান করানি নারিয়া আমার সমাজর দুগ-আগই গিরকর গজে নানান অপবাদ দিয়া, নানান বিজ্ঞাস্তিকর তথ্য প্রচার করিয়া গিরকরে হেয় প্রতিপন্ন করানির হংনা করে গেলাগা। এহান গিরকর মেধার উচ্চতাহানর লগে নিজরে ফৌকরানি হিনপেয়া করলাহান বুলিয়া মাতানি য়াকরের। যেসাদে কবিগুরুর গজে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ে বাংলা ভাষারীতিরকা সমালোচনা করেসিল। কিন্তু কবিগুরুয়ে উবাকা বানালো আকহান উত্তর করেসিল- "সুনীতি, আগে সাহিত্য সৃষ্টি অক, পিসেদে সমালোচনা করানি। যে ভাষার সাহিত্য পরিপূর্ণতা নাপাসে ঔবাকা সমালোচনা করিয়া কিতা করতে। মোর সাহিত্য সৃষ্টির কামহান মি করে যাওরিগা, তি তর কাম করে যাগা।" ঠিক ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকে জীবনহান হাবি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজরে আবচ্চা কাংকরে গেলেগা। বাকি তার সমালোচকদাপাই সমালোচনার কাম করে যিতাইগা। গিরকর মূল্যায়ন সমাজর মেধাসম্পন্ন মানুষে করে যিতাইগা।

অনুকূল সিংহ : গল্পকার বারো প্রাজন সম্পাদক, ত্রিপুরা চে, আগরতলা, ত্রিপুরা।

মেঘালা জোনাক সমরজিৎ সিংহ

দেশে দেশে পালয়া আসি সমাজ এতাং নেতৃত্ব দেনারকা দ্বিজাত নেতা নিকুলতারা, আকতা সূর্যপঙ্খী, আরাক আকতা জোনাকপঙ্খী। সূর্যগিরক নিক্কা নিকুলের, সূর্য গিরকরে ইলয়া দিন-রাতি-সময় হাক্বিতা। জোনাকহান হাদিৎ নিকুলের, আধারর পক্ষৎ তাপ্প তাপ্প মাঙয়া য়ারগা।

সূর্যপঙ্খী নেতা এতাই আন্দোলন করতারা, চিকারি দিতারা, সমাজহান সিজিল করতারা। জোনাকপঙ্খী নেতা উতাই এলা, নাছা, কবিতা, খেলা, শিক্ষা, এতাল সমাজহান হাজেইতারা। মন আসুলানি এহান জোনাকপঙ্খীয়ে জিঙে, ভাদো মাহার রইদে ঘামে মরকসির সাদে জ্বালা দেৱ উপেইৎ বেলিরাজারে বাহানা-পাকুরা নেই। কিন্তুমান! খানিঙ্গারা জোনাকর কলা আগ দেখলেই হাক্বিয়ে হারৌ অইতারা। জোনাকর মিঙালে ইহৌ কায়া যুগে যুগে প্রেমিক প্রেমিকা হাক্বিয়ে জোনাক এহানরে থাকাং করতারা। জোনাকর পথে জোনাক, বেলির পথে বেলি। পূর্ণিয়ার দিনে গোধূলিৎ বেলিহান হমেইতেই জোনাকহান নিকুলতে দেহা আহান অরমাত্র। ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরক জোনাকপঙ্খী নেতা আগ, গিরকর য়ারি দেনার মত অভিজ্ঞতা মোরতা নিয়াম কম।

১৯৯৩ সালে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়র কার্যক্রম আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে চালু অসিল। এগদে বিশ্ববিদ্যালয় হঙকরানির কাম চলেছিল। ঔ সময়কার ত্রিপুরা বিধানসভার স্পিকার বিমল সিংহ গিরকে মোরে মাতলতা, 'ড. কালীপ্রসাদ এবাকা ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় এগৎ সংস্কৃত বিভাগ সিজিল করানিরকা আহেসে। গিরক এপেইৎ কত বসর থাইতই, তার সাদে জ্ঞানীজন আগ Language Advisory Board-এ থাইলে হাক্বিরতাউ অন্তরগ বলি অইতই।' সময় উহান ত্রিপুরা সরকারে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাহান স্কুলে চালু করানিরকা সিজিল করেৱ সময়হান। ড. কালীপ্রসাদ গিরকরে মি আগে নাদেহেসু, দেহানির

খৌরাঙল Language Advisory Board-ৰ বার্তন দেনাৰকা সালইলু বীৰবিক্ৰম কলেজগৰ উগদে। দূৰেইংত দেখলু গেরুয়া ফিজৈত পিদিয়া গিরক আগ বিয়ানকাৰ রইদহানাং উবা অয়া আসে। দেহিয়া অন্তৰগৰ শ্ৰদ্ধাহান আপ্পানে হজাক অইল। কাদাং গিয়া কিসাদে সম্ভাষণ কৰতৌ এসাদে খালকৰতে খালকৰতে খানি কাদা অইলুগা, খানতাক' গিরকে মোৰে সম্ভাষণ কৰেৰ- 'তি সমৰজিং'। মি খাং লাগিয়া উবাইলু! জনমৌ দেহাদেহি নেই গিরক আগই মোৰে কিসাদে চিনিয়া আংকৰেৰতা! গিরকৰ এলা উহান নিংশিং অইলু- 'বুলুরি মি মানু বিছাৰেয়া / ভালবাসা দয়া দৰদে কঙালা / হৃদিৰ পৰশ চেয়া চেয়া।'

মি হাৰপেইলু সমাজৰকা খানি গৰজ পড়িয়া কামদুম কৰলে গিরক এগই দূৰেইং থায়াউ চিনেৰ। কাদাং গিয়া হমাদিয়া মাংলু- 'হাই মি সমৰজিং। অজা, বিমলদাই দিয়াবেঠেইলতা অজাৰে বার্তন আহান দেনাৰকা, Language Advisory Board-এ অজা থাইলে হবা অইতই বুলিয়া।' অজাগিরকে বার্তনহান লইল। পিছে অজাৰ লগে বয়া সমাজৰ সমস্যা দুঃখ উতাৰ য়াৰিপরি দিলাং।

জ্ঞানী গিরক আগৰ লগে য়াৰিপরি দিয়া থানা উহান কঠিন কাম আহান। এগদে মি যিতেগাই নাংহান ধৰিয়া সম্ভাষণ কৰল উহানৰ উঙ আহান। গিরকে মোৰ খুতাখুতি এহান উপয়া বাগেইল, 'হাদি এহান পত্ৰপত্ৰিকাং মাতৃভাষাৰ গজে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটিৰ কাৰ্যক্ৰমৰ খবৰ পেয়াৰ, উহানে মি হাৰপেইলুতা তি সমৰজিং।'

এতাৰ পিছেদে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষাৰ গজে বিভিন্ন সেমিনাৰে বক্তব্য থনাৰকা গিরকে বার্তন কৰলু, গিরকে হাক্বি কাম বেলেয়া মাতৃভাষা পালকৰানিৰকা ঔ সেমিনাৰ উতাং যোগদান কৰল। ১৯৯৫ সালে পাথারকান্দিৰ মুণ্ডমালার কাদাৰ লপুকে ঠৌরাং কৰেসিলাং মহামেলে অজাগিরক অংশগ্ৰহণ কৰিয়া বক্তবউ থসিল, বক্তব্য ঔহানাং ইমালাম আহান নাইলে ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতি জিংতা কৰিয়া থনা কঠিন অইতই- এসাদে পৌ আহান হাক্বিৰে বাগেইল।

ভাৰতবৰ্ষ এগং ভাষা আসেতা নিয়ামপাৰা, এবাকাউ অনেক ভাষা ফিটা নাপেয়া আসি। ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ গিরকে গবেষণাৰ মাধ্যমে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষা এহানৰকা ফিটা আহানৰ ব্যবস্থা কৰেদিল। ড. কালীপ্ৰসাদ গিরকৰ সাদে জ্ঞানী গিরক আগ আসিল বুলিয়া মাতৃভাষাৰ গজে গবেষণাৰ ফিটা আহান পানা সম্ভব অইল।

ভাষাগবেষক হাক্বিৰেউ থাকাং কৰৌরি, অইলৌ হাক্বিয়ে এহান স্বীকাৰ কৰিয়াৰ যে, বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষা-গবেষণাৰ দুয়াৰহানৰ নাঙহান ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ।

সমৰজিং সিংহ : কনভেনাৰ, বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি, ত্ৰিপুৰা।

জ্ঞানতপস্বী ড. কালীপ্রসাদ

ড. রণজিত সিংহ

‘বাংলাদেশর মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী ঔগোরকা আমি অত্যন্ত গৌরবান্বিত’- আজিস্ত বত্রিশ-তেত্রিশ বসরর চুয়া আগে সমাজসেবারি স্বর্গীয় দীননাথ সিংহ গিরকর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশ সরকারে মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী এগো ১৯৭৮ সালে ভানুগাছর মাধবপুর লয়াং প্রতিষ্ঠা করল সমের অহাং ড. কালীপ্রসাদর সিংহ গিরকে পত্রমারফত তার অভিব্যক্তিয়ান এসারে প্রকাশ করেছিল।

‘আপনাগাছির প্রকাশিত মাসিক বারো বার্ষিক বা অন্যান্য পত্রিকার কপি আকেইহান পেইলে মিয়াম হারৌ অইতউ’। বহুভাষাবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক ড. কালীপ্রসাদ সিংহ (১৯৩৭-২০১১) গিরকর খৌরাঙহান সমাজ, সাহিত্য বারো সংস্কৃতির কাম করানি, লেরিক-লেইসু সংগ্রহ, গবেষণা বারো সৃজনশীল সাহিত্য রচানি; গজে উল্লেখ করেছি গিরকর কথা এহানিস্ত সহজে হারপা পাররাঙ।

সিলেটর এমসি কলেজর পরুয়া কতগোই তিলয়া আমি ১৯৭৫ সালে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারে পরলা ‘খঙচেল’ বুলিয়া পত্রিকা আহান নিকালিয়া গাঙে গাঙে বুলে বুলে বিলিলাং সমের অহাং ভারতর আসামর ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরক সমগ্র বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে ডাঙর শিক্ষাবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক, গবেষক আগ বারো গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ং সংস্কৃত বিভাগর অধ্যাপকগ। গিরকর সময়ে তার সাদে অন্য কোনো ভাষাতাত্ত্বিক আমার সমাজে নেয়োছিল বারো ঐতিহাসিক, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ব্যাখ্যাং গিরকর সাদে গভীর অন্তর্দৃষ্টিনো সমস্যা সমাধানে আশুরিয়া নাহেছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী, মেইতেই মণিপুরী, বাংলা, ইংরেজি, অসমিয়া, সংস্কৃত এরে ছয়োহানি ঠারর লৈখিক বারো ব্যবহারিক ক্ষমতা অর্জন করানি সহজ কথাহান নাবে। ১৯৬৮ সালে কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েস্ত A study on the Bishnupriya Manipuri Language নাঙর অভিসন্দর্ভ রচনা

করিয়া আমার সমাজে পয়লা পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছিল। গিরকর গবেষণাগ্রন্থ এখানে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতির ব্যাপক পরিচিতি আনে দিয়াছে।

মনহান পড়িয়া আছিল দুর্ভাগা জাতি এহার কাজে কাম খানি করানিৎ। অহানে ১৯৬৮ সালে 'ইতিহাস বারো সমাজ', ১৯৬৯ সালে 'অথঃ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ', ১৯৭০ সালে 'কিম কর্তব্য' পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া জাতি এহানরে সচেতন করিয়াছিল। ১৯৮১ সালে কলিকাতার ফার্মা কেএলএম প্রকাশনীতে গবেষণাগ্রন্থ অহান The Bishnupriya Manipuri Language নাঙে প্রকাশ ইলে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা অবগত ইয়া এরে নুয়া Indo-Aryan language এহার গজে পণ্ডিতজনের দৃষ্টি আকর্ষণ ইল। হাইহান, কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন, ভাষা এহার উৎস নির্ণয়, মণিপুরর প্রাচীনত্ব বারো অবস্থান, পরেদে ক্রিয়াপদে 'ছ' বর্ণ ব্যবহার এসাদে বিষয়নো বিদক্ষমহলে মতভেদ আছিল। অতা হাবির পিছেও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতি এহার ভাষা গবেষণাং ড. কালীপ্রসাদ সিংহ স্বীকৃত গবেষকগো। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গিরকে The Origin and Development of Bangali Language, Kirata-Jana-Kriti বারো আর আর লেরিকে আমারে Mayang বা Bishnupuri বুলিয়া উল্লেখ করেছিল, ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর গবেষণার পিছেও আমারে Bishnupriya Manipuri বুলেছে বারো ভাষা এহানৌ স্বতন্ত্র ভাষা আহান বুলিয়া স্বীকার করেছে।

১৯৭৪ সালে পুনর Indian Linguistic Socieityর বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিষয়ক Indian Linguistic নাঙর জার্নাল অহাং গিরকর Bishnupriya Manipuri : A Descriptive Sketch নাঙর নিবন্ধ আহান প্রকাশ ইছিল। এসাদে বিখ্যাত জার্নালে প্রবন্ধ নির্বাচিত ইয়া প্রকাশ পানাও কম বিষয়হান নাবে। ১৯৭৫ সালে দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বভারতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ইছিল Conference of Linguistics-এ An Introduction to the Bishnupriya Manipuri Language শিরোনামর প্রবন্ধ আহান উপস্থাপন করিয়া ভাষা এহানৌ মণিপুরর ভাষা আহান বুলিয়া দাবি করেছিল। ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর গবেষণার বিষয় ইছিলতা ভাষাতত্ত্ব বারো দর্শন। এসাদে গবেষণা প্রকাশনাং তার গভীর মননশীলতা, ভাষাতত্ত্বর জটিল সমস্যা অতার সমাধান দেনা, নুয়া নুয়া ব্যাখ্যা বারো উদ্ভাবন শক্তির পরিচয় পানা একরের। ১৯৮৬ সালে ড. সুকুমার সেন গিরকর An Etymological Dictionary of Bengali লেরিক অহানর আদলে An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri নাঙে ডাঙর অভিধান আহান রচনা করিয়া কলিকাতার পুঁথিপুস্তক প্রকাশনীতে প্রকাশ করেছিল। ভারত-বাংলাং দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি আগো গিরকর সাদে এসাদে ডিকশনারি আহান ইংরেজিনো প্রকাশ করানির দায়িত্ব নানিয়াছিল।

১৯৮৭ সালে মোর লেঙ্করা 'নিঙশিঙ নিরলে' বারো 'ভানুবিল কৃষকপ্রজা আন্দোলন' লেরিক দ্বিযোহানি ডাকযোগে গিরকরাং দেপেঠুয়াছিলুতা, গিরকে লেরিকহানি পেয়া মোরে লিখেছিল, "কতদিন আগে 'নিঙশিঙ নিরলে' বারো 'ভানুবিল কৃষকপ্রজা আন্দোলন' পেইলু। আপনার কাজকর্ম বারো প্রচেষ্টারে মি ধন্যবাদ নাদিয়া নুয়ারুরি। বিশেষ করিয়া অজ্ঞাত বিষয় উতারে জগতে তুলিয়া ধরানির আপনার প্রচেষ্টা এহান অতি কম মানুরাঙেই দেহিয়ার। আপনার কর্ম আরতাউ প্রবল বারো বিস্তৃত অক এহান মি কামনা করুরি।" এর পিছেস্ত গিরকর লগে মোর পত্রমারফত যোগাযোগ বাড়িল বারো সময়ে সময়ে গিরকর প্রকাশিত হাবি লেরিকর কপি আকেইহান মোরাং দেপেঠুয়াছিল। ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর খুলা বেয়ক অজা বাবাইসেনা প্রকাশনীর কর্মধ্যক্ষ শ্রীশ্যামানন্দ সিংহ গিরকর লগেও মোর পত্রালাপ বারো লেরিকর আদান-প্রদান চলেছিল। গিরকর রচনাং সমাজ-সাহিত্য-রুহিবৃন্তি, মহৎ প্রশস্তি কোনো বারাই অনালোচিত নেইছে। জাতি আহর সাহিত্য-রুহিবৃন্তির নানান দিকে তার গবেষণা বারো অনুসন্ধান চলেছিল বারো সহজ সরল ভাষায় অকপটে গিরকে প্রবন্ধ লেংকরিয়া গ্রন্থাকারে নিজর অর্থব্যয়ে সমাজর হিতার্থে প্রকাশ করেদে গিয়াছেগা।

১৯৮২ সালে কলকাতার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েস্ত The Concept of the Absolute in Indian Philosophy গ্রন্থ অহান জমা দিয়া ডিলিট ডিগ্রি অর্জন করেছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতে রাজারগাঙ বারো মাদইগাঙ বুলিয়া উপভাষা দুহান আছে। নুয়া নুয়া রচনাং দ্বিযো ঠারর শব্দসম্ভার প্রয়োগ করানিং নানাভাবে খুয়াকনা-খুয়াকনি ইতারা। অহান সম্বন্ধে ১৩৮০ বাংলাং কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ গিরকর সম্পাদিত 'প্রতিশ্রুতি' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যাং 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারর উপভাষা : রাজারগাঙ বারো মাদইগাঙ' শিরোনামে নিবন্ধ আহান প্রকাশ করেছিল। নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য পরিষদর বার্ষিক অধিবেশনে বারো আর আর ভাষণে রাজারগাঙ বারো মাদইগাঙ উপভাষা দ্বিযোহানির সমন্বিত রূপ অহানই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যর ভাষাহান অনা থক বুলিয়া দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিয়াছে। বারো বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যং বাংলা শব্দ আনিয়া বরানি বা সাহিত্য রচানিং কোনো কোনোগোর মতভেদ থানাই গিরকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরর বিখ্যাত কবিতার পংক্তি আহান উদ্ধৃত করিয়া মাতেছিল—

পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পস্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী।

হে চিরসারথি তব রথচক্রে মুখরিত দিন রাত্রি ॥

এরে কবিতার লাইন এহানিং হজকর কাজেও বাংলা শব্দ আকগৌ বিছারিয়া নাপেইতাঙাই, হাবি সংস্কৃত শব্দ। কিন্তু বাংলাং এহান কালজয়ী কবিতা আহান হিসাবে পরিচিত। উহানলো শব্দসম্ভার আনো, হবা সাহিত্য রচনা করো, আমার সাহিত্যর ভাণ্ডারগো সমৃদ্ধ করো— এহানউ গিরকর কথাহান। গিরকর রচনাসম্ভার

আমার সাহিত্যর অমূল্য সম্পদ। গুণী মানুর সাপেক্ষে সমাজ আহান মিমাণ্ডে পালর- অহাননো গিরকে আমার সমাজর গুণী মানুর জীবনচরিত রচনা করিয়া ডাঙর কাম আহান করে দিয়াছে। শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর সাধুঠাকুর, গোকুলানন্দ গীতিস্বামী, নরোত্তম অজ্ঞা, মহাযোগী আখোইবাবা, গুরু বিপিন সিংহ, বিল্লবী বৈকুণ্ঠ শর্মা বারো লীলাবতী শর্মা, শহিদ গিরীন্দ্র এসাদে আরাকৌ গুণীর জীবনী রচনা করিয়া প্রকাশ করেছে। গুণীমানুর জীবনীচর্চা, তাঙরে মূল্যায়ন করানি, তাঙর রচিত সাহিত্য বারো কীর্তি সমাজে প্রচার করিয়া জাতির মঙ্গল সাধন করেছে।

১৯৯০ সালে 'ত্রিপুরা চে' পত্রিকাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যর গজে প্রবন্ধ আহান প্রকাশ করেছিল। মি প্রবন্ধ অহার অসম্পূর্ণ বারা আহান উল্লেখ করিয়া গিরকরাং চিঠি আহান ইকরেছিল। জুলাই মাহাৎ গিরকে মোরে প্রত্যুত্তরে মাতেছিল, "আপনার বক্তব্যহান অতি সত্যহান। বাংলাদেশর সাহিত্যচর্চার কথা মোরতা অবশ্যই ইকরানি লাগেছিল; উহান মি নাকরেছু উহান academic অপরাধহান।" বারো মোরে 'বাংলাদেশে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যচর্চা' এ শিরোনামে প্রবন্ধ আহান 'ত্রিপুরা চে'ৎ দেনার কাজে মাতেছিল। গিরকে অতি সামান্য বিষয় আহাতৌ নিজর দোষ স্বীকার করিয়া বিনম্রভাবে উত্তর দিতে কার্পণ্য নাকরেছিল।

গিরকর ছাত্রাবস্থাতই গীতা, বেদ, উপনিষদ, রামকৃষ্ণ রচনাবলি, স্বামী বিবেকানন্দর রচনাবলি, রামায়ণ, মহাভারত, পাঠ করিয়া লমকরিছিল। কলিকাতাত লেরিক তামকরানির সময়ৎ রামকৃষ্ণ মিশনে আছিল। পুত পবিত্র মনে আজীবন জ্ঞানসাধনা করিয়া জীবন কাটেইল।

১৯৯২ সালের এপ্রিলে ড. কালীপ্রসাদ সিংহ বাংলাদেশ ভ্রমণে আহিছিল। সঙ্গীগো আগরতলার স্বর্গীয় দেবকুমার সিংহ গিরক। এপ্রিলর ২০ তারিখ বিয়ানে পৌহান পানার পিছে স্কুটার আহাননো মৌলভীবাজার শহরেন্ত ভানুগাছর উদ্দেশে রওয়ানা দিলু। লগে জনকল্যাণ কেন্দ্রর পরিচালক শ্রীনীলমণি সিংহ। দ্বিয়োগই ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর সাক্ষাৎ পেইলাংতা তিলকপুরর স্বর্গীয় কানাই সিংহর গরে। মাংকলে গিয়া পরিচয়হান দেনাই পরপকো কলকরিয়া মোরে সন্ডাষণ জানেইল। খানি পিছে ফৌইলহা দয়াময় সিংহ উচ্চবিদ্যালয়র প্রধান শিক্ষক শ্রীঅনিলকুমার সিংহ গিরক। বাক্সা মানু তিলুইলা আরো ঘণ্টা আহাং চুয়া ওয়ারি-পরির আসর আগো বহিল। নাস্তা কিতা খেয়া রওয়ানা দিলাং ঘোড়ামারাং আমার গরেদে। রানীরবাজারেন্ত ঘোড়ামারা দেড়মাইলর চুয়া পথহান- পিনপিনি বরন দের। রাস্তাগো সমেয় অহাৎ পাকা নাইছিল। পে খালকরিয়া অরপেকর পথহানদে আটানি অকরলাং। আস্তা পথ অহাৎ সমাজর বারো সাহিত্যর ওয়ারি। ভানুবিলাং বন্ধুবর কৃষ্ণকুমার সিংহ আহিয়া মাঝপথে শরিক ইছিল। খানি পিছে ঘোড়ামারার সেনাপতি সিংহ গিরকৌ আহিয়া আমার লগ ধরল। বেলিটিকর মাপা অহাৎ আমার

গরে ফৌইলাংগা। মোর ইমা-বাবার লগে পরিচয়, ওয়ারিপরি দিতে দিতে ভাতৌ লমিল। হাবিয়ে বহিয়া আমারাং ভাত খেইলাং। তেন্নাম ওয়ারি- সমাজর নানান দিক নিয়া গিরকর চিন্তাভাবনার কথা। মাততে গেলগা গিরকেই আকখুলাগো বজ্জাগো, আমি হাবি মুক্ত শ্রোতা।

মাদানে ঘোড়ামারা দক্ষিণ মণ্ডপে আলোচনা সভা, সভাপতিগো আছিল স্বর্গীয় শ্রীনীলমণি চ্যাটার্জি গিরক। মি স্বাগত বক্তব্যং গিরকর গবেষণাকর্মর বৃত্তান্ত আনিয়া পরিচয় করে দেনার থাঙনাং কালীপ্রসাদ গিরকে সমাজ-রুহিবৃত্তি-সাহিত্য সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করলো। যুক্তিপূর্ণ উপমা দিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করানির প্রয়োজনীয়তার কথা মাতলো। সভামাপুর প্রশ্ন আহর উত্তরে গিরকে মাতেছিল, 'ইমে এইগাই মিয়ে গারিগোর রংহান মান্না অছি থাংতে, মোরে এইগার ভাতিজাগো বুজ্জোও য়াকরব...'। কথা এহানিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করল। নানান প্রশ্নর উত্তর দিয়া গিরক ক্লান্ত। পরর দিনে ডালুয়াং, শ্রীপুরে এসাদে হাবি গাঙে সভা, আমার মানুর লগে চিন-পরিচয়, ওয়ারিপরি দিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী লয়গো বুলেছিল। এতা হাবির বিবরণ গিরকর 'তিন দিনর বাংলাদেশ ভ্রমণ' গ্রন্থং বর্ণনা করেছে।

১৯৯২ সালর নভেম্বর মাহাং গিরকে পত্র আহাত মাতেছিল- "আপনার প্রেরিত 'কথিকা মাতেক' গেলগা কালি পেয়া মিয়াম হারৌ অইলু। 'বাংলাদেশে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যচর্চা' উহান মোর কামে লাগতই। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বারো বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' আলোচনা উহান মি পাছু তথ্যর লগে মিলের। মি বাংলাদেশেস্ত আহানির পিছে সেনাপতি, হরিনারায়ণ, সুনীতি ইত্যাদি বাক্সা কতোগোরাঙ চিঠি ইকরলু, কিন্তু কুনোগোরাঙতো উত্তর নাপেইলু।" এরে নেপথ্যচারী নিরীহ নিরভিমান সাহিত্যসেবাব্রতী মানু এগো তার বিভিন্ন গ্রন্থং অকুণ্ঠচিত্তে তথ্যপাতি পাছে অতার ঋণ স্বীকার করতেও না পাহুরিছে। ১৯৯৪ সালে মোরাং প্রশ্ন আট/দশহান করিয়া তুরা করে উত্তরহানি দেনার কাজে তাগিদ দেছিল। মি যতোহান পারলু উত্তর দিয়াছিলু। 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দিকপাল' বারো 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দুই শতাব্দী' গ্রন্থং মোরে উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা জানেয়া সম্মানিত করেদেছে।

২০০০ সালে ভানুগাছর 'পৌরি' সংস্থাই আয়োজন করেছিল। দ্বিদিনকার গীতিস্বামী অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তেন্নাম বাংলাদেশে আহেছিল। এমতাগা তার মানসকন্যা দেবযানী সিংহরে লগে লয়া। দেবযানী সিংহ ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর রচিত এলা দিয়া খ্যাতি অর্জন করেছিল। বাংলাদেশর সঙ্গীতশিল্পী সুনীতি সিনহারেউ গিরকে জিলক আগো হিসাবে উল্লেখ করেছিল। বারো তেইও গিরকর গরে গিয়া এলা কিতা দিয়া থাইলিগা। অনুষ্ঠানর দ্বিতীয় দিনে শহিদ সুদেষ্ণা স্মারক বক্তৃতামালাং 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা : উৎপত্তি বারো বিকাশ' বিষয়

এহানর গজে তাৎপর্যপূর্ণ ডিগল ভাষণ আহান দিল। ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকে তার ভাষণে কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ গিরকরে সমকালীন বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কাব্যজগতে শ্রেষ্ঠ কবিগো বুলিয়া আখ্যায়িত করেছিল। নিজে কবিতা ইকরের কিন্তু তার কবিতাৎ প্রেমরস নেই বুলেছিল। তার ভাষণর হাদিৎ তার রচিত এলা কতোহান দিয়া হুনিয়িল দেবযানী সিংহ গিথানকে।

দেশে আলয়াও তেল্লাম গবেষণা বারো সাহিত্যচর্চাৎ বহেছিল আপন মনে। অকরেছিল ভারতীয় দর্শনর গজে দুক্লহ গবেষণা। ঔ পরিশ্রমর ফসল Reflexion on Indian Philosophy, Indian Theories of Creation, The Philosophy of Jainism প্রভৃতি গ্রন্থরচনা। A Critique of A. C. Bhaktivedanta, Nairatmyavada : The Buddhist Theory of Not-self ইত্যাদি লেরিক কলিকাতার নাঙকরা প্রকাশনীত প্রকাশিত ইছে। গিরকর লেংকরা গ্রন্থ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য বা রেফারেন্স গ্রন্থ হিসাবে অনুমোদিত ইছে। অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমর ফলে এতাহাবি ক্ষেত্রৎ স্বাচ্ছন্দে বিচরণ সম্ভব ইছিলতা। যে বিষয়ে তারে আকর্ষণ করেছে, অহাৎ তার তপস্যা। সংকল্প আহাননো যেন আরম্ভ করেছে সাধনা, চলিছে মাহা লালয়া বছরর খাঙনাৎ বছর, চক্খাহান নেই। ভাষা-সাহিত্য-সংগীত-ধর্ম-দর্শন-সমাজ- এতা হাবির হাদিয়েদে তার সাধনা। যেন সর্বখাসী ক্ষুধা আহান আছিল তারতা- খানিঙচুয়াৎ তুষ্টি নেই।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালীন সময়ে মোরে 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' এ নাঙে গ্রন্থ আহান রচনা করানির কাজে বারবার তাগাদা দেছিল বারো লেরিক এহান 'অজ্ঞা বাবাইসেনা প্রকাশনী'ত প্রকাশ করানির ইচ্ছা পোষণ করেছিল। লেরিক এহান মি লমকরিয়া থয়াছু কিন্তু দুর্ভাগ্য, এপাগাও প্রকাশ করে নুয়ারেছু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনর গজে বক্তৃতা আহান দেনার খৌরাঙ আহান আছিল গিরকরতা। বক্তৃতার সুযোগ আহান করেদেনার দায়িত্ব মোরাং দেছিল। কিন্তু তার খৌরাঙ অহান আমি পূরণ করতে ব্যর্থ ইলাং। ১৯৯৫ সালে গিরকে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পেয়া যানার সময়েহান- মোরাং তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে চিঠি আহান লিখলো,

“মোর বাস্তব জীবনর নীতির ভিতরে নীতি আহান অইলইতাই-
চিঠি পেইলে যেসাদেউ উত্তর দেনা এবং যথাসম্ভব শীঘ্র উত্তর দেনা।
এবং মি দৃঢ়তালাে মাতুরি যে, যে কুনো মানুর যে কুনো চিঠি আতে
পানামাত্রই মি উত্তর দিউরি; উহানাত কুনো ব্যতিক্রম নেই। মি
চাউরিতা, মোর এ নীতি এহান অন্তত হাবি শিক্ষিত গিরিগিথানীয়ে
অনুসরণ করোকা। কতো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক বা উচ্চপদস্থ
মানুয়াং চিঠি ইকরতে ইকরতে মি ক্লান্ত, কিন্তু ঔ গিরিগিথানীয়ে

উদাসীন। আশা করুরি, লেখকর দায়িত্ব বারো নীতির দায়িত্বলো এবারে উত্তর দিতাঙাই।”

মি উত্তর দিলু, ইমে গিরকর নানান প্রশ্নর উত্তর দেনা।

কাছাড়, ত্রিপুরা, মণিপুর- বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী হাবি লয়ার গাঙ বুলে বুলে আমার সাহিত্যর মাই-মাপাঙ সংগ্রহ করেছিল বারো প্রাচীন লোকগীতি ‘বরন ডাহানির এলা’, ‘মাইদে-সরালে এলা’ সংগ্রহ করিয়া ইংরেজিনো ব্যাখ্যা করিয়া প্রকাশ করেছিল।

এহান হয়হান যে, পৃথিবীর সংস্কৃতির ভাণ্ডারগৎ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী জাতি হাবির দান পরিমাণহানে বারো গুণে-মানে বপিয়া সমৃদ্ধ- সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, দর্শন, ধর্মচিন্তা অতার কীর্তি সুদীর্ঘকাল মানুহাং সমাদৃত ইয়া থাইতই। আমার কীর্তন বপিয়া সমাদৃত- বিশ্বং আমার সাদে কীর্তনপ্রিয় জাতি কুরাঙো নেই। মণিপুরর বিশিষ্ট লেখক Dr. M. Kirti Singh গিরকেও স্বীকার করেছে- No doubt the Bishnupriyas have shower their mettle in Kirtan singing dance, ... Their cultural activities are a source of inspiration not only to the Meitheis of Manipur but also to the people of North-East India. ড. কালীপ্রসাদ সিংহ আর আর বিশিষ্ট গবেষকর সাদে যে মঙ্গোলয়েড জাতি ভারতর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আহিয়া বসতি করেছিল, তাঙর অবদানর কথা উদ্ধৃত করতে না পারুরিছে। বারো To the Meitheis and the Bishnupriyas পুস্তিকাং who are the people closest to your society বুলিয়া মেইতেই-বিষ্ণুপ্রিয়ার নৈকট্য আনয়ন করেছে। আবকচা প্রামাণ্য তথ্য বারো সুচিন্তিত অভিমতনো তার প্রবন্ধ সমৃদ্ধ ইছে। আর আর জাতির মানুহাং ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরক বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ সংস্কৃতির দূত আগো পারা ইয়া আছে।

পাণ্ডিত্যর ভার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারে গুরুগম্ভীর করে থাইতে পারে কিন্তু তার লেখাতৌ টিপ্পনী বারো হাস্যরস পরিপূর্ণ ইয়া আছে। যেমন- ‘আমার সমাজে লেরিক বেচানিস্ত ভিক্ষা করানিয়েই বালা’, ‘সাহিত্যসভাং লুকেয়া টেম্পাক উড়াদেনা নাইলে ইলেক্ট্রিকর লাইন কাপে দেনা, এতা বিষ্ণুপ্রিয়ার কাম’- ইত্যাদি। যদিচ গিরকর বেশির ভাগ লেখা তথ্যপূর্ণ বারো গুরুগম্ভীর তেব তার সদগুণ আহান ইলতা সমাজর হিতসাধন।

গিরকে না লিখিছে বারা অহান কিসারেহান? সমাজ-সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, মহৎ প্রশস্তি, সাহিত্য, এলা, ভাষাতত্ত্ব হাবিতৌ গিরক সিদ্ধহস্ত। আমার ঠারনো না লিখলেও চলিল অইস। ইংরেজিনো লিখিয়াই তা যশস্বী ইছিল- সর্বভারতীয় বিদ্বজ্জনে তার চিনেছিল। কিন্তু জাতি আহাৰ ভাষা সাহিত্য নায়া যে জাতিহানর দাম নেই, গিরকে অহান খালকরেছিল। ড. কালীপ্রসাদ বিশেষভাবে নিঃসঙ্গ ইছিল

কাৰণহান তাৰ সারস্বত সাধনা; এতা বৃহৎ পৰিসৰে পৰিব্যাপ্ত ইছিল বাৰো তা আছিলতা অন্তৰ্লোকৰ গভীৰে ।

২০০২ সালে নিখিল বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী মহাসভাৰ ধৌৰাঙে শিলচৰে অনুষ্ঠিত ইছিল বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ইতিহাস-বিষয়ক সেমিনাৰ আহাৎ মি যোগদান কৰেছিল, অহাৎ গিৰকৰ লগে মোৰ শেষ সাক্ষাৎ- শেষ কুশল বিনিময় ।

মানুৰ শ্ৰেষ্ঠ চিন্তা, জ্ঞান বাৰো উপলব্ধি অতা সঞ্চিত খাৱতা মহৎকাব্য, সভ্যতাৰ ৰচনাৎ বাৰো প্ৰাচীনকালৰ সাহিত্য- অতাৰ মূলে গিৰকে পুনঃপুনঃ গেছিলগা, নিজৰ তৃষ্ণাহান মিটানিৰ কাজে । বাৰো ৰচনা কৰল সাহিত্যসম্ভাৰ । বৃহৎ কীৰ্তিৰ নিদৰ্শন থয়া গেলগা জ্ঞানতপস্বী কালীপ্ৰসাদ । মানুৰ কীৰ্তি অতা তাপ্ত তাপ্ত সন্মানৰ দাবি কৰেৰ । গিৰকৰ অমৰতা হুদা তাৰ ৰচিত গ্ৰন্থাদিৎ নাবে, বিদ্বৎসমাজ তাৰে সুদীৰ্ঘকাল সমাদৰ কৰতাই কাৰণহান তাৰ প্ৰতিভাৰ কাজে । উচ্পা বুলিল জিনিস অহান নানান ৰকমৰ অৱ, কস্ত-তালাৰ দালান আগৌ উচ, বটসপা আহানৌ উচ । আহান নিশ্চাপ, আৱাক আহান প্ৰাণৰসে সমৃদ্ধ । ড. কালীপ্ৰসাদ ইছিলতা ঔৰে বনস্পতিৰ উচ অহান ।

ড. ৰণজিত সিংহ : লেখক, গবেষক বাৰো সহকাৰী অধ্যাপক, তাজপুৰ ডিগ্ৰি কলেজ, সিলেট ।

এলার মালা, কবিতামালা, প্রবন্ধমালা আদির স্রষ্টারে
স্মৃতিমালা আকডাল
ড. স্মৃতিকুমার সিংহ

মানব সমাজ এহানাং যেবাকাই হিংসা, নিন্দা, অজ্ঞান এসাদে ঋণাত্মক দোষর
আধারহানে হাপদের, মানু দিকদিশা মাঙয়া হাহাকার করতারা, ঔবাকাই
পরিভ্রাতা অয়া 'ধনাত্মক' গুণাবলিল মহাপুরুষ আকেইগি জরম অয়া মানুরে পথ
দেহুয়েয়া যিতারাগা। এহান শাস্ত্রত সত্যহান, যুগধর্মহান। কুরুক্ষেত্রর যুদ্ধে
বেইবুনিয়ে বেইবুনিয়ে যেবাকা রকৎল হিনাহিনি দিলা; মানুর রকতে লপুক পথঘাট
পাহিল; মানবতাবাদর চরম মৃত্যু অইল; ঔ ঋণাত্মক নাতা ঔহানাতেই ভগবান
শ্রীকৃষ্ণর শ্রীমুখেত যুদ্ধক্ষেত্রতই জরম অইল ভাগবৎ গীতা। 'যদা যদাহি ধর্মস্য
গ্লানির্ভবতি ভারতঃ/ অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্।' শ্রীকৃষ্ণর বাণী
এহানর এসাদেও বাখ্যা করানি যাকরের- চরম ঋণাত্মক দোষর পরিবেশ আহানে
মৌলিক মানবধর্মহান যেবাকা মাংকরে দিয়াদের ঔবাকা ধনাত্মক গুণর অসীম
আধার মি শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাব অউরি, ধর্মরক্ষা করিয়া মানবসমাজরে জিৎতা করানির
সালেদে। বিশ্বযুদ্ধে মানুর সুকোমল বৃত্তি হাবি মরিয়া যেবাকা জ্ঞানে বিজ্ঞানে
সুসভ্য মানু এতা জাস্তব রিপূর তালে তালে তাওবন্ত্য করিয়া বেইবুনিয়ে
বেইবুনিয়ে রকৎল হিনাহিনি দিলা, ঔবাকাই বিশ্বভ্রাতৃত্বর প্রেমর ডাকল
মানবসমাজরে বার হজাক করে দেনারকা আবির্ভাব অছিল ঋষিকল্প গিরক আগ,
স্বামী বিবেকানন্দ। ঠিক ঔসাদে, অওয়ার বাগন বার আর আর রাজনৈতিক কারণে
খুমলর মাটি এরেদিয়া মিয়াংমাটিং চৈচৈনাং অয়া সিলয়া পড়েছি বিম্বুপ্রিয়া
মণিপুরীরে খাল'পারর কাঙর সিঁজিল করিয়া এক করানিরকা আবির্ভাব অইল
পুণ্ডরীকানন্দ শর্মা গিরক। ঔতার শতাব্দী আহান পিছেদে যেবাকা এ জাত এহানর
ধর্মর হাকহান অধর্মর মেঘালাই হাপদানি অকরল, তেজস্বী বেগিহানর সাদানে এ
জাতে আবির্ভাব অইল ভুবনেশ্বর সাধুঠাকুর গিরক। নিজর ইমাঠারর বার সংস্কৃতির

বেদে এ জাতর মানুর লেই মনোভাব, বার আর আর কারণে যেবাকা আমার ইমঠারহান, সংস্কৃতিহান গেলগা শতাব্দীর অকরাগৎ মরণর হেজিৎ ডুকডুকেইল ঔবাকাই পরিভ্রাতাগ অয়া আবির্ভাব অইল গোকুলানন্দ গীতিস্বামী গিরক। বার গেলগা শতাব্দীর মাহাকে যেবাকা আমার ঠারহান, আমার পরিচয়হান বার সরকারি লংলেইগৎ, অবিজ্ঞানর আধারে মুতয়া যানাৎ লেপইল, ঔবাকা পরিভ্রাতাগ অয়া আবির্ভাব অইল বিজ্ঞানমনস্ক, ঋষিকল্প গিরক আগ- ড. কালীপ্রসাদ সিংহ। গিরক আমার সমাজর পইলা ডক্টরেটগ। ভাষাবিজ্ঞানচর্চার পথপ্রদর্শকগ। সার্থক প্রবন্ধকার, গীতিকার বার কবিগও। ভারত বার অন্যান্য দেশে গিরকর মূল পরিচয়হান ভারতীয় দার্শনিক আগ, ভারততত্ত্ববিদ আগ বুলিয়া।

এ জ্ঞানী, দার্শনিক, ঋষিকল্প গিরক এগরে নিজর আহিল দেহানি বার গিরকর তুলো আকতা অয়া কাম করানির সুযোগ পেয়া মি নিজরে ধন্য মনে করুরি। গিরকর লগে পইলা দেহা কনাককালেই, বারমুনিৎ, আমার গাঙে। মি দেবদত্ত অজাগাছির ঘরে কনাককালে হামেশাই থাইলুগ। অজা মোর বিজ্ঞান বার গণিতর গুরুগ, মি ছেয়াগর সাদানে সদাই অজার লগ ধরিয়া থাইলু পরম্পরাগ। আকদিন দেখলু শিলচরর কাছাড় কলেজর অধ্যাপক গিরক আগ অজাগাছিরাত আহেছে। কাপকপারা ফেইচম পাঞ্জাবি পিদেছে। ডিগল ডাঙর। গোলগাল মেইখংহানাৎত দ্যুতি আহান নিকুলেছে। পুত্ৰাপে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আহান। গিরক আহেছে উদ্দেশ্যহান- গবেষণার সালেদে আমার মুঙর গাঙর নিংখি বুড়িমারাংত আমার বরন ডাহানির এলার অর্থ সংগ্রহ করানি। গিরক ঔগই, অজাই, আরাক কতগ মানুয়ে মুঙর জাগালগল পায়া জেঠাবাগাছির ঘরেদে সালইলা। মিও, আকতাও হার নাপেইলেও অজানা আকর্ষণ আহানল, ইমে গেঞ্জি বার হাফ-পালটুনর ফিজেৎ ঔহানল তানুর পিঠিপিঠি লগ ধরলু। পায়া জেঠাবা নিংখি বুড়িমার পুতক। জেঠাবাগাছির শনর চরিচালি ঘরর মাংকলে বয়া নিংখি বুড়িমাই বরন ডাহানির এলা, লগে অর্থ, জ্ঞান তেইর কুরহানাৎত পরম্পরা ইলয়া গবেষকর আতে সিলকরানি অকরল। মোর সাদানে আরাকও শৌ কতগ পুলছিল। মি হারেই নাপাছিলু ঔদিন মাঙয়া গেছেগা আমার ইতিহাসহানর বার পুনর্নির্মাণ অর এহান। বার মি ঔ নির্মাণকর্মর ঐতিহাসিক মিকুপ ঔহানর হাবিত্ত কনাক সাক্ষী আগ। গিরক বেলেয়া যানার পিছেদেহে হারপেইলু গিরকর নাঙ কালীপ্রসাদ। আমার ঠারর গজে গবেষণা করের, বার গাঙে গাঙে বুলের গিরকগ।

ঔতার পিছেদে মি যেবাকা কলেজে তামকরলু ঔবাকা কালীপ্রসাদ গিরক প্রায় আমারাং আহিল বার অতিথিগ অয়া থাইল। বাবার লগে গিরকর নিয়াম মারপানা আছিল। ঝিয়গির ভিতরে চিঠিপত্রর লেনদেন নিয়াম অয়া চলেছিল। বাবারে গিরকে দাদা বুলিয়া সম্বোধন করল। বারো আমি গিরকরে কাকা বুলিয়াই ডাকলাং। ঔহান, মিও আমার ঠারে ইকরানি অকরলু সময়হান। কলেজে তামকরানির

সময়, মানে ১৯৭৭ সন কিতাং, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কথাসাহিত্যর সল্ ফিবামহান দেহিয়া আমার সাহিত্যরে বলি করানির নিঙে বিজ্ঞানশিক্ষার লগে লগে য়ারি ইকরানি অকরেছিলু। মোর পইলা ইকরাহান 'জয়া' নাঙর পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস আহান (রচনাকাল ১৯৭৯ সন), এবাকা পেয়া লেরিক আকারে প্রকাশিত নাছে। 'নুয়াদৃষ্টি' পত্রিকাং ধারাবাহিক পাথাপ কতহান শিচ্চিল নিকুলেছিল। এসাদে আমার ঘরে থাইতে কাকাই আকদিন মোরে উপন্যাস ঔহানর করপেখ ঔহান নিকালেয়া পাকরানিরকা মাংল। এবাকাও নিংশিং অউরি, মি কিতিকুরুম অয়া কাকার মুঙে উপন্যাস ঔহান পাকরুরি বার কাকাই একমনে হনের। হাদি হাদিং আহিগি ডাঙর ডাঙর করে মোরে চার বার অস্থির অয়া পায়চারি করেব। কত পর্ব পাকরানির পিছে এরিয়া কাকারে চেইলু। পিছেদেতে কিতা অইল? বুলিয়া কাকাই আংকরল। মি য়ারিহান করে বাকি ঔহানি সংক্ষেপে মাংলু। মোরে ডিল ডিল করে কতপর চেয়া শিচ্চিল মাংল, জবর হবা আছে, ইকরানি না এরিছ। পিছেকার আহানিহানাং মোর য়ারি কতোহান মোরে এসাদে পাকরুয়েইল। পিছেদে দেহুরি প্রবন্ধমালাং এ বিষয়ে গিরকে অভিমত প্রকাশ করেছে।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ং তামকরলু সময় ঔহানাং গিরকর লগে আরাকও ঘনিষ্ঠ অইলু। মাংতে গেলগা গিরকর সালেদেহে মি বিশ্ববিদ্যালয়ং তামকরানি পারলুতা। পদার্থবিজ্ঞানল এমএসসি ভর্তির দরখাস্ত করিয়াও মি কোহিমাং জিতেন দাদার ঔপেইং বুলাং গেলুগা। কাকা মোর স্থানীয় অভিভাবকগ। এগদে ভর্তির তারিখ দিয়া হদাছি, কিন্তু মোর দেহা নেই। কাকাই নিয়াম হিনপেয়া কিসাদে করে বিসারেয়া মোরে পৌ আহান দিল। মি কোহিমাংত আয়া হনুরি ভর্তি লময়া হদাছে। মেইন লিস্ট লময়া ওয়েইটিং লিস্টেংতও মানু ভর্তি অছি। ক্লাস অকরিয়াও হদাছি। মোরে কাকাই নিয়াম গালেইল। মোর সালেদে হইপদ পড়িয়া আটানি অকরল। মোরেল ঔবাকার পদার্থবিজ্ঞানর মুরবি অধ্যাপক ড. কিশোরীমোহন পাঠক গিরকরাং নিয়া গেলগা। কাকার অনুরোধ থয়া গিরকে মোরে সুযোগ আহান দিল। মাহা আহান পিছে পেয়া যদি কুনোগ অনুপস্থিত থাইতারা ঔতাইলে মোর ভর্তি অইতই। ঔমতে পিছেদে মি হমেইলু। কাকাগিরকর এ সহায়তা এহান নাপেইলে মোরতা কিহান অইলইছ মি আজি খালকরানি নুয়ারুরি। মোর সাদানে এসাদে কততা আমার শৌরে গিরকে পাংলাক করেছে মাতানি নুয়ারতো। আজি মি কৃতজ্ঞতাং গিরকরে নিংশিং অউরি।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ং তামকরানির সময়ং কাকাগিরকর লগে নানান বিষয়ল আলোচনা অছিল। গিরকর ঘরে আছিল লাইব্রেরি ঔগং ভারতীয় দর্শনর এমাটিক মূল্যবান লেরিক আছিল নাদেহেছি জন ঔগই বিশ্বাস করানি হিনপেইতাই। ডাঙর ঔমজানির কোঠা ঔগর ছাদহান পেয়া দেওয়ালগ দেহানি চিল, শিচ্চিল লেরিক লেরিক লেরিক। ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকরে বিখ্যাত পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত হন্দিকৈ,

ড. বাণীকান্ত কাকতি গিরকগাছির ঔনাপা উত্তরসূরিগ বুললে লাল নাইব। লেরিক ঔতা এমাটিক সিজিল করিয়া থনি অছিল, গিরকে আধারহানাতও সঠিক লেরিকহান নিকালেয়া আনানি পারল। গিরকরে আংকরলে মাংলতা, কলিকাতার রামকৃষ্ণ মিশনর শৃঙ্খলার শিক্ষার ফলহান উনি এতা। গিরকর জীবনে মিশনর প্রভাব নিয়াম অছিল। ঔবাকার স্মৃতি ঔতা হাবি মাতানিং গেলেগা ডাঙর লেরিক আহান অইতই। বাছিয়া দুহান আহান মাতিং-

‘এলার মালা’ ক্যাসেট ঔগর পইলা রেকর্ডিং অরতা। বিশ্ববিদ্যালয়ং গিরকর ঘরে, RCC Flat No.9-এ। রেকর্ডিঙর হাবি ব্যবস্থা করেছেতাই মোর মারুপ সুরজিং সিংহই। মূল কণ্ঠশিল্পীগি মাদুলি সিংহ, রবি সিংহ বার বীণা সিংহ। লেইসিল হইপদ পড়েছি সুরজিতে মিয়ে। মি ঔবাকা হোস্টেলে সিট নাপেয়া মালিগাঁওং ঘরশৌ আগ ভাড়া করিয়া আছুগ। আকদিন রেকর্ডিঙর কামে দাবদিতে দাবদিতে হিনপেয়া রাতি ডিলয়া আয়া ঘুমজেছুগা। পিছেকার দিনে বিয়ান ফুয়েইতে কাকা মোর দুয়ারহানাং হাজির। হা, এবুজ ঘুমজিয়া আছং, চালাক করে উঠ, সালা। আজি কামগ মাহি। তি আকপেইংত আইগাতা...

জারর পরহান। মি উলর সুয়েটার, টুপি কিতা মজবুং করে পিদিয়া সালায়া নিকুললু। আমি আটানি অকরলাং। চারিবেদে জমজাকাই খুয়াহান। মি দেখলু কাকাও জারর পরর ফিজেং পিদেছে, কিন্তু মুরগ হুদালা। মি উলর টুপি পিদিয়াও আকসিয়েইতে আছু বার কাকাতে নির্বিকার। মি আর ইম্পানি অয়া থানি নুয়ারিয়া আংকরলু- কাকাইতে কিয়া টুপি আগ না পিদেছং? খুয়া এহানাং...। কাকাই মাতের- মনেয়া নাপিদেছুতা। সর্দি আহান অইবতানা কিতা বুলিয়া। মোরতা সর্দি কিতা এতা নাহে অর। বছরে আকফিরতে সর্দি অনা থকরনাই। এমাটিক খুয়া এতাং তিঙোরি থাঙৌ নার। ফাংতকেহে অ’পড়েরগাতা।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ নিয়াম সরল জীবন আহান কাটেইলগ। ফিজেং বুলতে দ্বি-তিন পরল ফেইচম-পাজ্জাবি। ভোজন বুলতে সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার। ডাইল, ভাত, আলু, মেংকরা, লগে ঘি চামচ আহান- এহানই প্রায়দিনর মেঠেলহানি। গিরক মিতব্যয়ীগ। গিরকর উপার্জনর সিংহভাগ লেরিক লইতে, নিজর লেরিক প্রকাশ করতে বার জাতর আর আর কামে পাংকরতে গেলগা। ঔবাকা বিশ্ববিদ্যালয়র অধ্যাপক আগর বেতন আজিকার সাদানে বপ নাছিল। গিরকরতা সবসময় আয়-ব্যয়-শূন্য-স্থিতি নাতাহান। এতার হাদিং মানুরে পাংলাক! বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যসভাই গ্রন্থমালা আহান প্রকাশ করানির সিদ্ধান্ত নেছিগা। ঔতারমা আহান মোর যারির সংকলনহান। কাকাই আকদিন মোরে মোর ইকরা যারি ঔতাল তার ঘরে যানারকা পৌ দিল। ঔবাকা মি হোস্টেলে আছু সময়হান- ভি ভেংকটরাও হোস্টেলে (RCC 5)। মি করপেখ ঔতাল ফৌঅইলুগা। যারি ঔতাংত কতহান বাছিয়া গুয়াহাটির বামুনিময়দানর জ্যোতি প্রেসে ছাপানিং দিলাংগা।

কতদিন পিছে কাকাই মাংল, লেরিকহান ডাঙর অইল সাং, আহান দুহান য়ারি বাদ দিক। বাদ দিলাং। কতদিন পিছে বার মাংল, আরাকও আহান দুহান বাদ দিক, গ্রহ্মমালার আর আর লেরিকও আকসাটে নিকালানি লাগতই নাই। রূপাতে কমছে। লেরিকহান হরকাং অইতে থাইল। ভিতরর য়ারিহানতে, সাহিত্যসভাত্ত নিকুললেও লেরিক এতা ছাপানির হাবি খরচ গিরকে নিজর বেতনেত্ত দিতইতা। ফিবাম আহানাং গিয়া মি আর হরকাং করানি নাকরলু। মতর অমিল অইল। য়ারৌ করিয়া আর কাকারে উনা নাইলু। য়ারৌ করলু হায়, কিন্তু মোর আতে কানা পইসা আহান নেই। মি ছাত্রগ, দাদাই ইচেই দিয়াপেঠেইতারো রূপা ঔতাল কুনোমতে মাহাহান চলুরিগ। ভিতর ভিতরেদে কানখিহানে মোর ঘড়িগ, উলর নাগা আচলাহান, বার ইচেই বুনেদেছিলি জমজাকাই সুয়েটারহান বেছানি লেপয়া হোস্টেলে লকুরা মানু বিছারানি অকরলু। মানুও পেইলু। কাকাই পিছেদে কিসাদে ঔহান হুনিয়া হোস্টেলে আহেছিল। মি নেয়ছিলু। কতপর মোরে বাছেয়া নাপেয়া চিঠি আকচিলা ইকরিয়া গেছিলগা- লেরিকহান আছে ফিবাম ঔহানাতেই ছাপা অইতই। তি রূপা জোগাড় করানি না লাগতই, মি হাবি ব্যবস্থা করতৌ। মোরে আজি রাতি যেসাদেও উনা অইছ। মি উনা অইলুগা। ‘স্মৃতিকুমারর ছোটগল্প’ প্রথম খণ্ড নিকুলিল। প্রকাশনাং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যসভা। সংকলক কালীপ্রসাদ সিংহ। গিরিগিথানিয়ে বাখান করলা। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কথাসাহিত্যং নুয়া মিহল আগ কাইল চুম। হৌগদে হাবির অন্তরালে নিক্কাকার ভাতচালুকেত্ত গিরকে নিয়াম মনার ঘি চামচহান কত মাহার সালেদে নেয়ইল সাং, কুংগই জানে। ঔতা নিংশিং অইলে আহির পানিয়ে আজি মোর আহিথম তারাক তারাক অর।

গিরক জীবনর খামতলেদে আর্থিক, মানসিক, শারীরিক হাবি বারাদেত্ত বিপর্যস্ত অছিল। হাবিরও হারপাছি। ঔবাকা আর গবেষণা বা ইকরা-ইকরি এতা চানাপা এরেছিল বুললেও য়াকরের। গুয়াহাটিং দেহা অইলেই তেজপুরে মোর ঔপেইং আকফির যানার খৌরাং ঔহান হুয়েইল। নিয়াম খৌরাং অনিয়ে দেবযানীয়ে আকদিন ফোন করল। মি গাড়িহানল গিয়া গিরকরে তেজপুরে মোর সরকারি বাসভবনে আনিয়া আইলু। গিরক থাইতই বুলিয়া বিশেষ কোঠা আগ গিরকে মনার ঔসাদে মিয়ে মোর ঘরগিথানকে সিজিল করেদেছিলাং। পাকরানির টেবিল-চিয়ার, কাদাং গিরকর ইকরা প্রায় হাবি লেরিক সাজেয়া থেদেছিলাং। গিরক নিয়াম হারৌ অইল। লেরিক ঔতা দেহিয়া, ঔতা পুছে পুছে টপ্ টপ্ আহির পানি বেলেয়া কতপর কাদল। মাংল, তুমিতে কতি হবা করে মলাট লাগেয়া লেরিক এতা থেছোতা। দিব্যাশ্রমে আছিল লেরিক ঔতাতে অযতনে হাবি আজি কুরাং কিতা মাঙয়া গেলগা। নংসাহদিন পিছে বিশ্ববিদ্যালয়র শৈক্ষিক পরিবেশ এহানাং আয়া কতদিনর ভিতরে গিরক বার বলি অইল, কাম করানির প্রেরণা আহান পেইল। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অভিধান ঔহানর কথা মাতে মাতে ঠুনিংশা বেলল।

অভিধান ঔহান ছাপানির ভিতরর য়ারি ঔহান দিল। লমইতেগা অভিধান ঔহান
 গুয়াহাটির Anandaram Barua Institute of Language, Art and Culture
 (ABILAC) নাঙর সংস্থা আহানে ছাপেয়া নিকালানির দায়িত্ব নেছিগা বুলিয়া
 মাংল। নংসাং অইল থাঙও কাম না আশুয়ার বুলিয়া বার নিরাশ অইল। ঔ সংস্থাই
 লমইতেগা না নিকাললেও মি যিসাদেও নিকালানির প্রতিশ্রুতি দিলু আর লগে
 আনেছিল অভিধানহানর প্রতিলিপিহান, যেহান গিরকর ভাতিজা প্রদীপে করে
 দেছিল, ঔহানল পরিবর্তন, পরিবর্ধনর কামে নুয়া প্রেরণাল, নুয়া শক্তিল বহিল।
 অভিধানহানর কাম না লমছে পেয়া তেজপুৰে থাইতৌ বুলিয়া মাংল। কিন্তু মাহা
 আহান লাল নাইতে গুয়াহাটিং আলয়া যানিরকা কনাকশৌগর সাদানে কাদানি
 রহানি অকরল। নিয়াম আবেগিক অইল। মি দেখলু আবেগ নিয়াম অইলে
 গিরকরতা মেৎতমকারকা epileptic stroke অর। হাবিতা বিবেচনা করিয়া
 গিরকরে বার গুয়াহাটিং খিলকরে দিয়া আহিলুগা। অভিধানহান ছাপানির কামহান
 চলের। ABILAC সংস্থার সঞ্চালক গিরকে মোরে নিজে মাংল এবাকা গিরকর
 খুলা বেয়ক শ্যামানন্দ গিরকে প্রফ চার বুলিয়া।

আকবছর গুয়াহাটির জিলামহাঙ্গার ভবনে গোকুলানন্দ গীতিস্বামী গিরকর
 জরমতিথি পালন করানি অরতা। মিও অতিথি আগ। মঞ্চগৎ মোর ভাষণহান
 চলের। ভাষণহানর ফাম আহানাং এসাদে মাংলু- অজ্ঞান আধারে হাপদেছে
 সমাজহানরে গণ্ডিহীন, ঙাল সমাজ আহানর রূপ দিতেগা গিয়া জাতর কওয়াগ
 বুলিয়ার গোকুলানন্দ গীতিস্বামী গিরকে পদে পদে পাছিল দুঃখ, বেলাছিল ঠুনিংশা
 বার আহির পানি জারে নুয়ারিয়া আরাক সমাজসংস্কারক আগ, গিরকর থাংনাকার
 কওয়াগ ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকে, তার হৃদিগৎত নিকুলিয়া আহেছিল আহির
 পানির ধারাল গিরকরাং কবিতা আহানল এসাদে পূজা কাৎকরেছিল-

মুঙে ঋতুরাজ আহের বুলিয়া
 যে এলা দেছিলে বাছা নুয়ারিয়া
 বৌঅর ইধাকে বাহিয়া বাহিয়া ঘরে ঘরে ফৌঅছিল।
 ঘুমে আতুরর বন্ধ দুয়ারে দুয়ারে
 ফিরেছিল তোৰ বাণী বাৰে বাৰে
 কনাকর কাচা হৃদিগৎ মোর হাতে হাতে শকছিল।
 মহান হৃদির রেখাহান তোৰ
 আতর কাদাত পেয়া আজি মোর
 দেখলু কিসাদে বানালো আমারে হৃদিগোত থুয়াছিলে।
 মেরাকে মেরাকে ডহা হৃদিগোর
 যেতা যেতা চিন পড়ে আছে তোৰ
 ককর আজি এ আহির পানির পূজাহান লুয়াদিলে।

কবিতাহান আবৃত্তি করিয়া ভাবাবেগে আবিষ্ট অয়া মুরগ তুলিয়া চেইতে দেহুরি
 প্রেক্ষাগৃহগর দুয়ারহানাৎ স্বয়ং কবি কালীপ্রসাদ সিংহ গিরক উবা অয়া আবৃত্তিহান
 বিভোর অয়া হুনের। মি ঠাচানেই ঘটনাহানে, হারৌহানে মাং মাঙ' পড়লুগা।
 মঞ্চগংত গিরকরে হমা দিলু। কর্মকর্তাই গিয়া গিরকরে ওক্করিয়া হাবির মুঙর
 পারেঙে বহাদিলা। নুয়ারা গারিগল গিরক ছুতুমেও আহানি পারতই বুলিয়া
 আকপয়ও না নিংকরেছিলা সাং। মোর ভাষণহান বার চলতে থাইল। গিরকে
 কুপকরে হুনল। সভাহান লমনির পিছে প্রেক্ষাগৃহগর মাংকলহানাৎ বয়া গিরকর
 তুলো য়ারিপরি দিলু। য়ারির হাদিং আমার সমাজর নাতা এহানর কথা তুলল।
 অবসাদ বার বিতৃষ্ণা গিরকর কথাং বারে বারে ফুটিয়া উঠিল। কথার হাদিং মি
 গিরকরে আংকরলু, এবাকার নাতা এহান চেইলে কালীপ্রসাদর সংজ্ঞাগ কিগ
 অইতইতা? গিরকে কিংতাও নামাতিয়া মোরবেদে চেইল। মি মাংলু, কালীপ্রসাদর
 এবাকার সংজ্ঞাগ- কালীপ্রসাদ মানেই ভুলভ্রান্তির পারেঙে আহান। কিসাদে? জ্ঞানী
 গুণীর সম্মান দেনি এবাকাও নাহিকেছি এ জাত এহানাৎ জরম অহুং ঔহানেই
 কাকার পইলা ভুলহান। আরাক জাত আহানাৎ জরম অইলেইছ দৌগর সাদানে
 সম্মানর আসনে বহুয়েয়া কাকারেল গর্ব করলাইছ। দ্বিতীয় ভুলহান, জরম অইলে
 হবাছে কিন্তু জরম অইলেতাও ভুল দণ্ড আগং। আরাক পঞ্চাশ বছর পিছে জরম
 অইলেইছ কাকাই দিয়া গেলেগা অবদান এতা, মাতিয়া গেলেগা কথা এতা
 হারপানির, সঠিক মূল্যায়ন করানির মানু আগ দুগ পেইলেইছ। কাকাই কিংতাও
 নামাতিয়া মোরে কতহান চেয়া মুকসি দিল। গিরকর বানা নিয়াম পেয়া সাং মি
 গিরকরে হাদি হাদিং এসাদে কথা মাতানির অধিকার পাছিলুতা। নাইলে মোর
 যোগ্যতা আছেথাং? মি কাকারাংত বিদায় লয়া তেজপুরে সালইলু।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরক নিয়াম উচ্চমানর গবেষক আগ। আমার
 ভাষাবিজ্ঞান শিচ্চিল নাগই, ভারতীয় দর্শনে গিরকর অবদান ঔতা বিশ্ববন্দিত।
 এমাটিক কম আয়ুর জীবন আহানাৎ ভারতীয় দর্শন, ভাষাবিজ্ঞান আদির গজে প্রায়
 চল্লিশহান লেরিক, শতাধিক গবেষণাপত্র ইকরানি বার প্রকাশ করানি কম কথাহান
 নাগই। মোর লগর অধ্যাপক আগই গিরকর অবদান এতা দেহিয়া মাতেছিল,
 এসাদে গবেষক এতা ক্ষণজন্মা। এসাদে গিরক আগ জরম অছে এহান এ সমাজ
 এহানর ভাগ্যহান। চুমহান, গিরকে সারাজীবনর সাধনাল আমার ভাষা-সাহিত্য-
 সংস্কৃতির অমূল্য ভাণ্ডার আগ আমারে দিয়া গেলেগা। এ সমাজ এহানর
 ত্রিপাদভূমিহান রচনা করেদিয়া গেলেগা যেহানর গজে এবাকার বার ভবিষ্যতর
 প্রজন্মর পরিচয়হান উবা অয়া আছে বার থাইতই। কিন্তু গিরকে প্রতিদানে ঔনাপা
 সম্মান ঔহান বার স্বীকৃতি ঔহান সমাজেংত নাপেইল বার অদূর ভবিষ্যতেও নাও
 পেইতই বুলিয়া মনে অর। কিয়া বুললে, গিরক আমার সমাজর বর্তমানে চলেছে
 চক্র আগর শিকারগ অছে। শিল্প, সাহিত্য, সমাজসেবা, শিক্ষা, গবেষণা এসাদে

যে কোনো দিক আহানাৎ উত্তম বা দিকপাল গিরিগিথানিৰে ঔনাপা সম্মান, পদফাম বার স্বীকৃতি নাদানিৰ সালে ঔদিকৰ মধ্যম বার অধম মানৰ পণ্ডিত বা সমাজসেবকে সংগঠিত প্রচেষ্টা চালানি এহানই এসাদে চক্ৰৰ মূল উদ্দেশ্যহান। দিকপাল ইসায়া আগর, ডাকুলা আগর বার্তন থিংকরে দেনা, গাঙেৎত, পরগণাৎত নিকালাদেনাৎ বাকি মধ্যম বার অধম মানৰ ইসায়া ডাকুলাৰ সংগঠিত কৌশল আমার সমাজে নুয়াহান নাগই। এহান আমার সমাজৰ দিকপাল ইসায়া, ডাকুলা, কবি, সাহিত্যিক, গবেষকে পেয়া যিতারাগা বার পেয়া যিতাইগা লাংলাহান। আমার কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ গিরিকে দ্বিপারেঙৰ কবিতা আহানাৎ হরকাং চিত্রকল্প আগ কতি হবা করে আমার মুঙে এহান তুলিয়া ধরেছেতা চেইক-

এতাহবি জিনজিনি আমি থাইতেগা,
জুনাকহানৌ কিয়া গজে কাইতেগা।
আমারেল নাইলেতে আধার অয়া থাক,
হাদিং তি গজে কায়া নাঙ পানা নাক।

এহান আর সমাজে শিচ্চিল নাগই আর আর সমাজেও দিকপাল চিত্রশিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, গবেষক প্রায় হাবিয়ে পাগেছিগা লাংলাহান। সংখ্যাবহুল, সংগঠিত mediocrityর জয় বার excellencyর পরাজয় মানে জাত ঔহানর অগ্রগতির রথর চাকাহান খামনিহান। এবাকা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজৰ হাবিৎত ডাঙর সমস্যাহানও সংখ্যাবহুল, সংগঠিত mediocrityর প্রাবল্য। এহান anti-process আহান। এহানর যুগল pro-process আহানও সমান্তরালে হাবি সমাজে চলতে থার, যেহানে excellencyরে খৌতাল দেৱ, আরাকৌ গজর থাকে কানারকা গজেদে ঠেলাদেৱ। কিতাপারা সময় আহানাৎ কিতাপারা সমাজ আহানাৎ process আহানে প্রবল অৱ। অবশ্য লমইতেগা pro-process হানে জিঙেৱ। এবাকা আমার সমাজে anti-processহানে প্রবল আছে। এহানর দিক পরিবর্তন নাছে পেয়া হুংতুমে অর্থং আমার উন্নতি নেই। দিক পরিবর্তন অনি অকরেছে বুলিয়া কিসাদেতে হারপানি? আমার মধ্যম বার অধম গবেষক, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক ওতাই আত্মবিশ্লেষণ করিয়া নিজর থাকহান হারপেয়া, আত্মতুষ্টিৰ বেহুগৎত নিকুলিয়া উত্তম অনাৱ হুনাৎ গই লাগতাই বার উত্তম, মধ্যম, অধম হাবিয়ে আকসাটে নিয়ম না বাগিয়া excellencyর পাংচেলগ সকনির সালেদে দাবসিঙনাৎ যৌঅইতাই ওদিনেই pro-processহানর অকরাগ বুলিয়া হারপানি। ঔদিনেই ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর সাদানে দিকপালর সঠিক মূল্যায়ন অইতই বার গিরকর গবেষণাৰ ফলাফলৰ বারিক, গঠনমূলক সমালোচনাৎত গবেষণাৰ নুয়া দিশা নিকুলতই। এবাকার সমাজৰ নাতাহানাৎ ঔদিন ঔহান 'দিল্লি দূৰ্ অস্ত' অইলেও চুম পথগল আটলে আকদিনতে দিল্লি ফৌঅনি ঔহান সইনেই সইনেই।

ড. স্মৃতিকুমার সিংহ : কথাসাহিত্যিক; ডিন, স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম।

বিতর্ক বারো ড. কালীপ্রসাদ সিংহ দিল্লী লক্ষ্মীন্দ্র সিংহ

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ মানে বিতর্ক আহান, সময় আহান মনে অসিল কালীপ্রসাদ বারো বিতর্ক শব্দ দ্বিগুণ উটাপিটি অয়া আগরে আগই কলকরা-কলকরি দিয়া যুগল অয়া জরম অসি। গিরকর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, আপাত-সরল ইচ্ছু য়ারিপরিষে সমাজে বিতর্কর লংগেই আকেইগ সৃষ্টি করেসিল। বহুমুখী প্রতিভার গিরিগ কালীপ্রসাদ-সাধক, কবি, প্রবন্ধকার বারো গবেষক; গিরকর চিন্তা-চেতনা উৎসারিত বহু উক্তি য়ারিপরি সমাজর অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী বারো সমাজকর্মীয়ে য়াকরানি হিনপাসিলা। অথচ উতারে উরা বেলা দিয়া, হারনাপেইল সটন দিয়া বহিয়া থানা উহানৌ মাটিক নেয়সিল। এলা ইকরল- আধুনিক বারো বৈষ্ণব পদাবলি; অথচ উতাত তার ডিকসন বা শব্দ-ব্যবহারবিধির গজে বিতর্ক চলিল। প্রবন্ধ ইকরল; উতাত তার শব্দপ্রয়োগ বারো বক্তব্যর গজে বিতর্ক না লমৈল। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর গজে গবেষণা করল- উহানল চলিল বিতর্ক উহান এবাকাও খাম নাসে। বিতর্ক এতাই আকয়া গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়র ছাত্র-ছাত্রী কতগই গিরকর সমর্থনে নিকালাসিলা ‘বিতর্কিত ড. কালীপ্রসাদ সিংহ’ নাঙে প্রচার-পুস্তিকা আহান। ইকরেসিলা ঔতার আগরমা শ্রদ্ধেয় বারীন্দ্র দাদার নাঙহান মনে আসে। ঔ পুস্তিকা উহানে বিতর্ক এতারে গম গম জ্বিগ লাগানির সাদে আরো থৌকরেসিল। শেষ বয়সে ইকরেসিল ‘মোর জীবনকাহিনী,’ যেহানাত বিতর্কিত বিষয়গ মাহি চন্ম বুজেসে। এসাদে আকর্ষণীয়, বর্ণময় বারো সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব আহানর কাদাত ফৌয়নির মোর পরম সৌভাগ্য অসিল। বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার সাক্ষী অয়া আসে গিরকর তুলো উনাউনির মিকুপ মাহি। ঔ মিকুপ উতাত মোর অনুভবে, মোর মানসপটে কালীপ্রসাদ অজার ব্যক্তিত্ব কিসাদে ধরা পরেসিল ঔহানর ইচ্ছু লল আগ তুলিয়া ধরিয়া গিরকর প্রতি মোর শ্রদ্ধা বারো নিঙ আহান কাৎকরানির এহান চৌরাঙ আহান।

উবাকা কালীপ্রসাদ অজা শিলচরর লাইফলাইন আস্পাতালে বেড়ে চিৎগ অয়া পরিয়া আসিল। হাণ্ডা আহান আগে পেটগর অপারেশন অয়া (সম্ভবত গল ব্লাডারে) জিরাসে সময়হান। মি আগে খবর পেয়াও যানা নারেসু আইজলে থানাই। মোর লগে অথবা চুমকরিয়া মাতিং বুস্তে মি যেতার লগে গেসিলুগা উতারমা ডা. দেবেন দাদা বারো অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন দাদা গিরকগাসি আসিলা। মুঙে মুঙে হমেইলাগা গিরকগাসি। অজাই নির্বিকার অয়া তানুরে আকখুরুম চেইল কিন্তু কিস্তাও নামাতল। তানুয়ৌ কিস্তাও নামাতিয়া ইম্পানি অয়া রুমগর বারা আহানাত থসিলা চেয়ার উহানিত বইলাগা। তানুর হাদিত কিসাদে যেমন যুদ্ধ আহান মনে মনে চলিল। মি হমেয়া 'অজা' বুলিয়া মোর কনফ্যুজড খল্লিকগল ডাকহান দিলু উপেইত গিরকে তার দৃষ্টিহান মোরাং বেলেয়া সল নার উগল হয়ার করে মাতল- আই এক্সপেকটেড ইউ আর্লিয়ার (মি অনেক আগে আইতেই আশা করেসিলু)। মাস্তে মাস্তে গিরকে আহির পানি বেস্ত।

মি এসাদে অংতা আহান উনা অইতৌ আশা নাকরেসিলু। আরাক খানি কনফ্যুজড অ-পরলুগা। কিস্তা আহান মাতে নারিয়া তার কাদাত বইলুগা। স্যালাইন চলেসে আত উহান মাঠিয়া দিয়া আংকরলু- অজা নিয়াম হিনপারথাং? অজাই হুই না কিস্তা আহান নামাতিয়া মোরে চেয়া থাইল। মিয়ৌ আর মাত-বোল নেয়য়া অজার বেদে জুম মারিয়া চেয়া থাইলু। আসলে আগই আগর মনহান হারপানির চেষ্টা করেসিলাং সাদ। যে কৌলির ডরে মোর আস্পাতালে আনাহান ডিলৈল ঔতার রঞ্জ আগৌ লক্ষণ নাদেখলু অজার মেইথঙহানাত। তারাং কোন কটকিনা নাদেখলু।

এসাদে কতিহান মিকুপ বেডরুম উগ ইংচিক চিকসিল কিন্তুই জানে। খাংতা মনোরঞ্জন দাদার ডাকে নীরবতা উহান বাগেসিল। আসলে মি কনফ্যুজড অথবা ডরপানির কারণ আহান আসিল। মি যতদিন যেপেইত উনা অসু অজার লগে, উপেইত মি নামনেয়া, গিরকর তুলো বিতর্ক আহানাত খেঙনিত বাধ্য অসু। যেমন- ২০০০ সালে গিরক আইজলে গেসিলগা 'নেছ' বিশ্ববিদ্যালয়র আমন্ত্রণে রিফ্রেশার কোর্স আহানাত 'অদ্বৈত দর্শন'র গজে ভাষণ দেনারকা। পৌ এহান মোরে শ্রদ্ধেয় ড. নলিনী দাদাই দেসিল। মি হুনানিয়ে অজারে আইজলবাসীর পক্ষত অভ্যর্থনা দেনারকা পরিকল্পনা আহান করেসিলু। নলিনীদাই হুনিয়া যেমন বিশ্বাস নাকরল পায়া। আইজলে আসিলা 'মহাসভা'র অনেক কর্মী মনে হিনপাসিলা। কিন্তু হাবিয়ে পিসেদে আঙরেয়া আইলা এরে কথা এহানাত- আমার পণ্ডিত গিরক আগরে অন্যতাই সম্মান দিয়া আনেসি উহান আমার জাতর গৌরবহান। আমি মহাসভার কাম করিয়ারতা জাতর গৌরবহান বাড়ানিরকা। গিরকর তুলো আমার বিতর্ক যেতা উতা সমাজর গণ্ডির বিতরে থাক। তারে সম্মান নাদানি উহান জাতহানরে লেইকরানিহান। মারুপ অনিল সিংহ গৌতমে বারো

মাব'ক হাইস্কুলর প্রধান শিক্ষক প্রতাপ সিংহ গিরকগাসিয়ে মোরে পাংকাল দেসিলা।

আইজলে ফৌয়রা অজাই পয়লা মোর ঘরে ফোন করেসিল। মি উবাকা ঘরে নেয়সিলু। রঞ্জিতাই মোরে বাগেইল আরো মি নলিনীদারে মাতিয়া অজার লগে দেহা করলাংগা সার্কিট হাউসে। অজার দেহরক্ষীগ অয়া তালাবি করাত লগে আহেসিলি অজার মানসকন্যা দেবযানী গিথানক। মি অজারাং সম্বর্ধনার য়ারিহান বাগেইলু আরো নুংপাং অয়া মোরে চেয়া আসিল। মাব'ক হাইস্কুলর প্রধান শিক্ষক প্রতাপ সিংহর ঘরে সম্বর্ধনা সভাহান। দিলাং খুন্তল উহান কলকরিয়া ধরিয়া আহির পানি বেলেয়া মাতেসিল- মি ডিলিট পেয়াও এসাদে হারৌ নাসু। অজা য়াম আবেগিক অ'পরেসিল। কিন্তু ভাষণহান লমকরতেগা বানান প্রসঙ্গহান টানিয়া মোর গজে তার অভিমান আহান ব্যক্ত করেসিল- লক্ষ্মীন্দ্রই হাবিতা হারপেয়াও হৌতার লগ ধরিয়া বানানল রাজনীতি করেব!

মি পিসেদে নলয়া মাতেসিলু- অজা, বানান এহান রাজনীতির বিষয়হান নাগৈ। আসলে বানানল সমাজ আহান বিভক্ত অনা এহান সুপৌ থক নাসিল, কিন্তু আমার সমাজে সম্ভব অইল। কারণহান আমি আগৈ আগর মত সম্মান দেনা নাজানি, উহানল অইলতা। বারো বানান প্রসঙ্গে মি কুনো দলরমাও না হমাসু। মি জগতমোহন অজার বানান উহান য়াকরেসু উহান নাগৈ। মোর সাদে মেলাগৈ নাকরেসি। সাহিত্য পরিষদর পয়লাকার লেপকরা বানান উহানৌ অবৈজ্ঞানিক নিংকরিয়া আজিকালিকার লেখকে নাকরেসি। আসলে বানান বিতর্কর নাঙে রুয়াসি বিষবৃক্ষ এজার অজাগাসিয়ে রুয়াস জার। এ-জার রুয়ানির অংশীদার আমি তরুণ প্রজন্ম নাগৈ, কিন্তু এতার বিষফল উতা খেইতে বাধ্য অসিতা। জগতমোহন অজাতে দৌ অয়া গেলগা। এবাকা অজা থাইতে এহানর সমাধান আহান করেদিক। উবাকা কালীপ্রসাদ অজা তুমিল অসিল। পিসেকার দিনে অজারাং ইন্টারভিউর সাদে বহু বিষয়ে প্রশ্নমাহি করেসিলু। অজাই সুপ কিতিকুরুম নায়া, মনে কটকিনা নাথয়া হাবিতা খুলাশা করিয়া উত্তরমাহি দেসিল। উতা মোর ডায়েরি আহানাত ইকরা আসে। অজাই স্বীকার করেসিল- মিভে ভাষাতত্ত্বর মানুগ নাগৈ, দর্শনর ছাত্রগ, রসর মানুগ। ভাষাতত্ত্ব আহানি এহান আকস্মিকহান। মি কলিকাতাত গেসিলুগা দর্শনর গজে গবেষণা করানিরকা বুলিয়া। কিন্তু ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়র পরামর্শে ভাষাতত্ত্বর পথ এগদে নুয়া করে কাকেই কারেসুতা ইত্যাদি...। কথা এহান গিরকে অন্য প্রবন্ধ আহানাতেই ফংকরেসে।

ভাষাতত্ত্বর গবেষণা এহান আগদে অজার হাগ-থেংপা পাংকালহান। পাংকালহান বুলুরিতা এ কারণে যে গিরকর 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা' উহানর বিতরে হমেইলেগা হারপানি। ভাষা এহানর বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপর গজে যেতা আলোচনা করেসে উতাও অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর বারো বাংলাদেশর

নানান লয়াস্ত তথ্য খমকরিয়া, উহান নুংপাং অইল বিষয়হান। আমি গজে গজেদে গিরকরে সমালোচনা করলেও গিরকর সাদে আকগৌ ভাষাহানর হাবি দিক বিচার-বিবেচনাত নানেসি। এহান পয়লাকার গবেষণা থাংতে গুরুত্বহানৌ অস্বীকার করিল উপায় নেই। যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়েস্ত অথবা গবেষণাসম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার গজে আলোচনা করতে গিরকর গবেষণার ফসল এহান না সকয়া যানা নুয়ারতারা। আরাক আগদে চেইলে এ গবেষণা এহান গিরকর হাবিস্ত দুর্বল বারাহান। ভাষাতত্ত্ব বিষয় এহান বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিষয়হান। কিন্তুমান গিরকে গবেষণা এহানরে সমাজর বিতরে (অর্থাৎ লেখকরাং) প্রতিষ্ঠা করানিত গিয়া উগ্রমূর্তি ধারণ করেসিল, যেহানর সালেদে বহু লেখকর লগে গিরকর মধুর সম্পর্কহান না হুঙসিল। উহানে প্রকারান্তরে ভাষা বারো সাহিত্যর যাম ক্ষতি করেসিল। গিরকর দুর্বল দিক উহান নন্দেশ্বর সিংহ গিরকে 'সরারেল' পত্রিকাত 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা'র গজে সমালোচনা উহানাত বিস্তৃতভাবে ফংকরে দেসে যেহান অজাগিরকে খঙন করে নুয়ারেসিল। মি অজার তুলো ১৯৮১ সনেস্ত যোগাযোগ থয়া আউরি। উবাকা গিরক গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে রিডারগ। মি বানান বিষয়ে কিন্তাও হার নাপাসিলু। ইমে নুয়া পত্রিকা আহানর লেখা বিসারেয়া গেসিলুগা। গিরকে লেখাহান নাদিয়া মোরে বানানবিতর্কর তৌরিগত বরেইল। মি উবাকা ইংরেজি অনার্স পাকরুরিগ, ইংরেজি ভাষার ইতিহাস বারো গ্রামার বিষয় এহান পাঠ্যক্রমে হবারকা নেই সাকতিরকা নেই আসিল। মি মোর ভয়ঙ্করী অল্পবিদ্যা উহানল বারো গাউরার পাংকাল উহানল অজার তুলো খেঙসিলু তর্কযুদ্ধত। অজাই মোরে কনভিল করে নারেসিল। উতার পিসেদেও কতখুন্নম। লমৈতেগা সৌয়য়া তিজতা আহান খুঙল পাসিলু। সাধারণ জ্ঞান আহানল উপসিলু মি, মানু আগ তার কাহ্নিহান ফংকরেরতা উবাকা- যেবাকা তার জ্ঞান, বুদ্ধি বারো পাংকালহানল বিষয় উহানাত যৌও নারের।

আরাক ঘটনা আহান। ১৯৮৮-র নভেম্বর। শিলচরর শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর সাধুঠাকুর সেবাশ্রমে সাধুঠাকুর উৎসবে কালীপ্রসাদ অজা আহেসে বিশিষ্ট অতিথিগ অয়া। ডায়াসগন্ত লামিয়া হাদিত দুয়াদে বুলিয়া নিকুলেসিল। মি মঞ্চগর পিঠিহানাত অজা জিরাসে হেরহান চেয়া নুয়া ফঙসে মোর কাব্যগ্রন্থ 'মণি বিসারেয়া'র কপি আহান শ্রদ্ধাল অজার আতে তুলে দিলু। অজাই পাতাহানি উন্টেয়া চেইল। ক্রিয়াবিভক্তিত 'স' ব্যবহার করেসু, উতার গজে শ্রদ্ধেয় কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহর ভূমিকাহান দেহিয়া পরল্পেই সৌয়ইল, কাহ্নিহানে লেরিক উহান উরাদিয়া বেল্প। মাটিহানাত মোর প্রিয় কাব্যগ্রন্থহানর কপিহান পরিল উহান দেহিয়া মোরতাও কাহ্নিহান টিকগত যৌয়ইল। মি লগে লগে প্রতিবাদ করিয়া মাতলু- হবাই হবাই লেরিকহান তুলিয়া দিক। সৌয়নির পেইরাকে পণ্ডিতে-মুখ

শব্দ উগ ব্যবহার করলু। পরিস্থিতিহান আরাকৌ সাকতি অইতেহান দেহিয়া অধ্যাপক বারীন্দ্রদাই লেরিক উহান লক্করিয়া আনিয়া মোর আতহানাত দিয়া বুজানিত খেঙেল। অইতে অইতে গাউরাপেই বুজন উপেই আয়া পুলনি অকরলা। মি উৎসবহানর ক্ষতি অইতে বুলিয়া উপেইস্ত সেচিয়া গেলুগা। পিসেদে মোরে অজাই প্রস্তাব আহান দেসিল- লক্ষ্মীন্দ্র, তোর বানান এহান চুমকর (অর্থাৎ ক্রিয়াবিভক্তিত 'ছ' ব্যবহার কর), তোর লেরিক হাবি মি ছাপা দিতৌ। মি খুমকরেসিলু- অজা, ছাপানিতে মিয়ৌ ছাপেইতৌ। অজাই খানি এডজাস্ট করিক। আমার বানান এহান নাচেয়া রসর দিক উহান খানি বিচার করে দিক। আসলে বানানসমস্যা এহান আমার ভাষা বারো সাহিত্যচর্চার পরিবেশ উহান বিষাক্ত করিয়া তুলেসিল। 'স'পস্থীয়ে 'ছ'পস্থীর লেরিক নাহইলা, 'ছ'পস্থীয়ে 'স'পস্থীরতা। আকতাই আকতারে সাহিত্যিক বুলিয়া য়াকরানি হিনপেইলা। সাহিত্য সমালোচনাত পক্ষপাতদুষ্টতা আহান থাইল। যেহান এবাকাও সমাজেস্ত পুরাপুরি নির্মূল অয়া নাগেসেগা। এসাদে অংতা আহান আমার কাম্যহান নাগৈ। আমার সাহিত্যহান হবে বেলির মিঙালহান দেহিয়া আইতেই এসাদে অবাস্তিত পরিস্থিতি আহান নাঙনি এহান দুর্ভাগ্যহান। বানানসমস্যা এহান সমস্যাহান বুলিয়া মি না নিংকরুরি। 'জাগরণ', 'মণিপুরী'র কালেস্ত লেখকে ক্রিয়াবিভক্তিত 'ছ' ইকরিয়া আহেসি। গীতিস্বামী গোকুলানন্দ সিংহ, মহেন্দ্রকুমার সিংহ, লেইখমসেনা সিংহ, জগতমোহন সিংহ, মদনমোহন মুখোপাধ্যায় হাবিয়েও 'ছ' ব্যবহার করেসি। তানু বানানল সচেতন অয়া নাগৈ। বাংলার অনুকরণে। কালীপ্রসাদ অজাগিরকে পয়লা ভাষাতত্ত্বর মিঙালে ভাষাহানর উৎপত্তির বিষয়ে যে ঐতিহাসিক মতামত আলোচনা করেসিল উহানাতই সমাজে তীব্র বিতর্কর সৃষ্টি করেসিল। বিতর্ক উহান বিদ্যায়তনিক (অ্যাকাডেমিক) পর্যায়েস্ত ব্যক্তিগত রেষারেষিত পরেসিল যেহানাত মহাসভা, সাহিত্য পরিষদর সাদে সংগঠনরে হাতিয়ারহান করেসিলা গিরকর সমালোচকে। এহানাত গিরকর থিয়োরিহানর সমালোচনা উহান সমালোচকর ব্যক্তিগত আত্মপ্রকাশ আহান আসিল বুলিয়া মনে অর। ড. কালীপ্রসাদ গিরকেও নিজর থিয়োরি এহানরে প্রতিষ্ঠা করতেগা দলবাজির আশ্রয় লসিল, মরানির আগ পেয়া। যেহান মি হবা লপাসিলু বারো গিরকর সাদে পণ্ডিত আগরাংত আশা নাকরেসিলু। গিরকর 'বিস্মৃতিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা' গ্রন্থর প্রতিক্রিয়া এহান সমাজে কিসাদে সাক্তি রূপহান লসিল উহানর ঘটনা আহান এবাকাও মোরাং সা সা করে স্পষ্ট অয়া আসে। ১৯৭৯ সালে মি খ্রিস্টানবস্তির মণীন্দ্রকুমার সিংহ (বিনি গিরক) গিরকর ঘরে বুলিয়া টিষ্টার উচ পথগদে কাউরিগা। তানুর গান্টাহান পেইলুগা উবাকা অজাগিরক তানুরাংত নিকুলিয়া মোরে ক্রশ করিয়া তলেদে লামিয়া গেলগা। মি তানুর দারিগদে কাইলুগা উবাকা বিনিগিরকে মাতল-ওরে গেলগা ডুম উগরে চিনলেতা? মি মাতলু- না। হাঃ! ড. কালীপ্রসাদ বুলতারা

উগরে নাচিনেসত? মি ঔ সময়ত অজাগিরকর নাংহান হবাকরে চিনু। বহুদিন আগেস্ত দেহানির খৌরাং আহান আসিল মোরাং। কিন্তু আজি দেখলু উপেইতৌ এমনো কথা আহান হনলু, যেহানরকা মি প্রস্তুত নাসিলু। মি বিনির কথা উহান হারপা নারিয়া জিং দরে চেয়া আসিলু। বহু পিসেদে কথা উহানর অর্থহান হারপেইলু। সমাজে রটনা আহান আসে- কালীপ্রসাদে জাতহান বেসিয়া ডক্টরেট পেইল। তা জাত এহানরে ডুম চারালরাংত আহেসিতা বুলিয়া জাতহানর মান ইজ্জত খুয়া দিল। কিন্তু মি গিরকর 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা' লেরিকহান কস্তখুরুম পাকরিয়াও কোনপেয়ো এ রটনা এহানর বাস্তব ভিত্তি নাপাসু। এহান গিরকরে হয়তো সুমকরানিরকা সমাজর নেতা গিরিগিথানিয়ে রটাসিলা। উহানর পিঠিত কোন মহৎ উদ্দেশ্য (?) থা থাইলে উহান উবাকার সমাজর নেতৃত্বই হবাকরে হারপেইতাই। মি কালীপ্রসাদ অজার প্রতি পয়লা শ্রদ্ধার আকর্ষণ আহান অনুভব করলুতা উবাকাস্ত- যেবাকা চান্দরগাঙেস্ত নিকুলেসিল 'কৈফৎ' (১৯৭৩ খ্রি.) পত্রিকাত গিরকর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধহান 'বরন ডাহানির এলার কালনির্নয়' বারো 'গোধূলি' (প্রথম সংখ্যা, ১৯৭৬ খ্রি.) পত্রিকাত পাকরেসিলু 'বিষ্ণুপ্রিয়া লোকসাহিত্য'। এ দ্বিয়হান লেখাই মোর কনাক মনহানাত য়াম দাগ কাটেসিল বারো মোরে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেসিল। কালীপ্রসাদ অজার যে গুণহানে মোরে য়াম তার কাদাত ফৌকরেসিল উহান গিরকর এলা। কঙালা কণ্ঠর খুমিত-য়ৌপা শিল্পী মাদুলি সিংহর নারে যেদিন হনেসিলু- 'বুলুরি মি মানু বিছারেয়া ভালোবাসা দয়া দরদে কঙালা, হৃদির পরশ চেয়া চেয়া ...।' মি বিভূলা অসিলু। মি বিশ্বাস করুরি এ এলা এহান না-ঠিকপাকুরা আকগৌ নেয়েতাই বারো এলা এহান বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী এলার মাস্টারপিস আহান অয়া চিরদিন জ্বিলকেয়া থাইতৈ। আর আরতা এলারমা- 'যে দুয়ারহান খুলে দিলে আজি চিরদিন খুলা থাক...', 'মধুর পরশ পানারকা তোর...', 'এ জ্বালার কথা কারে মি মাত্তু আর...'। মোর মনর গোপন কথাহানিয়ে যেমন কালীপ্রসাদ গিরকর কলমগন্ত নিকুলিয়া আহেসিল। এসাদে আরাকৌ য়ামপারা এলায় মোরে নুংশিহান আনে দেসিল বারো বিভূলা করেসিল। উহানর কারণ আহান হয়তো মি রবীন্দ্রসঙ্গীত ঠিকপাউরি এহানৌ অইতে পারে। বারো গিরকর প্রত্যেকহান পারেঙে শব্দয় নিজস্ব ভঙ্গিমাল সাবলীল গতি আহান পেয়া নিজস্ব মিউজিক আহান সৃষ্টি করে পারেসে বারো এ এলা এতাত পণ্ডিত মতিলাল সিংহ গিরকর সাদে ব্যক্তিত্বই সুর-আরোপ করানিয়ে এতার নুংশিহান আরাকৌ বপসে বুলিয়া মাঙে কিতিকুরুম নাউরি।

কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকে 'রামানন্দ সিংহ' ছদ্মনাঙে এলা লেংকরানির হেইনা আহানৌ করেসিল। 'মালিনী' কাব্যসংকলনে এ নাঙে 'এ জ্বালার কথা...' কবিতা এহান ইঙাল ভালয়া আসে। ড. কালীপ্রসাদ অজাগিরকে সমাজ, ভাষা, সাহিত্য বারো সংস্কৃতিরে তার জীবনহানাত্তৌ জিঙে বানাপেয়া গেলগা। এতারকা নিজর

জীবন এহানৰে সুপ পৰোয়া নাকৰিয়া উৎসৰ্গ কৰিয়া গেলগা বুলানি থকৈতৈ। গিরকে কুমবেদে দৃষ্টি নাদেসেতা? নাদেসে বুলিল কাদা উগ নেই বুহুও চলৈ। গোকুলানন্দ গীতিস্বামীৰ সাহিত্যৰ মূল্যায়ন তাৰাত পয়লা পেইলাং। আমাৰ সাহিত্যৰ পুস্তাপ আলোচনা আহান গিরকৰ পাংলাক নায়া অকরানি সম্ভব নার। প্ৰাচীন লোকসাহিত্যত অকৰিয়া আধুনিক সাহিত্য আলোচনাত আনেসে অজাগিৰকে। হয়তো ঔ আলোচনা মূল-ফাতসে বুলানি নারিয়ার, কিন্তুমান গিরকে যেহান অকরাগ দেসে ঔহান সম্পূৰ্ণ নিজৰ সাধনা, ত্যাগ বারো বুদ্ধিমত্তাৰ ফসলহান মাতানি লাগতৈ। সম্পূৰ্ণ শূন্যত অকৰিয়া মজবুত ফাউন্ডেশন আহান হংকৰে দিয়া ভবিষ্যত প্ৰজন্মৰকা থ'দিয়া গেলগা।

আমাৰ সমাজ এহান বৈষ্ণব-দৰ্শনে বিশ্বাসী সমাজহান। রকতে রকতে রাধাকৃষ্ণৰ যুগলসেবা পানার লু খৌরাঙ আহান মাৰেয়ে মাৰেয়ে সিলৰ। এ দৰ্শনৰ গজে লেঙসে বৈষ্ণব-পদ, বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰীৰ ধৰ্মীয় বারো সংস্কৃতিৰ বারা এহানৰে হাপদিয়া প্ৰেমময় ভক্তিৰ মাৰেম আহান খুস্তল দিয়াসে। দৰ্শনৰ ছাত্ৰ তথা সাধকগ অয়া অজাগিৰকে নিজে ইমাঠাৰে বৈষ্ণব-পদ লেংকৰিয়া ভাষাপ্ৰেমৰ লগে বৈষ্ণব গিৰিগিথানিৰ মনৰ খৌরাংহান মিটাদেনাৰ যাম হবা প্ৰচেষ্টা আহান কৰিয়া গেলগা। রাসলীলা, বাসক, রাখুয়ালৰ এলা লেংকৰিয়া ঔতা প্ৰয়োগ কৰানিৰ সালেদে কতো মানুৰে হেইচা লাকচা কৰিয়া নিজৰ ভাষাপ্ৰেমৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ তুলিয়া ধৰল। যদিও গিরকৰ ডিকসন বা শব্দযোজনাৰ গজে বিতৰ্কৰ অবকাশ আসে।

কালীপ্ৰসাদ সিংহ গিরকৰে যেতাই চিৰস্মৰণীয় কৰিয়া থইতৈ ঔতাৰমা নাং ধৰে পাৰিয়ার- ১. বৰন ডাহানিৰ এলাহান ইকৰিয়া উতাৰ অৰ্থ বাগে দেনা ২. গোকুলানন্দ গীতিস্বামীৰ সাহিত্যৰ মূল্যায়ন ৩. এন এটাইমোলজিক্যাল ডিকশনারি অফ বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ৪. দি বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰীজ : দেয়াৰ ল্যাংগুয়েজ, লিটাৰেচাৰ অ্যান্ড কালচাৰ ৫. বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰীৰ দুই শতাব্দী- ইত্যাদি গ্ৰন্থাবলি। এ তালিকা এহানাত গিরকৰ মূল্যবান দৰ্শনচিন্তাৰ গজে ইকরা লৈরিক উতা মি বিবেচনাত নানেসু।

ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ গিরকৰ মূল্যায়ন এ হুৰকাং পৰিসৰ এহানাত সম্ভব নাগৈ। সময় বারো সুযোগ পেইলে পুস্তাপ মূল্যায়ন আহান কৰানিৰ খৌরাং আহান আসে। উহান কৰে পাৰলে অজাগিৰকৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন উহান যথার্থ বারো সার্থক অইতৈ বুলিয়া মি বিশ্বাস কৰুৰি।

দিল্‌স লক্ষীন্দ্র সিংহ : কবি, লেখক, গবেষক বারো সভাপতি, বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী রাইটার্স ফোৰাম, গৌহাটি, আসাম।

ড. কালীপ্রসাদ : নিঙে-নিংশিঙে সুধন্য সিংহ

হাবিয়ৌ হারপাসি কথাহান অসেতাই, ঈশ্বরসৃষ্ট জীব এতারমা 'মনুষ্যই জীবশ্রেষ্ঠ'। জীবশ্রেষ্ঠ এতারতা হুদা খেয়া-পিয়া সাংসারিক কামর ব্যস্ততালো জিংতায়া যানাহানাতেই দায়িত্ব কর্তব্য লম নার। ঔসাদেতে আর আর জীবৌতে অরেতে খেয়া-পিয়া জিংতায়া যিতারাগানাই। গতিকেই, মানব-জাতিরকা নাইলেউ জরম অসি সমাজ ঔহানরকা নিজর নিজর মাটিক ঔনাপা যৎকিঞ্চিৎ অইলেউ কাম করিয়া বা কামে লাগিয়া মানব-ধর্মর চুটিসৌ আগৌ বালা পালন করিয়া গিয়া পারলেগাহে মনুষ্য-জনমর প্রকৃত সার্থকতাহান বার শ্রেষ্ঠত্বহানৌ। হুদা খেয়া পিয়া যানারকাই আমার জীবন নাগৈ, জীবন এহান জিংতা করানিরকাই খানা-পিনাহান। নাইলেতে, মালেমর আর আর জীবরাংত মনুষ্যর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর তঙালহানতে কিহান? শ্রেষ্ঠত্বহানৌ বা কিহান থাইতে?

মালেম এহানরমা বিধির বিধান ইলয়া হাবি জীবরতাউ আনা-যানা চলের। এরে আনা বার যানার হাদির সময় এহানিরমা জীবশ্রেষ্ঠ মানু এতাই নিজর নিজর কর্ম-কীর্তি ঔনাপা পরিচয় থয়া যিতারাগা। নিয়াম যাত জনেই নিজর কর্ম-প্রতিভা, কর্ম-কীর্তি, মহৎ আদর্শপূর্ণ কামর মাধ্যমে বার হৌনাবি হুনরলো মানব-সমাজর হাদিৎ গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া মানুর পুংনিঙর লু-ফামে নিঙর আসনে সফল বার সার্থক করিয়া যিতারাগা। মনুষ্য জনম এহানরে সফল বার সার্থক করিয়া যিতারাগা। তানুর সুকর্ম, সুনাম বার আদর্শ-নীতি ঔতাই সমাজ তথা দেশর গৌরব বাড়াদের বার পিসেকার প্রজন্মারে খৌতাল দিয়া মিঙালর পথ দেহুয়া দের।

সমাজ বা দেশ আহানাৎ বিপ্লবী বার মনীষী মানু সময় সময়ে জরম অইতারা বুলিয়াই তানুর মহৎ ক্ষমতাবলে বার নিরলস কর্মধারায় সমাজ বা দেশ ঔহানরে

উন্নতির সঠিক পথগদে আঙুয়া দিয়া যিতারাগা, উত্তরসূরিয়ে সঠিক দিশাগ বার শিক্ষাহান পেয়া থাইতারা।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজেউ নিঙে-নিংশিঙে থনার মহৎ তথা যোগ্য ব্যক্তিত্ব মানু মাহি আসি ঔতারে আমারতা নিংশিঙে অনা থকর। তানুর মহৎ আদর্শর য়ারি, তানুর দেশ তথা সমাজপ্রেমর কথা, তানুর নিঃস্বার্থ কামর মূল্যায়ন করিয়া নুয়া প্রজন্মারে হারপুয়ানি লাগের। আমি আমার আজন্মর বার দূরদর্শিতার অভাবে তানুর কথা, য়ারি, জীবনী কলমগলো ধরিয়া লেরিক আকারে থদেনা নুয়ারানিয়ে, ঔসাদে মনীষী ঔতার প্রতি নিঙে-নিংশিঙে, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর পুংনিঙেসে সেচে সেচে কালর হুতে বিস্মৃতির আধারে লিম মাঙো য়ারগা। তানুর মহৎ কর্ম-জীবনর ইতিহাস আমারতা হুকরিয়া নিকালানি লাগতৈ- নুয়া প্রজন্মারে মানু অনার পথে ইখৌ দেনার সালে, নিজর দেশ বা সমাজর ঐতিহ্যময় গৌরবর কথা হারপুয়ানির সালে।

আজি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে এসাদে নিঙে নিংশিঙে থনার ব্যক্তিত্বপূর্ণ অমর গিরকগ অসেতাই গবেষক, দার্শনিক তথা ভাষাতত্ত্ববিদ ড. কালীপ্রসাদ সিংহ, য়েগ বাবাইসেনা গিরকর ঔরসে ইমাগো দেবীর উরকহান ভালকরিয়া জরম অসে ৩ জানুয়ারি ১৯৩৭ খ্রি. (১৯ পৌষ, ১৩৪৩ বাংলা), শিলচরর মেহেরপুর পরগণার পশ্চিম কচুধরম গাঙে। গিরকর জেরতাক চাউবা সিংহ বার জেরতাকর পুতক মণিরাজ সিংহউ ডাকুলাগি আসিলা। এসাদে পরিবার আহানাং জরম অয়া সাংস্কৃতিক পরিবেশ আহানর ভিতরে ডাঙর অনাই গিরকরাঙৌ সমাজপ্রেম জাগরিত অইতৈ ঔহান স্বাভাবিকহান।

চারিগ মুনি বেইবুনিরমা গিরক হাবির জেঠাগ। য়েইমাপাগ গজেন্দ্রকুমার সিংহ, স্ট্যাটিসটিক্যাল বিভাগে অফিসার পদফামেস্তু অবসর গ্রহণ করিয়া এবাকা শিলচর শহরগং নিজস্ব গর করিয়া আসে বার শিলচর শহরগং লেরিক-উলাগর দায়িত্ব লয়া কৃষ্টির বাহক-শিল্পী আগ হিসাব কাম চালেয়া য়ারগা; থাংনাং শ্যামানন্দ সিংহ, হিঙ্গারির নেহের হাইস্কুলর সংস্কৃত বিষয়শিক্ষকগ হিসাবে শিক্ষকতা করিয়া হাদি এহান ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১খ্রি. অবসর গ্রহণ করলো, গিরক এগ কবি-সাহিত্যিক আগ। হাবির খুল্লাগ রাজেন্দ্রকুমার সিংহ, চেংকুড়িবাজার হাইস্কুলে সংস্কৃত বিষয়শিক্ষকগ বার ডাকুলাগ। গিরক ডাকুলাবিদ্যা এহান রক্ষা করিয়া কৃষ্টির বাহক-শিল্পী আগ হিসাবে কাম করিয়া য়ারগা। ড. গিরকরতা বনক দুগ-রমণী বার তুলসী।

গিরক এগ কনাকে গাঙর সোনামানিক পাঠশালাগং ভর্তি অসেগা। কনাকতৌ গিরকর মেধা-বুদ্ধি নিয়াম চৌখাং অসিল। শ্রেণীহান লেহে গিরক এগৈ হাবির গজর ফামহান দখল করে করে গিয়া তৃতীয়-মানর পরীক্ষাং বৃত্তিহান পেয়া পাশ করেসিল। পাঠশালাগ লমকরিয়া গিরক শিলচরর পাবলিক হাইস্কুলে ১৯৫১

খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ-মানে ভর্তি অসেগা। ঔপেইতৌ গিরক শ্রেণীহান লেহে হাবির গজে অয়া অয়া পাশ করে করে গিয়া ১৯৫৭ সালর ম্যাট্রিকহান চতুর্দশ ফামহান দখল করিয়া পাশ করেসে। গিরক এগ লেরিকর পকগ আসিল উনি। সময় ঔহানাৎ গিরকর গরর আর্থিক অংতাহান অনুকূল নানাই লেরিক তামকরানিহান খামনির পথে গেসেগা। কিন্তুমান, গিরকর বিদ্যা তালকরানির খৌরাঙহান প্রবল অনাই লেইরার বেদ্দা ঔগৈ তারে আটকেয়া থনা নুয়ারেসে। ঔ অংতাতে মনর সাহসলো গিরক শিলচরর গুরুচরণ কলেজে ভর্তি অসেগা। ১৯৫৯ সালে আইএ-হান প্রথম বিভাগে পাশ করিয়া 'দর্শন' বিষয়ে অনার্স লয়া বিএ-হান তামকরানি অকরেসে। কিন্তুমান, দ্বি-তিনমাহা যানার পিসেদে গুরুচরণ কলেজে ক্রিটীশচন্দ্র পালচৌধুরী নাঙর বিদ্যুৎ সংস্কৃত-অধ্যাপক আগ আহানিয়ে, ঔ গিরকর উৎসাহ, পরামর্শ ইলয়া দর্শনর পটা সংস্কৃত অনার্স নেসেগা। ১৯৬১ সালে সংস্কৃত অনার্সে কলেজরমা একমাত্র কালীপ্রসাদ গিরকে আক্খুলাগৈ প্রথম বিভাগে বিএ-হান পাশ করেসে। এমএ-হান গিরকে দর্শন বিষয়হানলো তামকরানির ইশা-খৌরাংল গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি অনারকা গেসিলগা। কিন্তুমান, ঔপেইরমা ঔ সময়ৎ দর্শনলো তামকরানির কুনো ব্যবস্থা নেয়নিয়ে অন্য বিষয়লো তামকরানি না মনেয়া গিরক আলখক অয়া গরে আহেসিল। আয়া কিন্তু গিরক বয়া নাখাসে। হিজারির নেহেরু হাইস্কুলে শিক্ষকতার কামে যোগদান করেসে। জ্ঞানপিপাসু গিরকর কপালে কতদিন পিসেদে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রলো তামকরানির সুযোগ আহান আহানিয়ে কলিকাতাৎ গিয়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি অয়া ১৯৬৩ সালে দর্শনলো এমএ-হান প্রথম শ্রেণিৎ প্রথম অয়া পাশ করেসে।

এপেই কথা আকচুটি উল্লেখ থানা থক যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তামকরানির সুবিধা আহান পাসিল যদিযৌ রূপার অভাবে যানা নুয়ারিয়া আসিল। রূপা-পয়সা যোগার করে নুয়ারিয়া গিরকর মালক-বাপক তাড়ান্নাৎ পড়েসি ঔপেই তানুর গাঙর সেলকম বেসিয়া সংসারহান চালার গিরক আগৈ নাঙহান শ্যামসুন্দর সিংহ, ঔদিন দিনে রূপা পাচহৌ পাংলাক করানিয়ে, গরর বি আহান ইজারা দিয়া আরাক পাচহৌ যোগার করিয়া কলিকাতাৎ উচ্চশিক্ষার সুযোগ এহান লনা পারেসিলগাতা। এমএ তামকরতে হাদি হাদিৎ রূপার প্রয়োজন দেহা দেসে ঔপেই এ সেলকম-বেপারি মহান গিরক এগৈ রূপা দিয়া গাঙ-সমাজর ভবিষ্যতর এ রত্ন এগরে হংকরানিৎ পাংলাক করে গেসেগা।

পিসেদে চাকুরিহান পানায় ড. গিরকে ঔ শ্যামসুন্দর গিরক ঔগর ঔ রূপা ঔতা কৃতজ্ঞতালা হুজানিরকা দিয়া দিতেগা গিরক ঔগৈ গ্রহণ নাকরেসে- 'না, না, মি ঔতা তোরে উদারি দেসিলুতা নাগৈ, তোর সাদে কৃতী সৌ আগরে মি গাঙর অভিভাবক আগ হিসাবে পাংলাক করেসিলুতা।' ড. গিরক ঔপেই গিরক

ঔগর স্মৃতিরক্ষার্থে পিসেদে চেংকুড়িবাগান হাইস্কুলে রূপার অনুদান আহান দিয়া 'শ্যামসুন্দর মেমোরিয়াল লাইব্রেরি' নাঙে স্কুলর লাইব্রেরি আগ খুলে দেসিল।

এমএ পরীক্ষাহান দেনার পিসে ফল নিকুলানির আগেই ১৯৬৩ সালর আগস্ট মাহাৎ শিলচরর কাছাড় কলেজে গিরক অধ্যাপনার কামে যোগদান করেসে। এ কলেজে দশ-এগারো বসর সুনামর সহিত অধ্যাপনা করিয়া ১৯৭৪ সালর জানুয়ারিৎ গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পেয়া গিরক যোগদান করেসেগা। এপেই পনরো-ষোল বসর অধ্যাপনা করানির পিসেদে ১৯৮৯ সালে গিরক ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া যোগদান করেসেগা। এপেইরমা পাচ-ছয় বসর অধ্যাপনা করিয়া ১৯৯৫ সালর ১৫ জুলাই গিরক শিলচরে আয়া আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেসেগা সংস্কৃত বিভাগে, বিভাগীয় প্রধানগ হিসাবে। বাক্সা কত বসর এপেই দক্ষতাল বিভাগীয় প্রধানর কর্তব্য পালন করিয়া ভাষা-অনুষদর অধ্যক্ষগ হিসাবে অবসর গ্রহণ করেসে ২০০৩ সালে।

ড. গিরক কাছাড় কলেজে অধ্যাপনার কামে যোগদান করানির পিসেদে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া কুন্তিরাং জাত এহানরে দুনিয়ার মুঙে ফংকরিয়া পরিচিত করানির নিঙে ১৯৬৫ সালেত্ত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর গজে গবেষণা করানি অকরেসে। তার এ গবেষণা-কামর প্রয়োজনে গিরক এংগে মণিপুরেত্ত চিনকরে ত্রিপুরার রাজ্যপানি পেয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অধ্যুষিত প্রায় হাবি লয়াৎ গিয়া গিয়া তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া, ঔতার ভিত্তিৎ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর গবেষণার লেরিকহান- 'A Study on the Bishnupriya Manipuri Language' নাঙে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৭ সালে জমা দেনার পিসেদে ১৯৬৮ সালে পিএইচডি উপাধিহান পাसे। পিসেদে ড. গিরক তার ঔ গবেষণার লেরিক (Thesis) ঔহানর সংশোধিত রূপহান হিসাবে ফংকরেসিল লেরিকহান অইলতাই- 'The Bishnupriya Manipuri Language'. মূল Thesis ঔহানর হাবিতা এ লেরিক এহানাৎ নেয়নিয়ৈ লেরিক এহান হৌহানাত্ত খানি তত্তাল। বার এ সংশোধিত লেরিক এহানর গজে ভিত্তি করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাৎ ফংকরেসে লেরিকহান অসেতাই- 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা' (১৯৭৭ খ্রি.)।

ড. গিরকে তার গবেষণা-লেরিক ঔহান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়া- ১৯৬৭ সালেত্তই ইকরানি অকরেসে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার ব্যুৎপত্তিমূলক অভিধানহান- 'An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri,' যেহান ১৯৮৬ সালে কলিকাতার পুঁথিপুস্তক প্রকাশনীত্ত শঙ্কর ভট্টাচার্য গিরকে ফংকরেসে। গিরকে পাচ-ছয় বসর ধরিয়া গবেষণা করিয়া ইকরিয়া গিয়া ১৯৭৩ সালে লেরিক এহান নির্দিষ্ট লক্ষ্য আহান পেয়া আঙয়েয়া সম্পূর্ণ করেসে। এ অভিধান এহানাৎ প্রায় দশহাজার ওয়াহির ব্যুৎপত্তি বার তুলনামূলক আলোচনা

করিয়া গেসেগা। শব্দর ব্যুৎপত্তির যেতা যেতা দেহুয়েয়া গেসেগা ঔতা কতিহান সঠিক অসে বা নাসে ঔহান এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করতারা পণ্ডিত গিরিগিথানিয়ে মাংতাইহান। কিন্তুমান, গিরকর অভিধান এহান বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর অমূল্য সম্পদ আহান বার এহানে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেসে।

অভিধান এহানর কামহান লমকরিয়া গিরক ওয়াই সাওয়া বয়া নাখাসে। ভারতীয় দর্শনলো গিরকে গবেষণা করানি অকরেসে। দর্শনর গজে সংস্কৃত ভাষাল পয়লাকার লেরিকহান 'ন্যায়দর্শনবিমর্শঃ', যেহান ১৯৮০ সালে সংস্কৃত বুক ডিপো, কলিকাতাস্ত ফুৎসে। এহানর পিসেদেই সংস্কৃত ভাষাল ফুৎয়া নিকুলেসে বারাণসীর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনেস্ত ১৯৮২ সালে 'শাক্তরবেদান্তে তত্ত্বমীমাংসা' বার বারাণসীর বারাণসেয়া সংস্কৃত সংসদেস্ত ১৯৮৩ সালে 'শাক্তরবেদান্তে জ্ঞানমীমাংসা' লেরিক দ্বিয়হানি। দর্শনর লেরিক এহানি লেংকরানির পিসেদে ড. গিরকে ভারতীয় দর্শনর গজে আরাক খানি বিস্তৃতভাবে গবেষণা করিয়া ১৯৮১ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে 'The Concept of the Absolute in Indian Philosophy' নাঙে গবেষণার লেরিকহান জমা দেসিল ঔহানর গজে ১৯৮২ সালে ডিলিট উপাধিহান পাসিল। এ লেরিক এহান ১৯৯১ সালে বারাণসীর চৌখাম্বা ওরিয়েন্টালিয়া প্রকাশনী সংস্থা উহানাস্ত ফুৎসে। এসাদে করে ড. গিরকে ভারতীয় দর্শনর গজে আরতাউ লেরিক মাহি ইকরিয়া গেসেগা যেতা বিভিন্ন সময়ৎ বিভিন্ন প্রকাশনীয়ে ফুৎকরেসি।

ড. গিরকর অধ্যয়নর বিশেষ ক্ষেত্রহান আসিলতাই ভারতীয় দর্শন। গিরকর ইকরা ভারতীয় দর্শন-বিষয়ক লেরিকর চপ্ ঔতা সংস্কৃত অধ্যয়নর ক্ষেত্রগৎ গিরকর কৃতিত্বর স্বাক্ষর বহন করে, যেতার দ্বারা সংস্কৃত বিষয়র ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক বার পাঠক গিরিগিথানি নিয়াম উপকৃত। বিশেষ করে, ভারতর উত্তর-পূর্বাঞ্চলরমা সংস্কৃত অধ্যয়ন তথা অধ্যাপনা জগতে ড. গিরকর অবদান অপরিসীম। গিরকর সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে এ অঞ্চলর বহু গবেষক পিএইচডি উপাধি পাসি।

১৯৭৫ সালেস্ত ১৯৯১ সাল পেয়া সময়কাল এহানাৎ ড. গিরকে আকবেদে ভারতীয় দর্শনর গজে গবেষণামূলক লেরিক ইকরের, আরাক আকবেদে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা-সাহিত্য-কৃষ্টির গজে বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ, এলা বার রসকীর্তনর গজে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারে লেরিক মাহি ইকরিয়া গেসেগা। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারহানর সামাজিকীকরণ অর্থাৎ আমার কৃষ্টি-সংস্কৃতির লগে জড়িত হাবি ধরনর এলা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারে করানির নিঙে গিরকে সন্ধ্যারতি, মঙ্গলারতি, খুপাখিশেই বার রথর এলালো 'কীর্তনমালা : ১ম খণ্ড'; রাসলীলালো 'কীর্তনমালা : ২য় খণ্ড'; রাখুয়াল বার উদুখললো 'কীর্তনমালা : ৩য় খণ্ড'; পাশাখেলা, জলকেলি,

ঝুলন, হোলি, মাথুর ইত্যাদি দিনর নিতিলো 'কীর্তনমালা : ৪র্থ খণ্ড'; বাসকহানলো 'কীর্তনমালা : ৫ম খণ্ড'; রাতির নিতিলো 'কীর্তনমালা : ৬ষ্ঠ খণ্ড'; গৌরলীলা সংকীর্তনলো 'কীর্তনমালা : ৭ম খণ্ড'; বার পদাবলি কীর্তনলো 'কীর্তনমালা : ৮ম খণ্ড' নাঙে লেরিক ফংকরিয়া গেসেগা। এসাদে করে, ড. গিরকে আস্তা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কৃষ্টিহান নিজর ঠারে পটানির সালে রাত্তি-দিন পরিশ্রম করিয়া নিজর মাটিক ঔনাপা যে হংনাহান করিয়া গেসেগা অবদান এহানরকা আস্তা সমাজহান গিরকরাং কৃতজ্ঞ। গিরকর হংনা এহান কিতায়া সার্থক তথা সফল নাসে, কি কি কারণে সমাজর মানুয়াং বা শিল্পী গিরিগিথানিরাং গিরকর ইকরা ঔতা গ্রহণযোগ্য নাসে বার গিরকর ইকরা এলা ঔতার গুণগত মানর বিচার ঔহান আরাক দিক আহান, ঔতার আলোচনার অবকাশ এপেই নেই। কিন্তুমান ইমাঠারহানরে সামাজিকীকরণ করানির সালে যেহান যেহান করানির প্রয়োজন আসে ঔতা হাবি গিরকে ইকরিয়া যোগার করে দেনারমা কুনো ত্রুটি কিতা নাথয়া করেসে কাম ঔহানরে সমাজহানে কৃতজ্ঞতাল স্মরণ করতাই।

এতা বাদেউ ড. গিরকে আরাক অমর বার অমূল্য কাম কতহান করিয়া সমাজর সম্পদ হিসাবে খদিয়া গেসেগা, যেতাই গিরকরে সমাজর চিন্তাশীল মহলে চিরস্মরণীয় করিয়া খদিতে, ঔ অমূল্য সম্পদ ঔতা অসেতাই- বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ব্যাকরণ, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দুই শতাব্দী, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দিকপাল, শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর সাধুঠাকুর, মহাযোগী আখোইবাবা, শ্রীগোকুলানন্দ গীতিস্বামী, গুরু বিপিন সিংহ, সঙ্গীতগুরু পণ্ডিত মতিলাল সিংহ লেরিক এহানি।

ড. গিরকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষালো গবেষণা করিয়া আকবেদে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা-সাহিত্যর মর্যাদা বাড়াদেসে বার আরাক আকবেদে সমাজর চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী মহলরাং বিদ্যমান সুপ্ত জ্ঞান, প্রতিভারে হজাক করে দিয়া এ বিষয়ে চিন্তার খোরাক যোগা দেসে বার বিচার-বিবেচনা তথা গবেষণা করিল পথগ ইলকরে দেসিল বুলিয়াই সমাজর চিন্তাশীল, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীয়ে চিন্তা-ভাবনা করানি অকরেসিলা। ফলে বানানর ভুল ব্যবহার কিতাউ ধরা পড়ানি অকরেসে, খ্যাতে আনা অকরেসে। বিশেষ করে ক্রিয়াবিভক্তি 'ছ' 'স' ব্যবহারর মতভেদ আহান দেহা দেসে। এ ব্যাপারে কথা চুটি আগ মাতিয়াই ইকরানিহানর যবনিকা টানতৌ।

টলেমি এগ কতি ডাঙর গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ বার বৈজ্ঞানিক আগ। তা পরলা গবেষণা করিয়া আবিষ্কার করেসিলতাই- পৃথিবীগ আকপেই উবা অয়া আসে, সূর্যগ বার আর আর গ্রহ এতা পৃথিবীর চারিয়বেদে বুলতারা। এরে কথা এহানরে কত যুগ যুগ ধরিয়া পৃথিবীর মানুষে যাকরেসিলা, বিশ্বাস করেসিলা বার টলেমিরে দৌগর ডেকি নিংকরেসিলা। পিসেদে কপারনিকাসে নুয়া করে প্রমাণ করিয়া দেহয়া দেসিলতাই- 'সূর্যগ আকপেই উবা অয়া আসে, পৃথিবীগ বার আর আর গ্রহ হাবি

সূর্যগর চারিয়বেদে বুলতারা।' পুহাকে বিপরীত কথাহান। কপারনিকাসে যেবাকা তার নুয়া আবিষ্কারর কথাহান ফংকরিয়া হুয়াদেসিল, ঔবাকা তারে জেলহাজতে বরেইলাগা। এতাপারা পৃথিবীবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আগর প্রমাণ-করা কথা আহানর বিরুদ্ধে পুহাকে উল্টা কথাহান মাতেরতা বুলিয়া। পৃথিবীর যেতা যেতা মানুষে কপারনিকাসর কথাহানরে নাকরেসিলা, তানু তারে দুঃখ-লাংলা, তাড়ান্না দেসি, তার বিরুদ্ধে অনেক কিছু করেসি। কিন্তুমান, লমৈতেহাতে কিহান অইল? কপারনিকাসে মাতেসিল প্রামাণিক কথা ঔহানেই আজিতে হাবিয়ে য়াকরতে বাধ্য অইলা। ঔহানেই চিরন্তন সত্যহান অয়া থাইল।

আমারতাউ, ভাষাবিদ আগৈ গবেষণা করিয়া মাংল ঔহানেই হায়হান, তার কথা ঔহান চিরন্তন সত্যহান, কুনোদিনো ভুল অনাই নুয়ারের বুললে বা নিংকরলে আমি ভুল করতাঙাই। টলেমির ডেকি ভাষাবিদ আগরতাউ ভুল অইতে পারে। সমাজে কপারনিকাসর ডেকি আগ না নিকুলতাই বুলিয়া কিসাদেগৈ মাতে পারেরগ?

নুয়া জিনিস আহান হংকরতেগা বা ঔহানর সম্বন্ধে মাতেগা, পয়লাই য়েগ আওয়ার ঔগরতা ভুল থানার বা অনার সম্ভাবনাও নিয়াম থার। তবে, পিসেদে যতগয়ৌ নির্ভুলভাবে সংশোধন করিয়া নুয়া জিনিস ঔহানরে আগ বাড়িয়া অর্থাৎ আওয়ারে নেকাগা, পয়লার ঔগৈ ভুল করলৌ বা ভুলভাবে কামহানাং আওয়ারেইলৌ ঔগর অবদান অপরিসীম বার চিরস্মরণীয় অয়া থার। সমাজর কবি-সাহিত্যিক গিরিগিথানিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার বানানলো চিন্তা-ভাবনাই নাউ করেসি। ড. গিরকে পিএইচডিহান পেয়া লেরিকহান ফংকরানির পিসেদে তানুরাং খ্যাল-চেতনা আহানিয়ে বিষয় এহানর গজে চিন্তা-ভাবনা করানি অকরেসি। এহানৌ গিরকর অবদান আহান বার তানুর চিন্তা-গবেষণার ফসল ঔহানৌ ড. গিরকর গবেষণা ঔহানর পরিপূরকহান বুলানি য়াকরের। খালকরিয়া চেইক, যে কুনো জিনিস আহানৌ অক, যে কুনো আগৈ হংকরিয়া নিকালেয়া হদেইলে ঔপেই জিনিস ঔহানর গজে আর আর চিন্তাশীল মানুষে চিন্তা-ভাবনা করানি অকরতারা ঔহান স্বাভাবিকহান। যে কুনো মানু আগৈ জিনিস আহানর গজে চিন্তা বা গবেষণা করিয়া নিয়াম হিনপেয়া আবিষ্কার করানির পিসেদে আর আর মানুষে ঔহান দেহিয়া জিনিস ঔহানর গজে যেবাকা চিন্তা-ভাবনা করানি অকরতাই ঔবাকা, তানুরাং সহজভাবেই বরঞ্চ, কুনো ক্রটি-বিচ্যুতি থায়া থাইলে, ঔতা ধরা পড়তৈ ঔহান স্বাভাবিকহান। ঔতারে পরিপূরক পাংলাক হিসাবে ধরিয়া য়াকরিয়া নিলেগাই হাবিতাউ, স্বাভাবিক অর। জিনিস আহান আগৈ হংকরিয়া নিকালেয়া হদেইলে ঔপেই ঔহান দেহিয়া মানুষে চিন্তা করতাই, মন্তব্য করতাই— 'অবায়! এহানৌ আহান বুলিয়া। এহানতে এপেই ভুল অসে, এসাদে অনা থকসিল,

এসাদে অইলৈ হোবাসিল বা আৰতাউ হোবা অইলৈস।' এহান স্বাভাবিকহান।
এহান কিন্তু হিংসা নিন্দা বা ঈৰ্ষা কৰিয়া মাংতাহান নাইগৈ।

ঠিক এসাদে কৰে, ড. সিংহ গিরকে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ঠাৱৰ গজে পয়লা
গবেষণা কৰিয়া এ ঠাৱৰ বানানৰ বিষয়ে পয়লা ইকৰিয়া প্ৰকাশ কৰানিয়ে, ঔহান
পাকৰিয়া সমাজৰ আৰু আৰু চিন্তাশীল মানুহাং এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা
স্বাভাবিকভাবেই আহেহেহান। ঔহান হিংসা কৰিয়া নাইগৈ, ঈৰ্ষা কৰিয়া নাইগৈ। ড.
গিরকে তাৰে গবেষণাৰ বিষয় ঔতা প্ৰকাশ কৰানিৰ মাধ্যমে সমাজৰ চিন্তাশীল
মানুহে চিন্তাৰ খুৱাক আহান জুগা দেসেতা বাৰ বানানৰ এৰে বিষয় এহানাং
সুস্থিৰভাবে চিন্তা কৰানিৰ দুয়াৰহান মুকা দেনাই ভাষাবিদৰাং বিষয়হানৰ গজে
চিন্তা-গবেষণা কৰতে আৰতাউ সহজ-সৰল অয়া সঠিক পথ ঔগদেই বিষয়হান
ইলো যাবগাতা।

ক্ৰিয়াবিভক্তি 'স' বা সাক্ষক 'হ'-গৰ ব্যবহার অৱ বা কৰানিহানো বিষ্ণুপ্ৰিয়া
মণিপুৰী ভাষাৰ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আহান। ঔহানে, এহানেই ড. গিরকৰ সাদে
ভাষাতত্ত্ববিদ আগৰ গৌৰৱৰ তথা মৰ্যাদা বৃদ্ধিৰ কথাহান, গতিকেই গিরকৰ
গবেষণাহানৰ পৰিপূৰক হিসাবে ক্ৰিয়া-বিভক্তি 'স'গ ব্যবহার কৰানিৰ
ধ্বনিতত্ত্বভিত্তিক সিদ্ধান্ত বা যুক্তি এহানাং একমত অয়া বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষা-
সাহিত্যৰ স্ব-বৈশিষ্ট্যৰে ৰক্ষা কৰানি হাবিয়ে পাংলাক কৰিক।

যেতাউ অক, মানু আগৰ জীৱনে দোষ-গুণ, হোবা-সাক্তি থায়া ঔনা। হোবা-
গুণ ঔতাই আমাৰ আলোচ্য বিষয়, মূল্যায়নৰ বিষয়।

বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষা-সাহিত্য-কৃষ্টিৰ বিকাশ বাৰ প্ৰচাৰৰ সালেদে নিজৰ
জীৱনহান উৎসৰ্গ কৰিয়া গেসেগা শ্ৰদ্ধেয় গুণবান গিরক এগ এ জীৱনে তাৰ আশা-
মৌৱাঙ-টটি, কৰ্তব্য-কৰ্ম হাবিতা থুংকৰে নুৱাৱানিৰ গাঠি আগলো ২ জুন ২০১১
খ্ৰিষ্টাব্দ (১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ) সাকলসেলৰ দিনে সেহা পাচ বাজিত ইহধাম
এৰে দিয়া তাৰ ঈলিত ধামে গেলগা। শ্ৰদ্ধেয় গিরকৰ বিদেহী আত্মগৈ চিৰ-শান্তি
পাক, সদাতিথ্যাঙ অক, এহানেই পৰমাত্মাৰাং কামনাহান থাইল।

সুখন্ত সিংহ : কবি, অনুবাদক বাৰো সম্পাদক, আজুনি মণিপুৰী, কাছাড়, আসাম।

স্বাভাৱিক চক্ৰবৰ্তী তত্ত্ববিদগণ চক্ৰবৰ্তী। তত্ত্ববিদগণ চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী
তত্ত্ববিদগণ চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী
। তত্ত্ববিদগণ চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী

চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী
চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী
চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী
চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী চক্ৰবৰ্তী

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকৰ নিঙে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

প্রভাসকান্তি সিংহ

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ এমএ, পিএইচডি, ডিলিট, গীতাচাৰ্য বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী
সমাজৰ কৃতী সন্তান আগ। গিরক কাছাড় জেলাৰ মেহেৰপুৰ লগা পশ্চিম
কচুধৰম গাঙে শিক্ষাৰ পৰিবেশসমৃদ্ধ পৰিবাৰ আহানাত জন্ম অৱস্থা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰে
উন্নতিৰ চৰম শিখৰে বিৰাজ কৰেছিল। গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ডিগ্ৰী
লনিৰ পাছত ১৯৬৩ সনে কলিকাতাৰ যাদবপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক বিজ্ঞান
স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লসিল। ১৯৬৮ সনে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি বাৰো ১৯৮২
সনে বৰ্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিলিট উপাধি লসিল। উপাধি এতা হাবি গিরকৰ
গবেষণাৰ ফল। চাকুৰি জীৱনে গিরক গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ত্ৰিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়
বাৰো শেষ জীৱনে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদফলমণ্ডল লবলৈ আহন
আমাৰ জ্ঞাতৰ গৌৰৱৰ বিষয়হান। উত্তৰ গজে গিরকে নানান গবেষণাৰ কামে
নিজৰে নিয়োজিত কৰেছিল।

নিজে ডাঙৰ শিক্ষাবিদ আগ অনাৰ লগে গিরকে নিজৰ সমাজৰ উন্নতিৰ নিঙে,
নিজৰ ইমাঠাৰ বিকাশৰ সালে পোহক জীৱন এহান কাম কৰিয়া গেলগা।
বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষাতত্ত্বৰ গজে গবেষণা কৰানিৰ মাৰেঙে গিরক পথিকৃৎগ।
ভাৰতীয় দৰ্শন, বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী জাতিৰ ভাষা, সাহিত্য বাৰো সংস্কৃতিৰ গজে
গিরকৰ গবেষণাৰ ফল চিৰদিন হাবিৰে পথ দেখুৱাইছে।

ভাষা-সাহিত্যত লেইৱা জাত আহানৰ ভাঙৰে গিরকৰ ইকরা কবিতা, এলা,
প্ৰবন্ধ, গল্প, ব্যাকৰণ আদিল আমাৰে সমৃদ্ধ কৰিয়া থদেছে। গিরকৰ 'বিষ্ণুপ্ৰিয়া
মণিপুৰী ব্যাকৰণ', 'An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri',
'বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষাতত্ত্বৰ ৰূপৰেখা', 'প্ৰবন্ধমালা', 'The Bishnupriya
manipuris : their Language, Literature and Culture' ইত্যাদি লেখিক আমাৰ
জাতীয় সম্পত্তি। সমাজে শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ নিঙে গিরকৰ লিখাত কৰা 'দিব্যাশ্ৰম'

গিরকৰে চিৰদিন অমৰ কৰিয়া খদিঙৈ। গিরকৰ সংগৃহীত লেখকৰ ভাণ্ডাৰগ পৰস্কাৰ অমূল্য সম্পদ আহান। গিরক নিজৰ কামৰ সালে চিৰদিন সমাজৰ হৃদিত জিহতা অয়া থাইঙৈ।

এতা হাবি গুণৰ সমাহাৰে যে ব্যক্তিত্বহান ঔ ব্যক্তিত্বহানও কোন কোন সময় সমাজৰ মানুৰাং খৌ না হিজেসিল। বিশেষ কৰিয়া গিরকৰ Thesis হানৰে কেন্দ্ৰ কৰিয়া সমাজে নিয়ামপাৰা বিতৰ্ক চলেসিল, নিয়ামপাৰা অপপ্রচাৰ অসিল। থাঙৌ গিরকৰ কৃতিত্ব কোনগৈ হুৰকাং কৰে নুয়াৰেসি। বিশেষ গোষ্ঠী আহানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঔ Thesis হানৰে কেন্দ্ৰ কৰিয়া বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰেসিলা। যেতাই অপপ্রচাৰে মন্ত অসিলা উতাৰ অধিকাংশ মানু নিজে ঔ Thesis উহান পাকৰিয়া চাসিলা বুলিয়া নিঙ নার। গবেষণাকৰ্মত গবেষকৰ মাজে নানা বিষয়ে মতভেদ থায়া ঔনা। প্লেটো অ্যারিস্টটল গাসিৰ ভিতৰে মতভেদ অসিল থাঙৌ কাৰৌ কৃতিত্ব হুৰকাং কৰে কোনগৈ নাদেহেসি। ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহৰ হাবি মতবাদ ষোল আনা সঠিক অইতই এমন কোন কথা নেই। তা থকয়া তাৰ কৃতিত্ব প্রশ্নৰ মুখে আনানি থক নেই।

সমাজৰ উন্নতিৰ সালে, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ সালে ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ গিরক আজীবন কাম কৰে গেলেগাও অজানা কাৰণে সমাজৰ মুৰুসি সংগঠনেস্ত দূৰেই অয়া অসিল। জীবনসায়াহু পেয়া সমাজৰ মুৰুসি সংগঠনৰ তুল দূৰত্ব বজায় থয়া চললেও সমাজেস্ত কুনদিনৌ দূৰেই নাসিল।

সমাজৰ প্ৰতি, সংগঠনৰ প্ৰতি গিরকৰ য়াৰৌ থাগেসিলগা। সমাজৰতাও গিরকৰ গজে য়াৰৌ আসে। গিরক নিয়ামপাৰা অভিমানী মানু আগ। সমাজৰকা বুলিয়া গিরকে নিজৰ হাবিতা সমৰ্পণ কৰিয়া গেলগা। প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰতা যেসাদে সমাজৰ প্ৰতি কৰ্তব্য বা দায়বদ্ধতা থাৰ ঠিক উসাদে সমাজৰতাও ব্যক্তিৰ প্ৰতি কৰ্তব্য খানি থাৰ। ব্যক্তিবিশেষৰ কৰ্ম অনুযায়ী মৰ্যাদা দেনি উহান সমাজৰ কৰ্তব্যহান। সমাজৰ কৰ্তব্য উহান দায়িত্বশীল মুৰুসি সংগঠনৰ মাধ্যমে প্ৰতিফলিত অর। কালীপ্ৰসাদ গিরকৰে মূল্যায়ন কৰানিৰ ক্ষেত্ৰে সমাজৰ দায়িত্বশীল মুৰুসি সংগঠনৰতাও লেইলেক থাগেসেগা বুলিয়া নিঙ অর। বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সমাজ-অন্তঃপ্ৰাণ কৃতী সন্তান ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ গিরকৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জানেইতেগা কথাচুটি আহান নিথশিং অউরি- 'মেঘালাই গুৰিয়া থইলেও বেলিহান তাৰ স্বতেজে স্বমহিমায় দীপ্তমান।'

প্ৰভাসকান্তি সিংহ : বিশিষ্ট লেখক, প্ৰকাশক বাৰো আসাম সরকারৰ উচ্চপদস্থ কৰ্মকৰ্তা, শিলচৰ, আসাম।

পূজনীয় কালীপ্রসাদ গিরকর নিঃশিঙে সুনীলকুমার সিংহ

সমাজ আহানাত ডাঙর জ্ঞানী-গুণী মানু থাইলে উহানেই সমাজহানর মূল পরিচয়হান। উতার গজে শিক্ষকতা লাইন এগত থাইলেতে আর কোন কথাই নেই। আমার সমাজর এসাদে স্তম্ভপুরুষ আগ অইলগাতাই ড. কালীপ্রসাদ সিংহ, যেগর নাঙহান আমার সমাজ বাদেও অন্য সমাজর মানুয়ে চিনেছিলো- ভক্তি করেছিলো।

আশির দশকর প্রথমদিকে মি পাকরানিরকা বুলিয়া মুম্বাইত আছিলুহান, মি হাদি হাদিত সময় পেইলে জুহুস্থিত গুরু দেবেন্দ্র সিংহর ঘরে গেছিলুগা, গিরক উগরতা লেরিকর প্রতি নিয়াম খৌরাঙ আছিল, বিশেষ করে আমার ঠারর বা আমার সমাজ-বিষয়ক লেরিক। উপেই মি ড. কালীপ্রসাদ সিংহর লেঙকরা The Bishnupriya Manipuri Language নাঙর মূল্যবান লেরিক উহান থানি পাকরানির সুযোগ পাছিলু। লেরিক উহান পাকরানির পিছে গিরকর লগ পানার খৌরাঙ আহান মোর মনহানাত হমেইল, মোর সৌভাগ্য মোর মনর আশাহান চালাক অয়া পূরণ অইল। গিরক উবাকা গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত অয়া আছে সময়হান। গরমর বন্ধ আহানাত মি ঘরে আইলু। উবাকা আমি গৌহাটির উলুবারিস্থিত পুলিশ কোয়ার্টারে আছি সময়হান। গিরকে এলার ক্যাসেট আগ হঙকরানির উদ্দেশ্যে হাদি-হাদিত আমার ঘরে আহেছিল। মোর খুন্সী বেয়ক শ্রীমান সুরজিত কারিগরি বিষয় এতাত নিয়াম চৌহাত, তার সহযোগে গিরকে আমার সমাজর প্রচলিত এলা বারো তার লেঙকরা মনশিক্ষার এলাল 'এলার মালা' বুলিয়া পয়লা ক্যাসেট দুগ আহান হঙকরেছিল, যেগি এবাকাও মি ঠিকপেয়া হাদি হাদিত হনৌরি। উহানর পিছে তা আরাকৌ ক্যাসেট নিকালাছিল। যেতা সমাজে সমাদর পাছিল, ও ক্যাসেট উতা কতগর নাঙ অইলগাতাই- মঙ্গলারতি, হোলি, বাসক, সন্ধ্যারতি বারো আধুনিক এলার ক্যাসেট 'বুলুরি মি' ইত্যাদি। পয়লা পয়লাদে

ক্যাসেট নিকালানির সময় মি বাণিজ্যিক দিক উহান চিন্তা করিয়া ক্যাসেট তথা উহানর কভারগ হবা করানিরকা বুলিয়া পরামর্শ দেছিলু যদিও গিরকে উহানাত কান নাদেছিল। ও কথা উহান এবাকাউ মি নিঙশিঙ অউরি। আজি তা নিকালাছে ক্যাসেট সমাজে নিয়াম দুস্ত্রাপ্য। উহানর পিছে পাকরানি লমকরিয়া ১৯৮৭ সালর অক্টোবর মাহাত মি গৌহাটিত স্থায়ীভাবে আইলু। নুয়া উদ্যমে কর্মজগতে হমেইলু। উবাকা সমাজর সেবা হিসাবে ভুবনেশ্বর সাধুঠাকুরর রঙিন পোস্টারশৌ আহান নিকাললু। যেহান কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকে শুভ-উন্মোচন করানিত গিয়া ভাষণে এহান মাতেছিল- “সুনীল, তি ভবিষ্যতে সমাজর আর আর গুণী মানুর পোস্টার নিকালেয়া সমাজর সেবা করিছ।” কিন্তু দুঃখর কথাহান, মি গিরকর বাক্যহান থনি নুয়ারলু। সাধুবার পোস্টারহান নিকালানির পিছে আর অন্যগর পোস্টার নিকালানির ইচ্ছা মনহানান্ত নুকুলিয়া গেলগা। বিভিন্ন সময়ে গিরকর লগে মোর দেহা অছিল। পিছে পিছেদে তা ত্রিপুরা বারো শিলচরর আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করল। শিলচরে গেলগা যেসাদেও তার লগে আকথুরম দেহা করলু। লেরিক বাদে তা অন্য বিষয়র গজে খুব কম কথাই টটরাছিল। আরতা মোর লগে আপনত্ব উহান অছিল হাতে সমাজর দুগ-আগর গজে অভিমান তথা নালিশ করিয়া ভরি মন উহান পাতল করেছিল। পিছে বিভিন্ন কারণে সমাজর বিশেষ শ্রেণি আহানে তারে বেসেপ করে বয়কট করেছিল, যেহানরকা বুলিয়া তা মানসিক অশান্তিত নিয়াম ভুগেছিল। উতার দেহাদেহি নিজর এলাকাগর প্রায় মানুয়ে তারে বয়কট করিয়া চল্লা। শেষ বয়সে তা প্রায় পাগালাগর ডেকি অছিল। মানু দেখলেউ থক চিনে নুয়ারল। উহান দেহিয়া মি নিয়াম দুঃখ পাছিলু। খালকরেছিলু- জ্ঞানী-গুণী মানু এতারতাউ এসাদে দশা অরতাক! ও খেলতাম উহানাত লেরিক দুহান নিকুলেছিল। উহানি আইলগাতাই তার নিজর লেঙকরা ‘মোর জীবন-কাহিনী’ বারো তার ৭০তম জন্মতিথি উপলক্ষে প্রকাশিত সংকলনহান ‘কালীপ্রসাদ সমীক্ষা’। কিন্তু লেরিক উহানিয়ে সমাজর ভিতরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

১৯৯৭ সালে মোর সম্পাদনাত ‘সেলপুঙ’ সংস্কার তরফেস্ত স্মৃতিস্মৃ আহান ফঙছিল। যেহানাত আমার সমাজ তথা অন্য সমাজর বিভিন্ন লেখকরাও লেখারকা বুলিয়া আমি অনুরোধ করেছিলাও, পয়লা লেখাহান আমি কালীপ্রসাদ গিরকরাংত পাছিলাও। লেখা উহান প্রকাশিত অনার পিছে গিরকরে সম্মান জানেয়া আমি সামান্য রূপার Gift Cheque আহান দিয়াপেঠাদিলে গিরকে হারৌ অয়া পুনরায় সংস্কার হবা কামে রূপা উহানি খরচ করিয়ো বুলিয়া ফিরেয়া দেছিল। গিরক উসাদে হবা চিন্তাধারার মানুগ, যেহানে পরবর্তী সময়ে আমারে উৎসাহিত করেছিল। গিরকে দেছিল চিঠি উহানাত এসাদে ইকরেছিল-

স্নেহর সুনীল

তুমার স্মৃতিস্বহানর ছাপা, Get-up হাবি অতি চমৎকার অ'ছে।
তুমার এ সফল উদ্যোগরকা তুমারে প্রচুর ধন্যবাদ জানাউরি। লগে
দেছো Gift Cheque উহান দেহিয়া অত্যন্ত খুশি অইলু এ কারণে যে,
তুমি আধুনিক যুগর তালে ভাল মিলেয়া চলে পারেছো। তুমার এ
সাফল্য বারো চিন্তাধারার উন্নত মানরকা তুমারে আরতাউ ধন্যবাদ।
তুমার এ সাফল্যর স্বীকৃতিস্বরূপ Gift Cheque উহান বারো তুমারে
দিলু, সমাজর হবা কামে লাগেয়ো। মোর স্নেহমমতা থাইল।

ইতি-স্নেহমমতা

শ্রীকালীপ্রসাদ

মি হারপাছু মতে আমার ঠার বারো ইংরেজিত গিরকরতা দ্বি-কুড়িহানর গজে
লেরিক নুকুলেছে উতা বিশেষ করে ভাষাতত্ত্ব, দর্শনশাস্ত্র, জীবনী, ভ্রমণকাহিনি,
প্রবন্ধ, ব্যাকরণ, এলা, শৌর কবিতা ইত্যাদি। সাহিত্যর ক্ষেত্রে গিরকর হারিস্ত
ডাঙর দানহান অইলগাতাই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অভিধান। আরাক ডাঙর কলেবরর
অভিধান আহান ইকরিয়া গেছেগা যেহান প্রকাশর উদ্যোগ নেনা অছে বুলিয়া
হারপেইলু। গিরকর লেরিক বারো লেখার গজে সমালোচনা করানির ধৃষ্টতা উহান
মোরাঙ নেই। মোর মতে তার ডেকি সমাজহানরে দেকুরা দুগ সুয়য়া নেই।
গিরকর লেঙকরা জীবনীস্বহ অইলতাই- শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর সাধুঠাকুর, মহাযোগী
আথোইবাবা, গুরু বিপিন সিংহ, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দিকপাল, সঙ্গীতগুরু পণ্ডিত
মতিলাল সিংহ, শহীদ সুদেষ্ণা সিংহ আদি লেরিকে মোরে নিয়াম উৎসাহিত
করেছিল। পরবর্তী সময়ে মি 'মণিপুরী নর্তনশাস্ত্র বারো গুরু বিপিন সিংহ' লেরিক
উহান ইকরানিত যিতেগা বিশেষ করে গুরু বিপিন সিংহর জীবনী উহান তার
লেরিকহানর গজে সম্বল করিয়া ইকরেছু। দর্শনশাস্ত্রর গজে গিরকর প্রকাশিত
লেরিক অইলগাতাই- ন্যায়দর্শনবিমর্শঃ (সংস্কৃত), শাক্তরবেদান্তে তত্ত্বমীমাংসা
(সংস্কৃত), শাক্তরবেদান্তে জ্ঞানমীমাংসা (সংস্কৃত), Nairatmyavada: The
Buddhist Theory of Not self আদি। দর্শনশাস্ত্রর গজে এমাদিক মূল্যবান
লেরিক ইকরানি সত্তেও উতার আসল মূল্যায়ন উহান করানি নাউ অছে। গিরকর
লেখা 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ব্যাকরণ' বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যর ইতিহাসে ডাঙর
সংযোজন আহান বুলিয়া নিঙকরৌরি। ভ্রমণকাহিনি বুলতে গিরকর একমাত্র
লেরিকহান অইলগাতাই- 'তিন দিনর বাংলাদেশ ভ্রমণ'। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত
লেরিক উহানর ভূমিকাহানাত গিরকে এসাদে লিখেছে- 'এহানেই মোর এ-ধরনর প্রথম রচনাহান। মি ভারতর বিষ্ণুপ্রিয়া
মণিপুরী সমাজর প্রায় হাবি অঞ্চল বুলেছু... ভারতর বাহিরেউ হল্যাঙ-'

অস্ট্রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ দেখেছি। কিন্তু মোর ঔ ভ্রমণকাহিনী উতা মি না ইকরেছ, ইকরানির ইচ্ছাউ মোরাও নাহেছে। অথচ তিনদিনর বাংলাদেশ ভ্রমণর কথা মি ইকরাত বহেছ এহানর কারণ দুহান-প্রথমতঃ বাংলাদেশর মানুরাঙতো মি যে প্রীতি-ভালবাসা পেইলু, উহানর তুলনা নেই। উহানর স্বীকৃতি দেনা উহান মি নিজর কর্তব্যহান বুলিয়া নিঙকররি। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশর হাবি ফামে- সভাস্থলে বা সভাস্থলর বাহিরে উপেইর গিরিগিথানীয়ে ঝাক ঝাক প্রশ্ন উঠেইলা; উতান্ত তানুর মানসিকতা বারো চিন্তাধারা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ের। ভারতর বিষ্ণুপ্রিয়া মুঙে তানুর ঔ মানসিকতা বারো চিন্তাধারা উতা তুলিয়া ধরানি উহানো মি নিয়াম প্রয়োজনীয়হান বুলিয়া নিঙকররি...”।

লেরিকহানর লমইলগা চুটি উগ গিরকে এসাদে ইকরেছিল- “বাংলাদেশর এ স্মৃতিয়ে মোরে চিরদিন আনন্দ দিতই। বিশেষ করিয়া যে যুবকগিয়ে খানাপিনা পাহরিয়া হাসিমুখে মোর লগে লগে আছিল তানুর কথা মি কোনদিন না পাহরতো।” কালীপ্রসাদ সিংহর লেরিকর আরাক ডাঙর বিষয় আহান অছেতা এলার গজে ভিত্তি করিয়া ইকরা লেরিক ‘কীর্তনমালা’। লেরিক উহানরতা মোট ছয়হান খণ্ড আছে। পয়লাকার খণ্ডত আছেতা- ফিরা-গোষ্ঠ, সেন্দ্বা-আরতি, জাগরণর এলা, মঙ্গল-আরতি, খুপাক-ইশেই আদি। দ্বিতীয় খণ্ডত আছেতা- সম্পূর্ণ রাসলীলাহান। তৃতীয় খণ্ডত- রাখুয়াল বারো উদ্বল, চতুর্থ খণ্ডত- নিতিলীলা (দিনর নিতি)। এহানর লগে পরিপূরক ভাগ আহানো নুকুলেছিল। পঞ্চম খণ্ডত- বাসকলীলা বারো ষষ্ঠ খণ্ডত আছেতাই- রাতির নিতিলীলা। লেরিক এতা হাবির প্রকাশকাল ১৯৮৮ সালে ১৯৯২ সাল পেয়া।

‘প্রবন্ধমালা’ মোট তিনহান খণ্ডত নুকুলেছিল। প্রথম খণ্ডত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য বারো ভাষা-সম্পর্কীয় প্রবন্ধ, লগে ভাষণ কতহান প্রকাশ পাছিল। দ্বিতীয় খণ্ডত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ-সম্পর্কীয় প্রবন্ধ বারো তৃতীয় খণ্ডত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সংস্কৃতি-সম্পর্কীয় প্রবন্ধ, লগে ভুবনেশ্বর সাধুঠাকুর, গীতিস্বামী আদির গজে লেঙকরা প্রবন্ধ বারো ভাষণ প্রকাশ পাছিল। ১৯৯৫ সালে ড. সিংহই ‘এলার মালা’ (সম্পূর্ণ) বুলিয়া লেরিক আহান ফণ্ডকরেছিল। উহানাত আছেতাই উদ্বোধনী সঙ্গীত : গণসঙ্গীত, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, ভজন : ভক্তিমূলক সঙ্গীত, রাগপ্রধান ভজন, শিবসঙ্গীত, মাতৃসঙ্গীত বারো আধুনিক সঙ্গীত হাবিতা মিলেয়া মোট আটহান খণ্ড আছে। ড. সিংহই শৌর গজে উসাদে লেরিক নাউ ইকরেছে। ১৯৯৪ সালে দিব্যাত্মমর মারফতে ‘শৌর কবিতা’ বুলিয়া সংকলন আহান সম্পাদনা করেছিল। উহানাত বিশেষ করে গোকুলানন্দ গীতিস্বামী, মদনমোহন মুখোপাধ্যায়, সেনারূপ সিংহ, জগতমোহন সিংহ, ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ, গোপীনাথ সিংহ, শশীকুমার সিংহ, নিরুপমা সিংহ, রেণুকাবালা সিংহ, সন্ধ্যা সিংহ,

শশীমোহন সিংহ, অমর সিংহ, শ্যামানন্দ সিংহ, চন্দ্রবদন সিংহ আদি সমাজের নাট্যকরা লেখকর কবিতা ফাম পাছিল।

‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দুই শতাব্দী’ ২০০২ সালে প্রকাশিত অছিল। মূল্যবান লেরিক এহানে পুরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের ধূল-মূল ইতিহাস আহানর স্বাক্ষর বহন করে। লেরিক উহান সম্পর্কে গিরকে ভূমিকাহানাত এসাদে মাতিয়া গেছেগা—

“মণিপুরে বসবাস করানির সময় আমার সামাজিক ইতিহাস উতা হারপানি আমারাও এবাকা কঠিন অইলেউ, মণিপুরেস্ত আহানির পিছ এহানর ইতিহাসহান হারপানিতে অমাটিক কঠিন নাইব। খানি কঠিন অইলেউ যেহানি আমি বর্তমানে হারপানি পারিয়ার, অন্তত উহানি থদিয়া গেলেগাউ ভবিষ্যৎ প্রজন্মারাও আমি অমাটিক দোষী সাব্যস্ত নাইতাঙাই।”

আকদিন হনলু ড. কালীপ্রসাদ গৌহাটিত আছে। আর সময় না মাঙকরিয়া নির্দিষ্ট ঠিকানাত গিয়া ফৌঅইলুগা। হাদিত বহুদিন নাদেহানির ফলে তাতে মোরে নাউ চিনের। পিছে হারপেইলু, তা মানসিক যন্ত্রণাত খানি আহান হিনপাসে। যেহানউ অক, দেবযানীয়ে মোর পরিচয়হান দিয়া দিল আরো চিনল। সমাজের এসাদে মানু আগর আছে পরিস্থিতি উহান দেহিয়া মনহানাত নিয়াম হিনপেইলু। খালকরলু, দিনে পরলেতে এসাদে অরতাক’! আরতা বারো খালকরউরি ভগবানে দিয়া গেছেগা জীবনর হাবি নিত্যকর্ম এতা পুরা নাইলে টেইপাঙ মানুরতা আলথক বয়সে এসাদে অবস্থা অরতাক’! যেহানও অক, উদিন খানি-মানি আহান য়ারি দিয়া বারো চালাককরে আয়া লগ ধরতউগা বুলিয়া কথা দিয়া উদিনকার মতো বিদায় লইলু। পিছে তানু কাদাতেই আরাক ঘর আগ বদলেয়া উপেই বাক্সা কতমাহা আছিল। মি সময় পেইলেই গিয়া লগ ধরিয়া যৎসামান্য যেহানি পারউরি উহানি সাহায্য করউরি, নাইলেউ মানসিক শাস্তি দেনির চেষ্টা করউরি। মি যিতউগা বুলিয়া খৌরাঙ অয়া বাছেয়া থার উহান দেহিয়া মনহানাত তেৎনেই হারৌ আহান পাছিলু। যেহান মি কথাল ফুকারা নুয়ারউরি। পিছে পিছে তার সুস্থতা উহান দেহিয়া মোরতাউ মনহানাত হারৌ আহান লাগিল। আরাক কথা আহান-মাতানিতে থক নেই, আজির যুগে নিজর জিপুত কইগই মালক বাপকরে অন্তর দিয়া সেবা করতারাতা! এ ক্ষেত্রে তা নিয়াম ভাগ্যবানগ। জিলক দেবযানী বারো জাঙাকে তারে নিয়াম যত্ন করিয়া থছিল, তাউ তানুরে উসাদে জানহান দিয়া বানা পাছিল। ঔ খেলতামে মিউ সুযোগহান চেয়া তার মনর কথাহানি ভিডিও ক্যামেরাগল অতি সাধারণভাবে তুলিয়া থছিলু। যেতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মরকা বুলিয়া ডাঙর সম্পদ আহান বুলিয়া নিংকরউরি। কনাক কালেস্ত অকরিয়া জীবনর অন্তিমকাল পেয়া জীবন এহান বিভিন্ন সংঘর্ষর ভিতরে লালকরিয়া গেছেগা ড.

কালীপ্রসাদৰ ঋণ সমাজে কোনদিনউ হুজে নুয়ারতাই। কিয়া বুয়ে, এ সংঘৰ্ষৰ ভিতৰে থায়াউ তা যে সমস্ত বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সমাজৰ সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰে যে কাম কৰিয়া গেছেগা ও কাম উতা অন্য কোন মানু আগই মনেয়াউ কোনদিন কৰে নুয়ারেছি, আৰতা ভবিষ্যতেউ কোনদিন কৰে পাৰতাই বুলিয়া মি নিঙ নাকৰউরি। এসাদে শুনী মানু আগৰে আমি সমাজে উসাদে উপযুক্ত সন্মান উহান দেনি নুয়ারেছি। উপরন্তু সুযোগ পেইলে কটুক্তি কৰতে কিন্তু পিছপা নাছি। কালী-ইমার প্রসাদ-কালীপ্রসাদ; হায়তাই নাগইতাই ইকৰিয়া সমাজখনৰে ডুবেইল বুলিয়া উপহাস কৰতে দেহেছি। কিন্তু মাততারা উহান নাই, জ্ঞানী মানুয়েহে জ্ঞানী মানুৰ কদৰ হৰপেইতারা। গিরক দূৰদৃষ্টিসম্পন্ন মানুগ আছিল। বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী কৃষ্টিৰে জিহতা কৰিয়া থনিৰ উদ্দেশ্যে 'দিব্যাত্মম'ৰ লিঙখাত কৰেছিল। কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধাৰ কাৰণে তা তাৰ উদ্দেশ্য উহান বাস্তবে রূপায়ণ কৰানি নুয়ারল। এ ব্যৰ্থতা এহানে তাৰে মনে নিয়াম জ্বালা দেছিল। উহান তা এসাদেউ লেখাৰ মাধ্যমে ব্যক্ত কৰেছিল।

তাহাৰে তথাপি দিব্যাত্মমগ কৰে নুয়ারলু এহান মোৰকা কতি ডাঙৰ জ্বালাহান, উনিদি উহান একমাত্র মি জানু কিন্তু মি নিশ্চিত- বিষ্ণুপ্ৰিয়া সমাজৰ যে ঠান সমাজপ্ৰেমিক মহান গিরিগিথানীয়ে সারাজীবন মোৰে জীবন্ত ডহেইলা। তানুরকা এহান অত্যন্ত সুখদায়কহান অইতই। মহান এ বিষ্ণুপ্ৰিয়া জাতৰ সমাজপ্ৰেমিকৰ প্রতি মোৰ শেষ অনুরোধহান- এ জীবনে যেতা জ্বালেইলাইতা জ্বালেয়াউ থাই, মোৰ দেহান্তৰ পিছে কিন্তু শোকসভা কৰিয়া ২/১ মিনিট উবায়া মৌনতা অবলম্বন কৰিয়া পরলোকগত কালীপ্রসাদৰে আৰ জ্বালা নাদিয়ো। আজি ড. কালীপ্রসাদ সিংহ নেইল। কিন্তু ইতিহাসে মাতিয়া যিতইগা তা বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সমাজৰ পয়লা পিএইচডি, ডিলিট উপাধি-পাকুৰা বিষ্ণুপ্ৰিয়া ইমার সুযোগ্য পুতকগ। এবাকা কম কথাত তাৰ জীবনীহান লিখিয়া যানা মানে চুঙগত ঠেলেয়া আন্তি বরানি উহান পাৰা অইতই। আজি তা যেতা কাম কৰিয়া গেলগা উতাৰ মূল্যায়ন শৈনেই ভবিষ্যতে অইতই। লমইতেগা মি করুণাময় ভগবানরাও এহানেই প্রার্থনা কৰউরি, তাৰ বিদেহী আত্মাগ প্রভুৰ চরণথয়া পাক।

সুনীলকুমার সিংহ : চিত্ৰশিল্পী বারো লেখক, গৌহাটি, আসাম।

ବାସନ୍ତରାଜ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ । ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ।
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ।

1. ଅନୁସନ୍ଧାନ : ଉପରୋକ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପଯୋଗୀ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିବା ।
 2. ସଂଗ୍ରହ : ଉପରୋକ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପଯୋଗୀ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିବା ।
 3. ସଂଗ୍ରହ : ଉପରୋକ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପଯୋଗୀ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିବା ।
 4. ସଂଗ୍ରହ : ଉପରୋକ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପଯୋଗୀ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିବା ।
 5. ସଂଗ୍ରହ : ଉପରୋକ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପଯୋଗୀ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିବା ।
 6. ସଂଗ୍ରହ : ଉପରୋକ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପଯୋଗୀ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିବା ।
 7. ସଂଗ୍ରହ : ଉପରୋକ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପଯୋଗୀ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିବା ।
 8. ସଂଗ୍ରହ : ଉପରୋକ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପଯୋଗୀ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିବା ।
 9. ସଂଗ୍ରହ : ଉପରୋକ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପଯୋଗୀ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିବା ।
 10. ସଂଗ୍ରହ : ଉପରୋକ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପଯୋଗୀ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିବା ।

[illegible]

বিস্ময়প্রিয় মণিপুরীর দিকপাল, বিস্ময়প্রিয় মণিপুরীর পথপ্রদর্শক, দার্শনিক, মহামনীষী ড. কালীপ্রসাদ সিংহ, এমএ, পিএইচডি, ডিলিট গিরকর দৌ অনির পৌহন ভারতর মাটিত থায়া বাংলাদেশেস্ত পেইলু। মোর কপালহান। তবে মোর যাযাবর বারো ঠিকানাবিহীন সৈনিকর চাকুরি এহানৌ এহানরকা দায়ী। মি ইকরুরি হায়হান, কিন্তু সমাজর সাহিত্যবিষয়ক বা সামাজিক অন্যান্য অনুষ্ঠান কিতাত নিয়ামপারা ইচ্ছা থাইলেও মোর চাকুরি এহানর সালেদে মি কুনো আহনাত শামিল অ' নুয়ারুরিগা। মি নিয়াম দুঃখ পাউরি কিন্তু উপায় নাপেয়া নিজর কপালহানরে পরথেয়া তুমিলগো অয়া বহুরি। নিজরে সান্ত্বনা দেউরি ২০১৭ সালর মে মাহার (মোর রিটায়ারমেন্টর বছরহান) পিছেদে এতাত যৌঅইতৌগা বুলিয়া।

১৯৭৭ সালে হাইলাকান্দিত অজা ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহর ঠৌরাঙে অনুষ্ঠিত
অছিল কবিসম্মেলনে ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকরে দেহানির পইলা সুযোগ
পাছিলু। সৌম্যমূর্তির অধিকারী আগো, ফেইচম-পাঞ্জাবি পিদিয়া বহেছিল। মি
ষোল্ল বহরর শৌ আগো। ব্রজেন্দ্র অজার রূপক উপমা-আদি অলঙ্কার-সম্বলিত
ভাষা খানি হারপাউরি, খানি হারনাপাউরি। ইমে লালস আহানলো বহেছুতা-
আজি মিও স্বরচিত কবিতা আহান পাঠ করতৌগ বুলিয়া। ঠিক ঐ সময়ত ব্রজেন্দ্র
অজায়-

এতা হাবি জিনিজিনি আমি থাইতেগা,
জোনাকহানউ কিয়া গজে কাইতেগা?
আমারেলো নাইলেতে আধার অয়া থাক,
হাদিত তি গজে কায়া নাঙ পানা নাক।

মাইকগোত কবিতা এহান পাঠ করল। মি জোনাক এহানরে বিসারাত লাগলু। পেইরাক দেখলু, মঞ্চগোত বয়া গিরক আগো মুকসি মুকসি দেৱ। হাৱপেইলু অক নাক, আজিকার এ 'জিনজিনি' কবিতা এহানর লগে নিশ্চয় গিরক

এগোর কোনো যোগসূত্র আহান আছে। খানি পিছেদে গিরক ঔগোই ড. কালীপ্রসাদ নাঙে আয়া ভাষণ দিয়া গেলগা।

ঔদিন পইলা দেখলু বিশ্বর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর উজ্জ্বল নক্ষত্র আগোরে। হুন্দা দেখলুতা- গিরকর লগে মোর সাদানে অজ্ঞাতপরিচয় শৌ আগৈ গিয়া পরিচয় অনার মত সুযোগৌ নেয়ছিল।

ঔবাকা ড. কালীপ্রসাদরেলো সমাজর কংকেই আহানাত নিয়ামপারা বিরূপ সমালোচনা চলেছে সময়হান। মি মিলেয়া চেইলু- এরে সৌম্যমূর্তি, মৃদুভাষী পণ্ডিতপ্রবর গিরক এগই সমাজহানরে বেছে পারেরতা? এতা মোর অবাস্তর ওয়াখাল- সমাজে চলেছিল সমালোচনার মাতুঙ ইলয়া মোর মনহানাত আহেছিলতা। ঔবাকাও গিরকে আর আর য়ারির লগে নিজর গবেষণার বিষয়বস্তুর বিশদ আলোচনা করিয়া সমাজর লগে কোনো অন্যায় নাকরেছু বুলিয়া সাফাই দিল। খানি হারপেইলু, খানি হারনাপেইলু।

ঔদিন মি ‘মনাউরি মি’ বুলিয়া কবিতা আহান পাঠ করতৌগা বুলিয়া নেছিলুগা কিন্তু কবিতা ঔহান মাঙো পরিয়া নিংশিঙর বেরাগাঠুনিঙ মুকা মুকা ইকরাত যিতেগা ঔদিনকারকা আর কালীপ্রসাদরেলো স্মৃতি মস্থন করে নুয়ারলু।

১৯৮০ সালে মোর পইলাকার কবিতা সঙ্কলন ‘অপরাজিতা’ এহান কুংগোই নিকাল দিতৈতা বুলিয়া আংকরতে অজা ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ গিরকে শিলচরর কচুধরমর ‘অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী’র নাঙহান দিয়া নিকালানির যুক্তি দিয়া চিঠি আহান দেছিল। ঔবাকা আসামর গোয়ালপাড়ার গৌরীপুরে ‘অপরাজিতা’র ছাপার কাম চলেরতা। ত্রিপুরার সাপ্তাহিক ‘আমার পৌ’ (অধুনালুপ্ত) পত্রিকাং ‘অপরাজিতা’ তেল্লাম ফণ্ডয়া আহানির বিজ্ঞাপন আহান নিকুলেছিল, অথচ ঔবাকা পেয়া ‘অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী’র স্বত্বাধিকারী অর্থাৎ ড. কালীপ্রসাদ সিংহ কিংবা তার খুলা বেয়ক প্রখ্যাত কবি শ্যামানন্দ সিংহ গিরকর লগে এ ব্যাপারে মোর কোনো আলোচনাও নাছে। যেহানে মাঙে গেলেগা তানু মোরে পরখনিরকা দাত দারেয়া আছি। কারণ, বহু আগে নিকুলেছিল বিজ্ঞাপনহান, অথচ লেরিকহানর নাঙ-সাত নেই।

১৯৮০ সালর আগস্ট মাহার খামতলেদে আকদিন সিঙ্গারির নেহেরু হাইস্কুলর মুঙে ডাঙর খৌ আগোলো ভরিগো অয়া ফৌঅইলুগা, যেপেই শ্যামানন্দ সংস্কৃতর শিক্ষকগো। মোরে দেহিয়া মাতলো- ‘অ বিমল, তি আমার প্রকাশনীঙ ‘অপরাজিতা’ বুলিয়া কবিতা সঙ্কলন আহান নিকালার বুলিয়া বিজ্ঞাপন আহান দেছিলে। অথচ এবাকা পেয়া লেরিকহানারৌ কোনো পৌ নেই।’ সুপ হিন নাপেই দাদা, লেরিকহানলোহে আহেছু নাই বুলিয়া খৌগন্ত লেরিক আহান নিকালেয়া দিয়াইতে লেরিকহান ধরিয়া হারৌর সীমা নেয়য়া মোরে মাতলো- ‘এসাদে ব্লকর মলাটলোতে ‘মালিনী’ কবিতা সঙ্কলন ছাড়া আর না নিকুলেছে।’ বারো মাংলো-

‘হবাইল বিমল, দাদাও (ড. কালীপ্রসাদ) ঘরে আছেছেগো- পরিচয় আহান অইবেগাতা যিকগা।’ ধরমে গিয়া অজাগিরকরে হমা দিলু। অকুতোবিদ্যাবিভূষিত পণ্ডিতপ্রবর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর শিরোচূড়ামণি ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর মুঙে গিয়া তার লগে টটরা পারানির সৌভাগ্যই মোরে রোমান্থিত করলো। অজাগিরকে আংকরলো- ‘অ, তি বিমল, অপরাজিতা বুলিয়া...। ‘দাদা ঔহানলোহে আছেছে নাই’ বুলিয়া শ্যামানন্দদায় মাতলো। কইতে চেইং বুলিয়া লেরিক আহান ধরিয়া চেইলো বারো আপাতদৃষ্টিত ঔ হাকতাকর লেরিকহানর মলাটহানর অঙ্গসজ্জাহান দেহিয়া অজাগিরকে নিয়াম থাকাত দেছিল বারো পিছে পিছেদে তার নিয়ামপারা লেরিকরমা মোর কাচা আতর পইলাকার এ লেরিক এহানর কথা উল্লেখ করে গেছিলগা। অজাগিরকে শ্যামানন্দদারে তানুর প্রকাশনীর হাবি লেরিকর কপি দেনারকা মাতলো। অজাগিরকে দেছিল লেরিক উতা মোর ঘরে এবাকাউ সুরক্ষিত অয়া আছে।

খানা-পিনা লমনির পিছে অজাগিরকে তেত নেয়য়া ইকরে যানার উপদেশ দিল বারো সমাজরকা অবিরত কাম করিয়া যানার প্রেরণা দিল। অজাগিরকে দেখলো, মি তার অনুসৃত বানানপদ্ধতির মাতুঙ ইলয়া ইকরুরি, যেহান এবাকা আসাম সরকার তথা বিদ্বজ্জন-সমাদৃত বানানপদ্ধতিহান। ঔহানে বানানর (ক্রিয়াবিভক্তিত ‘ছ’গো ব্যবহার করানির ব্যাপারে) গজে কিস্তাও না মাতলো।

১৯৮৫ সালে মি মণিপুরেস্তু বদলি অয়া মেঘালয়র তুরাত গেলুগা। য়েপেইন্ত ১৯৮৬ সালে মোর ‘এ কবিতার পারেঙে’র করপেকলো গৌহাটি ইউনিভার্সিটিত অজার কোয়ার্টারে গিয়া ফৌঅইলুগা ভূমিকাহান লনারকা। এহান অজার লগে দ্বিতীয় দেহাহান। ড. কালীপ্রসাদ সিংহ ডাঙর মানু আগো, কিন্তু ডাঙর সানি ঔহান তারাঙ মি কুনোদিন নাদেহেছ। ঔদিনৌ ব্যতিক্রম নেই। ঔদিনৌ মি সাদরে আপ্যায়িত অছিলু। সৌভাগ্যক্রমে ঔদিনৌ কবি শ্যামানন্দ তার উপেই এমএ পরীক্ষা দেনারকা আছেগা। মি নিয়াম হারৌ অইলু।

কালীপ্রসাদ অজার কাদার কোয়ার্টার ঔগো ইউনিভার্সিটির মেইতেই বিভাগর প্রোফেসর আগোর কোয়ার্টারগো। খানি পিছেদে ঔ প্রোফেসর গিরকর মালক গিথানক ঘরে হমেইতেগা বহানিরকা মাতিয়া মোরে দেহুয়েয়া মাতলো ‘মিতেই নি।’ মি মেইতেই ঠারহান টটরাউরি এহান অজাগিরকে হারপাছে, ঔহানলো মোরে মেইতেইগো বুলিয়া পরিচয়হান দিতে হাঙ্ক নাইলতা। মি হমা দিলু। অজাউ মোরে ইশারালো মেইতেই ঠারলো টটরানিরকা মাতলো। অবশ্য নামাতলেও টটরলুইছ। মোর আগে ঔ গিথানক ঔগোই মোরে আংকরলো- কদোওয়াইদগিনো ইবুঙো? (কুরাংকারগো থাং বাবাতে?)

- ঐ জাপিরবনদগিনি (মি জাপিরবনরগো না)
- কাছাড়গি জাপিরবন? (কাছাড়র জাপিরবন?)

—হোই! বুলিয়া আরাকৌ পারিপার্শ্বিক যারি-পরি দেনার পিছেদে ও
গিথানকরাও মোর পরিয়হান দিয়া অজাই মাতলো— দেখলেতা বিষ্ণুপ্রিয়াগো অয়াও
কতি হবা করে মেইতেই ঠারহান টটরারতা। এসাদে সরল মন আহান আছিল
অজাগিরকরাং। ডাঙর ঠেক বুলিল অনুভূতি এহান অজাগিরকর গারিগোত
নেয়ছিল। ফাগি-ফারাঙর ব্যাপারে তা হাবির লগে লেংকাগোর ঠোনা ব্যবহার
করলো।

তুরাস্ত মোর পোস্টিং গৌহাটিত অইল। কিন্তু মোর দুর্ভাগ্যহান, গৌহাটিত
আয়া কালীপ্রসাদ অজারে পা নুয়ারলুগা। ইতিমধ্যে অজার পোস্টিং ত্রিপুরা
ইউনিভার্সিটিত আছে।

মি গৌহাটিত আহানির পিছেদে গৌহাটি ইউনিভার্সিটিত নিয়াম উদ্যমী ছাত্র
কতগো উচ্চশিক্ষারকা আহেছিল। তানুরমা বারপোয়ার গোপীকান্তর কথা মি
নিয়াম হৃদিগো যৌঅয়া নিংশিও অউরি। ‘প্রেরণা’ পত্রিকা মূর্তি পালকরানিত তার
তেতনেই হুন্না অবিস্মরণীয়। তারেলো আমি বহু কিছু করে পারলাওইছ যদি তা
আমারে অকালে বেলেয়া নাগেলগাইছ। তার আত্মার শান্তি কামনা কররি।
বাকিতার মা ধরমর শিবু, ভগতপুরর রূপক, প্রতাপগড়র মানস, হিজলার রানু।
যেতারেলো টিম আহান হংকরিয়া মোর ব্যস্ততম সৈনিকজীবনর হৃদিস্ত সময়
নিকালেয়া ‘প্রেরণা’ বুলিয়া ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা ওহান নিকালানির হুন্না
করেছিল। যেহান দুহান সংখ্যার পিছেদে আর টেইপাঙে থা নুয়ারলো। ওহানরকা
মোর গোয়ালিয়রে পোস্টিং অনা, মাতলু শৌ ওতা হাবি পাশ করিয়া নিকুলিয়া
জাগায় জাগায় সিলনি, হাবির গজে সাহিত্যর প্রতি সমাজর উদাসীন মনোভাব
দায়ী।

যেতাউ অক, ওতার হৃদিত ১৯৯০ সালে অজাগিরক ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিত
গৌহাটি ইউনিভার্সিটিত কুনো কাম আহানলো আহেছিল। মোরে গোপীকান্তই
গিয়া পৌ দিলগা ইউনিভার্সিটির মিটিং হলে অজাই ইউনিভার্সিটির আমার শৌ
উগির লগে বয়া সমাজর বিভিন্ন সমস্যার গজে আলোচনা করতই। মোরেও অজাই
যানারকা মাতেছে। মি পৌহান পানাই ফর্দিয়া ফৌঅইলুগা। আগেকার মাংলু শৌ-
উগি ছাড়াও আরাকৌ শৌহান মাহি গৌহাটি ইউনিভার্সিটিত ফৌঅছিগা; যেতাউ
নিঙলশৌয়ৌ যৌঅছি। মি নিয়াম হরৌ অইলু উচ্চশিক্ষার প্রতি সমাজর
জাগরণহান দেহিয়া বারো সমাজর এরে ভাবি কর্ণধার এতারে দেহিয়া। লগে
অন্তরর অন্তহুলেত্তৌ দুঃখর ঢেউ আগৌ উঠিল। পাকরলু সময়ত ধন-পয়সা
থাইলইহুতে মিও তানুর সাদানে উচ্চশিক্ষা লইলুইছ। ধন-পয়সা নেয়ছিল হাতে
কনাক্ত রুজি-রুটি বিসারেয়া মিলিটারিত আয়া হমেইলুহা। সমাজেস্ত, সামাজিক
ক্রিয়াকলাপেস্ত নিয়ামপারা দূরেইর ডিপার্টমেন্ট আগোত। মন এহান বিবাদিত
অইল। তবে এহানৌ হায়হান, মি এসাদে ডিপার্টমেন্ট আগোত থায়াও হামেশা

চলেয়া যাউরিগাগো। ঠুনিংশা আহান বেলেয়া ভিতরে হমেইলুহা। অজাগিরক আগেস্ত বহেছে, মি খানি ডিল' পরলুগা। অজারে হমাদিয়া মিও বইলুগা।

পুলছি শৌ হাবি যেতা সমাজর ভবিষ্যত কর্ণধার, আকেইগো আকেইগোই সমাজর উন্নতির তরু, সমাজসেবার মূলমন্ত্র হাবি আকেইহান আকেইহানলো আদায় করলা। উপসংহারে অজাগিরকে মহামুনি বেদব্যাসর ঠোনা মাতলো- সমাজরকা বুলিয়া যে হবা কামহান করতারাই ওহানেই পুণ্যহান, বারো যে কামহানে সমাজর মুর নঙতই ওহান পাপহান। সমাজরে হাবির গজর থাকে থয়া কাম করানি এ গুরুমন্ত্র এহান হাবিরে দিল। হুদা মূলমন্ত্র নাগে। জীবনর যথাসবর্ষ সমাজরে দিয়া মহামোক্ষত্বর পথে ইলো গেলগা সমাজর তেতনেই সেবারি ড. কালীপ্রসাদ সিংহ।

নিংশিও অউরি মিয়ে শ্যামানন্দদাই অজার লগে বহেছিলো ওপেইত দিব্যাশ্রমরকা চেংকুড়ি ধরমর তিনমুখীর চাকলা ওগর চারিয়বারাদে নারিকলর গাছ রুয়েয়া বারো জিপগাড়ি দুহান আহান থদিলে রিটায়ারমেন্টর পিছেদেও ইমে আশ্রমহান চলে যিতইগা। মোরকাতে কিতা? শেষকালে বদনরাং (কবি শ্যামানন্দর ঘরর নাঙহান) গিয়া পরতোগাগো। ১৯৮৬ সালে মাতেছিল কথা উহান বর্ণে-বর্ণে ফলপ্রসু করিয়া পচিশ বছর পিছেদে ২০১১ সালে শ্যামানন্দর ওপেইত তার দিব্যদৃষ্টিলো লেংকরা দিব্যজ্যোতির মিঙালে কল্পিত অপূর্ণ হৌপনর 'দিব্যশ্রম'র কাদাত গিয়া দেহরক্ষা করলগা। যেহানর পৌহান মোরে মোর দিল্লির ঘরে চারিদিন পিছেদে দিলতা সুশীলে বাংলাদেশেস্ত। মন এহান বারো আকখুরুম বিষাদিত আইল।

ইচুদিন এহান হুদা অজাগিরকর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া গেলুগা। আজি অজাগিরকর সেবা পানার সুবর্ণ সুযোগ পেইলু। মি রাত্তি মোর ওপেইত পদধূলি বেলাদেনারকা অনুরোধ করলু। অজাই বিরক্তি নাকরলো। অটো আহান ভাড়া করিয়া রাত্তি গৌহাটি ইউনিভার্সিটি কমপ্লেক্সেস্ত প্রায় নয়-দশ কিলোমিটার দূরেইর গৌহাটি বিমানবন্দরর কাদাত মোর আজারার ভাড়াঘরে গিয়া ফৌআইলগা 'প্রেরণা'র সম্পাদক মানসরেলো। মোর শ্রীমতী ওগরে গাঙর নিঙলগো হাঙে চিনলো। হবাবালা পৌ আংকরানির পিছেদে ভাতর সেবা লমকারিয়া রাত্তি প্রায় এগারোটার সময়ত অজাগিরক ওপেইস্ত রওয়ানা দিল। মি চেয়া থাইলু ও সৌম্যমূর্তি অজাগিরকরে; বিশ্বর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর শিরোচূড়ামণি, সমাজর পথপ্রদর্শক, সমাজদরদি ড. কালীপ্রসাদ সিংহর হাতে হাতে 'দূরেই অ' যারগা গাড়িহানাদে। গিরকর সেবা পেয়া ধন্য আইলু। নিয়ামপারা কর্মব্যস্ততার হাদিন্তৌ সময় নিকালেয়া মোর ঘরে আয়া আতিথেয়তা গ্রহণ করিয়া যানাই মি কৃতার্থ আইলু।

১৯৯২-ত বারো গৌহাটিস্ত গোয়ালিয়রে ট্রোলফর অয়া গেলুগা। পিছেদে কাশ্মীর। ১৯৯৭ সালে আইলু পশ্চিমবঙ্গর মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদে আহানির আগ

এহান পেয়া মোর সাহিত্য-সৃষ্টির কালা যুগ আহান বুলিয়া মাততৌ কারণ- এ সময় এহানিত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীৰ সান্নিধ্যন্ত বারো বাংলাৰ আবর্তন্ত দূৰেই অয়া থানাই বারো পরিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতে সাহিত্যন্ত প্রায় সন্ম্যাসজীবন আহান অতিবাহিত করলু। ‘গোয়ালিয়রৰ পথে’ বুলিয়া ভ্রমণকাহিনি আহান পচিশ-ত্রিশ পাতা ইকরিয়া হাদিত মাংকরিয়া বইলু।

১৯৯৮-ৰ খামতলেদে অজারে পৌ দিলু মোর ভ্রমণকাহিনিৰ সঙ্কলন ‘দেশে-দেশান্তরে’ নিকালিউরি বুলিয়া। অজাই হারৌ অয়া মাথলো- ‘নিকালি, মি তাংখা খানি দিয়া পেঠাদিউরি।’ এখুরুম্কার লেরিক এহান ‘দিব্যাশ্রম’ প্রকাশনীন্ত নিকালানিরকা মোরে অজাগিরকে মাতলো। ১৯৯৮ সালে ‘দেশ-দেশান্তরে’ পশ্চিমবঙ্গৰ মুর্শিদাবাদেস্ত মুদ্রিত অয়া দিব্যাশ্রমৰ নাঙে ফঙইল। আকদিন লেরিকৰ পুরুমপুজা আগোলো অজার শিলচরৰ মেহেরপুরৰ ভাড়াঘরে গিয়া ফৌঅইলুগা। অজাগিরক ঔবাকা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিন্ত ট্রান্সফার অয়া শিলচরৰ আসাম ইউনিভার্সিটিন্ত সংস্কৃতৰ হেড অফ দি ডিপার্টমেন্টগো। হমাদিয়া বইলু। অজাই জিলক (পোষ্যকন্যা) দেবযানীৰে ডাহিয়া মাতলো- ‘বিমল আহিল-এ ইমা।’ বহু আগেস্ত চিনেছেগোর সাদানে দেবযানীৰে মোরে গুৰুলো, মাতলো- ‘দাদার য়ারি বাবাই মোরাঙ নিয়ামপারা দেছেগো।’ মি ভাষাগদগদ অইলু, মোর সাদে তুছে আগোরে অজাগিরকে নিংশিঙে থদেছেতা শিচ্চিল নাগৈ, মানুরাঙৌ য়ারি দেহরহান থকছেতা বুলিয়া হারৌৰ নুংশি হেক আগো হমেইল। অজাগিরকৰ বেদে শ্রদ্ধার আহি আকথমলো চেইলু।

১৯৯৮-ৰ খামতলেদে আকদিন বারো অজারাংতো টেলিফোন আহান পেইলু, মাতলো- “বিমল এমারিকার দিব্যাশ্রমৰ ‘সাহিত্যশ্রী’ পুরস্কাররকা পুরস্কার চরন-সমিতিৰে তোর নাঙহান মনোনীত করলা। তি সময়ত আয়া শিলচরে ফৌঅইছগা, তারিখহান মি বাগেইতৌ।” মুর্শিদাবাদেস্ত শিলচর পেয়া আহানি যানার গাড়ির ভাড়াও দেনা অইতই বুলিয়া অজাই বাগেইলো।

মি শিলচরৰ চন্দ্রপুরে পুরস্কার-বিতরণ সমারোহত যথাসময়ত গিয়া ফৌঅইলুগা। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যৰ সেবারি আগোরে ঔদিন অজাগিরকে সাহিত্যিক আগো বুলিয়া স্বীকৃতি দিয়া সম্মানিত করিয়া মোরে মিমাঙে কাকরেছিল। মি বারো আকখুরুম ভাষাগদগদ অইলু।

সভাহান লমনিৰ খানিপ্লারা পিছে মাতলো- ‘বিমল, মোরতা পাথারকান্দিতৌ অনুষ্ঠান আহানাত যানা লাগের। পিছেদে ফোনে টটরতৌ।’ উহান মাতিয়া আগেস্তু রিজার্ভ করিয়া থছে ট্যাক্সিহানাত কায়া গেলগা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ-অন্তঃপ্রাণ ড. কালীপ্রসাদ সিংহ পাথারকান্দিৰ সভাহান নাঙনিত। মি চেয়া থাইলু দূৰেই অ’য়ারগা ট্যাক্সিরূপী রথহানাদে- যে রথহানাত সমাসীন সমাজৰ সারথি ড. কালীপ্রসাদ সিংহ। বাসে গেলগা নাঙ নাইতইগা বুলিয়া ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া শিলচরেস্ত পাথারকান্দিত সভা আহান নাঙনিত যারগাতা। অজাগিরকৰ কথা থনার নিয়ম বারো নীতি এহানে ভক্তকবি তুলসীদাসকৃত রামায়ণৰ দোহা- ‘রঘুকুল রীত

সদা চলি আঁই/ প্রাণ জাঈ পর বচন না জাঈ' উহান নিঃশিঙ অইলু। কথা থনারকা মোর ঘরে গাড়ি ভাড়া করিয়া ভাতর সেবাত গৌহাটিৰ জালুকবারিস্ত আজারাত যানা; কথা থনারকা গাড়ি ভাড়া করিয়া শিলচরেস্ত পাথারকান্দিত সভা নাঙনিত যানা এহান একমাত্র ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকে পারেরতা।

মোর যাযাবরি জীবনর পিছেকার যাত্রা সুদূর ভারত-পাক সীমান্তর পাঞ্জাবর গুরুদাসপুরর 'ডেরা-বাবা-নানকে'। ২০০০ সালে বারো আকখুরুম বাংলার আবর্ত বেলেয়া হিন্দি-পাঞ্জাবি আবর্তত হমেইলুগা। মোর সাহিত্য-সাধনার দ্বিতীয় কৃষ্ণযুগর আরম্ভহান। ঔপেইস্ত দিল্লি। দিল্লিত চারি বছর থায়া ২০০৮ সালে আয়া হমেইলুহা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর ভূস্বৰ্গ কৈলাশহরে। যেপেইস্ত সেংকরে মোর সাহিত্যযাত্রার শুভারম্ভ অইল। ২০১০-র আগরতলা বইমেলাত প্রকাশিত অইল মোর কাব্যগ্রন্থ 'মহাপ্রয়াণর ঔ সীমাহীন পথেদে'। যেহান মি অজাগিরকর নাঙে উৎসর্গ করলু। কিন্তু নিয়াম দুঃখলো আজি ইকরানি নামনা-নামনাও ইকরৌরি যে 'মহাপ্রয়াণর ঔ সীমাহীন পথেদে'র প্রকাশকালে সমাজদরদি ড. কালীপ্রসাদ সিংহ জাগতিক সুখ-দুঃখর উর্ধে থায়া ভাববিহ্বল জগৎ আহানাত বিচরণ করের সময়হান। কবি শিবেন্দ্র সিংহই মোর 'মহাপ্রয়াণর ঔ সীমাহীন পথেদে' ২০১০-র 'কাব্যশ্রী' পুরস্কাররকা মনোনীত অছে বুলিয়া বাগেইলো। পুরস্কারহান গ্রহণ করাত যিতেগা হনলু অজা ধরমে আছে। উনা অনিত গেলুগা। অজারে নাপেইলু। বারো গৌহাটিত গেছেগা বুলিয়া হনলু।

পিছেদে সুশীলরাংত পেইলু অজাগিরকর অনন্তযাত্রাপথে মহাপ্রস্থানর পৌহান। পঞ্চভূতে বিলীন অইল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দরদিপ্রাণ। সমাজর বেলিহান অন্তমিত অইল। কালীপ্রসাদ-যুগর অবসানে সমাজর অধ্যায় আহান লমইল।

বিমল সিংহ : কবি, অনুবাদক; ভারতীয় সীমান্তরক্ষীবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তা, হাইলাকান্দি, আসাম।

মোর নিংশিঙে কীর্তিমান ড. কালীপ্রসাদ সিংহ মণিলাল সিংহ

বাংলাদেশ মণিপুরী যুবকল্যাণ সমিতির চৌরাঙে ‘মণিপুরী যুব মহাসম্মেলন’ আহান হাজ্জানি অছিলতা ১৯৯২ সালে। ১৭ বারো ১৮ এপ্রিল, দ্বিদিনকার অনুষ্ঠানহান। ঔ অনুষ্ঠানে ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকরে প্রধান অতিথিগ হিসাবে বার্তন করানির সিদ্ধান্ত নিলাংগা। উদ্দেশ্যহান, গিরকর সাদে লেখক শিক্ষাবিদ আগরে আনিয়া বাংলাদেশর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী যুবসমাজরে উৎসাহিত করানি। অজাগিরক ঔবাকা ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেছে সময়হান। ডালুরার একিন সমাজকর্মী অভিরামরে দিয়াপেঠেইলাং অজার বার্তনহানল। অভিরামে আগরতলাং নাপেয়া অজাগাছির ঘরে কচুধরমে গিয়া অজারাং বার্তনহান ফৌকরে দেছিলগা। এগদে বারো অনিবার্য কারণে সম্মেলনহান কতদিন পিছেইলাং, কিন্তু তারিখ পিছেইলাং পৌ উহান অজারে বাগা নারলাং, ঔ সমেইং টেলিফোনউ সহজলভ্য নাছিল। অজা বার্তনহান পেয়া যথারীতি ১৭ এপ্রিল তারিখে ফৌঅইলহা। অজা ফৌয়নিরে আমি বিব্রতকর অবস্থা আহানাং পড়লাং। অজারে তারিখহান পিছানির কারণহান মাতানির পিছে অজা নিজে প্রস্তাব আহান দিল আমার সমাজর যুবকরেল ঘরোয়া সিটিং আহান দেনারকা। অজার প্রস্তাব উহান যাকরিয়া মাধবপুরে ললিতকলা একাডেমীগং ১৯ এপ্রিল তারিখে সভা আহানর ব্যবস্থা করলাং।

কালীপ্রসাদ অজার লগে এহান মোর পইলা উনা অনিহান নাগই। অজার লগে মোর পইলা দেহা ত্রিপুরার হালালিং, ১৯৯০ সালে। ত্রিপুরার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য রুহিবৃন্তি শিংলুপে দ্বিদিনকার সম্মেলন আহান ডাহেসিলা হালালিং। যেহানর মূল উদ্যোক্তাগ আছিল প্রয়াত বিমলদা। রুহিবৃন্তি শিংলুপর ঔ অনুষ্ঠানে কালীপ্রসাদ অজা অতিথিগ অয়া আহেছিল। ঔদিন অজাই আমার সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে যে মূল্যবান ভাষণহান দেছিল ঔহান এবাকাউ মোর মনহানাং থাইলে থাইলে বাহের। সুবক্তা আগ হিসাবে অজার পরিচয়হান ঔদিন পেইলু।

অনুষ্ঠান লমনির পিছেকার দিনে হালালির ঘর আগৎ বাংলাদেশর প্রতিনিধি দলর লগের বৈঠক আহান অছিল, যে বৈঠকহানর মধ্যমণিগ অজাগিরক। বৈঠক উহানাৎ বিমলদাও আছিল। ঔ বৈঠকে মি অজারাৎ প্রশ্ন আহান থছিলুতা- আমার মাঝে রাজারগাও বারো মাদইগাও দুহান ঠার চালু আছে, সাহিত্যর ভাষাহান হিসাবে আমি কোন ঠারহান ব্যবহার করতাঙাইতা? অজার সুচিন্তিত মতহান- দ্বিযো ভাষার মিশ্রণ করিয়া সাহিত্য ইকরানি থক। যে কথাহান মান্য করিয়া অজাই তার রচনাৎ নিয়ামপারা মাদইগাও শব্দ প্রয়োগ করেছে। বারো যুব মহাসম্মেলনর প্রসঙ্গৎ আহিক। ১৯ এপ্রিল মাদান ৪ বাজির উগদে সভাহান আরান্ত অইল ললিতকলা একাডেমীগর ভিতরে। মানু নিয়াম না পুলসি, কারণ সভাহানর খবরহান হবা করে প্রচার করানির সময় নাপাছি। ঔ সভাৎ অজাগিরকে আমার সংস্কৃতির নবজাগরণ বারো আমার অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয়ে ডিগল বক্তব্য আহান থছিল। বক্তব্য লমনির পিছে নানান বিষয়ল অজারাৎ প্রশ্ন করলা উপস্থিত সুধিবৃন্দই। তিলকপুর, ঘোড়ামারা, ভানুবিলা, ডালুয়া বারো শ্রীপুরেউ অজারে মিটিং হাজ্জানি অছিল। ২১ এপ্রিলর দিন উহান শ্রীপুরে মিটিংহান লমকরিয়া অজারে কমলপুরে থিলকরে দিলাৎ। মি নুংপাৎ অয়া চিন্তা করলুতা- এতাপারা বিশ্ববিদ্যালয়র প্রফেসার মানু আগ পাসপোর্ট ভিসা ছাড়া বাংলাদেশে আহিল! তার দার্শনিকসুলভ উদাসীনতা বারো শিশুসুলভ মন আহান আছিল বুলিয়াই পাসপোর্ট ভিসার পরোয়া নাকরিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমারে কৃতার্থ করেদিল। অজাগিরকর লগে মোর লমইলগা দেহাহান ২০০০ সালর জানুয়ারি মাহাৎ তিলকপুরে, পৌরির গীতিস্বামী অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে। ঔপেইতৌ ভিসা ছাড়া আহানিহান। অনুষ্ঠানর দ্বিতীয় দিনে 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার উৎপত্তি বারো বিকাশ' এ বিষয় এহানর গজে সারগর্ভ বক্তব্য থছিল।

গেলগা বছর জুন মাহার ২ তারিখে সেক্কার উগদে সিলেটে মণিপুরী সমাজকল্যাণ সমিতির মিটিং আহানাৎ অংশগ্রহণ করিকগা বুলিয়া যিয়ারগা উপেই খাংতা সুশীলর ফোন আহান আহিল। বাগেইল ঔদিন মাদান ৫টার দিকে কালীপ্রসাদ অজা দৌর খয়া পানার পৌহান। পৌহান হুনিয়া গারিগর রকত বরফর সাদে ইঙইল পারা। এসাদে পৌ আহান হুন্তৌ আশা নাকরেছিলু। মোর নিঃশিঙে আহিল ঋষিতুল্য সৌম্যমূর্তি অজাগিরকর মেইথংহান। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাহান যতদিন জিংতা অয়া থাইতই ততদিন কালীপ্রসাদ অজা সমাজর মানুর অন্তরে জিংতা অয়া থাইতই। কীর্তিমানর কোনদিন মরণ নার।

মণিলাল সিংহ : সমাজকর্মী, প্রধান শিক্ষক, ইসলামপুর পিএমপি উচ্চ বিদ্যালয়, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

জড়িয়া পড়িল ধ্রুবতেরাগ রাজকুমার অনিলকৃষ্ণ সিংহ

স্বামী বিবেকানন্দই কথা আহান মাতেছিলতা- ‘আরে! এসেছিস তো একটা দাগ রেখে যা।’ অর্থাৎ পৃথিবী এহানাত জরম অছিলে উহানর প্রমাণ আহান থয়া যাগা। ভাষাতত্ত্ববিদ বারো দার্শনিক ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকে এমনো দাগ থয়া গেলগা যেতা হাজার মনেয়াও কোনদিন কোনগই মুছে নুয়ারতাই, তারে নিংশিং নায়া নুয়ারতাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ এহানাত ড. কালীপ্রসাদ সিংহ সূর্যগর সাদানে উদয় অছিলগ। সূর্যগ উদয় অয়া যেসাদে আধারহান সেচাদের উসাদে কালীপ্রসাদ অজা উদয় অয়া সমাজর অনাচার, ভ্রষ্টাচার, অজ্ঞানতা হাবি দূরেই করানির হন্না করেছিল। বিশ্বজগতে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাত এহানরে পরিচয় করেদেনার যে মহৎ প্রচেষ্টা আহান চালাছিল উহানাত অজাগিরক সফল অছে বুলিয়া মাতানি যাকরের। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর গবেষণার মাধ্যমে অজা কালীপ্রসাদে বিশ্বর মানুসাং আমারে পরিচয় করেদিল। দুহান অভিধানসহ প্রায় ১০০হানর চুয়া লেরিক লেংকরিয়া সারস্বত সমাজে নিজর সম্মানজনক আসন আহান অধিকার করল। এহান আমার সমাজরকা নাপাল করানির বিষয় আহান। অজা ছাত্রজীবনে অত্যন্ত মেধাবীগ অছিল, কিন্তু উহান বুলিয়া হাবিতা বেলেয়া লেরিকে জাবুর দিয়া অছিলগ নাগই। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী স্টুডেন্টস ইউনিয়নর দায়িত্বশীল পদে থয়া আমার পরুয়া বেইবুনিরে সংগঠিত করানিত তার নিয়ামপারা ভূমিকা অছিল। পিছেদে মোর নেতৃত্বে স্টুডেন্টস ইউনিয়নে ইমাঠাররকা যে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন চালেয়া গেছিলগা ও আন্দোলনর জিগ ইন্ধন দিতে অজার গ্রন্থসম্ভারর ডাঙর অবদান আহান অছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর জাগরণে যেসাদে গোকুলানন্দ গীতিস্বামী, আধ্যাত্মিকতাত যেসাদে ভুবনেশ্বর সাধুবাবা, ভাষা-আন্দোলনে যেসাদে শহিদ সুদেষ্ণা, মণিপুরী নাছাত যেসাদে সেনারিক রাজকুমার, বিপিন সিংহ- ঠিক

উসাদে সাহিত্য বারো ভাষা-গবেষণাত ড. কালীপ্রসাদ আমারাং চিরস্মরণীয় অয়া থাইতই। আমাৰে 'বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী' বুলিয়া OBC কমিশনে সিদ্ধান্ত দেহিতা ড. কালীপ্ৰসাদৰ লেখিকৰ গজে ভিত্তি কৰিয়া। আমাৰ সমাজৰ পুৰানা ইতিহাস, আন্দোলনৰ যথার্থ ইতিহাস, সাহিত্যৰ ইতিহাস, পত্ৰিকাৰ ইতিহাস, সমাজৰ অগ্রগতিৰ ইতিহাস, সমাজৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ ইতিহাস তুলিয়া ধৰিয়া আমাৰ পৰবৰ্তী প্ৰজন্মৰ শৌৰ প্ৰতি পূৰ্বসূৰিৰ যথার্থ দায়িত্বহান পালন কৰিয়া গেলগা। আমাৰ সমগ্ৰ সংস্কৃতিৰ এলা আমাৰ ঠাৰে ইকৰিয়া প্ৰচাৰ কৰেছে গিৰকে। রাস, রাখুয়াল, উদুখল, সন্ধ্যাৰতি, মঙ্গলারতি, দিনৰ নিতি, রাত্ৰিৰ নিতি, বাসক, হোলি, সংকীৰ্তন-আদিৰ এলা লেংকৰিয়া, এলাৰ ক্যাসেট প্ৰকাশ কৰিয়া আমাৰ সংস্কৃতিহানৰে সংৰক্ষণ বারো বিকাশ সাধনৰ চেষ্টা কৰেছিল। সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰ এগত তাৰ সাদে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি আগই ভূমিকা থ'নুয়াৰেছি। সৰ্বভাৰতীয় শিক্ষাক্ষেত্ৰে আসামেস্ত ডিলিট উপাধি পাছিতা তিনগ; উতাৰ ভিতৰে ড. কালীপ্ৰসাদ গিৰক আগ। এহান আমাৰ সমাজৰ অন্যতম গৌৰবজনক ইতিহাস আহান।

এসাদে বিভিন্ন দিক দিয়া শ্ৰেষ্ঠত্বৰ অধিকাৰী মানু আগৰে; বহুমুখী প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী মানু আগৰে সমাজৰ কতিপয় মানুয়ে ঈৰ্ষাপৰায়ণ অয়া বিৰোধিতা কৰলা, বিভিন্নভাবে হয়রানি কৰলা, অপবাদ রটেইলা। এসাদে লাঞ্ছনা গঞ্জনা পানা আকয়া অজ্ঞা শেষজীবন উহান অশান্তিৰ জ্বি আগই জ্বলিয়া পুড়িয়া মাৰেম এহানান্ত বিদায় লয়া চিৰশান্তিৰ জগতে গেলগা। আমাৰকা যেতা থদিয়া গেলগা উতাল আমি অনাগত দিন উহানি ঙালয়া পালয়া থা পাৰতাঙাই বুলিয়া আমি বিশ্বাস কৰিয়ার।

রাজকুমার অনিলকৃষ্ণ সিংহ : সভাপতি, নিখিল বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, কাছাড়, আসাম।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ বার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ চন্দ্রকুমার সিংহ

জরম ইলে মরানি লাগের- এহান জগত এহার নিয়মহান, পৃথিবী এহার অধিকাংশ মানু ভোগ অহানরে প্রাধান্য দিতারা। মানু পৃথিবী এহাত জরম ইয়া আহাৰ বিহার করিয়া মরিয়া যিতারাগা। অন্য কোন বারাদে মনোযোগ দেনার সময় তাওরাং নেই। বার খুব কম মানুষেই আহাৰ বিহার রমণ এতা বাদে আরাকৌ কাম-কাজ খানি আছে বুলিয়া নিংকরতারা। নিংকরতারা বুলিয়া নিজর সাধ্যমতো সমাজরে, জাতিরে বারো দেশরে খানি দেনা মনেইতারা। দেনার মানসিকতা অহান সৃষ্টি অর বুলিয়াই তাঙি নিজর অমূল্য সময় মাংকরিয়া, হিন ঙাকুরিয়া দেশ, জাতি বারো সমাজর উন্নতির সালে কাম করিয়া যিতারাগা। ঠিক এসাদে মানু অতার মাঝে আগ ইলতা ড. কালীপ্রসাদ সিংহ।

ড. কালীপ্রসাদ গিরকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আবকচা অবদান থইলেউ গিরকর কোন কোন বক্তব্য সমাজে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি করিছিল। তার ডুম-চারাল থিয়োরি, ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর আগে মণিপুরে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠারহান না হঙিসে, বর্তমান মণিপুর অহান মহাভারতর মণিপুর নাবে- এসারে কথাবার্তা আত্মঘাতী বুলিয়া সমাজর বহু মানুৱাঙ গিরক প্রায় অপাংজ্জয় ইয়া আছিল। যেতাউ অক, গিরকর লগে পয়লা মোর দেখা ইছিলতাই ত্রিপুরার হালালিত। ত্রিপুরার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য রুহিবৃন্তি শিংলুপর দ্বিদিনর কুমেইত। সময়হান ইছিলতা ১৯৯০ সালর ডিসেম্বরর ২৫-২৬ তারিখে। বাংলাদেশে সৈরাচারী এরশাদ সরকার পতনর আন্দোলনর চি যৌপা সময়হান। গিরকর লেখার লগে আগেই পরিচয় আছিল। অনুষ্ঠানে সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে গিরকর লগে বপ আলাপ নাইছিল। এর পরে গিরকে বাংলাদেশে আহেছিল দ্বিমাউ। পয়লাকা আহেছিল ১৯৯২ সালর এপ্রিল মাহাত। দ্বিতীয়বার আহেছিলতা ২০০০ সালে পৌরির গীতিস্বামী অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে। পয়লা যেপাগা আহেছিল অহাত শিববাজারর মণিপুরী ললিতকলা একাডেমিগত বিষ্ণুপ্রিয়া

মণিপুরী যুবকর লগে গিরকর দীর্ঘ আলোচনা আহান ইছিল। বক্তাগ ইমে ড. কালীপ্রসাদ গিরক। ঔদিনর বক্তব্যর প্রধান বিষয়হান ইছিলতা আমার সমাজর অবস্থান, ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর আগে মণিপুরে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠারর অস্তিত্ব নাথানি বার আমার রকতে আর আর জাতর রকতর মিশ্রণ। গিরকর পর্যবেক্ষণর আরাক দিক আহান ইলতাই- আমার মানুর ডাঙর গুণ আহান, যেগই যে অফিসগতউ চাকুরি করক, পদফামহান যেহানউ অক, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষরে তাঙি হবা করে কনভিল করে পারতারা। আর আর জাতর রকত বপিয়া হমানিয়ে আমার জাতে দলাদলি এতা বপিছেতা বুলিয়া আলোচনা সভাত গিরকে স্পষ্ট মাতেছিল। যেতাউ অক, গিরক বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে পয়লাকার ডক্টরেট-ডিম্বিধারীগ, থিসিসর বিষয়হানউ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার গজে। গিরকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার গজে গবেষণা করিয়া ডক্টরেট করানিয়ে গিরকরেল বহু আলোচনা সমালোচনা অছিল। আরাক লক্ষণীয় বিষয় আহান ইলতাই, আমার মানু এতার রক্তমাংসে পাঠাভ্যাস নেইতা। মেইতেইয়ে যেপাগা জাঠিল বিদা বিদা মাতলা বিষ্ণুপ্রিয়া এতা মণিপুরী নাবে- অহাত এসারে বক্তব্য হনানির পিছেউ আমার শিক্ষিত মানুরাং বিষয় এতাল খানি লেরিক চানা বার লেখালেখি করানি থক এসারে কোন মানসিকতা সৃষ্টি ইতে নাদেখলাং। ইমে ভারতে কতগ, এগদে বাংলাদেশে গনলে আত বারা আহর আমুনি পাচগ সু নাইব। লেখালেখি নাকরলেউ বিষয় এতা সম্পর্কে মতামত দেনা বার অযোগ্য ইলেউ যে দুগ আগই লেখালেখির হংনা করতারা তাঙরে উৎসাহ দেনাতে থাক কুংগই কতিহান পরখানি এতা আলোচনার বিষয় আছিল। এহান জাতিসত্তার প্রতি তাঙর দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বার জাতহান রসাতলে যাকগা মি জিৎতা ইলে লমিল- এসারে চরম স্বার্থপর মানসিকতার পরিচয় আহান পারাঙ। যেহান জাতি আহান হঙকরতে বার আগেদে কাকেই কারতে জ্বর বাধাহান হিসাবে এপাগাউ কাম করের। এসারে জাতি আহর প্রতি, সংস্কৃতির প্রতি, ঠারর প্রতি চরম উদাসীনতা জাত আহানর কাজে এতা হবা লক্ষণ নাবে। এসারে অবস্থাত কালীপ্রসাদ গিরকর বক্তব্য অর্থাৎ ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর আগে মণিপুরে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠার না হঙিসে; বর্তমান মণিপুর এহান মহাভারতে ইকরিছি মণিপুর অহান নাবে- ইত্যাদি বিতর্কিত বিষয় অতার রেফারেন্স দিয়া মেইতেইয়ে আমার বিরুদ্ধে কলম চালিতারা। ২০০২ সালে ভারতর শিলচরে International Bishnupriya Manipuri History Seminar খৌরাঙ করেছিল। নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মহাসভায়। অরে ইতিহাসর সেমিনার অহাত মি প্রবন্ধ আহান উপস্থাপন করানির সুযোগ পাছিল। মোর প্রবন্ধহার শিরোনামহান আছিলতাই ‘মণিপুর : আযীয় সংস্কৃতির লীলাভূমি’। বিভিন্ন তথ্য বার উপাত্তল মি মোর প্রবন্ধহাত উপস্থাপন করলু, উত্তর-পূর্ব ভারতর বর্তমান মণিপুর এহানেই মহাভারতে উল্লেখ আছে মণিপুর অহান। অরে প্রবন্ধ অহার গজে মুক্ত আলোচনা করানির সুযোগ দিয়াছিল। পয়লাই আলোচনা করলগ ড. কালীপ্রসাদ গিরকে। গিরকে বক্তব্যর অকরাগত মাতল, গত প্রায় ৩০ বছর যাবৎ গিরকে সমাজর

এসারে ফোরামে আহানির সেপ নাপাছে। এরে সেপ এহান করেদিলাগ বাংলাদেশর সমাজসেবী ডাঙরিয়া পদ্মাসেন গিরকে। পদ্মাসেন গিরকর বার্তনে ড. কালীপ্রসাদ গিরক এরে ইতিহাসর সেমিনারে আহেছেতা। যেতাউ অক, মোর প্রবন্ধর বিষয়বস্তু অতা প্রায় হাবি মানুর হৃদির কথা, কিন্তু তথ্যভিত্তিক অন্য কোন উপস্থাপনা নেইছিল। অহানে সেমিনারে আছিল হাবি মানু উদযীব ইয়া বাসেয়া আছিল। ড. কালীপ্রসাদ গিরকে কিহান মাতের অহান হুনারি কাঙ্গে। অবশ্য সেমিনারর আগর দিনে রাতি মোর প্রবন্ধ অহান শিলচরর ডাঙরিয়া সুশীল গিরকে (নাগাল্যান্ডর শিক্ষা বিভাগর প্রাক্তন পরিচালক) পাকরিয়া যুক্তিপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশিত ইছে বুলিয়া মত দিয়াছিল। আচানকর বিষয়হান, ড. কালীপ্রসাদ গিরকে অরে প্রবন্ধ অহানর গঙ্গে কোন আলোচনা বা প্রতিবাদ না করল। অন্য কোন আগরৌ কোন বিষয়ে প্রতিবাদ না করলা। রবীন্দ্রনাথর 'চিত্রাঙ্গদা'ত যে মণিপুরর কথাহান মাতানি ইছে ও মণিপুর অহান উড়িষ্যার মণিপুরহান বুলিয়া উল্লেখ করিয়া কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ গিরকে মোর বক্তব্যর লগে দ্বিমত পোষণ করিছিল। মোর উপস্থাপিত প্রবন্ধ অহাত যে তথ্য সন্নিবেশিত অছিল অরে তথ্য অতা শ্রোতা হাবিয়ে সাদরে গ্রহণ করেছিল। সেশনর সভামাপু শ্রদ্ধেয় সুশীল সিংহ গিরকে ঘোষণা করেদিলা যুক্তি খণ্ডন বা তথ্যবিভ্রান্তির কোন বিষয় থাইলে বক্তব্য দেনার সুযোগ আছে বুলিয়া। কালীপ্রসাদ গিরকে ইতিহাসর বিভিন্ন উপাদান নিয়া আলোচনা করলেউ 'মহাভারতর মণিপুর' সম্পর্কে কোন আলোচনা নাকরেছিল।

এহাত বিষয় আহান উল্লেখ করানি একরের, যে কোন কারণেউ অক কোন বিষয় আহান মাতে বেলে বা লিখে বেলে বিষয় অহার পক্ষে যুক্তি উবা করানি অহানই নিয়মহান। কিন্তু লাল-চুম হারনেই, থকিছে না-থকিছে হারনেই, সেত্য-মিথ্যা হারনেই মাতলু অহান মাতলুহান। অহার পিছে নানা অজুহাত, যুক্তি, কষ্টকল্পিত কাহিনি এতা মাততে দেখরাং, যেহান আধুনিক মানসিকতাহান নাবে। দশ বছর আগে মাতেছু কথাহান এপাগা প্রাপ্ত তথ্যল বিবেচনা করিয়া চেইতে অহান চুম নাইছেহান ধরা পড়ের। এসারে কাফামে লগে লগে বক্তব্যহান চুমকরিয়া মাতানি থকর, অহান কোন অপরাধহান নাবে, দোষর বিষয়হান নাবে। ড. কালীপ্রসাদ গিরকে বিষয় এতা সেঙকরেদিয়া যানা থকিছিল। অহান ইলে তারে নিয়া বিতর্ক সৃষ্টি ইছিল অতাউ অবসান ইল অইস। যেতাউ অক, গিরকর কর্মকাণ্ডই মাততই সমাজে গিরকর অবস্থানহান কুরাও। লমিতেগা বার মাতুরি গিরকে আবকচা আবকচা সমাজরে দিয়া গেছেগা, যেতা সংরক্ষণ বার চর্চা করানি জবর দরকার।

চন্দ্রকুমার সিংহ : প্রাবন্ধিক, গবেষক বারো প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, মণিপুরী সমাজকল্যাণ সমিতি, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

কাদান্ত কালীপ্রসাদদারে অনিতা সিংহ

মানু প্রতিভা আকেইহানলো জরম লইতারা পৃথিবী এহানাত, কোটি কোটি মানুর হাদিত কোন আকেইগো। জরম লইতারা যোগী-ঋষি, মুনি, মহাপুরুষ আকেইগো- বেলিহানর সাদে হাবি বারা ঙালকরিয়া। উসাদে জরম লছিল কালীপ্রসাদদা, এ টেইপাঙে। বেলিহানর সাদে ঙালছিল সমাজ এহানাত। ভারতর উত্তরপূর্বাঞ্চল এগোত গিরকর সাদে শিক্ষিত গুণী বিরল বুলানি য়াকরের। উহানে হয়তো অংশ আহান মানুয়ে গিরকর উগোদে চা' নুয়ারলাতা। চা' নুয়ারানির ফলে এতাপারা গুণী মানু আগোর সমালোচনাউ করলা কোন কোন গিরিগিথানিয়ে। দিন আহান মাতেছিল, “অনিতা, লেরিক না তামকরিয়া গাঙে দোকান আগো দিয়া বহেছি উতাই পেয়া মোর গবেষণার লেরিক উতার সমালোচনা করে পারতারা, মাস্তুরাতা মি উনি আমার ভাষা এহানরে বাংলার উপভাষাহান বুলেছ। কোন লেরিকে কোনগোই এসাদে অক্ষর আগো দেহাদে নুয়ারতাই যে মি আমার ভাষাহানরে বাংলার উপভাষাহান বুলেছ বুলিয়া।” এ মিথ্যা অপবাদর দুঃখ এহান তার অন্তরে চিরদিন থা গেলগা।

দাদাগিরকর লগে মোর পয়লাকার দেহা গৌহাটিত। ১৯৮৭ সালে গৌহাটি ইউনিভার্সিটির কোয়ারটারে। ‘কাকেই’ পত্রিকার পাংলাকরকা গিরিগিথানির দুয়ারে দুয়ারে যিতেগা দাদাগিরকর লগে উনা অনির সুযোগ পাছিল। কালীপ্রসাদদার লগে ভাতিজি আগোউ আছিল লেরিক তামকরিয়া। কালীপ্রসাদদাই বহু উপদেশ জ্ঞান দেছিল, চলার পথে পথ দেহাছিল। তার ঔ পথ উগো ইলয়া আজি পেয়া ‘কাকেই’ চলিয়া আছে। তবে কুং হেরেদে দাদার লগে আমার সম্পর্ক এহান অন্ত ঘনিষ্ঠ অছিল মাতানি চিলছে। গৌহাটিত উনা অনির থাংনাস্ত আমার ঘরে আনা যানা চলিল। পিছেদে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিত যোগ দিয়া আহিল আগরতলাত। নুয়ারা অইলেই পৌ দিলো যানারকা। দাপদিয়া গেলাংগা। একইবারে নিজরগোর সাদে

চললাং। এতাপারা ডাঙরিয়া গুণী মানু আগো আমার সাদে লেইরা ঘরে আহে আহে থাইলগা। আমি তার চরণধূলি পানার খৌরাঙলো থাইলাং। পিছেদে বারো ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি এরেদিয়া গেলগা আসাম ইউনিভার্সিটিত, শিলচরে থাইলগা। আমার লগে আনা যানা ঘনছিলতা তার লেরিক কতহান আমার প্রেসগোত ছাপানি অছিল, প্রফ কিতা চানার দরকারে, উহানৌ কারণ আহান। লেরিক ছাপেইল উতায়তা কোনদিন কোন হিসাব আমি নাকরেছি। তা হিসাব করে করে দিলো।

কালীপ্রসাদদাই যেতা যেতা মাতেছিল হাবি অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেলগা। মাতেছিল- নিজর প্রেস আগো নাথাইলে পত্রিকাহান চালানি নুয়ারতাই। প্রেসগো করানির পিছে মাতের নিজর ঘর আগো ছাড়া ভাড়া ঘরে প্রেসগো চালানি হিনপেইতাই। পিছেদে প্রেসগোরকা নিজস্ব ভিটাশৌ আগো করানি অইল। দুগো আগোই বদানাম করলা কালীপ্রসাদ গিরকে প্রেসগোর ভিটা কিতা লুয়াদিলো বুলিয়া। কালীপ্রসাদদা জবর হিসাবি মানু আগো আছিলগো। গিরকে বিনালে কোন পয়সা আহান খরচ নাকরলো। লেরিকর পয়সা ছাড়া গিরকে কোন তাংখা নাউ দেছে। তবে তিন বছর আহান 'কাকেই' পত্রিকার কাগজর পয়সা চালেইলো। পত্রিকাহান তাঙখার সালে বন্ধ অনার পথে আছিল উবাকা। গিরকর চিন্তা আহান আছিল কিসাদে লেরিক ছাপানি বারো আশ্রম করানি। চলিতাউ সাধারণভাবে। দেবযানীরে জিলকগো করে আনানির আগ পেয়া জবর সাধারণভাবে চলিল। বাংলাদেশি কম দামি ফুতি পিদলো। ডাঙর অনুষ্ঠান ছাড়া ইস্তরি ফুতি নাউ পিদলো। হামেশা নিরামিষ খেইলো। উতার মাঝে ভাতর লগে যে কোন আকতা ভাতর গজে দিয়া রাখলো। হৌ কিতা কিতা আহান না। উহানে ব্লাডপ্রেসার কিতা নেয়ছিল। আগরতলাত থাইতে ১০৮ ডিগ্রি তাপহান কায়াউ কিতা আহান নাছিল। দেবযানী আহানির পিছেদে খানার চাকচার আমূল পরিবর্তন অইল, ফলে ব্লাডপ্রেসার, ডায়াবেটিসে কিতাই পেইলোতা।

দেবযানীরে আনানির পিঠিত তার ডাঙর হৌপন আহান আছিল- গিরকে স্বামী বিবেকানন্দর জীবনাদর্শ অনুসরণ করিয়া তার সাদে খানি অনা। আরাকৌ খৌরাঙ আহান আছিলহানে রবীন্দ্রনাথর সাদে কবি আগো অনা, বারো শান্তিনিকেতনর সাদে আশ্রম আহান করানি। উসাদে কারণ উতাই গিরকে সংসারধর্ম নাকরিয়া চিরকুমারগো অয়া আছিল। সংসারধর্ম করলে বিভিন্ন বাধাবিল্ল ঘটতই, ফলে তার খৌরাঙ বাস্তবে পালকরে নুয়ারতই, উসাদে চিন্তা করিয়া গিরকে শিলচরে 'দিব্যাশ্রম' বুলিয়া আশ্রম আহানর লিংখাত করেছিলতা। আশা করেছিলতা ও দিব্যাশ্রমর প্রাকৃতিক পরিবেশে রাস রাখোয়াল করানি। আশ্রমে স্কুল থানা, হাসপাতাল থানা, ডাকুলা ইশালপার এলা হিকানির কেন্দ্র আগো থানা, উতার লগে স্কুল, লগে সমাজর ছাত্রছাত্রী থানার হোস্টেল। ধর্মনগরে শনিছড়াত আশ্রম আহান থাইতই, ও আশ্রম উহানেই হেডকোয়ারটারগো। গাড়ি আহান

থাইতই, ঔ গাড়ি উহানলো হাবি আশ্রমে বুলে বুলে তত্ত্বাবধান করতইগা। আশ্রম করানিরকা কৈলাশহরে রেডিও সেন্টারগোর কাদার মহাদেবর থলি উগোর কাদার বি উতা চেইলোগা, কমলপুরে দেবীছড়াত আশ্রম আহান আছে উহানৌ চেইলোগা। ঔ দেবীছড়ার আশ্রম উহানর ঘর উগোরকাতে খানি তাংখা-নিকলৌ পাংলাক করেছিল। এসাদে আশালো বুকগো বাধিয়া সমাজ এহানর ভিতরে চলেছিলতা কালীপ্রসাদদা। হার নাপেইলা সমাজর মানুয়ে। শনিছড়াত আশ্রমর হেড অফিসগো করানির কারণহানতে আমার ঘর শনিছড়ার টিল্লার গাঙে, উহানর কাদাত, উহানে।

১৯৯৮ সালর মাপা উগোদে কালীপ্রসাদদা খানি খানি নিরাশ আহান অনা অকরলো। কিয়া বুল্লে শেষ জীবনে কুংগই চেইতাই। দাদাগিরকর নিরাশ উহান দেহিয়া মাতেছিলাং- আমার লগে থাইতেই, আমি চেইতাঙাই। 'কাকেই' পত্রিকার বর্তমান অফিসগো হঙকরলাং উবাকা কোঠা আগো তারকা হঙকরেছিলাং। খালকরেছিলাং আমার গজে বাবাউ (মোর হৌরক) নেয়ইল, তা বাবা সাকয়া থাইলেতে জবর হবা। জবর হারৌ অছিল হুনিয়া। মাতেছিল শেষ জীবনে আহিয়া থাইতইগা। পিছেদে দেবযানীরে জিলকগো করে গ্রহণ করানির পিছেদে হাবিগোদে পরিবর্তন আহান বৌবরনহানর সাদে তার জীবনে আহিল। তার বেইবুনিরাংত আরাকৌ দূরেই অইল। খরচর স্বাধীনতা খানি নাপেইলো। ফলে ধর্মনগর, কৈলাশহর, কমলপুর এতাত আশ্রম করানির হৌপন হৌপন অয়া থা'গেলগা, টেইপাঙে রূপ দিয়া নুয়ারলো। ত্রিপুরাস্ত শিলচরে যানার পিছেদে দেবযানী আছিলি উবাকা, ঘন ঘন টেলিফোন করিয়া মাতলো, চালাক করে আহো। যেহান অইলেউ আমারে আগে হুয়েইলো, বাগেইলো। আমিযৌ গেলাংগা। খানি তাপ উঠেছে। মনহান নিরাশাই বুজেছে। দেবযানীরে কিসাদে লোহঙ দেনা, তা কিসাদে থাইতই এতা এতা। আমি যানাই বালা অইল তাপে কিতাই। হাঙ্তা আহান থাইলাং। বুঝেইলাং, আমি থাইতে কিস্তা আহান না খালকরিছ। আমার কথা হুনিয়া হারৌ অয়া কাদলো। মাতলো আশ্রম কিতা ভারত সেবাশ্রমরাং দিয়াদিতৌ। উবাকা হয়তো নিজর বেইবুনি কিতারে নিংশিং অয়া পন্তেইলো পাউরি, পিছে মতহান পরিবর্তন করলো। যেতাউ অক, কথা দিয়া আইলাং তা আমার লগে থাইতই। পিছেদে দেবযানীর লোহঙ অইল। তা জিলকর লগে থাইলগা। আমরাং আহানি কিতা কমইল। তার অন্তরর নিরাশার জ্বি উগো দেখলাং দাউ দাউ করিয়া জ্বলিল। বিফলে গেলগা তার হৌপন।

গিরক দৌ অনার ৬-৭ মাহা আগে মানুরাংত হুনাংতা কালীপ্রসাদদা কচুধরমে তার দিব্যাশ্রমে আহিয়া আছিলগা। জবর হিনপেয়া আছিল উনি, দেবযানীর হেইমাক গৌহাটিত থাইতার। উপেই পানিগো মাহি অর বুলিয়া তা শিলচরর আশ্রমে আহিয়া আছিলগা। হুনিয়া ঘরে আলোচনা করিয়া ঠিক করলাং

কালীপ্রসাদদারে দেছিলাং কথা উহান থইক বুলিয়া, অর্থাৎ আমার লগে থানি। মোর পতিদেব কৃষ্ণমণি গেলগা কালীপ্রসাদদারে আনাত, কচুধরমর দিব্যাশ্রমে। গিয়া দেহেরগা কালীপ্রসাদদা চেয়ার আহানাত বয়া আছে। বেয়কে বহকে তালাবি করতারা। আমার ঘরে আনানির প্রস্তাবহান দেনাই বহকরে বারো বেয়করে ডাহিয়া হনুয়েয়া হক চেলয়া কাদেছে উনি এহান মাতে মাতে- কৃষ্ণমণি আহেছে মোরে নেনাত, তানুরাং মি থাইতৌগা।

কিন্তু নাহিল। তা ৫-৬ দিন থায়া জিলক দেবযানীর ঘরে গৌহাটিত বারো গেছিলগা। মোর পতিদেব কৃষ্ণমণিয়ে জবর অনুরোধ করেছে আমরাং আহানিরকা, কিন্তু নাকরেছে। খাংতা আকদিন কালীপ্রসাদদার মহাপ্রয়াণর পৌহান পেইলাং। কালীপ্রসাদদার নশ্বর দেহগো দৌ অইলৌ তার আত্মাগো অনশ্বর অয়া আছে তার লেরিকে, তার এলাত, তার দিব্যাশ্রমর গাছর ছেয়াত, বুলে বুলে...।

অনিতা সিংহ : সম্পাদিকা, কাকেই পত্রিকা, ধর্মনগর, ত্রিপুরা।

স্বর্গীয় অজা কালীপ্রসাদ গিরকর নিঃশিৎ-তর্পণ

ড. তরুণকুমার সিংহ

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর হাগহানাত ইন্ডাল ঙালয়া যে যে শ্রেষ্ঠ মণি কতগ আহেছিল। উতার মা ড. কালীপ্রসাদ অজা আগ। সমগ্র বাঙালি জাত এহানরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে যেসাদে বিশ্বর দরবারে উবা করে দিল ঠিক উসাদে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাত এহানরেউ ড. কালীপ্রসাদ অজাগিরকে বিশ্বর আঙর থংচিলে উবা করেদেছেগ। অজাগিরক আজি আমার হাদিত নেই— এহান মি কোনমতেই বিশ্বাস নাকররি। যদিও দেহাগ জাগতিক নিয়মে ইহধাম এরা দিল, তবুও তার অমরকীর্তি, করপেক, অক-লৌকরে করেগেছেগ। কামর মা তা হামেসাই জিৎতা অয়া থাইতে। বিষ্ণুপ্রিয়া ইমার এরে পুতক এগর মরণ কোন দিনও অ'নারের।

অজাগিরকর লগে মোর পয়লা দেহা অছিল স্বর্গীয় অজা প্রসন্ন সিংহর শ্রাদ্ধরমা। তার সংস্পর্শে অয়া মি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতলো এমএ ভর্তি অইলু। অজা উবাকা ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করলো। গিরক যে কতি মহান গুণী মানুষ তার কাদাত নাগেলগ। হার নাপেইলুইস। তার জ্ঞানর ভাঙর উগ দেহিয়া মি মুগ্ধ অইলু বারো খাঙও লাগলু— তার জীবনর ত্যাগ বারো তপস্যার অংতা দেহিয়া। গিরক সংসারধর্মন্ত বিরত থায়া সমাজধর্ম সংস্কার বারো রক্ষার মা আজীবন সেবারিত থেঙছে। মরে তথা আর পরয়ালকেইরে নানান উৎসাহ দিয়া উচফাম তালকরানির হামেসা থৌতাল দিল। যেহানাত মি নিজে নিয়াম অনুপ্রানিত অয়া আগুয়াছিলু— খানি আহান সফলও অ পারলু বুলিয়া নিংকররি। অজাগিরকর টানে আগরতলাত তার কোয়ার্টারে মি নিক্কা গেলুগ। লেরিকর যারি-পরি দেনারকা, সমাজর নানান সমস্যার যারিও দিল, লগে উতার সমাধান দেহা দিল। অকখুরম বিষয় আহান বুঝাদিলে আর লেরিক চানা না লাগিল, যে কোন প্রশ্ন তারাং আংকরলে নিয়াম হারৌ অয়া উতার উত্তর ব্যাখ্যাসহকারে মধু ডালিয়া বুঝা দিল। আজি ক্ষণে ক্ষণে মোর নিঃশিঙে আহের তার বাচনভঙ্গি, তার বাগাদেনার অংতা—

হাদিত দিল মুকসি উতা- পিঠির মা দিল মাঠিয়া উতা। এসাদে করে মি এমএ দ্বিতীয় বর্ষে কাইলু উপেইত অজাগিরক আসাম বিশ্ববিদ্যালয়রমা অধ্যাপনারকা আকুবালা গেলগা। মি জবর মনে হিনপেইলু। বুজ্জিল বরা অয়া আছিলুগ হুদালা অইলু পাৰা। কিন্তু অজাগিরকরে মরাংত দুৱেই অনি নাদলু- সবসময় তার লগে যোগাযোগ থইলু। তার ইলকরা পথগই মর পথগ বুলিয়া নিংকরলু। ফলস্বরূপ ত্ৰিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়েস্ত সংস্কৃতলো এমএ পরীক্ষাত প্রথম শ্রেণিত প্রথম স্থান পেইলু। মর পরীক্ষার ফলর পৌহান পেয়া অজাগিরক জবর হারৌ অছিল- উহানরকা নিয়াম থাকাত জানেইল। পরবর্তী সময়ত তার পাংকালপা অনুপ্রেরণা পেয়া তার ঠৌনা গবেষণা করানিত মনোনিবেশ করলু। তার অধীনে চারিবছর তেৎনেই হুৎনা করিয়া মর গবেষণার কামহান সম্পূর্ণ করলু। এহানাত অজার অবদান মি চিরদিন স্মরণ করতৌ।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতর উচ্চশিক্ষার আধার লেইফামে পয়লাকার বর্তিগ ঙালকরেছিল অজা ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরক। তার কীর্তির সীমাসংখ্যা নেই- গবেষণার বিষয়হান যদিও ভাষাতত্ত্ব তবুও কাকেই কাৱেছে হাবি ক্ষেত্ৰর মা। এৱে জাতরে মিমাঙে কাকরানির কাজে অজাগিরকর হুৎনা দেহিয়া মি নুংপাং অইলু। অজার করপেক হুৎকরিয়া যে তথ্য পেইলু উতা মৱে নিয়াম উপকার করল- মনে করুৱি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজৱেও শইনেই চাংখল কৱে থাইব। এৱে ঠই সুনায়্যা আছি হুৎ জাত এহানর ভাষা-সাহিত্য-ৰুহিবুন্তির নিয়ামপাৱা ঐতিহাসিক তথ্য পুলকরিয়া অজাগিরকে আমাৱে লাহল মুঙেদে আগুয়ান কৱে দিয়াছে। তার রচনা সম্ভাৱ আমাৱ সমাজর অমূল্য সম্পদ- তার রচনাৱ আমাৱে পদে পদে নিংশিং কৰুৱাৱ জাতীয় সম্ভাহানৱে, নিংশিং কৰুৱাৱ জিংতাৱা থানাৱ মাহাত্ম্যহানৱে। তার বহুমুখী প্রতিভাৱ সালেদে আজি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাত এহান আৱ আৱ জাতর লগে মান্না অনিৱ হুৎনা কৱে পাৱেৱ। অজাগিরক মনে-প্রাণে আমাৱ হাবিতা আমাৱ ঠাৱে অক এহান জবর মনাছিল। উহানে আমাৱ হাবি পৰ্যায়র এলা অনুবাদে খেঙছিল। নিয়ামপাৱা মৌলিক এলাও লেঙকৱেছে যেতা 'কালীপ্রসাদীসঙ্গীত' নাঙে পৱিচিতি পাছে। ৱাসলীলা বাৱো ৱাখোয়াল আমাৱ ঠাৱে লেংকরিয়া ৱাসধাৱী গুৱ শ্ৰীমতী গিথানকৱ পাংলাকে কলাসৱ বাৱো আগৱতলা মাটিত পৱিবেশন কৰুৱাছিল।

অজাগিরক তি ধন্য এৱে বিষ্ণুপ্রিয়া ইমাৱ আয়ৌপা পুতক আগ হিসাবে। তৱ মিহল বুজা পাংকাল আমাৱ সিংলেয়ে রকত অলয়া দাপদক- এৱে পঞ্চবিষ্ণুপ্রিয়াৱ ফিৱাল বিশ্বমিমাঙে ফৱদক। এৱে অকনেই বাজুমাৱা তাংখুনা তৰ্পণ এহানি মোৱ হুদিৱ কনুঙেস্ত অজাৱ নিঙে কাতকৱৱি।

ড. তৰুণকুমাৱ সিংহ : সহকাৰী অধ্যাপক, আশেদকৱ কলেজ, ফটিকৱায়, উত্তৰ ত্ৰিপুরা।

দিকদর্শক লালফামি ড. কালীপ্রসাদ শিবেন্দ্র সিংহ

২০০৭ খ্রিস্টাব্দে মি কি চিন্তা আহানল ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর গজে
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী শায়েরি আহান এসাদে ইকরেসিলুতা-

বন্ধ নাকরি ড. কালী খুলেসিলে তি যে দুয়ারহান...৩

দূরেই নাকরি কল্করানি হিক ডাঙর কর তর মনহান...২

বন্ধ নাকরি ড. কালী খুলেসিলে তি যে দুয়ারহান।

‘কি চিন্তা আহানল’ বুলেসু উহান এহানল যে, পত্রিকাং ড. গিরকর
সাক্ষাৎকার আহান ফণ্ডকরানির ব্যাপারে মোর ইকরা চিঠির উত্তর দিতেগা ড. সিংহ
গিরকে তার চিঠি মোরে মাতেসিল- ‘মি নিরুদ্দেশ যাত্রা কররি, কুমপেই থাইতৌ
কুন ঠাই ঠিকানা নেই...।’ ড. কালীপ্রসাদ গিরকে কুন দুঃখল ইকরেসে মি
বৌনেই, পাকরিয়া মোরতাও দুঃখ লাগিল, কিয়াকা এ বয়সে নিরুদ্দেশ যাত্রা
করতইতা এ চিন্তা করতে করতে মি গজে ইকরা শায়েরি এহান গিরকর উদ্দেশে
ইকরেসিলু। ‘যে দুয়ারহান খুলেদিলে আজি চিরদিন খুলা থাক’- এ অমর এলার
গীতিকার ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরক আজি হুতুমৌ তার লব্ধ জ্ঞানর ভাঙরগ থেসে
ফামর হাবি দুয়ার খিড়কি খুলেদিয়া গেলগা চিরদিনরকা। হায় চিরদিনরকা। কবি,
সাহিত্যিক, গীতিকার, গবেষক বার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারর একনিষ্ঠ লালফামি ড.
কালীপ্রসাদ সিংহ গিরক ২ জুন ২০১১খ্রি. সাকলসেলর দিনে ৭৭ বসর বয়সে
তারই হংকরা কাছাড়র মেহেরপুর লয়ার পশ্চিম কচুধরমর দিব্যাশ্রমে দৌ অইলেও
তার লালফামর হাবি চিনত্ দিব্যাশ্রম, সরকারগর বার সমাজর ফামে ফামে থয়া
গেলগা। জাত আহানর উল্লতিত, অস্তিত্ব রক্ষাত বার নাপাল করতে যে যে দিক
লাগের ঔতা হাবি থদেনারকা গিরক আমার সমাজর দিকদর্শক আগ। গিরক যে
লালফামি আগ ঔহানর প্রমাণ মাততে গেলগা মোরতা মনে পরের, মোর
সম্পাদনাত ফণ্ডসিল ‘বিশল্যকরণী’ ছয় মাহিয়া সাহিত্য পত্রিকার ২য় বসর পইলা

সংখ্যার সম্পাদকীয়র এরে লাইন এহানি “মনে থনা হবা, আমি আমার ঠারল টটরেয়ার এহানই আমার ঠারহান জিংতা করানির পইলা লালফামহান, ঠিক উসাদে আমার ঠারে ইকরানি বার পাকরানি এহানই আমার ঠারহান জিংতা করানির পইলা বার অন্তিম লালফামহান। মানে আমার ঠারে টটরানি, ইকরানি বার পাকরানি এহানই আমার ঠারহান জিংতা করানির হাবিস্ত ডাঙর পাঙকাল্পা লালফামহান।” এ লালফাম যতদিন থাইতৈ আমার ঠারহান ততদিন থাইতৈ বার এ লালফামর গতি যত বারা পারতাঙাই তত আমার ঠারহান প্রচার বার প্রসার করে পারতাঙাই। ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরক আমার ঠারর একনিষ্ঠ লালফামি আগ। আমার শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি বার সামাজিক সংস্কারর লগে ভাষাতত্ত্বর গজে ইকরা গিরকর লেরিককুচই আমার সাহিত্যর ভাণ্ডারগ বার প্রায় ত্রিশহাজার শব্দ-সম্বলিত গিরকর আমার ঠারর অভিধান উহানই আমার ঠারর শব্দর ভাণ্ডারগ। গিরকে আমার ঠারর শব্দ, যেতাল টটরেয়ার ঔ শব্দ ঔতা বিশ্বর কুন কুন ঠারেস্ত আহেসে উতাও হিসাব থদিয়া গেসেগা। গিরকর কথাই আমার ঠারে সংস্কৃত, বাংলা, অসমিয়া, হিন্দি, নেপালি, ওড়িয়া, মারাঠি, আরবি, পারশি, মেইতেই বার ইংরেজি শব্দও হমেয়া আমার ঠারহানর ভাণ্ডারগ চাংখল অসেতা।

এ সাহিত্যিক বার গবেষক গিরক এগ বিংশ শতাব্দীর আমার সমাজর উল্লেখযোগ্য মানুরমা যামপারা উল্লেখযোগ্য গিরক আগ। বেদ-বেদান্ত বার ভারতীয় দর্শনর গজে হবা মিল্লেঙ থকুৱা ড. সিংহ গিরকরতা ইংরেজি, অসমিয়া বার আমার ঠারর প্রায় ৭২হান লেরিক ইকরিয়া গেসেগা বার আরতাও করপেখ আজিও না ফুগুয়া আসে। গিরকর ভাষাতত্ত্বর লেরিকহান যেহান সমাজে বহু বসর ধরিয়া বিতর্কিত অয়া আসে ঔ লেরিকহান The Bishnupriya Manipuri Language আজি নুয়া করে মিল্লেঙ দেনার দরকার আসে বুলিয়া মনে অর।

আজি এ গিরকর ইকরার গজে নুয়া মিল্লেঙ দিয়া আলোচনা করানির সময় অইল। গিরকর লেরিক সংগ্রহ করিয়া গিরকর চিন্তাধারারে বাস্তবায়ন করানি এহানই আমার সাহিত্যিক বার পাঠকর একান্ত দায়িত্ব বার কর্তব্যহান।

শিবেন্দ্র সিংহ : কবি বারো সম্পাদক, বিশল্যকরণী, শিলচর, আসাম।

ড. কালীপ্রসাদ অজার নিঙে দ্বি-আকচুটি

ডা. সুকুমার সিংহ বিমল

‘ড. কালীপ্রসাদ সিংহ’ নাঙ এহানর লগে মোর পরিচয় ১৯৮৭ সালে An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri লেরিক এহানর মাধ্যমে। পিছেদে তার অন্যান্য লেরিকৌ পাকরানির সুযোগ ইছিল। লেরিক অতা পাকরিয়া অজাগিরকর লগে মুঙামুঙি সাক্ষাৎ অনার খৌরাং আহান মনহাত, জাগেছিল। অজাগিরকর লগে সশরীরে পরিচয় ইলুতা ২০০০ সালে, পৌরিয়ে খৌরাঙ করিছিল। গোকুলানন্দ গীতিস্বামী অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানহান আরাঙ অনার খানি পিছে অজা অনুষ্ঠানস্থলে আহিয়া উপস্থিত ইলগা। জারর পরহান, চিতারা-মাকারা নাগা চাদর আহান উরিয়া আহিছিল। অজারেউ অতিথিগ করিয়া মঞ্চগত কাকরানি ইল। মঞ্চগত অজাই মিয়ে কাদাকাদি বহানির সুবাদে বাক্সা কথা ততারানির সুযোগ ইছিল। বিশ্ববিদ্যালয়র অধ্যাপক তথা বিভাগীয় প্রধান আগ ইছে বুলিয়া গারিগত বিন্দুমাত্র গরিমা আহান নাদেখলু। অনুষ্ঠানর দ্বিদিন পিছে ডালুয়াত গিয়াছিলগা অজা। অহাত পৌরির সম্পাদক সুশীলে মিয়ে অজার লগে য়ারিপরি দিকগা বুলিয়া গেলাংগা। মোর খুলি বনক বিমলা আছিরাং আছিলগা অজা। গিয়া দেখলাংগা অজা ড্রইংরুমগত বহিয়া আছে, তারে কুইকরিয়া আরাকৌ মানু। অজাই কথাপ্রসঙ্গে ঔদিন মাতিছিলতা- মিতে আমার সমাজর জীবন্ত এনসাইক্লোপেডিয়াহান নাই। কথা এহান হুনিয়া খানি অবাক ইছিলু, নিজরে নিজে এসারে দাবি করানি অহান কতিহান চুনা অরতা! পিছে অবশ্য মি উপইলু অজাই কথা অহান মাতিয়া খুব বেশি ভুল নাকরিছে। ভাষাতত্ত্ব, সমাজ, সংস্কৃতি, ভারতীয় দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে অজার অগাধ পাণ্ডিত্য অহানর পরিচয় তার রচনাসম্ভারর মাঝে থয়া গিয়াছেগা। হান্তে এসাদে ব্যক্তি আগই নিজরে এনসাইক্লোপেডিয়াহান বুলিয়া দাবি করলে লাল নাইতই বুলিয়া নিংকররি।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার উৎপত্তি বারো সাহিত্য ইকরতে গিয়া ক্রিয়াপদে 'ছ' ব্যবহার করানি এতা বিষয়ল সমাজে অজ্ঞা বিতর্কিত অয়া আছিল। সমাজর ডাঙর অংশ আহানে অজ্ঞারে প্রায় বয়কট করিছিল। অনুষ্ঠানে অজ্ঞারে বার্তন নাদলা, তার অনুষ্ঠানেউ মানু নাহিলা। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহে লাঞ্ছিতউ করানি অছিল বুলিয়া হুনলাং। সমাজর বরেন্য ব্যক্তি আগর প্রতি এসাদে আচরণ কোনমতেই কাম্যহান নাবে। তার মতর লগে হাবিয়ে সহমত পোষণ করতাই বা তার মতর বিরোধিতা করানিয়েই লাগতই এসাদে কোন নিয়ম নেই। শত বিতর্কিত অইলেউ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা-গবেষণার ক্ষেত্রে কালীপ্রসাদ অজ্ঞা পথিকৃৎগ- এহান হাবিয়ে স্বীকার করানি লাগতই। সমাজ নিয়া তার চিন্তাভাবনা তার 'প্রবন্ধমালা'র মাঝে মেয়েক সেঙয়া ফঙিছে। সমাজ এহানরে মিমাঙে কাকরতে গেলেগা কিতা করানি থক, কিতা করানি থকনেই অতা হাবির দিকনির্দেশনা 'প্রবন্ধমালা'র মাঝে পারাং।

বাংলাদেশে পইলা যে গিরকলকেয়ে পত্র-পত্রিকা নিকালিয়া ইমার ঠারে সাহিত্যচর্চা করানির টেংখা আহান আরাঙ করিছিল তাঙরে চিঠি লেখিয়া, লেরিক পত্র-পত্রিকা দিয়াপেঠুয়িয়া কালীপ্রসাদ অজ্ঞাই আবোকচা উৎসাহিত করিছিল। এসাদে বিরল প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আগরে সমাজে যেসারে সম্মান দেনার কথা ঔ সম্মান অহান আমি সমাজর মানুয়ে দিয়া নুয়ারলাং। এ ব্যর্থতা এহানর কাজে পরবর্তী প্রজন্মর শৌয়ে আমারে কোনদিন ক্ষমা নাকরতাই। অজ্ঞাগিরকর রচনাসম্ভার আমার সমাজর জাতীয় সম্পদ। এরে জাতীয় সম্পদ এতা সংরক্ষণ করানি বারো পরবর্তী প্রজন্মরাং সিলকরানি জরুরি। অজ্ঞার অপ্রকাশিত করপেক আবোকচা আছে বুলিয়া হুনলাং। সমাজর জাতীয় স্বার্থে তার অপ্রকাশিত লেখা প্রকাশ করানির থৌরাং নেনা অহান সময়র দাবিহান। অজ্ঞাগিরকরে মোর লিপিং হমা।

ডা. সুকুমার সিংহ বিমল : মেডিক্যাল অফিসার, সরকারি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র, শমশেরনগর বারো সভাপতি, পৌরি।

অমৃতস্য পুত্রা সুশীলকুমার সিংহ

পৃথিবী এহাৎ সময় সময়ে এমন মানু জরম ইতারা যেতাই কোন মহৎ আদর্শ আহান গ্রহণ করিয়া আদর্শ অহানরে মুঙে থয়া কাকেই কারতারা। তাঙি আদর্শ অহানরে এমনৌ চেৎকরে ধরিয়া থইতারা বুললে শত আসুলা-পিসুলি দিলেউ আদর্শ অহানাৎত ব্যক্তি অগ খেয়রা যানার কোন ডর নাথার। প্রখ্যাত দার্শনিক, গবেষক, লেখক বারো ভারততত্ত্ববিদ ড. কালীপ্রসাদ সিংহ ঠিক অসারে ব্যক্তিত্ব আগ, যেগই জীবনর অন্তিম খেলতামহান পেয়া মহৎ আদর্শ আহানরে কলকরিয়া জিঙতা ইয়া আসিল। তার আপাত গম্ভীর মেইখঙ অহানর আরুমে আসিল শৌর সাদে সারল্য, আসিল মানুর প্রতি দরদ-বুজা মন আহান। তার চরম শত্রু অতাউ মুঙে আহিলে তারে সমীহ সম্ভম নাকরিয়া নুয়ারলা।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ। মি ৬ষ্ঠ শ্রেণিৎ পাকরুরি সময়হান। মামার (গল্পকার সুরেন্দ্রকুমার সিংহ) লেরিকর আলমারিগৎ আকদিন খাৎদা আমার ঠারর লেরিক আহান বিসারিয়া পেইলু। বাংলা ব্যাকরণর কারক-বিভক্তি, শব্দরূপ, ধাতুরূপ ইত্যাদি বিষয় অতা আমার ঠারে লিখিসি। লেরিকহানর নাঙহান ইসেতা 'বিশ্বপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা'। কনাক মনে হিসাব আহান মিলানি নুয়ারলু, ব্যাকরণর লেরিকহানর নাঙহান ভাষাতত্ত্বর রূপরেখা ইসেতা কিদিয়া। যেতাউ অক, হারৌ আহান লাগিল আমার ঠারেউ ব্যাকরণ আসে বুলিয়া। লেখক ড. কালীপ্রসাদ সিংহর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আহান মনহাৎ সৃষ্টি ইল। পিছেদে এলার মালা, কবিতামালা, প্রবন্ধমালা পাকরানির সুযোগ পেইলু। ঔ লেরিক অতাই মোরে আমার সাহিত্যর প্রতি কতিহান আকর্ষণ করল বুললে বছরহান লেহে আকমাউ ইন্ডিয়াৎ গিয়া লেরিক সংগ্রহ নাকরিয়া থা নুয়ারুরি।

কালীপ্রসাদ অজারে পইলা দেখলুতা ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে আহিসিল অহাৎ। এ দিন এহানর কথা মি কোনদিন পাহরে নুয়ারুরি। দুঃখজনক ঘটনা

আহান ঘটসিল দিন এহাৎ। মোর প্রিয় লেখক আগরে কুম্পাগা দেখতৌতা খৌরাং আহানল বাসিয়া আসিলু। মাধবপুরে ললিতকলা একাডেমিগৎ অজারেল মিটিং আহান করতাই বুলিয়া খবর পেয়া মারুপ অসীম, রণজিৎদা (ঘোড়ামারার অকালপ্রয়াত সমাজকর্মী) বারো মি সালুইলাং। কালীপ্রসাদ অজার ভাষণহান হুনিয়া তিনগি ঘরে আলয়া আহিলাং। ঘরে আহিয়া পড়ানিয়ে চুঙগ ভালিয়া বরন পড়ানি অকরল। ভাত খানাৎ বহিসু অহাৎ খাংদা লৌদালৌদি আহান হুনিয়া বারে নুকুলিয়া আহিলু। হুনলু রণজিৎদা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ইয়া দৌ ইয়া পড়িসেগা। মোর গারিগর রম হাবি উবা ইল। এহান কি কথাহান! এক্বাকা মাধবপুরেৎত আহিল মানু অগ কিসাদে মরিলতা? আতহান ধয়া দাবদিলু রণজিৎদাগাসিরাং। রণজিৎদারে মাংকলহাৎ নিকালিয়া জাতাজাতি করতারা জিংতা করে পারবাতা না কিতা বুলিয়া। কিন্তু হাবির প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেদিয়া রণজিৎদা অনন্তপথেদে যাত্রা করল।

পিছর দিন অহান বিয়ানে ঘোড়ামারার দক্ষিণ মাগুপে অজারেল মিটিং আহান আয়োজন করলাং ঘোড়ামারার যুবকে তিলয়া। মিটিঙে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার উৎপত্তি, আমার প্রাচীন লোকসাহিত্যর নিদর্শন, আমার ঠারে সাহিত্যচর্চা ইত্যাদি বিষয়ে অজাই ডিগল বক্তৃতা আহান দিল। বক্তৃতার পিছে প্রশ্নোত্তরপর্ব আহানৌ আসিল। ঔ দিন মি অজার সাক্ষাৎকার আহানৌ লুয়াসিলু যেহান অজার 'তিন দিনর বাংলাদেশ ভ্রমণ' লেরিক অহাৎ আসে।

অজার লগে দ্বিতীয় দেহাহান শিলচরে, ১৯৯৯ সালে। পৌরির পঞ্চমত পূর্ণিমায়াসর দিনে আমার ঠারর লেরিকর প্রদর্শনী আহান করিক বুলিয়া লেরিক সংগ্রহ করানির কাজে মি শিলচরে গেলুগা। পইলাই দেহা করলুগা কালীপ্রসাদ অজার লগে। ঔ সময়ৎ অজা শিলচর টাউনে ভাড়া ঘর আগৎ আসিল। অজারে মোর আহানির উদ্দেশ্যহান মাতলু বারো অজাই আমার উদ্যোগ অহানরে স্বাগত জানুয়িল। পিছে মাতল, মোর লেরিকতে এপেই নেই, গাঙে আমার ঘরে যানা লাগতই। পিছর দিনে মাদানে ট্যাক্সি আহান রিজার্ভ করিয়া তানুর ঘর তালকরে সালুইলাং। ঘরে গিয়া অজার খুলা বেয়ক শ্যামানন্দ কাকার লগে পরিচয় ইল। অজার লাইব্রেরি অগ দেখিয়া মিতে হতবাক। ভারতীয় দর্শনর গজে অজার সংগ্রহ অহান রীতিমত ঈর্ষণীর বিষয় আহান। দর্শনর গজে অজার লেংকরা লেরিক অতাউ থারিয়াৎ হাজা হাজা থুয়াসি। মি কল্পনাউ নাকরিসু এতা হাবি দর্শনর লেরিক অজাই লিখিসে বুলিয়া। অজাই লিখিসে আমার ঠারর হাবি লেরিকর দ্বি তিন কপি করে আনলু, লগে Etymological Dictionary অহানৌ তিন কপি আনলু। শিলচরে বাসাহাৎ আহিয়া হিসাব করিয়া প্রায় চারহাজার টাকার লেরিক লইলু। মি হুনিসিলু আমার ঠারর পুরানা পত্র পত্রিকার দুর্লভ সংগ্রহ অজারাং আসে বুলিয়া। মি অজারে আংকরলু বারো অজাই পুরানা পত্রিকার বক্চাহান নিকালিয়া

আনলগা। মণিপুরী, মেখলী, বিষ্ণুপ্রিয়া, পাঞ্চজন্য আজুর্নী, ফাগু ইত্যাদি পত্রিকা দেখলু। উলুয়ে খেয়া খানি নষ্টউ ইসে। পত্রিকা অতা ফটোকপি করিয়া আনং বুলিয়া ফটোকপির দোকান আগং গেলাংগা। প্রতি কপি দেড় টাকা করিয়া জেরক্স করতারা। দামহান হুনিয়া অজারে মাতলু- অজা নাইল, এতা হাবি পত্রিকা জেরক্স করানির রুপা এবাকা মোরাং নেই। বারো আমার উপেই আরতাউ কম পয়সাই আমি ফটোকপি করিয়ার। অজাই সুযোগ দিলেতে পত্রিকা এতা বাংলাদেশে নিয়া ফটোকপি করিয়া বারো আলখক করে দিতৌ। অজাই খানি আহান চিন্তা করল। বাক্কা সময় পিছে মাতল- “হাই, তিযৌ হারপার নাই এতার মূল্যহানতে। উহানল মি হাতছাড়া করানি না মনাউরিতা। কিতাপারা মাঙ’ পড়লেগাতে লমইল নাই, মোর সারাজীবনর পরিশ্রমহান ধ্বংস অইতই। মি হারপাসু কতিহান হিনপেয়া বিভিন্ন জাগাংত এতা পুলকরেসুতা।” মিয়ৌ মনে মনে বন্ধপরিকর যেসারেউ এতা নিতৌগা বুলিয়া। অজারে মাতলু- অজা মি নিশ্চয়তা দেউরি ফটোকপির কামহান লমইলেই মি ডাকযোগে দিয়াপেঠেইতৌ। শেষ পর্যন্ত নেনার অনুমতি দিল। মিয়ৌ আনলু। যেহানি যেহানি দরকার অহানি ফটোকপি করিয়া ডাকযোগে দিয়াপেঠুয়াদেং বুলিয়া সিদ্ধান্ত নিলুগা অহাং খাংদা চিন্তা আহান হমিল- ফাইলগ মিসিং ইলেতে কিহান? পোস্টাল ডিপার্টমেন্টর গজে কোন বিশ্বাস নেই। অজারে টেলিফোন করিয়া মাতলু- ডাকযোগে দিয়াপেঠানি অহান ভরসা না পাউরি। হান্তে আহিব মারি দুর্গাপূজার সময় মি নিজে নিয়া আহিতৌ। অজাই হাই না কিস্তাউ না মাতল। তিক সৌয়িল অহান হারপেইলু। সাত আট মাহা পিছে চিঠি আহান পেইলু। মি হতভম্ব, কালীপ্রসাদ অজাই এসারে চিঠি লিখে পারলতা! মনহান জবর খারাপ ইল। আকদিন পৌরির সভাপতি সুকুমারদাই মোরে মাতের, কালীপ্রসাদ অজার পত্রিকা অতা ফিরং নাদিসং থাং? শ্রীপুরর মণিলালদা বারো ডালুয়ার নিশিকাকা দ্বিগিয়ৌ আংকরতারা, কালীপ্রসাদ অজারাংত কাগজপত্র কিতা আনিসংগা থাং? হাবিয়ে বিষয় এহান হারপাসি। পিসে হারপিলু মোরে দিয়াসিল চিঠি অহানর ডুপ্লিকেট কপি তাঙরাঙৌ দিয়াপেঠুয়াসে। অজার মনে বন্ধমূল ধারণা আহান সৃষ্টি ইসে মি পত্রিকার ফাইল অগ আরতা আলখক করে নাদিয়াইতৌ। দুর্গাপূজার সময় শিলচরে গেলুগা। ঔপেয়ৌ রক্ষা নেই। কস্তগই আংকরলা কালীপ্রসাদ অজার পত্রিকা উতা দিয়াদিলু কিনা। এর মানে ইন্ডিয়ার মানুராঙৌ মাতিসে। বারমুনির কনাক গবেষক আগ গবেষণার কামে অজারাং গিয়াসিলগা বারো তারাঙৌ মাতিসে- মি চরম বোকামি আহান করে বেহু। বিশ্বাস করিয়া বাংলাদেশর সুশীল বুলিয়া গিরক আগরাং মোর পুরানা পত্রিকার ফাইল উগো দিয়াদে বেহু। লমইল, উতা আর ফিরং পানার আশা নেই। শিলচরর নিশিকান্তদাই (‘চিন্তা’ পত্রিকার সম্পাদক) প্রায় ভরসনার সুরে মাতল, তি করলে এহানতে ঠিক নাসে। এসারে কথা হনতে হনতে মোরতাউ ধৈর্যর বাধগ বাগিল।

নিংকরলু পত্রিকার ফাইল অগ আরতা নাদিয়াদিতৌ। হাইলাকান্দিংত ফোন করিয়া জেন্দ্র অজাই (কবি ব্রজেন্দ্র) মাতল, হাবির আগে কালীপ্রসাদরাং ফাইল অগ ফৌকরে দেগা। আদেশহান শিরোধার্য নিংকরিয়া কবি লক্ষ্মীন্দ্রদারে লগে লয়া অজার বাসাহাং গেলুগা। অবশ্য বাসাহাং যানার আগে লক্ষ্মীন্দ্রদাই হাবি পত্রিকাহানি জেরক্স করল। লক্ষ্মীন্দ্রদাই মাতের, তোর সালেদে এতা পানার সুযোগ অইল। আমি কত অনুনয় বিনয় করিয়াউ অজাই আমারে চানা পেয়া নাদেসে। তি ডাঙর উপকার আহান করলে। যেতাউ অক, বাসাহাং গেলাংগা। লক্ষ্মীন্দ্রদাই ইঙ্গিত দিল, সিঙইস, বারয়ার লংলেইগ আজি তোর গজে বেলতইগ! মিয়ৌ মনে মনে প্রস্তুত ইলু। গিয়াই অজারে হমাদিয়া আংকরলু- অজা, বলি ইয়া আসংতা। কোন উত্তর নেই। হারপেইলু হাকহান কালা করে আনের। এক্বাকাই বৌবরনহান অকরতইগ। 'মি তোরে বিশ্বাস করিয়া মোর অমূল্য সম্পদ আহান তোরাং দেসিলু। তি চরমভাবে বিশ্বাস ভঙ্গ করলে। বাংলাদেশর মানুর প্রতি শ্রদ্ধা বানা আসিল উতা হাবি তি নষ্ট করে দিলে। তোরাং খানি তথ্য চাসিলু উহানিয়ৌ নাদলে। এবাকা কোন মেইথংহানল আহেসংতা?' অজাই কথা এহানি মাততে মাততে নিক্করানি অকরল। মোরতা ডর আহান হমিল। খাংদা পড়িয়া কিতা আহান অ'পড়লেগাতে লমিলু। মোরে দোষীগ সাব্যস্ত করতাই। মোরে অপার সমুদ্রত উদ্ধার করে দিল দেবযানীদিয়ে। অজারে তেমেজেরা বহুয়াদিল। অজা খানি তাপ্থা ইল অহাং মি চিঠি আহান রেজিস্টার্ড করিসিলু অহার রসিদহান দেহাদিয়া মাতলু, অজাই যেতা যেতা তথ্য চাসিলে অতা হাবি ফটোকপি করিয়া মি দিয়াপেঠাসিলু উহানর প্রমাণহান এহান। অজাই নাপাসং থাং? অজাই নাপাসু বুলিয়া মাততেই দেবযানীদিয়ে মি দিয়াপেঠুয়াসিলু চিঠি বারো কাগজপত্র নিকালিয়া অজারাং দিয়াদিয়া মাতল- সুশীলে দিয়াপেঠাসেগতে, তোরে মাতলুগ নাগই? তি নাউ চেয়া তারে পরথানিং লাগেসং। অজাই অহানি চেয়া লাজপেইল সাং ইম্পানি ইল। পিছে পত্রিকার ফাইলগ নিকালিয়া দিয়াদিলু। অজা ফাইলগ পেয়া ওয়াই সাঙুইল অহান অনুভব করিয়া তৃপ্তি পেইলু। মাতলু, অজা মি কনাক কালেংত সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত আসুগ। মানুর জিনিস আত্মসাং করতৌ এসাদে চিন্তা মনহানাং নাহেসে কোনদিন। অজাই ডরপাসিলে উহান অমূলক। ভাত খেয়া যানার কাজে দেবযানীদিয়ে খামকরল, আমি জরুরি কাম আসে বুলিয়া নিকুলাং বাসাহাংত। নিংশিং ইলু, অজাই তার লেরিকে মোরে অমর করিয়া খদিতই বুলিয়া চিঠিহাং লিখিসিল। "...তোর নাঙহানৌ মোর 'লজ্জা' গ্রন্থ বারো 'পত্রাবলী'ত স্থান পানার উপযুক্ত অইল" বুলিসিল। 'লজ্জা' নিকুলানির পিছে জবর খৌরাঙ ইয়া চেইলু মোর নাঙহান আসে সাং বুলিয়া। দুর্ভাগ্যহান না সৌভাগ্যহান উপ' নুয়ারলু মোর নাঙহান নেই। 'অমর' ইয়া থাইতৌ বুলিয়া যে হপনহান দেখিসিলু অহান মিকুপে সুয়াইকো মাঙয়া গেলগা। চিঠি এহানর তঙাল গুরুত্ব আহান আসে নিংকরিয়া বর্তমান

সংকলন এহাৎ দিলু। চিঠিহাৎ উল্লেখ করিসে “অর্জুনর এ ডাঙর বংশ এহানে সারাজীবন মোরে এসাদে প্রবঞ্চনা করতারাগো। হুদা অনুশোচনাহান এহান যে, এ বৃদ্ধকালে পেয়া মোর এ মানুষে বিশ্বাস করানির মূর্খতা এহান নাগেলগা।” অর্জুনর বংশধর বুলিয়া দাবি করতারা অহানল অজাই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীয়ে উপহাস করল। বারো কথা এহানিত হারপানি একরের অজা কতিহান প্রবঞ্চিত বারো প্রতারিত ইসে অহান। মি পিছে খালকরিয়া আশ্চর্য অউরি, কোন বিশ্বাসে অজাই আরাক দেশ আহানর স্বল্পপরিচিত মানু আগরাং পুরানা পত্রিকার ফাইলগ দিয়াদিলতা।

ডাঙরিয়া সুশীল গিরি,

চেইতে চেইতে ৮/১ মাসে লেনগা। তি খতাই বাক্য চিঠির মাঝফল ৬/৭ হুদা প্রত্যাব দেহুত উতা আকহান্য নাথইনে। উত্তরকা অবশ্যই তি আচানক নাউরি, জাৱন অজুনির এ ডাঙর বংশ এহান সারাজীবন মোরে এসাদে প্রবঞ্চনা করতারাগো। হুদা অনুশোচনাহান এহান যে, এ বৃদ্ধকালে পেয়া মোর এ মানুষে বিশ্বাস করানির মূর্খতা এহান নাগেলগা। বৃথ এলাই এবাকাত বিশ্বাস দেউরি যে, সুশীল গিরি হুদা শৌণ্ড; মোর ১৯৯০-৯১তমি আনিয়া মোর ঘরে জৈদার দিহৈগা।

নাথ আবাদ কথা আহান-মোর এডান প্রবঞ্চনা-নাচুনা মতিরা উতা হাবির তি মোর সন্তুত অমর করিয়া খাঙেদি। মোর নাউগাতি মোর ‘নজু’-শু বাক্য ‘নতাকীতি’ সূচক পানার উপযুক্ত অর্থ। আর মোর মতানির মোর লেখা নই; এ অজুনির বংশ সম্বন্ধ মোতাত মোতাত জ্ঞান। মি অস্বীকার দেউরি-এ ডাঙরিয়া জাতর ‘ডাঙর মানসিকতা’ এতা খিঁচতা করিয়া থায়া; পৃথিবীর নীচ জাতর ডিঙার তুচ্ছ শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করিয়া থায়া। ইতি

কলীপ্রসাদ ১১.৪.২৫

অজার ফামে মি ইলু অইসতে নাউ দিয়াদিলু অইস। চিঠিহানর লমিতেগা অজাই আশীর্বাদ দিয়াসে- ‘ডাঙরিয়া’ জাতর ‘ডাঙর মানসিকতা’ এতা জিৎতা করিয়া থায়া পৃথিবীর নীচ জাতর ভিতরে আমি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া থানা পারিক বুলিয়া। তবে এহান খালকরিয়া মি নুঙেই নাপাউরি, আমার সাদে ‘নীচ’ জাত আহাৎ অজাউ জরম ইসিল। যেতাউ অক, লক্ষ্মীন্দ্রদাই মিয়ে তাঙর ঘরে গিয়া ভাত কিতা

খেয়া মাদানে বারো নিকুললাং। রাতি ঘরে আহিয়া পড়তেগাই রঞ্জিতা বৌজিয়ে (লক্ষ্মীন্দ্রদার ঘরগিখানক) মাতিরি মোরে ফোন করিয়া কালীপ্রসাদ অজাই তিন চারিমাউ বিসারাসে বুলিয়া। মি আহিলে তারে ফোন আহান যেসারেউ করানি বুলিয়া মাতিসে। ফোন করতে দেবযানীদিয়ে ধরল। মাতিরি, তোরে হাংকা খানি সৌয়রা গুজুরা-গুজুরি করিয়া বাবা জবর নুঙেই নাপেয়া আসেগ। উহানল তিন চারিখুরম ফোন করিয়া তোরে বিসারলগ। পিছে অজাই ফোনহান ধরিয়া মাতের-সুশীল, মনহান জবর নুঙেই নায়া আসুগ। তি এক্বাকারগাই আই, তোর ভাতৌ থদেসি। মি মাতলু- অজা এবাকাতে রাতিহান ডিলইল নাই, কালি যেসাদেউ আহিতৌ। পিছর দিন অহান তাঙরাং গিয়া থাইলুগা।

পিছেকার দেহাহান ২০০০ সালে। পৌরির উদ্যোগে ফেব্রুয়ারি মাহার ২৩ বারো ২৪ তারিখ গীতিস্বামী অ্যাওয়ার্ড প্রদান উপলক্ষে দ্বিদিনকার অনুষ্ঠান আহান হাজ্জাসিলাং। অনুষ্ঠানে আহানির কাজে টেলিফোনে বার্তন করিসিলু। অজাও বার্তনহান লইল। অনুষ্ঠানর দ্বিতীয় দিনে আসিল 'শহিদ সুদেষ্কা স্মারক বক্তৃতা'। বক্তাগ ড. কালীপ্রসাদ সিংহ। বিষয়হান- 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার উৎপত্তি বারো বিকাশ'। অনুষ্ঠানর ১০/১২ দিন আগে অজারে ফোন করতে মাতের পাসপোর্টহান রিনিউ করানি নুয়ারিসে। হারপেইলু আহানিহান অনিশ্চিত। অনুষ্ঠানর তিনদিন আগে আরাক আকমাউ ফোন করলু, মাতল ভিসা ছাড়া লালনির চেষ্টা করতই। পিছর দিন অহান শিলচরেস্ত রওয়ানা দিতই বুলিয়া মাতল। লগে থাইতাই দেবযানী বারো তবলাবাদক গোপীনাথ। অনুষ্ঠানর দিন অহান অনুষ্ঠানহান অকরানির প্রায় দেড় ঘণ্টা পিছে মঞ্চগর মুঙে সড়কগং গাড়ি আহান দক্ষিণেদেস্ত আহিয়া থামিলগা। লগে লগে কমলপুরর কালাসেনাদা আহিয়া মাতেরগা কালীপ্রসাদ অজা আহিয়া ফৌয়িলগা। তারে গুজুরিয়া আনানি। লগে লগে মণিলালদাসহ পৌরির কতগ কর্মী দাবদে গিয়া অজাগিরকরে গুজুরিয়া আনিয়া মঞ্চগং বহুয়িলাং। অজা আহানিয়ে প্রশান্তির নিংশা আগ বেললু। কিয়া বুললে নিমন্ত্রণপত্রং অজার নাঙহান ছাপানি ইসেগ, অজা আহিতই বুলিয়া অনেক মানু খৌরাঙহানল বাসিয়া আসিলা। প্রথম দিনে অজাই বক্তব্য আহান দিল। দ্বিতীয় দিনে সেক্ষাং অনুষ্ঠিত ইল 'শহিদ সুদেষ্কা স্মারক বক্তৃতা'। 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার উৎপত্তি বারো বিকাশ' বিষয় এহানর গজে অজাই আগেস্ত প্রস্তুত করিয়া আনিসিল ভাষণহান দিল। শ্রোতাদর্শকে অনেক হার-নাপেইল বিষয় অজার ভাষণ অহাংত হারপেইলা। ভাষণহান লমানির পিছে প্রশান্তরপর্ব আহানৌ আসিল। বক্তব্যর হাদিৎ শহিদ সুদেষ্কার প্রতি শ্রদ্ধা জানেয়া দেবযানীরেল এলা আহান দেউয়িল অজাই।

থাংনার দেহাহান ২০০৩ সালর নভেম্বর মাহাং, শিলচরে অনুষ্ঠিত ইসিল মহাসভার বিশ্বসম্মেলনে। বাংলাদেশেস্ত প্রতিনিধি দল আহান গিয়াসিলাংগা।

সুযোগ অহাৎ অজারে চেয়া আহিকগা বুলিয়া সেকার সময় মি, সুনীতি বারো মারুপ সনজিৎ তিনোগি অজার বাসাহাৎ গেলাংগা। দেবযানীদিয়ে আমারে ওকরিয়া নিলগা। বাসাহাৎ আমার মানু তান্ত্রিক আগ আহিসে। তান্ত্রিক অগর মুঙহাৎ অজা পদ্মাসনে বহিসে। সুনীতি আহিসে বুলানিয়ে মিকুপ আহানর কাজে উঠিয়া আহিয়া সুনীতিরে মাঠিয়েয়া কাদানি অকরল। তান্ত্রিক অগই তাড়া দেনাই অজা বারো গিয়া বহিলগা। তান্ত্রিক অগই স্টিলর খুপাং আহান অজার গারিগৎ নাপকরে নাপকরে বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র সলকরের। অজারে নানান প্রশ্ন করের, অজাউ উত্তর দেব। পর্যায় আহাৎ তান্ত্রিক অগই অজার উদ্দেশে মাতেৱতা- কত পাপ করিয়া জরম অসৎক' বাবা। আস্তা গারিগ পাপে চপকো বুজেসে। কথা এহান হুনানিয়ে মোর মুরগর তারগাস ছিড়িল। কতি উচ্চি নাকরিয়া মূর্খ অসভ্য তান্ত্রিক এগই এসারে মন্তব্য করেরতা। পুণ্যচেল্পা কালীপ্রসাদ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ এহানরে উদ্ধার করানির কাজে জাত এহাৎ জরম ইসেগ কথা এহান হারপেইলে মূর্খ তান্ত্রিক অগই এসারে নামাতল অইস। মোর তিকহান অজার গজে। ফালতু বিষয় এতা বিশ্বাস করিয়া তান্ত্রিক ডাহিয়া আনিয়া অপমানজনক কথাবার্তা হজম করাৎ লাগিসে। মি অজারে বিজ্ঞানমনস্ক মানু আগ বুলিয়া ধারণা করিসিলুগ, মোর ধারণা অহান চাউরিতা অমূলকহান। অজারে না বাগাদিয়া ইম্পানি ইয়া বাসাহাৎত নিকুলিয়া আহিলাং। ২০০৪ সালর ফেব্রুয়ারি মাহাৎ বারো দেহা অজার লগে, ধর্মনগরে। 'কাকেই' পত্রিকার উদ্যোগে 'ভারত-বাংলা মৈত্রী উৎসব' নাঙে দ্বিদিনর অনুষ্ঠান আহান ইসিল ধর্মনগর টাউন হলে। ঔ অনুষ্ঠানে অজারে সংবর্ধনা দেনা ইসিল। ঔ অনুষ্ঠানর দ্বিতীয় দিনে কতগ বক্তাই অভিযোগ করলা কালীপ্রসাদে আমার ঠারহানরে বাংলার উপভাষাহান মাতিসে বুলিয়া। মিয়ৌ অনুষ্ঠানে অতিথি আগ ইয়া মঞ্চগৎ বহিসুগ। মি মোর বক্তব্যৎ মাতলু, কথা অহান অপপ্রচারহান। অজাই কোন লেরিকে আমার ঠারহানরে বাংলার উপভাষাহান নাবুলিসে বরং আমার ঠারহানর মৌলিক স্বাভাব্যতা দেখিয়েয়া প্রমাণ করানির চেষ্টা করিসে আমার ঠারহান বাংলার উপভাষাহান নাগই, স্বতন্ত্র ভাষা আহান। অনুষ্ঠানে অতিথির আসনে বহিসিল ত্রিপুরার আমার মানু ডাঙরিয়া সরকারি কর্মকর্তা আগই মোর বক্তব্যহান হবা নাপেইল। মোর বক্তব্য অহান অজ্ঞতাপ্রসূত- এহান গিরক অগই তার বক্তব্যৎ হারপুয়ানি মনেইল।

পিসেকার দেহাহান ২০০৫ সালে। দুর্গাপূজার সময় মোর ঘরগিথানকরে লগে করিয়া শিলচরে গিয়াসিলুগা। অজা দিব্যাশ্রমে আসে খবরহান পেয়া অজার লগে দেহা করাৎ সাজইলাং। গিয়া হমাদিয়া আংকরলু- অজা, কিমে অয়া আসৎতা? অজাই চিনে নুয়ারল, মাতেৱ- তোৱ কথাৎ মাদইগাঙর টিউন আগ আসে, তি বাংলাদেশর সুশীল? খারাপ নাপেইস, এবাকা মানু চিনে নুয়ারল। হারপেইলু সর্বনাশা স্মৃতিভ্রংশ নুয়ারাহানে লাগাল পাসেতা। অজার গারিগউ জবরে দুর্বল

ইসে। দেবযানীদি লগে নেই। কাদার বেয়াপা আগই ভাত রাধেদিরি, দেখাশোনা করি। দিব্যশ্রমর বেহাল দশা অতার যারি দিয়া আহির পানি বেলার। মোর কইনাগরে পরিচয়হান দেনাই চিনল। অজা বাংলাদেশে পইলা আহিসিল অহাৎ তাঙরাং আসিলগাগ তেইর জেরতাক দেবকুমার গিরকর লগে। পূর্ণাঙ্গ ডিকশনারিহানর পরিমার্জনর কাম করে সময়হান, ৮০% কাম লমিল বুলিয়া অজাই মাতল। এপাগা চিন্তাহান কিসারে ছাপানি। কলকাতার প্রকাশক অতারাং ধর্না দিয়া চেইতই বুলল। মি মাতলু- অজা, প্রকাশক নাপেইলে আমি পৌরিংত ছাপেইতাঙাই। হুনিয়া অজা হারৌ ইল। অজার লগে মোর সর্বশেষ দেহা ২০০৬ সালে গৌহাটিং। অজারে শিলচরে নাপেয়া গৌহাটিং গেলুগা, উদ্দেশ্যহান ডিকশনারিহানর পাণ্ডুলিপিহান আনানি। পৌরির প্রতিষ্ঠাতা উত্তম গিরকে পৌরিংত ডিকশনারিহান ছাপানির উদ্যোগ নেনার কাজে মাতানিয়ে মি আনাং গিয়াসিলুগা। গৌহাটির হেঙরাবারির ফরেস্ট গেইটে ভাড়া বাসা আহাং আসিল দেবযানীর পরিবারর লগে। মোর লগে আসিল কবি সন্তোষ সিংহ। বাসাহাং হমানির আগে পথগাং অজারে পাবেল্লাং। গারিগাং মৎপা ফিজ্ত। সাকতাহাং বাক্স কতদিনর বাসি দাড়ি। দেহিয়া কুংগরৌ বিশ্বাস নাকরতাই খ্যাতকীর্তি দার্শনিক, গবেষক বারো বিশ্ববিদ্যালয়র প্রফেসর আগ বুলিয়া। মাতানি বাহুল্য, এখুরুমৌ মোরে চিনে নুয়ারল। দেবযানীদিয়ে পরিচয় করে দিল বারো মোরে কলকরিয়া কাদানি অকরল। দেবযানীদিয়ে কি কথা আহান মাতানিয়ে বারো ফাক ফাক আহানি অকরল। হারপেইলু মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্ত ইয়া আসে। পেনসন পানার কাজে গৌহাটি হাইকোর্টে পেয়া কেইস করিসিল অজাই, কিন্তু ফলাফল শূন্য। আর্থিক সংকটহানৌ চরম। দুগ রুমর ঘিঞ্জি বাসাহান। দেবযানীদির হেয়কর উপার্জনল চরতারা বুলিয়া হুনলু। এ অবস্থা অহান দেহিয়া মনহান জবর বরি ইয়া পড়িলগা। স্মৃতিভ্রংশতাহান আরাকৌ বাড়িসে, কথা ততারারতাউ অসংলগ্ন। ডিকশনারিহানর কথাহান আংকরলু বারো দেবযানীদিয়ে মাতল গৌহাটির ‘আনন্দরাম বরুয়া ইনস্টিটিউট অফ ল্যান্ডুয়েজ, আর্ট অ্যান্ড কালচার’ বুলিয়া প্রতিষ্ঠান আহানে ছাপানির কাজে বাক্স কতমাহা আগে নিয়াসিগা পাণ্ডুলিপিহান। কিন্তু ছাপানির কোন লক্ষণ নেই। মি অজারে মাতলু, বাংলাদেশেৎত ছাপিক বুলিয়া সিদ্ধান্ত নিলাংগা, উহানল পাণ্ডুলিপিহান নেনাং আহেসুতা। অজাই মাতল, ঠিক আসে- আজি মাদানে মি আনন্দরাম বরুয়া ইনস্টিটিউটে গিয়া খবর লইতৌগা। তানু ছাপানিহান ডিলকরলে আনিয়া আহিতৌ। তুমি ছাপেইতারাই, মিয়ৌ মনাউরি বাংলাদেশেৎত মোর লেরিক আহান ছাপক। পিছর দিন অহান খবর লয়া হারপিলু, অজাগাসি গিয়াসিলা কিন্তু প্রতিষ্ঠানর প্রধান অগ দিল্লিৎ না কুরাং গিয়াসেগা উনি, অহানে বিফল ইয়া আহিসি। মিয়ৌ বিফল মনোরথ ইয়া গৌহাটিংত আলয়া আহিলু। মনহাং আশঙ্কা আহান হমিল, আদৌ লেরিকহান ছাপা ইয়া নিকুলতইতা?

অজ্ঞার অবস্থা এহান খালকরুরি মাহি মনহান খারাপ ইয়া আহের। কুংগই হারপাসিলখাং, এ দেহা অহানই অজ্ঞার লগে শেষ দেহাহান। দৌ অনার কত মাহা আগে গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করিয়া জখম ইসিল বুলিয়া হুন্সিলু। অজ্ঞার কোন কনটাক্ট নাম্বার নেইখাংতে তার লগে যোগাযোগউ করে নুয়ারিসু। কুনো মানু আগয়ৌ অজ্ঞা বা দেবযানীদির ফোন নাম্বার দিয়া নুয়ারলা মোরে। অজ্ঞার এ স্বেচ্ছানির্বাসন অহান কোনমতেই মানিয়া নেনা নুয়ারুরি।

বিস্মুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার অরিজিন সম্পর্কে অজ্ঞার গবেষণা বা মতবাদ অতাল সমাজে নংসাংদিন ধরিয়া বিতর্ক চলিয়া আহেরহান। অজ্ঞার বিপক্ষে দল আহান মানু অবস্থান নিয়াসিলাগা। কিন্তু আমার সাহিত্যে অজ্ঞার অবদান অহানরে তাঙি অস্বীকার নাউ করিসি। তবুও অজ্ঞারে যতহান মর্যাদা দেনা থকিসিল ততহান সম্মান আমি অজ্ঞারে দিয়া নুয়ারিসি বুলিয়া মনে অর। তবে এহানর পিছনে অজ্ঞাগিরকর ব্যক্তি আচরণউ খানি দায়ী বুলিয়া মি নিংকরুরি। মি যতমাউ অজ্ঞার লগে দেহা করলু ততমাউ অজ্ঞাই মহাসভার প্রয়াত বারো জীবিত নেতা কতগর নাঙ উল্লেখ করিয়া আনিকা ঠার ব্যবহার করিয়া গালিগালাজ করল। অনেক মানুরাঙ অজ্ঞাই এসাদে গালিগালাজ করে থাইব শৈ নেই। কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহর লগে কালীপ্রসাদ অজ্ঞার বন্ধুত্ব অহান নিয়াম গভীর বুলিয়া হুন্সিলু। তাঙি দ্বিয়গি সময় আহাং হরিহর আত্মা ইয়া আসিলা বুলিয়া কবি ব্রজেন্দ্র গিরকে মাতিসিল। কিন্তু তুচ্ছ বিষয় অহানরে কেন্দ্র করিয়া দ্বিয়গির সম্পর্কহান অজ্ঞার দৌ অনা পেয়া সাপে-নেউলে ইসিল। কালীপ্রসাদ অজ্ঞাই যে ভাষাল ডিগল চিঠি আহান ব্রজেন্দ্র অজ্ঞারে লিখিসিল ভাগ্যক্রমে চিঠি অহান মি পাকরিসিলু। মারুপ আগই আরাক মারুপ আগর প্রতি এসারে লিখে পারতারা বুলিয়া মি কল্পনাউ নাকরিসু। দ্বিয়গি একই মতাদর্শর অনুসারী ইলেউ তাঙর এ শত্রুতা অহান আমার সাহিত্যতৌ খানি মানি প্রভাব বিস্তার করিসে। দ্বিয়গিরে বাংলাদেশে আনিয়া তাঙর হাদির শীতল সম্পর্কর বরফ খানি গলানির চেষ্টা করিসিলু কিন্তু বরফ অতা উত্তর দক্ষিণ মেরুর বরফর সাদে দরা, গ্রিন হাউস ইফেক্টউ বরফ অতা গলা নুয়ারিসে। কালীপ্রসাদ অজ্ঞাই যে ভাষাল মোরে চিঠি লিখিসিল ও ভাষাল নিশ্চয় আরাকৌ মানুরে লিখে থাইব। এসারে চিঠি পেয়া হাবিয়ে হজম করানি নুয়ারতাই অহানই স্বাভাবিকহান। আসলে মানুরে কাদাং চেপকরানির গুণ অহানর খানি উনতা আসিল অন্তর্মুখী চরিত্রর ড. কালীপ্রসাদ অজ্ঞারাং। ডক্টরেট ডিগ্রি পানার পিছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কতগ মানুরে অজ্ঞার বিরোধিতাং লিপ্ত ইসিলা। এ বিরোধিতা এহান সংক্রামক ব্যাধিহার অসারে আস্তা সমাজহান হাবদিল। জীবনে যেতাই কালীপ্রসাদর লেরিক আহান পেয়া না পাকরিসি অতাউ সভা-সমিতিং, পত্র-পত্রিকাং কালীপ্রসাদরে জাতহান বেছিয়া ডক্টরেট পাসেগ, বিস্মুপ্রিয়ারে ডোম-চাড়া বুলিসেগ, বিস্মুপ্রিয়া ভাষাহানরে

বাংলার উপভাষাহান বুলিসেগ এসারে নানান অপবাদ দিয়া আত্মতৃপ্তি পেইলা। এসারে দুহান আহান ঘটনার সাক্ষীগ মি নিজে। কালীপ্রসাদ অজারাত লেরিক লয়া ঘরে আলইতে কমলপুর চেকপোস্টে ত্রিপুরার আমার মানু অফিসার আগ আসিল অগই অজার লেরিক লয়া আনিসু বুলিয়া মোর পরখিয়া মাতল- সমাজর মানুরে ডোম চাড়াল বুনের উগর লেরিকতে কিতারকা লয়া আনেসংতা? মি সবিনয়ে আংকরলু- কুন লেরিকে মাতেসেতা? গিরক অগই মাংল- উহানতে মাতে নারতৌ, তবে মি হুনেসু উসাদে মাতেসে বুলিয়া। ঔ অফিসার গিরক অগই কালীপ্রসাদ অজার নাঙহান চুমকরে মাতে নুয়ারিসে, মাংলতা কালীপ্রসন্ন। আরাক ঘটনা আহান, মণিপুরী সমাজকল্যাণ সমিতির থৌরাঙে প্রয়াত পদ্মাসেন সিংহা গিরকগাসির ঘরে দ্বিদিনর ওয়ার্কশপ আহান ইসিলতা। ঔ ওয়ার্কশপর অধিবেশন আহাং কমলপুরর কবিগিরক আগই বক্তব্য দিতে কালীপ্রসাদ অজার সমালোচনা করলতা, খাংদা অতিথির ফালুং বহিসে কবি ব্রজেন্দ্র অজাই ধমকেয়া বক্তব্যহান বন্ধ করে দিয়া মাংল- কালীপ্রসাদর সমালোচনা করাং লাগেসংতা, তার লেরিক পাকরেসংগ? মাংতা লেরিক আহানর নাঙহান। কমলপুরর কবিগিরক অগই মাংল- হাই, 'এ নোট অন দি টিম (টার্ম'র ফামে টিম) বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী' উহান পাকরেসু। ব্রজেন্দ্র অজা জ্বিগ পারা ইয়া সৌয়িয়া মাংল- লেরিকহানর নাঙহানৌ শুদ্ধ করে মাতে নুয়ারর উগই- কালীপ্রসাদর সমালোচনা কররতা? পিসে খবর পেইলু, কবিগিরক অগ নুঙেই নাপেয়া বা লাজপেয়া লগে লগে ঘরে আলয়া গিয়াসেগা। এতা নাই কালীপ্রসাদ অজার বিরোধিতা করানির নমুনা।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর এলা, কবিতা বারো প্রবন্ধং তৎসম বা বাংলা শব্দ যতহান প্রাধান্য আসে ততহান অবহেলিত ইসে অতৎসম প্রাচীন বিষ্ণুপ্রিয়া বারো মেইতেই শব্দ। বাংলার উপভাষাহান বুলিয়া অপবাদ আহান আসে অহানরে সেচিতে গেয়া অন্য লেখকে পুরানা শব্দ অতারে জিংতা করানির হুনা করতে কালীপ্রসাদ গিরকে বাংলাঘেষা লেখা লেখের। যেহানে গিরকর ভাষাশৈলী অহান কুনগয়ৌ হবা নাপেইলা, গ্রহণ না করলা। কোন গবেষক আগই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাহানরে বাংলার উপভাষাহান বুলিয়া প্রতিপন্ন করানির চেষ্টা করলে 'স্পেসিমেন' হিসাবে গবেষক অগই যেসারেউ কালীপ্রসাদ গিরকর রচনা বাছিয়া নিতইগা। 'মালতীর মালা বুকে কানে মকরকুণ্ডল...' অজাগিরকর এলা এহান হুনিয়া মৌলভীবাজারর বাংলার অধ্যাপক আগই মোরে মাতেরতা- এহান কিসারে করিয়া মণিপুরী ভাষাহান ইলতা? হাবি শব্দইতে বাংলা বা সংস্কৃত ইসে। মি অক্ষম অগই জুংপা উত্তর আহান দিয়া নুয়ারলু। মোর অসারে অক্ষম মানুর সংখ্যাহান বপ বুলিয়া মনে কররি। অহানে অজাগিরকর প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করলা অনেকগই। ড. কালীপ্রসাদ গিরকে মণিপুরী রাসলীলার পোষাক আকতা হংকরিসিল। রাজস্থানি ঘাগরার অনুকরণে হংকরিসিল পোষাক এতাল আসাম

ত্রিপুরার নানান ফামে রাস করুয়াসিল। কোন কোন ফামে পোষাক এতা নন্দিত ইলেউ অধিকাংশ ফামে নিন্দিতউ ইসিল। অজার বক্তব্যহান, 'রাসর প্রথাগত পল্লেই উতা পিদলে গোপী বহে নুয়ারতারা, ফ্রি মুভমেন্ট করে নুয়ারতারা। কাকালিহানাং টাইট করে বাধেদিলাক' উরি বঙানিয়ৌ বঙতারা, উহানে আরাম করে পারবা উসাদে সহজ পোষাক আহান চিন্তা করিয়া নিকাললুতা।' কিন্তু বাস্তব কথাহান ইলতা, আমার পল্লেই অহানে যেসারে গুরুগম্ভীর ভক্তিরসাম্প্রদিত পরিবেশ আহান হংকরে পারের, অজার ঘাগরা অহানে অহান নুয়ারের। হানতে মানুষে কিসারে গ্রহণ করতাইতা? অজার খৌরাং আহান আসিলতা তার ঘাগরা অতাল বাংলাদেশে রাস আহান করুয়ানির। বৃন্দাগৌ মনে মনে লেপকরিয়া থুয়াসিল, ডালুয়ার পিছর-গাঙর নিশিকান্ত গিরকর ভাতিজি স্মৃতি। উদ্যোগ নেনার কাজে বাক্সা কতগ মানুষে অনুরোধ করিসিল। কিন্তু অজার খৌরাং অহান আমি পূরণ করেদে নুয়ারলাং।

ভাষাশৈলীহান যেসারে ইয়াউ থাক, অজার 'প্রবন্ধমালা' পাঠকরে চিরদিন চিন্তার খোরাক জুগিতই। অজার সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি ভাবনা অতা পাঠক পরম্পরায় সিল' সিল' যিতইগা। পাঠকরে পথগ নির্দেশ করেদিতই। কবিগুরু শান্তিনিকেতনর সাদে আশ্রম আহান করানির মহং হৌপন আহান মুঙে থয়া 'দিব্যাশ্রম' লিংখাং করিসিল, যেহাং এলা নাছা হিকানির ইস্কুল থাইতই; সাহিত্য-অনুষ্ঠান করানির হল থাইতই; হাসপাতাল থাইতই; লাইব্রেরি থাইতই। হারপাসিল, হৌপন অহান কোনদিন মূর্তি না পালইতই অহান, তবুও আশাল বুকগ বাধিয়া আসিল রূপা-পইসা হাবি খরচ করিয়া দিব্যাশ্রম হংকরল। অজার এরে মহং হৌপন অহান পূরণ করেদেনার দায়িত্ব সমাজর হাবি সচেতন মানুয়াং বর্তার। আমি অহান অস্বীকার করানি নুয়ারতাঙাই। আহিক হাবিয়ে তিলয়া অজার খৌরাং অহান পুরাদিয়া অমৃতলোকে গেলগা অজাগিরকরে সম্মান জানেইক।

সুশীলকুমার সিংহ : সাধারণ সম্পাদক, পৌরি, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বাংলাদেশ।

ড. কালীপ্রসাদ অজার নিংশিঙে আশুকাণ্ঠি সিংহ

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ নাঙ এহানেই প্রতিষ্ঠান আহান বা আন্দোলন আহান মাতে পারিয়ার। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে আজি পেয়া অজা ছড়া কোনগরেল এমাটিক আলোচনা-সমালোচনা অইতে নাঙ নাছি। অজাগিরক আজি নেই বুলিয়া বিশ্বাস করতে হিন লাগের। অজাগিরক সাক্ষাত নেয়ইলেউ কালীপ্রসাদচর্চাত চিরদিন নিংশিঙে থাইতই ঔহান সৈনেই। গুণমুগ্ধ বা নিন্দুক যে রূপেই অক এ সমাজর হাবি মানুষে অজাগিরকর নাঙহান বাবে বাবে লইতে বাধ্য।

অজাগিরকর উল্লেখযোগ্য কঠিন যত কাম-কাজ, অবদানর কথা সচেতন মানু হাবিয়ে হারপাছি। গিরকর চিন্তা-মতর লগে হাবি মানু একমত নাইলেউ ইমাঠার-সমাজ-সংস্কৃতি, কলা-কৃষ্টি আদির ক্ষেত্রে গিরকর লু বানা-নুংশি-দরদর কথা কোনগই অস্বীকার করিল উপায় নেই। এক্ষেত্রে কনাককালর আবছা স্মৃতি খানি মোর মনহানাত এবাকাউ আহের। ঔবাকা মি পাঠশালাত তামকরৌরি সময়হান। আমার বাবা ব্রজলাল সিংহ ঔবাকা মেহেরপুর লয়ার প্রধান ইশালপাগ। সময় ঔহানাত অজাগিরকে টেপ রেকর্ডার আহান বার খাতা-লেরিক চপ আহানল নিক্কা বিয়াস্ত বাবারাং আহিল। দ্বিগিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বইলা। ইশালপার খল্লিক বার এলা ঔতা আমার ঠারে করলে কিসাদে অইব ঔতা অরেইলা। সমাজর আর আর ফামে বুলে বুলে গিরকে সংগ্রহ করেছে ঔতাউ বাবাবে হুয়েইল বার বাবারাংতউ অনেকতা অজাগিরকে লেখল, রেকর্ড করল। এসাদে আকদিন-দ্বিদিন নাগই, বহুদিন চলেছিল। মোর কনাককালে আমার ঘরে এসাদে দেহিয়া অজাগিরকরে পয়লা চিনেছিলু। পিছ এহানাত অজাগিরকরেল হুনে গেলুগা কত চর্চা, আলাপ-আলোচনা ঔতার কোনদিন অন্ত নাইতই।

মি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে ভর্তি অইলু ঔপেইত অজা সংস্কৃত বিভাগর হেডগ অয়া আছিল। দর্শন বিভাগেউ গেস্ট লেকচারারগ অয়া অজা

হামেশা ক্লাসে আহেছিল। ভারতীয় দৰ্শনৰ গজে অজ্ঞাৰ ইকরা লেৰিক রেফাৰেন্স বুক হিসাবে তামকরানি অৱ, ঔতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লাইব্ৰেৰিত আছে। শিক্ষাৰ বিষয়গত আলোচনাকালে অজ্ঞাৰ জ্ঞান, পাণ্ডিত্য বাৰ শিক্ষকসুলভ যে ভাবমূৰ্তিগ মিত দেহেছ, ঔগ কিন্তু সমাজে এত এত সমালোচনাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু মানু আগৰাংত সম্পূৰ্ণ ভিন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হাবি বিভাগৰ অধ্যাপক, এমনকি উপাচাৰ্যই পেয়া স্যার বুলিয়া পৰম শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰতে বাৰ সেমিনাৰ কিতাত উপাচাৰ্যই কাদাত বয়া অজ্ঞাৰেল সভাপতিত্ব কৰুয়েইতে দেহিয়া মুক্ত অছিল। উপাচাৰ্যসহ বহু অধ্যাপক অজ্ঞাৰ এককালৰ ছাত্ৰ আছিল। বুলিয়া পিছেদে হাৰপেইলু।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মোৰ ঘটনা কতহানৰ লগে অজ্ঞাৰ স্মৃতি তিলয়া আছে। কলেজে তামকরানিৰ কালেই ছাত্ৰসংগঠন বাৰ আন্দোলনৰ লগে বিশেষভাবে জড়িত থানাৰ ফলে ছাত্ৰসমাজৰ বাৰ হাবি ছাত্ৰসংগঠনৰ লগে বিশেষ পৰিচিতি আহান হুঙছিল বুলিয়া যেবাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভৰ্তি অইলু ঔপেইত নবাগত ছাত্ৰাংত খানি আহান তঙাল অছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস অকরানিৰ লগে লগে হাবি বিভাগে সিনিয়ৰ ছাত্ৰ ঔতাৰ ৰ্যাগিং গুৰু অইল। কোন বিভাগেই নবাগত ছাত্ৰ ঔতাৰ কোন টু-শব্দ আহান নেই, হাবিতা মূৰ নঙেয়া মানিয়া যিতাৰাগা। কিন্তু দৰ্শন বিভাগে আমাৰ সিনিয়ৰ ছাত্ৰ ঔতাই পয়লা ধাক্কাহান খেইলা। তানু নিঙ নাকৰেছিল। এসাদে টাটকা ছাত্ৰ আগ তানুৰ কপালে জুটতই বুলিয়া। পৰিচিতিপৰ্ব পেয়া ভদ্ৰভাবে কৰিয়া যানারকা সিনিয়ৰ ছাত্ৰ ঔতাৰে বহু অনুৰোধ কৰানিৰ পিছেউ উল্টা নানান হুমকি দিয়া তানু ইচ্ছামত আচৰণ কৰানি অকরলা ঔপেইত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কড়া নিৰ্দেশ আছিলতা থকয়া আমাৰ ক্লাসৰ হাবি ছাত্ৰে একজোট কৰিয়া ৰ্যাগিঙৰ বিৰুদ্ধে ভিসি বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰে অ্যাড্ৰেস কৰিয়া লিখিত দৰখাস্ত দেনাৰ লগে লগে বিশ্ববিদ্যালয়ে হলুস্থল আহান দেহা দিল। কয়েক ঘটনাৰ ভিতৰে আমাৰ সিনিয়ৰ ছাত্ৰ হাবিৰে শো-কজ কৰিয়া নোটিশ আহিল। ছাত্ৰ-কতগতে ৱাস্টিকেট অনাৰ পথে। হাবি বিভাগে কৰ্তৃপক্ষ সতৰ্কতামূলক নোটিশ দিলা। সিনিয়ৰ ছাত্ৰ হাবি আয়া আমাৰাং কাকুতি-মিনতি কৰানি অকরলা। আমিউ তানুৰে হবা কৰে আনাংসা আহান দিয়া ইউনিভাৰ্ছিটিত ৰ্যাগিং বন্ধ কৰানিৰ সংকল্প আহান নিলাংগা। ধাপে ধাপে নানা চাপ আমাৰাং আহানি অকরল। কোনতাই কানা নাইলহান দেহিয়া সিনিয়ৰ ছাত্ৰ ঔতাই নানান উপায়ে আমাৰে প্ৰভাবিত কৰানিৰকা অজ্ঞাৰাং পেয়া গেছিলাগা। অজ্ঞাই তানুৰে উচিত জবাব দিয়া বিদায় কৰে দেছিল। ঔতাল আরো কত হইচই! ছাত্ৰ ঔতাৰ ভবিষ্যৎ ক্ষতি অইতে পাৰে বুলিয়া অজ্ঞাই পিছেদে আশংকা প্ৰকাশ কৰেছিল আরো ততহান হাবি নাইতই বুলিয়া আমি অজ্ঞাৰে কথা দেছিলাং। ছাত্ৰ-শিক্ষক যৌথ সভাত প্ৰকাশ্য প্ৰতিকারৰ মাধ্যমে বিষয় ঔহানৰ নিষ্পত্তি কৰানি অছিল। ঔ সভাত অজ্ঞাই সভাপতিত্ব কৰেছিল। ঔতাৰ পিছে বহু বছৰ ধৰিয়া আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৰ্যাগিঙৰ ঘটনা নাছিল।

আরাক ঘটনা আহান অছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে। ডিপার্টমেন্টাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ইলেকশনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদ-সদস্য অনার পরে সংসদের নির্বাচনে এআইডিএসও ছাত্রসংগঠনেত্ত মোরে ভিপি পদে নমিনেশন দেছিল। ঔবাকা শাসকদলর ছাত্রসংগঠনে নানান চিন্তার বশবর্তী অয়া অজারাং পেয়া প্রস্তাব দেছিগা যে ভিপি পদে নমিনেশন তুলিয়া মি ম্যাগাজিন, ক্রীড়া বা সংস্কৃতি যে কোন পদে উবা অইলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মোরে নির্বাচিত করানি অইতই। অজাই তানুরে উচিত জবাব দিয়া আলথক করেদেছিল, ঔতাল পিছে নানান সমস্যা দেহা দেছিল। ঔ ছাত্রসংসদ নির্বাচনে শাসকদলর ছাত্রসংগঠন হারতাইহান দেহিয়া ভোট অনার পরেউ বাস্তুবন্দি ভোট ঔতা তিন মাস পেয়া নানান ফন্দিং কাউন্টিং নায়া থাইল, প্রশাসন-শাসকদলর গোপন বোঝাপড়া-কারসাজির বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ অইলেউ অন্যায়ভাবে ঔ নির্বাচন বাতিল অছিল। বহু সিনিয়র প্রফেসারর লগে অজাউ ঔবাকা বলিষ্ঠ ভূমিকা নেছিলগা। ঔহান ঔবাকার প্রগতিশীল ছাত্র-ছাত্রীয়ে কোনদিন পাহুরে নুয়ারতাই।

আসলে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তামকরানির সময়তেই অজারে একেবারে ঘনিষ্ঠ করে পানার সুযোগ অছিল। চিন্তা-আদর্শর মতভেদ অনা সত্ত্বেও ভাবর আদান-প্রদান গুরু অছিল, বানা-নুংশি হৃদয়তার বন্ধন আহান হঙছিল। কিন্তু এতদিনে অজার কর্মক্ষমতা প্রায় নেয়নির পথে। পিছ এহানাত চেইতে চেইতে হতাশাগ্রস্ত অজার চিন্তাশক্তিয়ৌ মাঙনি অকরল পারা। এতার হাদিগতেই অজা বিশ্ববিদ্যালয়েস্ত অবসর নিলগা। চারিয়বারার যে সমাজ-বাস্তবতার মুণ্ডামুণ্ডি অয়া অজার কর্মজীবন বিস্তৃত অছে, ঔগদে মিলেও দিলে দেহিয়ার, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আত্মবিকাশর আকাজক্ষা আশানুরূপ প্রতিফলিত নানির ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির চিন্তাত ঔতার দুঃখ-ব্যথা-বেদনার মর্মাস্তিক প্রকাশ অছে। সারা বিশ্বব্যাপী নবজাগরণর চেউগত নানান হৌপন বুকে যমকরিয়া এ-দেশেউ স্বাধীনতা আন্দোলনর বিপ্লবাত্মক ধারারে আরম্ভ করিয়া কূটনীতিবাজ ব্রিটিশে আন্দোলনর নেতৃবর্গর একাংশর লগে গোপন ছল-চাতুরি করিয়া দেশহান খণ্ড-বিখণ্ড করেদেছি বার পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ হঙকরেদেছি। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার আজিকার চূড়ান্ত ব্যক্তিবাদ বার ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা হুদা যে মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস করেনেছেগাহানেই নাগই, সমাজ-জীবনে হাতে হাতে তার কুপ্রভাব দেহা দেছে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজেউ বর্তমান অবক্ষয় দেহা দেছে এতার মূলে এ কুপ্রভাব। চরম স্বার্থপরতা, ভোগবিলাস, নিকৃষ্ট ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা, পুঁজিবাদী অর্থনীতি বার সমাজব্যবস্থার বিকৃত সাংস্কৃতিক রূপহান। এ ব্যবস্থাত ব্যক্তির আত্ম-উপলব্ধির মান ক্রমাগত উন্নততর নাইলে ব্যক্তিচেতনা বার সমাজচেতনার অগ্রগতি সম্ভবহান নাগই। এ ব্যবস্থা বহাল থয়া সমাজর সামগ্রিক বিকাশউ মোটের

উপৰ সম্ভবহান নাগই। সমসাময়িক আৰু আৰু সমাজৰ হাদিত বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সমাজে এত এত গুণৰ অধিকাৰী বিৰল প্ৰতিভাধৰ অজাগিৰক ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ তাত্ত্বিক-দাৰ্শনিক আত্ম-উপলব্ধিৰ নানান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাৰ কৰ্মময় সংগ্ৰাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূৰণে অসম্পূৰ্ণ জীৱন-ইতিহাস আহান। পৰবৰ্তী প্ৰজন্মৱাং যথার্থ শ্ৰদ্ধাবশত অজাৰ জীৱন-ইতিহাসৰ সঠিক মূল্যায়ন অইলে সমাজৰ শ্ৰীবৃদ্ধি অইতই, অগ্ৰগতিৰ সহায়ক অইতই।

আশুকাশি সিংহ : লেখক; বামধাৰাৰ ৰাজনৈতিক কৰ্মী, শিলচৰ, আসাম।

আ গ্রেট অ্যাকাডেমিশিয়ান !

শুভাশিস সিনহা

‘আ গ্রেট অ্যাকাডেমিশিয়ান’ সম্বোধনবাক্য অহানর তলেই মোর নাঙহান আছে বুলিয়া কুংগয়ৌ না খালকরবাং কথা অহান মোরে মি মাতিছুহান বুলিয়া। মি একদম নন-অ্যাকাডেমিক মানু আগ। অ্যাকাডেমিক চিন্তা দেখলে ডরপাউরি, বারো কিসাদে এডাপ্ট করানি, ঔহার পথ নাপেয়া দাবদানি চাউরিগ।

আমার সমাজ এহান নন-অ্যাকাডেমিক সমাজহান। আমার চিন্তার থিওরিটিক্যাল বা একাডেমিক কিবাম হংকরানির হংনা করিছি মানুয়ৌ নেই। কিন্তু ঠার, সমাজ, সংস্কৃতিচিন্তা অতারে বর্তমান জমানাং অ্যাকাডেমিক পথ ইলুয়া শাতকরেদে নুয়ারলে জাত আহাৰ ঠার বারো ভাবর ফামহান শক্ত অনা নুয়ারব। অ্যাকাডেমিক চিন্তাপদ্ধতিরে প্রশ্ন করানি বা অস্বীকার করানির আগেউ অহানরেই হবাকরে আত্মসাৎ করানি লাগের।

আমার ঠারে সাহিত্য অনা একরের- ‘আধুনিক সাহিত্য’, (‘আধুনিক’ শব্দ এহান খানি স্পেশাল করিয়া হারপানি লাগতই, নেগেটিভলি নানিয়া, পুঁজিবাদী বাখান অহাং নাগিয়া আমার এবাকার যে বিশেষ প্রকাশভঙ্গি আহান আছে অহানরে) কল্পনাউ করে নুয়ারিছিলাং ; যেদিন ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ বা ধনঞ্জয় রাজকুমারর কবিতা পেইলু, পাকরলু, পুরা ভাবনাবিশ্বহান বইচালহার দেকি নিকদিল। এহানৌ সম্ভব?

যেদিন বারো কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর ইকরা গবেষণাধর্মী লেরিক অতা আতে পেইলু, অহাং তেন্নামৌ অরে প্রশ্ন অহান বিশ্বয়বোধকহান ইল- কিসাদে সম্ভব! আমার ঠারর ডিকশনারিহান! পূর্ণাঙ্গ নাইতে পারে, খানি ত্রুটি বিচ্যুতি থাইতে পারে, অতাউ ডিকশনারি অহান পেয়া খাঙু নায়া নুয়ারলু। চাঙ অহান হিনপা, চিন্তাশীল বারো মেইকখু ইয়া থানার কর্ম এহান আমার মানু আগই করিছেতা। সুশীলদা (পৌরি পত্রিকা’র সম্পাদক সুশীলকুমার সিংহ)-র পাংলাকে

গিরকর ব্যাকরণ, প্রবন্ধমালাসহ আবোকচা লেরিক পেইলু। এসাদে অ্যাকাডেমিক পথ ইলুয়া ভাষাচিন্তা করানির ধারা অহান আমার ভাবকসমাজে গিরকর বৈপ্লবিক অবদানহান। গিরকর হিন্দু ফিলোসফির গজে ইংরেজিনো ইকরিছে লেরিকর লিস্টহান দেহিয়া নুয়াকরে খাঙু ইছিলু।

অহাৎ য়ারিহান লম নাইল। বিসারতে বিসারতে পেইলু সৃজনশীল লেখার মারল, যেতারে 'ক্রিয়েটিভ ইকরা' বুলরাং। বৈষ্ণব পদাবলির রস-ভাবরে থালগ দিয়া আমার ঠারর পদাবলি, এলা, কবিতা। পারফেকশনিস্ট মানু যে কোনো কাফাম আহাৎ ইমে লেপুয়া বারো আতহান ঙ্খি করিয়া আত দিতাইতা। হানতে অজা (গিরক এগরে অজা বুলানি এহানই চুমহান) গিরকে এলা কবিতা ইকরানিৎ আহিয়াউ ছন্দ, মাত্রা, উপমা, উৎপ্রেক্ষা হাবিতা রপ্ত করিয়াই কবিতার মণ্ডলীগৎ হমাছিল। কুংগই মাততইতা এতা কোনো গবেষক আগর ইকরা কবিতার পদ বুলিয়া !

'মনাছত সখা অতীতর কথা
হাবি পাহুরিয়া আছু
জীবনবীণার তারগাছ মোর
ছিড়িয়া বেলেয়া থছু।
নীরব রাতির আধার ভবনে
একা মোরে পেয়া গোপনে গোপনে
যে মধুর কথা মাতেছিলে, সখা
মনে আছে- হাবি আছে ;
প্রতি পলে পলে তোর মধু-বাণী
হুদিগো ধরিয়া থছে...'
(আধারর অবসান)

লিরিক্যাল মেলোডির কী রোমান্টিক পদহানি! শব্দচয়ন অহানৌ আচানক করেদের। কিয়া বুললে আমার ঠারহাননো গবেষণা করে মানু আগউ কবিতা ইকরতে গিয়া ঠারর স্বার্থহান চেয়া পারিন মাহি আমার নিজর শব্দ বরিয়া কবিতার স্বার্থহান নষ্ট নাকরে দিয়াছে, কাব্যিক স্বার্থ অহানরেই ডাঙর করিয়া দেহে পারিছে বুলিয়াই বাংলা শব্দগর মাহি থয়াছে, বা থইতে বাধ্য ইছে।

কালীপ্রসাদ সিংহ অজাগিরকে করিছে কর্ম অতার গঠনমূলক ত্রুটি বিচ্যুতি ধরানি হবা, কর্মশপা অহার আরতাউ নুয়া নুয়া ডেঙ-মারা সালকরানির কাজে, কিন্তু গিরকর বিস্ময়কর কর্মজীবন অহানরে সম্মান জানুয়িতে না পাহুরবাং। এরে হুকাং জাত এহার, চিন্তা-ভাবর ফালুৎ জুং করে বহেদেনার মানু নেয়ো আহিতারা সময় অহাৎ কালীপ্রসাদ সিংহ নাঙ অহান আমার কাজে ডাঙর প্রেরণা আহান ইয়া থাক।

আরতাউ আবোকচা জ্ঞানকর্মলিপি পানারতা আছিল অজাগিরকরাংত । কিন্তু
নাইল ।

‘এ মোর ললাট-দেশে
যে প্রলয়-জ্বিগো আছে
জ্বালাময় তার স্কুলিঙ্গর স্পর্শে
ধূলিসাং অইতই হাবি আহির নিমেয়ে
সুদূর দেশর যাত্রীগ মি
চলেছু অসীম দেশে ।’
(সুদূর দেশর যাত্রী)

নিজর ললাট-দেশর জ্বি অগৎ আধাবাকি খৌরাঙ-হপনহানি ভস্ম করিয়া
অসীম দেশে যাত্রা করল মহাত্মা কালীপ্রসাদ । কিন্তু গিরকে যে তঙালপা উপলব্ধি
আহান ফংকরিছিল পইলা-জীবনেই, মাতিছিল - ‘পইলা যেদিন / অমৃতর সন্ধান
পাছিলু / উদিন মি ভাবেছিলু- / হাবি মিছা- হাবিতা স্কনিক’ (অমৃতর সন্ধান)- ও
আত্ম-অনুসন্ধানর ভাব-অমৃত আমারেউ তৃপ্ত করক, নুয়া নুয়া মহৎকর্মর বারাদে
জীবন এহানরে সালকরেদেক ।

শুভাশিস সিনহা : লেখক, নাট্যকার বারো নাট্যনির্দেশক, ঘোড়ামারা, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার ।

মোর দেহা আচানক প্রতিভা আহান সন্তোষ সিংহ

এতা হাবি জিনজিনি আমি থাইতেগা,
জোনাকহানৌ কিয়া গজে কাইতেগা।
আমারেল নাইলেতে আধার অয়া থাক,
হাদিৎ তি গজে কায়া নাঙ পানা নাক।

-ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ

প্রফেসর কালীপ্রসাদ সিংহ (১৯৩৭-২০১১) আমার সমাজর হাবিস্ত
ঋদ্ধপ্রজন্মহানর অন্যতম প্রধান সিবাই আগ। গিরকর অ্যাকাডেমিক কামদুমর
কাদাত চেপয়া মি 'বুদ্ধিজীবী' ওয়াহিগর প্রকৃত তাৎপর্যহান উপসিলু। প্রফেসর
আগর জনমহান সার্থক অরতা গবেষণামূলক কাম সম্পাদনাৎ। এবারাদেও গিরকর
জনম এহান মোরাং ঙাল দৃষ্টান্তহান অয়া থাইতই। গিরকর ইকরা-ইকরির লগে
নংসাংদিনর পরিচয় থাইলেও গিরকর তুলো উনাউনি অইলুতাতে আসাম
বিশ্ববিদ্যালয়ৎ এমএ পাকরানিৎ গিয়া। ২০০১ মারি। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে
বাংলাভাষা বার সাহিত্যর ছাত্রগ মি। গিরক সংস্কৃত বিভাগর অধ্যাপকগ ঔবাকা।
ভাষা-অনুষদর ডিনগ হিসাবেও গিরক ঔবাকা তার দায়িত্ব পালন করল। সমেয়
পেইলেই সংস্কৃত বিভাগে গেলুগা। ভাষাতত্ত্ব, ফোকলোর বার সমাজর য়ারিপরি
লগে অইলাংক পুরি কুংগদে সমেয় গেলগাতাও হার নাপেইলাং। গিরকর তুলো
পইলা পরিচয়র মিকুপ ঔহানি এবাকাও মনে আসে, ঔদিন মাতেসিল-
'সমাজেতে মোরে নাও য়াকরতারানাই।' মি মাতলু, হাবিয়েও য়াকরিয়ার।
য়রিহান অইলতাই ইমে আকতাই দুয়াদে য়াকরিয়ার, আকতাই বিতরেদে।
জবাবহান হুনিয়া মোরে খানি আহান চেয়া থাইল। পিসেদে মাতল- 'আন্তা সমাজ
এহানাৎ শিক্ষিত মানু আগ নেয়ইলাতা? অমাটিক সহজ ইংরেজিল ইকরেসু লেরিক

ঔহানি পাকরে নুয়ারলাতা? বাহা, তিতে পাকরেসততা? মি পাকরেসু বুলিয়া মাতলু।

২০০১-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যা তালকরলা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী পর্যালোচকের ইকরাল 'নুয়া জাগৃতি' নাঙে কুস্তিরাং চে আহান ফংকরেসিলু। নগণ্য চে ঔহানাং গিরকে 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর ইতিহাসচর্চা' নাঙর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ আহান ছাপানিরকা দেসিল। গিরক ঔবাকা শিলচরর কাঠাল রোডে না কলেজ রোডে ভাড়া ঘরে আসিল সাং। গিরকরে প্রবন্ধ আহান দেনিরকা হেইচা জানেইলু আর গিরকে ফাইল আগ নিকালল। ফাইল ঔগর বিতরে গিরকে চিন্তার হুত ঔতারে খেই-খেইক' নিবন্ধর আকার দিয়া চপ চপ করিয়া থসে। কুনো সাহিত্য-পত্রিকার আমন্ত্রণ রক্ষারকা নাগই; ইকরা আঘার আগ নিবন্ধই গিরকর বহুপ্রজ বার পরিশ্রমী সম্ভাহনর বারাদেই আমার মিলেঙ আসুলের। গিরক চাকুরিজীবনেস্ত অবসর লইল ঔপেই আসাম বিশ্ববিদ্যালয়র বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী পর্যালোচকেইয়ে গিরকরে বিদায় সংবর্ধনা জানানির ব্যবস্থা করেসিলা। শিলচর শহরর গান্ধীভবনে হাজাসিলা সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ঔহানাং মোর সম্পাদনাং 'কালীপ্রসাদ সমীক্ষা' নাঙর লেরিক আহান ফঙসিল। শেষবয়সে মুঙে গেলেগা গিরকে নাও চিনল। দেবযানীদি'য়ে ঔপেই অতীত স্মৃতি ঔতা নিংশিং করেদিলপুরি খানি-মানি চিনল। দৌ অনির আগে গাড়ি দুর্ঘটনাং গুরুতরভাবে জখম অয়া শ্যামানন্দকাকার ঘরে আসিল ঔবাকা গিরকর তুলো দেহা অসিল। ঔহানেই শেষ দেহাহান। এবাকা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা সাহিত্য ড. কালীপ্রসাদ সিংহর অবদান সম্পর্কে খানি আলোকপাত করিং।

কিতালো মি তোরে পূজা দেছ/হার তি নাপেইলে

'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দুই শতাব্দী' (২০০২) লেরিকহানর ভূমিকাং ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকে প্রসঙ্গক্রমে নিজর সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে মাতেসে—

“নিয়মমাফিক শিক্ষা লমনির পিছেস্ত অ'করিয়া সারা জীবন এহান ইমে ইকরতে আছ; আজি মোর ৬৭ বছর অ'ইলতা পেয়া মোর আ'ত এহান সুপ জিরানির অবসর আহান নাপাছে। এসাদে করে ডাঙর ডাঙর গ্রন্থ ২০ হানর চুয়া প্রকাশ করলু, হুকাঙ গ্রন্থ ২৫/৩০ হানর চুয়া, এবং আরতাউ ১৪/১৫ হান গ্রন্থ অপ্রকাশিত অবস্থাত আছে; আরাকৌ তিন-চারিহান গ্রন্থর কাম চলের।”

গাঙ-ঘরে সাধারণ পরিবেশে জরম অয়াও জ্ঞান-পিপাসা, পরিশ্রম বার মেধার জোরে মানু আগ বিশ্বনন্দিত অ'পারের ঔহানর অন্যতম ঙাল দৃষ্টান্তহান পণ্ডিত কালীপ্রসাদ সিংহ। জ্ঞানজগতর চূড়ান্ত সম্মানজনক উপাধি ঔতা গিরকে আহানর পিসে আহান করায়ত্ত করেসিল। ডক্টর অব ফিলোসফি, ডক্টর অব লিটারেচার—জ্ঞানজগতর চূড়ান্ত সম্মান ঔতার লগে 'গীতাচার্য' উপাধিতও গিরক ভূষিত।

গিরকর সাফল্য এতার মূল চাবিগ প্রতিভা বার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমন্বয়। সংস্কৃত, ইংরেজি, অসমিয়া, বাংলা বার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারে প্রায় ৮০হানর সাদে লেরিক লেংকরেসে যেতার বিষয়বস্তু ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, এলা, কবিতা, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্যর ইতিহাস, মহাপুরুষর জীবনী, ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদি। ১৯৬৮ সালে গিরকে 'A study in the Bishnupriya Manipuri Language' গবেষণাসন্দর্ভ (Thesis) ঔহানরকা পিএইচডি ডিগ্রি পাসে পশ্চিমবঙ্গর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েস্তু। Thesis ঔহানাং গিরকে প্রথাগত ভাষাতত্ত্বর সূত্র ইলয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, বাক্যতত্ত্ব বার শব্দার্থতত্ত্বর গজে বিস্তারিত আলোচনা করেসে। গবেষণাসন্দর্ভ এহানেই পাজালেয়া লেরিকহান আকারে নিকুলিলতা ১৯৮০ সালে। এহানর পিসে 'The Concept of the Absolute in Indian Philosophy' নাঙে গবেষণাগ্রন্থ আহান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ং জমা দিয়া ডিলিট উপাধি পেইল ১৯৮২ সালে। ভারতীয় দর্শনর হাবি মার্গং ঈশ্বরতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বর স্বরূপহান কিসাদে ফুটিয়া উঠেসে ঔহানর বিশদ আলোচনা আসে গবেষণাগ্রন্থ এহানাং। প্রফেসর গিরকে নিজর গবেষণাকর্ম সম্পর্কে মাতেসেতা—

“মি মূলতঃ দর্শনশাস্ত্রর মানুগো। উহানে অধ্যাপনা পানার পিছে পইলা দর্শনশাস্ত্রলো গবেষণা অ'করেছিলু। কিন্তু ঔ সময়ত পারিপার্শ্বিক অন্যান্য জাতর মুখে আমার জাতর ভাষা-সাহিত্য-ইতিহাস সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য বারো অপমানজনক সিদ্ধান্ত হুনানিয়ে এ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা আহান পানারকা এবং আমার ভাষা-সংস্কৃতিরে পৃথিবীর মুণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করানিরকা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বলো গবেষণা অ'করলু।” (মোর জীবনকাহিনী)

থদেছু তোরকা মালা মি বানেয়া

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠার এহান আমরাং ইমার সেলকমর সাদে ঠুম, নুংশি বার দরকারিহান। সচেতনভাবে অক বা অসচেতনভাবেও অক সমাজর হাবিস্তরর মানুয়ে তিলয়া ইমাঠার এহান জিংতা করিয়া থয়ার ঠার এহানল টটরেয়া বার শব্দ সংরক্ষণ করিয়া। ঠার এহানল টটরানির কাম এহান বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর হাবিস্তরর মানুয়ে করিয়ার কিন্তু ঠার এহানর শব্দ সংরক্ষণ করিয়া থনার কাম ঔহান হাবিগই করে নারিয়ার। ঠার এতা বিবর্তনধর্মী বস্তু। কালর হুতে অনেক পুরানা শব্দ মাঙয়া যারগা। ঔতার ফামে নুয়া শব্দই ফাম কাড়লর। এসাদে ঠার আহানর মাঙয়া যারগা শব্দ বার প্রচলিত শব্দ দ্বিত্যতাও লিখিতভাবে সংরক্ষণ করিয়া থনা লাগের। সংরক্ষণর কামে আত দিতই মানু ঔগর জ্ঞান, মেধা, ধৈর্য প্রচুর থানা লাগের। লগে পরিশ্রম করানির মতো দৈহিক বার মানসিক সামর্থ্যও

থানা লাগে। বিদ্যা এহানর নাঙ শব্দকোষ বা অভিধানপ্রণয়নবিদ্যা (Lexicography)। অভিধান সংকলনর পইলা ধাপহান শব্দ পুলকরানি। বিশেষ ঠার আহানর টটরাকুরা মানু ঔতা যে ভৌগোলিক লয়ায় লয়ায় সিতারেয়া আসি ঔ লয়াং গিয়া শব্দ খমকরানি। খমকরানির কাম এহানরে ক্ষেত্রসমীক্ষা (fieldwork) বুলানি অর। কাম এহানাং দৈহিক সামর্থ্যর য়ারি আহের। কাম এহানাং আত দিতই মানু ঔগরতা অভিধানতত্ত্ব (Lexicology) সম্পর্কে জ্ঞান থানা লাগে। কারণ ফিল্ডওয়ার্কেন্ট পাসি শব্দ ঔগর বানান, উচ্চারণভঙ্গি, অর্থ, শব্দ ঔগর ব্যাকরণগত অবস্থান, শব্দ ঔগর উৎস বা ব্যুৎপত্তি, বাক্যে শব্দ ঔগর কত কিসিমর ব্যবহার অ'পারের ঔতার দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরানি লাগে অভিধানহানাং। কাম এহানাং আত দেনার আগে নির্দিষ্ট ভাষা ঔহানর ব্যাকরণহান পুস্ত্যাপ হারপানি লাগে, লগে কাদাবারার বিভিন্ন ভাষার শব্দ সম্বন্ধেও জ্ঞান থানা লাগে। বপ জ্ঞান, মেধা, ধৈর্য, দৈহিক-মানসিক পরিশ্রম করানির সামর্থ্য, একাগ্রতা, সময়, সংকল্প, সাধনার সমন্বয়ে এজাত কাম এতা সফল অ'পারের।

ভাষা ব্যবহারর বারাদেস্ত অভিধান তিন ধরনর অ'পারের- একভাষিক (Monolingual), দ্বিভাষিক (Bi-lingual) বার বহুভাষিক (Multilingual)। একভাষিক অভিধানে ভাষা আকহানর ব্যবহার অর, দ্বিভাষিক অভিধানে দুহান বার বহুভাষিক অভিধানে দুহানর গজে ঠারর ব্যবহারর অর।

প্রফেসর কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকে দ্বিভাষিক অভিধান (বিশ্বপ্রিয়া মণিপুরী-ইংরেজি) দুহান লেঙকরেসে-

১. পূর্ণাঙ্গ অভিধান (A Comprehensive Dictionary)

২. উৎস বা ব্যুৎপত্তিমূলক অভিধান (An Etymological Dictionary)

পূর্ণাঙ্গ অভিধানহানাং আসেতা ৩০,০০০ শব্দ বার উৎস-অভিধানহানাং ১০,০০০ শব্দ। ১৯৮৬ সালে গিরকর ব্যুৎপত্তিমূলক অভিধান ঔহান ফণ্ডসেতা 'An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri' নাঙে। গিরক ঔবাকা গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়র সংস্কৃত বিভাগর রিডারগ। সমগ্র ভারতবর্ষে উৎস-অভিধান ফণ্ডনির বারাদে গিরকর অভিধান এহান দ্বিতীয় স্থানে। গিরকর পরাদে কুস্তিরাং জাত এহান এ সৌভাগ্যর অধিকারী অইলাং। ব্যুৎপত্তিমূলক অভিধানহানর ভূমিকাং গিরকে তার সাধনা সম্পর্কে মাতেসে-

"After working out the thesis, I collected more words of this language from its speakers through the constant labour of six years. And, for finding out the etymological explanation of those words, I made a comparative study of the corresponding and cognate forms found in languages like Bangali, Assamese, Hindi, Nepali, Naga, Lushei, Meitei, and others and also consulted persons of these language groups. In all, I collected about 30,000 words of BPM, and with than I prepared an

etymological dictionary of this language. In the present work, I have entered only about 10,000 words of philological interest selected out of the original dictionary."

প্রফেসর গিরকর পূর্ণাঙ্গ অভিধান ঔহান বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতীয় সম্পদহান। ১৯৭৪ সালর আগেই গিরকে অভিধান এহানর কাম লমকরেসে কিন্তু কোনো প্রকাশকে ঔহান ফংকরানির আত্মহ প্রকাশ নাকরেসি। শেষ পর্যন্ত অভিধান ঔহান ফংকরনির পথ আগ ধরল বুলতে উচ্চশিক্ষিত কতগ মানুর তলপা কটনীতির যে নির্লজ্জ খেলাহান দেখলাং ঔহান জীবনে না পাহরতাড়াই। কিন্তু মহৎ কাম কুনোদিন লেমেদে না মাঙর। আমার সৌভাগ্যহান, জাতীয় সম্পদ এহান যত্নস্থ অসে। দুর্ভাগ্যহান, জীবনর হাবিস্ত 'জায়ান্ট' কাম এহান মূর্তি পালইতে গিরকে দেহিয়া গিয়া নারলগা।

পিদাদেছু অলঙ্কার

মানুয়ে টটরেয়ার ঠার এতার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা বা বিশ্লেষণ সম্ভব। যে বিদ্যাশাখাং এজাত আলোচনা অর বিদ্যা ঔহানরে ভাষাবিজ্ঞান বা ভাষাতত্ত্ব (Linguistics or Philology) বুলিয়া মাতানি অর। ভাষাবিজ্ঞানে আলোচিত ভাষা বা আমি টটরেয়ার ঠার ঔতা হঙরতা উপাদান কতহানল- ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics), ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), রূপতত্ত্ব (Morphology), বাক্যতত্ত্ব (Syntax) বার অর্থবিজ্ঞান বা শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics)। ধ্বনিবিজ্ঞানে (Phonetics) পুছাপ হাবি ভাষাভাষী মানুর থতাস্ত নিকুলের ধ্বনি ঔতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা অর। কোনো বিশেষ ভাষা আহানর উচ্চারণ বা ধ্বনি সম্পর্কে আলোচনার বাধ্যবাধকতা এপেই নাথার। ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) মূলত বিশেষ ভাষা আহানর উচ্চারণতত্ত্বর গজে আলোচনা থার। রূপতত্ত্ব বা শব্দগঠনপ্রণালি (Morphology) ভাষা আহানর শব্দর নানান দিক যেমন শব্দর গঠন, শ্রেণিবিভাগ, রূপবৈচিত্র্য বার এ বৈচিত্র্য-সাধন যেতার মাধ্যমে অর ঔ প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা অর।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহর ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক লেরিক ঔহানর নাঙ 'The Bishnupriya Manipuri Language' (১৯৮১)। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার গজে বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নর ফসলহান লেরিক এহান। এহান গিরকর পিএইচডি থিসিসর লেরিক-সংস্করণহান। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার গজে প্রবন্ধ অনেক পত্র-পত্রিকাং নিকুলেসে। কিন্তু পদ্ধতিগত দিক দিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার গজে বিস্তারিত তাত্ত্বিক আলোচনা পইলা গিরকেই করল। ইতিহাসমূলক পদ্ধতি, বর্ণনামূলক পদ্ধতি বার তুলনামূলক পদ্ধতি- ভাষাতত্ত্বর প্রধান পদ্ধতি তিনোহান প্রয়োগ করিয়া গিরকে 'The Bishnupriya Manipuri Language' নাঙর

লৈরিক এহানাং Bishnupriya Manipuri Phonology, Bishnupriya Manipuri Morphology, Bishnupriya Manipuri Syntax বারো Bishnupriya Manipuri Semantics-অর বিজ্ঞানসন্মত বিস্তারিত আলোচনা করেসে।

পনরোহান অধ্যায়ল হাজাসে গবেষণাসন্দর্ভ এহানাং গিরকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার উৎস, মাগধী-প্রাকৃতজাত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার বৈশিষ্ট্য, মণিপুরে আৰ্যভাষাহান হিসেবে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার উপস্থিতির ত্রিতন্ত্র বার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য সম্পর্কে পইলাই পাঠকরে সচেতন করেদেসে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার উপভাষা লেপকরানিরকা গিরকে তুলনামূলক পদ্ধতির আশ্রয় নেসেগা। রাজারগাও বার মাদইগাওর শব্দভাণ্ডার, শব্দবিভক্তি, সর্বনাম, ধাতু-বিভক্তি বার ধ্বনিতন্ত্রর তুলনামূলক আলোচনা করিয়া উপভাষাতন্ত্রর বিচার করেসে। লগে মেইতেই ধ্বনিতন্ত্র, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ধ্বনিতন্ত্র, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ধ্বনিতন্ত্র মেইতেই উপাদান, প্রত্যয়, উপসর্গ, অনুসর্গ, নির্দেশক প্রত্যয়, ধাতু, ক্রিয়ার ভাব বার রূপ, শব্দার্থতন্ত্র, বাক্যগঠনরীতির গজে বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বিস্তৃত আলোচনা থসে গিরকে।

‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতন্ত্রর রূপরেখা’ (১৯৭৭) বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাং লেখা ভাষাতন্ত্রর লৈরিকহান। লৈরিক এহানরে ‘The Bishnupriya Manipuri Language’ লৈরিক ঔহানর সংক্ষিপ্ত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সংস্করণহান বুলানি যাকরের মোটামুটি।

এপেই উল্লেখ করে পারিয়ার ‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ব্যাকরণ’ (১৯৯৮) লৈরিক ঔহানর কথাও। লৈরিক এহান বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণহান। ‘লৈরিক এহানাং শব্দগঠনপ্রণালি, বাক্যগঠনরীতি, ধ্বনি পরিবর্তনসহ ঐতিহ্যগত ব্যাকরণর হাবি বারা সকনি অসে।

লমইতেগা এহান মাতানি মনেনার যে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতন্ত্রর ক্ষেত্রং করিল কাম নিয়ামপারা আসে। ড. কালীপ্রসাদ গিরকে Historical, Descriptive, Comparative বার Contrastive Linguistics-অর মিঙালে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার স্বরূপহান ধরানির হন্না করেসে। গিরকর পিসেদে এক্ষেত্রং গুরুত্বপূর্ণ কাম করেসেতা হাইলাকান্দির ড. নাজরিন লস্কর গিথানকে। ঔতার পিসেও মাতে পারিয়ার, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতন্ত্রচর্চাং দ্ব্য গিরিগিথানির উত্তরসূরিরকা করিল কামগ মাহেই আসে।

থদেছু সাজেয়া উপচার

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে কথা আকচুটি আসে-

তরবোহপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।

স জীবতি মনো यस্য মননেন হি জীবতি ॥

অর্থাৎ, গাছবিরুদ্ধ জিংতায়া থাইতারা, থাইতারা অরিং পাহিয়াপলিও। কিন্তু মননধর্মই অইলতা ঔ বারহান যেহানে মানুরে পশুধর্মন্ত উদ্ধার করের বার চেতনার উর্ধ্বতর স্তর আহানাৎ নিয়া ফৌকরেদের। এ চেতনার স্তর দুহান বুলিয়া ধরানি অর- রসচেতনা বার জ্ঞানচেতনা। আনন্দ সঞ্চার রসতত্ত্বর চূড়ান্ত কথাহান। সরস মন আহান ফণ্ডরতা কবিতা, নাটক বার কথাসাহিত্যৎ। জ্ঞানচেতনার লগে চিন্তার সম্পর্ক। চিন্তা ঔতারে মূলত গদ্যৎ ফণ্ডকরানি অর। মননশীল গদ্যর বিশেষ রূপ আহান প্রবন্ধ। প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত রচনারে সংস্কৃতে প্রবন্ধ বুলতারা। প্রকৃষ্ট বন্ধন বুলতে বুঝার- ভাবর বন্ধন, চিন্তার বন্ধন বার উপযুক্ত ভাষার বন্ধন। তথ্য, পরিকল্পনা, যুক্তি, তর্ক বারো তত্ত্বর উপযুক্ত মিলনে প্রবন্ধসাহিত্য ঠই পালর। বক্তব্যহান পরিবেশনর ক্ষেত্রৎ দেহিয়ার প্রকাশভঙ্গিহান বিষয়ানুসারে কুনোপেইৎ গুরুগভীর, কুনোপেইৎ লঘু, কুনো বার বিদ্রূপ-বক্রোক্তির তির্যক লেখাল সমৃদ্ধ অর। তবে প্রবন্ধর মূল ভিত্তি মননশীলতা অইলেও নীরস মননশীলতা প্রবন্ধৎ কাম্য নাগই।

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর ইকরা প্রবন্ধ ঔতা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যর অমূল্য সম্পদ। গিরকর প্রবন্ধ ঔতার নিবিড় পাঠ বরলে যে কুনো মানু নুংপাও অইতাই গিরকর চিন্তা, জ্ঞান, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বা বিশ্লেষণী ক্ষমতা ঔতা উপলব্ধি করিয়া। আচানকর কথাহান, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতির কুনো বারা গিরকর পর্যবেক্ষণেস্ত বাদ না পড়েসে। গিরকর ইকরা এতা রসাশ্রয়ী গদ্যরচনা বা ব্যক্তিগত নিবন্ধ নাগই- কারণ এপেই গিরক রসস্রষ্টা, রূপদক্ষ বারো কল্পনাপ্রবণ লেখকগ নাগই। গিরকর প্রবন্ধ এতা formal বা objective বা impersonal essay-র পর্যায়ে পড়ের যদিও চোরাহুতগর সাদে ব্যক্তিস্বর আগও লগে আমি পেয়ার। গিরকর চিন্তাশীল প্রবন্ধ এতাৎ বিষয়বস্ত্ত বা বক্তব্য ঔতা তত্ত্ব বার তথ্যর আধারে যৌক্তিক পারম্পর্যর আত ধরিয়া ফণ্ডর। গিরকে বক্তব্য উপস্থাপনর চঙহানরে প্রাধান্য নাদেসে তার প্রবন্ধৎ। তার প্রবন্ধৎ বাককৌশলর চমৎকারিত্ব ধরা না পড়লেও শ্লেষপ্রবণতা তার রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য আহান। গিরকে সমালোচনার মানদণ্ডগরে উচ থাক আহানাৎ কাকরেদিল তার প্রবন্ধসাহিত্যর মাধ্যমে- এহান আমার নাপাল করিল বিষয়হান।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী লিখিত সাহিত্যর মূল্যায়ন বা এ সাহিত্যর বিবর্তনর চিত্র ঔগ সম্পর্কে আমার আহি খুলিলতা গিরকর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া। ‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য সাধনা’ বার ‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য’ নাঙর ভাষণ বা নিবন্ধ দ্বয়হানি পাকরানির অভিজ্ঞতা ঔহান আমরাৎ রোমাঞ্চকর অনুভূতি আহান। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যর যুগবিভাজন বার প্রত্যেক যুগর সাহিত্যপ্রবণতার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আহান গিরকে প্রবন্ধ দ্বয়হানিং হাজাসে। ভাষণ বা প্রবন্ধ আহানাৎ সাহিত্যর ইতিহাসর আলোচনা পূর্ণাঙ্গ রূপ নাপার। এ কথা এহান মনে

থয়া আমি মাতে পারিয়ার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যৰ ইতিহাস লেংকরানিৰ সূত্রধারগ গিরক। গিরকৰ নৈব্যক্তিক বারো বস্ত্তগত দৃষ্টিভঙ্গিৰ পরিচয় পেয়ার এ নিবন্ধ এহানিৎ।

‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী লোকসাহিত্য’ নাঙৰ প্রবন্ধ ঔহান আপা-বপার লেংকরা মৌখিক সাহিত্যৰ ঐতিহাসিক দলিলহান। সিতারেয়া আসে মৌখিক সাহিত্যৰ উপাদান ঔতা খমকরানি বার সম্পাদনা করানিৰ দায়িত্ব নেসেগা গিরকে। প্রবন্ধহানাৎ তথ্য বার তত্ত্বৰ মিলন সাধন অসে।

সংখ্যাতত্ত্বৰ বারাদেস্ত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী শব্দৰ অবস্থাহান নির্ধারণ করতে গিয়া অভিধান আহানৰ প্রয়োজনীয়তার কথা ঔহান উল্লেখ করেসে ‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী শব্দভাণ্ডার’ প্রবন্ধ ঔহানাত। গিরকে হবাক’ হারপাসে আন্তিৰ কানে বেনা বেয়া লাভ নেই। ঔহানে নিজে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাৰ ত্রিশহাজার শব্দ সংগ্রহ করেসে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী শব্দভাণ্ডারে যওসে অপরবি শব্দ বার নিজস্ব শব্দ ঔতা গিরকে খেই-খেইক’ দেহ্যাসে প্রবন্ধ এহানাৎ। প্রসঙ্গত, ১৯৮৩ সালে গ্রন্থিত প্রবন্ধ এহানাৎ গিরকে ত্রিশহাজার শব্দ থানা ঔহানে আমার ভাষাহানৰ প্রাচুর্যহান বুলিয়া মাতেসে-

“বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীৰ শব্দভাণ্ডার বর্তমানেউ ত্রিশ হাজার, অথচ এ সাহিত্যতত্ত্ব বহুগুণে উন্নত মেইতেই ভাষাৰ শব্দভাণ্ডার মাত্র পচিশ হাজারৰ চুয়া।”

‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যৰ ভাষা’ প্রবন্ধৎ গিরকে রসতত্ত্বৰ গজে আলোচনা করেসে। রস বার ভাব অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারৰ গজেই মূলত গুরুত্ব দেসে এপেই।

‘বানান’ বার ‘আমার ঠারৰ বানান সম্পর্কে’ প্রবন্ধ দ্ব্যহানিৎ গিরকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী বানান-পদ্ধতিৰ গজে সিরিয়াস আলোচনা করেসে। ত্রিয়াৎ ‘ছ’(s) ব্যবহারৰ পক্ষে ধ্বনিতত্ত্বগত বার ব্যুৎপত্তিগত যুক্তি তুলিয়া ধরেসে ‘বানান’ শীর্ষক প্রবন্ধৎ। এ সম্পর্কে ‘আমার ঠারৰ বানান সম্পর্কে’ প্রবন্ধৎ গিরকে মাতেসে-

“আমার ‘ছ’কার পশ্চিমবঙ্গৰ ‘ছ’কারৰ সাদে নাগই, International Phonetic Symbol-অৰ S- বর্ণৰ সাদে।”

‘আমার ঠারৰ বানান সম্পর্কে’ প্রবন্ধৎ গিরকে দীর্ঘ বর্ণ, ‘ৎ’-ৰ ব্যবহার, চন্দ্রবিম্বদুৰ ব্যবহার, ‘ই’ বার ‘য়’-ৰ প্রয়োগ- এসাদে বানানৰ বিভিন্ন সমস্যা বার সম্ভাব্য সমাধানৰ পথ দেহ্যাদেসে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চন্দ্রবিম্ব (°)-ৰ প্রয়োগ সম্পর্কে গিরকৰ সুচিন্তিত মতামত ঔহান উল্লেখ করে পারিয়ার-

“এ অনুনাসিক বর্ণ এগো আমরাৎ একেবারেই নেই। এমন কি চেষ্টা করিয়াও উচ্চারণ করানি হিনপেয়ার। সুতরাং, তৎসম শব্দ ছাড়া

হাবি ক্ষেত্র (°)- এগো বৰ্জন করানি থকর; যেমন- কাঁদানি, পূজ, গত, বাধ (কাঁদানি, পূজ, গত, বাধ নাগই)।”

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারে সাহিত্যচর্চা করতারা গিরিগিথানিয়ে প্রবন্ধ দ্যাহানি পাঠ করে পারতারা। এপেই বানান সম্পর্কে গিরকর আরাক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য আহান উল্লেখ করে পারিয়ার-

“উচ্চারণে তফাত নাইলে মূল অনুযায়ী বা উচ্চারণ অনুযায়ী বানান দিলেও অসুবিধা নেই; যেমন- দি বা দ্বি, দ্যাহান বা দ্যাহান। মূল বিচার ঠিক নাইলে বানানহান অযৌক্তিক অনার সম্ভাবনা, যেমন- সংস্কৃত ‘দ্যৌ’ (স্বর্গ) শব্দর লগে সম্বন্ধ থয়া অনেকে ‘দ্যৌ’ ইকরতারা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শব্দ এহান আহেছেতা ‘দেব’ শব্দন্ত (দেব>দেও>দউ/দৌ)।”

উচ্চারণ-বিকৃতি বা ভুল বানান সম্পর্কে গিরকর আরাক মন্তব্য আহান প্রবন্ধ এহানাং আসে-

“যে শব্দ আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব, বারো যে শব্দ সংস্কৃতন্ত বা অন্যান্য ভাষান্ত আয়া আমারাং সম্পূর্ণ তঙাল রূপ নেছেগা, উতার বানানর ক্ষেত্র শব্দ উতার মূল এবং উচ্চারণপদ্ধতি- এ দ্বিহানির যথাযথ বিচার করিয়া বানান দেনা থকর। যেমন- মইষ (সংস্কৃত ‘মহিষ’ শব্দর অনুকরণে ‘ষ’), দীঘল (দীর্ঘ শব্দর অনুকরণে দীর্ঘ ঙ্কার), যেপেই মূলর লগে সম্বন্ধ থইলে উচ্চারণ বিকৃত অর, উবাকা আমার উচ্চারণ উহানরেই গ্রহণ করানি থকর, যেমন- বাতেদে (ভাতেদে নাগই), বেইবুনি (ভেইবুনি নাগই) ইত্যাদি।”

ভাষা বা উপভাষা আলোচনাং গিরকে তুলনামূলক পদ্ধতির ব্যবহার করেসে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা বার চাকমা ভাষার তুলনা, রাজারগাও বার মাদইগাওর তুলনা দ্যাহানি এ পদ্ধতির ব্যবহার দেহিয়ার।

প্রফেসর কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর সমাজ-সংস্কৃতিবিষয়ক প্রবন্ধ ঔতারমা প্রাবন্ধিক সত্তাহানর লগে সমাজ-সংস্কারক আগরেও বিসারেয়া পেয়ার। এ প্রসঙ্গে ‘চতুর্থমঙ্গল সম্পর্কে’, ‘সাংস্কৃতিক আন্দোলন’, ‘রাসানুষ্ঠান সম্পর্কে’ ইত্যাদি প্রবন্ধ ঔতার উল্লেখ করে পারিয়ার। ‘চতুর্থমঙ্গল সম্পর্কে’ প্রবন্ধং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর ব্যর্থ অনুকরণপ্রবৃত্তিরে বিদ্রূপ করিয়া মাতেসে-

“হাবিস্ত হাস্যকর বারো লজ্জাজনক ব্যাপারহান অইলতাই এহান যে, চতুর্থমঙ্গল এহান বাদ্গালীর ধর্মীয় আচারমূলক অনুষ্ঠান আহান; উদিন বরকন্যাই সূর্যপূজা বারো অন্যান্য আচার অনুষ্ঠান করতারা। নিমজ্জিত মানুরে মিষ্টি খৌয়ানি এহান ঔ অনুষ্ঠানর আনুষঙ্গিক ব্যাপারহান। বিষ্ণুপ্রিয়াই বারো আসল অনুষ্ঠান উহানতে নাদেহিয়া ‘ইমে

মিষ্টি খৌয়ানি এহানরেই চতুর্থমঙ্গল বুলতারা পাউরি' বুলিয়া ইমে মিষ্টি খৌয়ানিলো গইগো অছি।”

‘সাংস্কৃতিক আন্দোলন’ প্রবন্ধে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী নাছা, এলা বার বাদ্যযন্ত্র আলোচনার লগে খেচুরিপালি বা রথযাত্রা, কার্তিকর পালি, ফাগুয়া খেলা বার বিষ্ণু জাতীয় উৎসব চারিয়হানির রসখাহী আলোচনা করেসে। প্রসঙ্গক্রমে লোকনৃত্যর মঞ্চায়নর গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবও দেসে। তবে ‘রাসানুষ্ঠান সম্পর্কে’ প্রবন্ধে রাসর পোষাক সংস্কারর যে প্রস্তাবহান দেসে ঔহানর বাস্তবায়ন সম্ভব নাগই।

গিরকর প্রবন্ধ সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত অনুধ্যানর ফসল। প্রবন্ধ এতা পাকরিয়া আনন্দ পেয়ার, লগে সমাজ-সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা অর। ‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সংস্কৃতি’, ‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী এলার সুর,’ ‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী নৃত্য’, ‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী লোকসংস্কৃতি’, ‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর ইতিহাসচর্চা’ প্রভৃতি প্রবন্ধ ঔতাই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর আত্মাগর তুলো প্রাবন্ধিকর মিহলর সম্পর্কহান যে কতি গভীর ঔহানর পরিচয় দের। লগে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে গিরকর ব্যুৎপত্তি দেহিয়া আমি নুংপাও অয়ার। প্রসঙ্গত, ‘বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর ইতিহাসচর্চা’ প্রবন্ধে জাতীয় ইতিহাস ইকরানির আগে প্রস্তুতিপর্বর যে প্রয়োজনীয়তা আসে ঔহান সম্পর্কে গিরকে মূল্যবান মন্তব্য দেসে—

“বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ইতিহাস-চিন্তার তৃতীয় লক্ষণহান এহান—
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ইতিহাস গবেষণা করতে গেলেগা কিতা কিতা
অধ্যয়ন করানি লগের, উবেদে কারো দৃষ্টি নেই। এ গবেষণাত অধ্যয়ন
করানি লাগেরতা— ব্যাসর মহাভারত, জৈমিনি মহাভারত, পুরাণ,
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস, ব্রহ্মদেশর ইতিহাস, বঙ্গদেশ, ত্রিপুরা
বারো আসামর ইতিহাস, নাগা-মিজোর ইতিহাস, মণিপুরর ইতিহাস
(যেমন— চেইখোরোল কুম্বা, নিংখোরোল লাম্বুবা, বামোন কুছোক,
নোঙপোকহারাম-নোঙচুপহারাম ইত্যাদি)। এতার লগে লাগেরতা এ
জাতর Physical এবং Cultural Anthropology-র চর্চা এবং অন্যান্য
ভাষা বারো কৃষ্টির লগে আমার ভাষা বারো কৃষ্টির তুলনামূলক অধ্যয়ন।
এতা কিতা অধ্যয়ন নাকরিয়া যেতাই হুদা আগেকার বুজন কতোগোর
কথা ছনিয়া জাতর ইতিহাস লেপকরাত যিতারগা, তানুর ইতিহাস-চর্চা
কুনোদিন সফল নাইতই, আমি তানুরে ঐতিহাসিকর কুঠাত লেহানিয়েই
নুয়ারিয়ার। (পাঠক গিরিগিথানীরে সাবধান করেদিয়ার যে, মি নিজে
এতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন না করেছ; ঔহানলো মি নিজরে
ঐতিহাসিকগো বুলিয়া কুনোদিন দাবি না করেছ। ইতিহাসর বিশেষ
কুনো বিন্দু (point) আগোলো আলোচনা করিয়া কুনোগো ঐতিহাসিক

অ'না নুয়ারতারা; ইতিহাসহানর সামগ্রিক ধারণা আহান থাইলে তবে
ঐতিহাসিক অ'ইতারা তা)"

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী প্রবন্ধ-সাহিত্যর ইতিহাসে গিরক ঙাল ব্যক্তিত্ব আহান।
মননশীল সাহিত্যসাধনার ইতিহাসে গিরক অদ্বিতীয়। জ্ঞানজগতর প্রায় হাবি দিক
সকরা গেসেগা তার প্রবন্ধই। সমালোচনা-সাহিত্যর উচ মানদণ্ড আগ গিরকে
নির্ধারণ করেদিয়া গেলগা আমার মুণ্ডে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সংস্কৃতির যে বারহানি
মেইমুত মাঙয়া য়াৰগা ঔতার প্রতি গিরকর মনে রোমান্টিক বিষণ্ণতা আহান কাম
করেসে, গিরক নস্টালজিক অসে ঔ ফামে বার যেপেই সমাজ-সংস্কৃতির গারিগত
ময়লা জমতে দেহেসে ঔপেই গিরক কঠোর অয়া সংস্কারকৰ্ম আত দেসে। গিরক
ঔপেই হুদা সাহিত্যিকগ নাগই, আমার দোষ-গুণ দেহাদিয়া আমারে সংস্কৃত অনির
সুযোগ দিয়াদেসে; গিরক আমার ডাঙর সমালোচক আগ, পথপ্রদর্শক আগ।
গিরকর ইকরা গ্রন্থিত বার অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ঔতারে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর
এনসাইক্লোপিডিয়া বুলানি য়াকরের। এ সুযোগে অজা বাবাইসেনা প্রকাশনীরেও
থাকাং জানেয়ার গিরকর প্রবন্ধগ্রন্থ ফংকরেদিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যরে বরা
করেদেনিরকা বুলিয়া। গিরকর প্রবন্ধসমগ্র ফংকরানির উপযুক্ত সময়হান এহান।
গিরকর প্রবন্ধসাহিত্যর পুনঃপাঠ করিয়া আমি নিজরে নুয়া করে চিনতাঙাই;
সমাজপ্রেমে উদ্ভুদ্ধ অইতাঙাই; বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারে সাহিত্যচর্চা করানির প্রেরণা
পেইতাঙাই; আত্মবলে বলীয়ান অইতাঙাই; হীনম্মন্যতাৎত মুক্তি পেইতাঙাই।
প্রকাশনার দায়িত্বহানতে কুংগই নিতাঙাইগা?

গজর আলোচনাং ব্যক্তি কালীপ্রসাদ, প্রফেসর কালীপ্রসাদ, গবেষক
কালীপ্রসাদ, অভিধানকার কালীপ্রসাদ, ভাষাতাত্ত্বিক কালীপ্রসাদ বার প্রাবন্ধিক
কালীপ্রসাদরে চিনানির হুনা আহান করলাং। মূলত এ পরিচিতি এহানিয়ে
কালীপ্রসাদর প্রতিভাহানরে, বিরাট ব্যক্তিত্বহানরে প্রতিনিধিত্ব করে- এহান মোর
ব্যক্তিগত অভিমতহান। এতা বাদেও গিরকর প্রতিভার অন্যান্য দিক ঔতাও
পাহরিলতা নাগই। গিরক একাধারে কবি, গীতিকার, জীবনীলেখক,
আত্মজীবনীলেখক, ভ্রমণসাহিত্যর লেখক, পত্রসাহিত্যর লেখক বার সঙ্কলক
আগও। কিন্তু নিবন্ধহানর কলেবরগ ডাঙর অনির ডরে বারা এহানি না সকইলাং।
লগে গিরক 'The Bishnupriya Manipuris' বার 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দুই
শতাব্দী' নাঙর অতি গুরুত্বপূর্ণ লেরিক দুহানর লেখকগও; যে বইহানিরাং আমারতা
প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে আত পাতানি লাগের, ভবিষ্যতেও লাগতই।

সন্তোষ সিংহ : কবি, গবেষক বারো প্রধান সমন্বয়ক, পৌরি আসাম কার্যালয়।

পাঠক আগর মূল্যায়ন আকচুটি কাঞ্চনবরণ সিংহ

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ। ঔতা পুরানা পত্র-পত্রিকা খমকরিয়া পাকরুরি সময়হান। ১৯৭২-এ হিঙ্গালাংত 'কৈফৎ' নাঙর প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকা আহান ফঙসিল। ঔহানাত 'বরন ডাহানির এলার কালনির্ঘর' শিরোনাঙে ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর প্রবন্ধ আগ নিকুলেসিল। অনুসন্ধানমূলক প্রবন্ধ ঔগই মোরে শতাব্দীপ্রাচীন পটভূমি আহানাত নিয়া উবা করে দেসিলগা। ইতিহাসর ঔ পথেদে কাকেই কারিয়া ১৫শ শতাব্দীংত বর্তমান শতাব্দীত আলখক অসিলু। প্রবন্ধ ঔগত গিরকর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণাত্মক অনুসন্ধানী মনহানর পরিচয় পাসিলু। আমার এরে প্রাথমিক পরিচয়পর্ব এহানাত তৃতীয় আগ নেয়োসিলা। ঔদিনেংত পাঠক আগ হিসাবে গিরকর রচনার অনুগত অসিলু।

গিরকরে আহিত দেহানির বা লগ পানির সৌভাগ্য মি কুনদিন নাপাসু। গিরকর ইকরা প্রবন্ধ বা লেরিক পেইলেই পাকরলু। ঔতা পাকরিয়া য়ামপারা মানুর সাদে মিও উপকৃত অসিলু। দিন যিতেগা থাইল, পাকরতে পাকরতে আকদিন হারপেইলু গিরক 'বিতর্কিত' মানু আগ। বিতর্কর মূল বিষয়হান আজি পেয়া মোরাং পুরা স্পষ্ট নাগই। সত্য আহানরে প্রতিষ্ঠা করানির সালে গিরকে চেৎকরে দরিয়া থসিল। প্রতিপক্ষর মুঙে এরে দেসিল কঠিন চ্যালেঞ্জ আহান। প্রতিপক্ষয়ৌ গিরকর মুঙে এরে দেসিলা আরাক প্রতি চ্যালেঞ্জ আহান। প্রতিপক্ষর মুঙে উবা অয়া গিরকে প্রকারান্তরে প্রতিপক্ষরে আরাকৌ ধৌতাল দেসিল। গিরকর সম্বন্ধে ডাঙর অভিযোগহান আসিলতাই, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাহানরে গিরকে বাংলার উপভাষাহান বুলিরা সিদ্ধান্তে উপনীত অয়া থিসিস পেপারহান সাবমিট করিয়া পিএইচডি ডিগ্রিহান অর্জন করেসে। জনগোষ্ঠী আহানর জিজ্ঞাসার বার সত্য প্রতিষ্ঠার সালে অরিজিনাল থিসিস পেপারহান দেহুয়েয়া গিরকে নিজেই সমাধানর পথগ সামকরানি য়াকরেসিল। কিন্তু কিসাদে অভিমান আহানে ঔহান নাকরল।

গিরকে পাঠক-সমাজে যেতা দিল ঔতা খিসিসহানৰ অনুলিখন। মূল খিসিসহান
বার অনুলিখনৰ হাদিত আসিলতাই পাঠকৰ নৈতিক অবিশ্বাস আহান। অথচ
গিরকৰ নিজৰ আতহানাতেই আসিল অৱ বার পানি খেইকৰে দেনাৰ গুপ্ত
রহস্যহান।

মোৱে আকৃষ্ট কৰেসিলতাই গিরকৰ দুৰ্দমনীয় উদ্যম উহানে। জ্ঞানী মানুৰ
উদাসীনতাৎত আমি উদ্যমী মানু আগৰ ভুল কাকেই ঔহানৰে খানি সমর্থন
কৰিয়ার। উদ্যমী মানু আগইহে লাল চুম পথেদে আটেরতানাই। তা দেহুয়াসে
পথগদে আটানি বা না আটানি নিৰ্ভৰ কৰেৱতা পাঠকৰ জ্ঞান বার চেতনাৰ গজে।
ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ গিরক উদ্যমী মানু আগ আসিল। উদ্যমী মানু আগ হাবিৰ
সম্মানৰ বার শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰগ। উদ্যমী আগইহে সত্যৰ কাদাত চেপ'
পাৱেৱগাতানাই। হাইহান হাইহান-নাগই ঔতা আপেক্ষিক। তৰ্ক-বিতৰ্ক, মত-
অমত ঔতা পণ্ডিত বার গবেষকৰ বিষয়। শ্ৰদ্ধেয় গবেষক ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহ
আমাৰাং যামপাৱাদিন জিংতা অয়া থাইতই।

কালীপ্ৰসাদ সিংহ : কবি; অন্যতম সম্পাদক, কবিপঙ্ক, শিলচৰ, আসাম।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী পদাবলি-সাহিত্যর বিবর্তন :
গীতিস্বামীত্ত কালীপ্রসাদ
হেমন্তকুমার সিংহ

‘পদাবলি’ শব্দ এহান পারাংতা শ্রীলজয়দেব কবিরাজ গোস্বামীর ‘শ্রীগীতগোবিন্দম’ কাব্যত । গীতগোবিন্দর এলা অতারে শ্রীলজয়দেবে ‘কোমলকান্ত পদাবলি’ বুলিয়া মাতিসে । গীতগোবিন্দর এলা সমাজে জবর পরিচিত, যেমন—

প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদং
বিহিত বহিঃ চরিত্রমখেদং
কেশবধৃত মীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥

কিংবা
বেদানুস্মরতে জগন্তি বহতে...
দশাকৃতি কৃতে শ্রীকৃষ্ণায়তুভ্যং নমঃ ॥

কিংবা
শ্রিত কমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল
কলিত ললিত বনমাল
জয় জয়দেব হরে...

এলা প্রতা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবর প্রিয়তা বুলিয়া রথর পালির নয়োদিনর মুখ্য অংশ ইসে । আমার সমাজে এরে এলা এতা ‘দশাবতার বন্দনা’ বুলরাং । শ্রীকৃষ্ণর দশ-অবতার ধারণাহান মূর্তি পালুইসেতা জয়দেব গোস্বামীর ‘শ্রীগীতগোবিন্দম’ কাব্যত । শ্রীমদ্ভাগবতে কিন্তু অবতার অসংখ্য— সংখ্যা দিলে দ্বাবিংশ বা চতুর্বিংশ । জয়দেব-প্রণীত দশাবতার বন্দনা নায়া রথর পালি নারতা থকিয়া রথর পালিরে জয়দপ বা জয়দপর পালি বুলরাং । পিস এহাত বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাজনে কৃষ্ণলীলাগীতি লেংকরলা যেতা পদাবলি বুলিয়া নাঙ পালুইল । এলা অতারে পদ বা পদাবলি (বহুবচনে) বারো লেংকরিসি গিরকগাসিরে পদকর্তা বা মহাজন বুলিসি । শ্রীগীতগোবিন্দত শ্রীলজয়দেবে শ্রীমদ্ভাগবতম্-অর আশ্রয়ে বসন্তরাস বারো বাসকসজ্জা বর্ণনা করিসিল । কিন্তু বড়চণ্ডীদাসর শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ

(আবিষ্কর্তা বসন্তরঞ্জে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বুলানিয়ে নাও এহাননো পরিচিত ইসে) পদাবলির মূল ভক্তি বারো প্রেম বেলিয়া ইমে আদিরসাত্মকহান ইসিল। রসাভাসদুষ্ট গ্রাম্য কাব্য এহান কতিহান অবহেলিত ইসিল বুললেতে মূল পাণ্ডুলিপিহান পেইলাতা গুরুসাং আগোর চালর খুমেইগোস্ত। অংতাহান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু য়েবাকা 'উজ্জ্বল উন্নতরস' প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণর অপ্রাকৃত প্রেমলীলা সুপ্রতিষ্ঠিত করেদিল ঔবাকা সহজিয়া ভাবর কাব্য এহান অহাত মিমুত ইয়া পড়িসেগা। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ভাবাদর্শী বাসুদেব, বলরাম দাস, জ্ঞানদাস এসারে মহাজন গিরকগাসিয়ে সংস্কৃত বারো ব্রজবুলিনো পদাবলির ভাণ্ডারগো পূর্ণ করে দিলা। এরে পদাবলি এতাই বাংলা ভাষাহানরে লৌকিক পর্যায় লালকরে দিয়া সাহিত্যিক পর্যায়ে (গীতিকবিতা) থুঙকরেদিল। অহাননো বাংলাসাহিত্যর গবেষকে বাংলাসাহিত্যর ইতিহাসর মধ্যযুগ (১২০০খ্রি.-১৮০০ খ্রি. / ১৩৫০ খ্রি.-১৮০০ খ্রি.) অহানরে ভাগ করিসি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরে ভিত্তি করিয়া- ১. প্রাক-চৈতন্য যুগ ২. চৈতন্য যুগ ৩. চৈতন্য-উত্তর যুগ।

পদাবলির ভূমিকা এহান শিচ্চিল বাংলাসাহিত্যত নাবে, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যতৌ সমান গুরুত্ববাহী। বাংলার সাদে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যর ফালুহাতৌ ভাঙর আসন আহান কালকরিসে পদাবলি।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর জীবনে পদাবলি

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মতাদর্শী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর ঠৈগো সাকুইসে পদাবলি-সাহিত্য। জরম, মরণ, লোহং বারো মাহার হাবি পার্বনে চপকো বুজিসে বৈষ্ণব পদকর্তা মহাজনর পদাবলি। মণিপুরী ধর্মীয় অনুষ্ঠানর দুহান অপরিহার্য অংশ- ১. লেরিক দেনা (শাস্ত্রালোচনা) ২. সংকীর্তন। মহাপ্রভুরে সংকীর্তন এহানরে কলির মূল যুগধর্মহান বুলিয়া মাতিসিল। শ্রীল জীবগোস্বামীপাদই মহাপ্রভুর শিক্ষা এহান লিখিত রূপ দিয়াসে- 'যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্য তদা কীর্তনাখ্যা ভক্তিঃ সংযোগেনৈব।' অর্থাৎ কলিযুগে যত ধর্মকর্ম করিক সংকীর্তন যৌকরিয়া অবশ্যই করানি থক। এরে শিক্ষানো সংকীর্তনভিত্তিক ধর্মীয় অবকাঠামোনো হঙিসে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ, অহানে সংকীর্তন নায়া নার। অহানে লোহঙে যেহাত স্মৃতিশাস্ত্রমতে অগ্নিস্বাক্ষী, হোম বারো সপ্তপদী অপরিহার্য। আমি ঔ স্মার্তকর্ম বেলিয়া সংকীর্তনহাননো বিজয় কররাং। আমার সমাজে হোম কররাংতা হুদা শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাত। কিন্তু ঔ হোমেউ পুরোহিতগোই নবদ্বীপর ভাবনো জয়ধ্বনি দিয়া পঞ্চতন্ত্রেরনো সংকীর্তনহান অকরিয়া পিসে হোমহান অকরের। অর্থাৎ সংকীর্তনাখ্যা ভক্তিনো হোম কররাং। এসারে বিধান আর সমাজে নেই। অহানে আমি প্রকৃত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অনুসারী। হাবি সংকীর্তন ইলতা মহাজনর পদ।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী পদাবলি

শাস্ত্রালোচনা (লেরিক দেনা) বারো সংকীর্তন দ্বিযোহানি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজর খইতুগি ইলেউ মাতৃভাষা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারহান এতাত সুপ চেপো নুয়ারিসিল। আমার সমাজর পণ্ডিতে মেইতেই ভাষাহানরে গান্ধর্ব ভাষাহান বুলিয়া শ্রদ্ধাসহকারে মেইতেই ভাষানো লেরিক দিলা। সংকীর্তনতে ব্রজবুলি, সংস্কৃত বারো বাংলামনাই। অহানে গীতিস্বামীর বিলাপ হনরাং-

কতিয়উ তলইলাংতা-

ততারানি অহান পেয়া গরে আকতা বারে আকতা

এলা দিলেউ মিয়াঙর ঠারলো, লেরিক দিলে খাইরতা ॥

গিরকর টেংখা লেমুয়া না মাঙুইসে। ডিলয়া ইলেউ পণ্ডিতলকেয়ে ইমাঠারনো লেরিক দেনা অকরলা। অহানে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারর মৌখিক কাব্যিক রূপ আহান হঙিল। তাঙর আতে সাধারণ ঠারহান শক্তিশালী ইল। কারণ পণ্ডিত এতা মেইতেই বারো সংস্কৃত দ্বিযোভাষাত পারদর্শী ইসিলা। সাংস্কৃতিক পর্যায়ে ইমাঠার প্রতিষ্ঠার সালে গীতিস্বামীয়ে তার জাগরণী এলা, লগে বৈষ্ণব পদাবলির অনুবাদ বারো মৌলিক বৈষ্ণব পদাবলি লেংকরানি অকরল। বুজানি অকরল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠারর সাহিত্যভাণ্ডারগো। তার এলা যেসাদে হৃদিসক্কা অসারে নুংশি ইসিল-

হরি হরি বুলেই, হরিনাম সলকরেই

এসারে দিন আর না পেইতেই।

এলা এহান এবাকাউ ভক্তর হৃদিখাম্পালে ইঙাল ঙালয়া আসে।

বিবুলা চুপার দৌগই ধরল...

তুরা অং বুন্তেতে থকর তাপনি...

আর আশা নেয়ইল মুংবারা ঙালইল

সিঙ্গারেই পড়িল শাতয়া...

এলাতুপ এতা এবাকাউ মানুর থতাত অমর ইয়া আসে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাত গীতিস্বামী পইলাকার পদকর্তাগো, তার অনুবাদ বিশেষত শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুরর প্রার্থনার অনুবাদ থাকাত-দিন আদর্শ পদ। কিন্তু অধিকাংশ মৌলিক পালা বিশেষ করে পালার খন্তা (ধারাবিবরণীসূচক সংলাপ) জবরে কাচা, গ্রাম্যদোষে দুষ্ট। ফাগির কুমেইর উপযোগী ইলেউ সংকীর্তনে গানার মতো বাংলা, সংস্কৃত, ব্রজবুলির সাদে মাধুর্য গান্ধীর্ষ নেইসিল। কারণহান সংকীর্তন-উপযোগী সংস্কৃত বেলিয়া গ্রাম্য হালকা শব্দর ব্যবহার। তথাপি নেই লেইরা প্রাথমিক মৌখিক পর্যায়র ভাষাহানরে সাহিত্যর ভাষা করানির হুন্না করিসে। হাবির গজর কথাহান, শত সীমাবদ্ধতা থাইলেউ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী পদাবলির পয়লাকার চিংপাগো হিসাবে গীতিস্বামীর নাঙহান নিংশিং অনা লাগের।

গীতিস্বামীৰ পদাঙ্ক অনুসরণে পিস এহাত ইমাঠাৰে পদাবলিৰ অনুবাদ বারো মৌলিক এলা রচনা করিসি আমার সমাজৰ ইশালপা অজ্ঞাৰেলে। তাঙৰ আতে আহিয়া পদাবলি রসাভাসমুক্ত শুদ্ধ ভক্তিমাধুৰ্যমণ্ডিত অনা অকরল।

পদকৰ্তা কালীপ্রসাদ

ড. কালীপ্রসাদ সিংহ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা-সাহিত্যৰ হাকহাত ইঙাল ঙালপা নক্ষত্র আগো। গীতিস্বামীৰ ধৌরাঙে শুভারম্ভ ইসিল কর্মযজ্ঞ অহানৰ যোগ্য ঋত্বিক আগো গিরক। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যত তাৰে সব্যসাচী বুললে না আকুইব।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠাৰে ব্যাকরণ, অভিধান, ইতিহাস, জীবনীগ্রন্থ, এলা, ভাষাতত্ত্বৰ আবচ্চা গ্রন্থ লেংকরিয়া গিরকে সমাজৰে হুজে নুয়ারিন ঋণে ঋণী করে গিয়াসেগা। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীৰ মূল সম্পদহান যে রাসকীৰ্তন অহান হারপা পারিসিলতা থকিয়া এৰে সম্পদৰ প্রতি গিরকৰ আন্তরিক আকর্ষণ আহান আসিল। গিরকে সুস্পষ্টভাবে মাতিসিল— ‘মি জাত এহানৰে প্রাণহান দিয়া বানা পাছুতা হুদা জাত এহানৰ রাস কীৰ্তনৰ মাধুৰ্য এহানান্ত যে দিব্য আনন্দ পাউরি উহানরকা।’ গিরকে সংস্কৃতমুখী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ঠাৰে ‘কীৰ্তনমালা’ চহান খণ্ড লেংকরিয়া প্রকাশ করিসিল। মূলত গীতিস্বামীৰ চিংকরা পথহান আরাকৌ সেংকরে দেনাৰ কাজে তার এৰে প্রচেষ্টা। গীতিস্বামীৰ লেংকরা নুংশিপা, সুললিত পদ অতা নিজৰ পালাত কৃতজ্ঞতা সহকাৰে যৌকরিয়া নিজৰ ঔদার্য প্রকাশ করিসে। যেমন ‘কীৰ্তনমালা’ পঞ্চম খণ্ডত (বাসকলীলাত) উৎকৰ্ষা বৰ্ণনে—

(সখী) আজি কিয়া কুঞ্জবনে নাহিল কালিয়া
আহিতৈ বুলিয়া থছু কুঞ্জ মি হাজেয়া
অন্য পথে আজি কিয়া গেছেগা বেলেয়া।

শয্যা উজাৰ বৰ্ণনে

শয্যা পুণ্যবতী আজি এ দুৰ্গতি
দিলুনাই তোৰে হাজিয়া
মনে মনে কতো আশা করেছিলু
প্রাণবন্ধু আইতৈ বুলিয়া ॥
আর আশা নেয়ইল মুণ্ডবारा ঙালৈল
সিঙ্গারেই পড়িল শাতয়া।

মূলত গীতিস্বামীৰ প্রতি কৃতজ্ঞতা বারো তার বিস্মৃত এলা এতার পুনরুজ্জীবন অহান তার কীৰ্তন রচনাৰ আরাক কারণ আহান ইসিল।

গিরকৰ নিজৰ পদ আহান চেইক—

জয় শ্রীরাধা মদনমোহন
দুৰ্জয় মানিনী মান অইলে ভঞ্জন।

নয়ানে নয়ান চেয়া
দিতারা শ্রীঅঙ্গে চেই
বহের নয়ন ধারা
প্রেমর জুয়ার কার
শুকসারীয়ে দিতারা
কুহ কুহ কুহ ধ্বনি

আতে আত লয়া
শ্রীঅঙ্গ ঢালিয়া
দ্বিয়ো গণ্ডস্থলে
উথলে উথলে
এলা বৃক্ষডালে
দিতারা কোকিলে ॥

তথ্যপঞ্জি

১. শ্রীমদ্ভাগবতম্ : (২য় স্কন্ধ)
২. শ্রীল জীবগোষামীপাদকৃত শ্রীমদ্ভাগবতম
৩. মোর জীবনকাহিনী : শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ
৪. কীর্তনমালা (পঞ্চম খণ্ড) : বাসকলীলা- শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ

হেমসুন্দর সিংহ : প্রাবন্ধিক; ব্যাংক কর্মকর্তা, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

পরিশিষ্ট-১

ড. কালীপ্রসাদ সিংহের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

- ১৯৩৭ : ৩ জানুয়ারি (১৯ পৌষ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) তারিখে ভারতের আসাম রাজ্যের কাছাড় জেলার শিলচর শহর থেকে ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে কচুধরম গ্রামে জন্ম। বাবার নাম বাবাইসেনা সিংহ, মাতার নাম ইমাগো দেবী। চার ভাই ও দু'বোনের মধ্যে তিনি সবার বড়। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হওয়ায় অভাব-অনটনের মধ্যে শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।
- ১৯৪৬ : গ্রামের ৮৭নং সোনামানিক পাঠশালায় ভর্তি। পাঠশালার প্রত্যেক শ্রেণির পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার।
- ১৯৫১ : বৃত্তিসহ তৃতীয় মান পাশ করার পর শিলচর পাবলিক স্কুলে চতুর্থ মানে ভর্তি।
- ১৯৫৭ : সংস্কৃত ও গণিতে লেটার মার্কস পেয়ে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্দশ স্থান অধিকার করে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ।
- ১৯৫৯ : শিলচর গুরুচরণ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএ পাশ।
: 'শিলচর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন এবং এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ। পরবর্তীতে এই ছাত্র সংগঠনটি 'নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' নাম ধারণ করে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের বিভিন্ন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।
- ১৯৬১ : একই কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে সমগ্র গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন। গুরুচরণ কলেজে সমগ্র কলা বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে 'বলাই স্মৃতি পুরস্কার' প্রাপ্তি।
- ১৯৬৩ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সমগ্র কলা বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে 'সতীশচন্দ্র দে স্বর্ণপদক' প্রাপ্তি। অতঃপর কাছাড় কলেজে প্রবক্তা হিসেবে যোগদান।
- ১৯৬৫ : বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপর নিবিড় গবেষণা শুরু। আসাম, ত্রিপুরা ও মণিপুরের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী লোকপ্রবাদ, সংস্কৃতির লুপ্তপ্রায় উপাদান, শব্দভাণ্ডার ইত্যাদি সংগ্রহের প্রচেষ্টা শুরু।

- ১৯৬৭ : An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri গ্রন্থের কাজ শুরু। ১৯৭৩ সালে এই গ্রন্থের কাজ সমাপ্তি।
- ১৯৬৮ : 'A Study on the Bishnupriya Manipuri Language' শীর্ষক গবেষণাসন্দর্ভের জন্য কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান।
- : বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে প্রথম পিএইডি ডিগ্রি অর্জন করায় নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ, শিলচর শাখা কর্তৃক সংবর্ধনা প্রদান।
- ১৯৭৪ : গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে প্রবক্তা পদে যোগদান।
- ১৯৭৫ : বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য প্রকাশনার জন্য স্বীয় পিতৃদেবের নামে 'অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী' প্রতিষ্ঠা।
- : দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বভারতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত Conference of Linguistics-এ অংশগ্রহণ করে 'An Introduction to the Bishnupriya Manipuri Language' শিরোনামের প্রবন্ধ উপস্থাপন।
- ১৯৮২ : The Concept of the Absolute in Indian Philosophy নামের গবেষণাগ্রন্থের জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডিলিট উপাধি প্রদান।
- : ডিলিট ডিগ্রি অর্জন করায় গৌহাটির বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী যুব ছাত্র সংস্থা কর্তৃক সংবর্ধনা প্রদান।
- : গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার পদে পদোন্নতি।
- ১৯৮৬ : হল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্কৃত সম্মেলনে যোগদান। 'Is Siva a non-vedic good?' শিরোনামের প্রবন্ধ উপস্থাপন।
- ১৯৮৭ : অসমিয়া ভাষায় লেখা 'শ্রীমদ্ভগবদগীতার দর্শন' বইটির জন্য আসামের যোরহাট গীতার্থী সমাজ কর্তৃক 'গীতাচার্য' উপাধি প্রদান।
- ১৯৮৯ : ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান।
- ১৯৯১ : ইতালিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্কৃত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে 'The problem of Ishvara in yoga' শিরোনামের প্রবন্ধ উপস্থাপন।
- : বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশের লক্ষ্যে শিলচরের নিজ গ্রামে 'দিব্যাত্মম সংস্কৃতি কেন্দ্র' স্থাপন।
- ১৯৯২ : বাংলাদেশ মণিপুরী যুব মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রিত হয়ে বাংলাদেশে প্রথম আগমন। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় যোগদান।

- ১৯৯৫ : আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপক তথা বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিয়োগ লাভ।
- ১৯৯৭ : An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri গ্রন্থের জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যসভা কর্তৃক 'গীতিস্বামী শতবার্ষিকী পুরস্কার' প্রদান।
- : মুম্বাইয়ের থানেতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্কৃত সম্মেলনে যোগদান।
- ১৯৯৯ : আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা অনুষদের ডিন হিসেবে পদোন্নতি।
- ২০০০ : পৌরি আয়োজিত 'শহিদ সুদেষ্ণা স্মারক বক্তৃতা' অনুষ্ঠানে 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ' শীর্ষক বিষয়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্য দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশে আগমন।
- ২০০৩ : আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা অনুষদের ডিন থাকাকালীন অবস্থায় চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ।
- ২০০৭ : আসাম সরকারের সাহিত্যিক পেনসন লাভ।
- ২০০৯ : বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্ব গবেষণার ক্ষেত্রে অনবদ্য ভূমিকার জন্য দিব্যাশ্রম সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক 'ভাষাচার্য' উপাধি প্রদান।
- : শিক্ষক দিবসে গৌহাটির কলাসঙ্গম কালচারাল সোসাইটি কর্তৃক সংবর্ধনা প্রদান।
- : বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী রাইটার্স ফোরাম, গৌহাটি কর্তৃক সংবর্ধনা প্রদান।
- ২০১১ : ২ জুন বিকেল ৫-১০ মিনিটে নিজবাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ।

গ্রন্থনা : উত্তম সিংহ

উত্তম সিংহ : প্রতিষ্ঠাতা, পৌরি, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

ড. কালীপ্ৰসাদ সিংহেৰ প্ৰকাশিত ও অপ্ৰকাশিত গ্ৰন্থেৰ তালিকা

দৰ্শনবিষয়ক

১. ন্যায়দৰ্শন বিমৰ্শঃ (সংস্কৃত), সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১৯৮০
২. **Nairatmyavada : The Buddhist Theory of Not-self**, Sanskrit Book Depot, Calcutta, 1980
৩. শাক্তবৈদান্তে তত্ত্বমীমাংসা (সংস্কৃত), বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰকাশন, বाराणसी, ১৯৮২
৪. শাক্তবৈদান্তে জ্ঞানমীমাংসা (সংস্কৃত), বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰকাশন, বाराणसी, ১৯৮৩
৫. **Reflexions on Indian Philosophy**, Chaukhambha Orientalia, Varanasi, 1985
৬. **Indian Theories of Creation**, Chaukhambha Orientalia, Varanasi, 1985
৭. শ্ৰীমদ্ভগবদগীতাৰ দৰ্শন (অসমীয়া), গীতাৰ্থী সমাজ, যোৰহাট, ১৯৮৭
৮. **The Philosophy of Jainism**, Punthi Pustak, Calcutta, 1990
৯. **The Self in Indian Philosophy**, Punthi Pustak, Calcutta, 1991
১০. **The Absolute in Indian Philosophy**, Chaukhambha Orientalia, Varanasi, 1991
১১. **Thoughts on Tantra and Vaisnavism**, Punthi Pustak, Calcutta, 1993
১২. **A Critique of A. C. Bhaktivedanta**, Punthi Pustak, Calcutta, 1997
১৩. **Sri Caitanya's Vaisnavism & its Sources**, Matilal Banarasi Das, Baranasi
১৪. বেদ, উপনিষদ, গীতা আৰু চাৰ্বাক (অসমীয়া), অপ্ৰকাশিত
১৫. সাংখ্যযোগ দৰ্শন (অসমীয়া), অপ্ৰকাশিত
১৬. মীমাংসা আৰু বৈদান্তদৰ্শন (অসমীয়া), অপ্ৰকাশিত
১৭. ন্যায়দৰ্শন (অসমীয়া), অপ্ৰকাশিত
১৮. অদ্বৈতবৈদান্ত (অসমীয়া), অপ্ৰকাশিত

১৯. জৈনদৰ্শন (অসমিয়া), অপ্ৰকাশিত
২০. বৌদ্ধদৰ্শন (অসমিয়া), অপ্ৰকাশিত
২১. বৈষ্ণৱদৰ্শন (অসমিয়া), অপ্ৰকাশিত

সাধাৰণ

১. On the need of Sanskrit, Alok Prakasan Trust, Guwahati, 1989
২. বেদ পৰিচিতি, বৰাক উপত্যকা বৈদিক সমিতি, শিলচৰ, ১৯৯৯

স্বকীয় সাহিত্য

১. কবিতামালা, অজা বাবাইসেনা প্ৰকাশনী, শিলচৰ, ১৯৮৪
২. এলাৰ মালা : ১ম ভাগ, অজা বাবাইসেনা প্ৰকাশনী, শিলচৰ, ১৯৭৬
৩. এলাৰ মালা : ২য় ভাগ, অজা বাবাইসেনা প্ৰকাশনী, শিলচৰ, ১৯৮৪
৪. এলাৰ মালা : (সম্পূৰ্ণ), অজা বাবাইসেনা প্ৰকাশনী, শিলচৰ, ১৯৯৫
৫. কীৰ্তনমালা : ১ম খণ্ড (সন্ধ্যাৱৰ্তি, মঙ্গলাৱৰ্তি, খুপাইছি, ৱথৰ এলা), অজা বাবাইসেনা প্ৰকাশনী, শিলচৰ, ১৯৮৭
৬. কীৰ্তনমালা : ১ম খণ্ড পৰিপূৰক (ৱথযাত্ৰাৰ উপযোগী পদ), অজা বাবাইসেনা প্ৰকাশনী, শিলচৰ
৭. কীৰ্তনমালা : ২য় খণ্ড (ৱাসলীলা), অজা বাবাইসেনা প্ৰকাশনী, শিলচৰ, ১৯৮৮
৮. কীৰ্তনমালা : ৩য় খণ্ড (ৱাখুয়াল, উদুখল), অজা বাবাইসেনা প্ৰকাশনী, শিলচৰ, ১৯৮৮
৯. কীৰ্তনমালা : ৪ৰ্থ খণ্ড (দিনৰ নিতি), অজা বাবাইসেনা প্ৰকাশনী, শিলচৰ, ১৯৮৮
১০. কীৰ্তনমালা : ৪ৰ্থ খণ্ড পৰিপূৰক (দিনৰ নিতি : পাশাখেলা, জলকেলি, ঝুলন, হোলি, পুষ্পযুদ্ধ, মাথুৰ), অজা বাবাইসেনা প্ৰকাশনী, শিলচৰ, ১৯৯২
১১. কীৰ্তনমালা : ৫ম খণ্ড (বাসক), অজা বাবাইসেনা প্ৰকাশনী, শিলচৰ, ১৯৯১

১২. কীর্তনমালা : ৬ষ্ঠ খণ্ড (রাতিৰ নিতি), অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৯২
১৩. কীর্তনমালা : ৭ম খণ্ড (গৌরলীলা সঙ্কীৰ্তন), অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৯২
১৪. কীর্তনমালা : ৮ম খণ্ড পদাবলি কীর্তন (মাথুর, নৌকাবিলাস, মানভঞ্জন, নিমাইসন্ন্যাস), অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৯৪

ভাষা-ভাষাতত্ত্ব-সাহিত্য-কৃষ্টি-সমাজবিষয়ক রচনা

১. The Bishnupriya Manipuri Language, Firma KLM Private Ltd., Calcutta, 1981.
২. The Bishnupriya Manipuris : their Language, Literature & Culture, Dr. K. P. Sinha, Gauhati University, 1984.
৩. An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri, Punthi Pustak, Calcutta, 1986.
৪. বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতত্ত্বৰ রূপরেখা, অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৭৭
৫. বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ব্যাকরণ, দিব্যাশ্রম সংস্কৃতি কেন্দ্র, শিলচর, ১৯৯৮
৬. প্রবন্ধমালা : প্রথম খণ্ড, অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর
৭. প্রবন্ধমালা : প্রথম খণ্ড: পরিশিষ্ট-১, অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর
৮. প্রবন্ধমালা : দ্বিতীয় খণ্ড, অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৮৩
৯. প্রবন্ধমালা : দ্বিতীয় খণ্ড: পরিশিষ্ট-১, অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর
১০. প্রবন্ধমালা : দ্বিতীয় খণ্ড: পরিশিষ্ট-২, অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৯৪
১১. প্রবন্ধমালা : তৃতীয় খণ্ড, অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর
১২. বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দুই শতাব্দী, দিব্যাশ্রম সংস্কৃতি কেন্দ্র, শিলচর, ২০০২
১৩. লজ্জা, দিব্যাশ্রম সংস্কৃতি কেন্দ্র, শিলচর
১৪. Bishnupriya Manipuri-Englshigh Dictionary, ABILAT, Gauhati (Ready to publication)

জীবনীগ্রন্থ

১. শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর সাধুঠাকুর, দিব্যাশ্রম সংস্কৃতি কেন্দ্র, শিলচর
২. মহাযোগী আথোইবাবা, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যসভা, শিলচর, ১৯৯০

৩. শ্রীগোকুলানন্দ গীতিস্বামী, দিব্যাত্মম সংস্কৃতি কেন্দ্র, শিলচর, ১৯৯৬
৪. গুরু বিপিন সিংহ, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যসভা, শিলচর, ১৯৮৮
৫. সঙ্গীতগুরু পণ্ডিত মতিলাল সিংহ (অপ্রকাশিত)
৬. শহীদ সুদেষ্ণা সিংহ, শহীদ সুদেষ্ণা জন্মদিবস উদ্‌যাপন সমিতি, শিলচর, ১৯৯৭
৭. বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর দিক্‌পাল, দিব্যাত্মম সংস্কৃতি কেন্দ্র, শিলচর, ১৯৯৬
৮. মোর জীবনকাহিনী, দিব্যাত্মম সংস্কৃতি কেন্দ্র, শিলচর, ২০০২

সম্পাদিত গ্রন্থ

১. শৌর কবিতা, অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৯৩
২. গীতিস্বামীর এলা, অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী, শিলচর, ১৯৮৮
৩. স্মৃতিকুমারর ছোটগল্প, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যসভা, ১৯৮৮

অন্যান্য রচনাবলি

১. তিন দিনর বাংলাদেশ ভ্রমণ, দিব্যাত্মম সংস্কৃতি কেন্দ্র, শিলচর, ১৯৯২
২. **To the Meiteis & the Bishnupriyas**, Shymananda Sinha, Silchar, 1996
৩. পত্রাবলি (অপ্রকাশিত)।

বিভিন্ন জার্নাল এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ড. কালীপ্রসাদ সিংহের প্রবন্ধসমূহ

১. প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অহিংসা (বাংলা), Souvenir : Gandhi Peace Foundation Silchar, 1970.
২. Bishnupriya Manipuri : A Descriptive Sketch, Indian Linguistics, Deccan College, 1974.
৩. Problem of Ishvara in Sangkhya Philosophy, Journal of the University of Gauhati.
৪. Buddha's Concept of the Absolute, Proceedings of the All India Oriental Conference, 1976.
৫. Relation between substance & attributes in Indian Philosophy., Bharat- Manisha, Varanasi, 1977.

৬. বেদে ইন্দ্ররহস্য (সংস্কৃত), Souvenir, Vedic Sammelan, Gauhati, 1979.
৭. Theory of Momentariness and its Defence, Journal of the University of Gauhati.
৮. শাক্ত-বেদান্তে মোক্ষতত্ত্ব (সংস্কৃত), প্রাচ্যভারতী, গৌহাটি, ১৯৭৯
৯. শাক্ত-বেদান্তে জীবনমুক্তি : বিদেহ মুক্তিবাদ (সংস্কৃত), প্রাচ্যভারতী, ১৯৮০
১০. শাক্ত-বেদান্তে জগৎতত্ত্ব (সংস্কৃত), প্রাচ্যভারতী, ১৯৮১
১১. The Conception of Nirvana in Buddhism, Journal of the Assam Research Society, 1981-82.
১২. New light on the Apauruseyatva, Nityatva and Abhyanatva of the Vedas, Abhinandana- Bharati, Prof. K.K. Handique Felicitation Volume, Kamrup Anusandhana Samiti, Gauhati, 1982.
১৩. The Buddhist Theory of Not-Self, Prof. K.K. Handique Felicitation Volume, Gauhati, 1983
১৪. তত্ত্বত মকার সাধনা (অসমিয়া), নবদূত, গৌহাটি, ১৯৮৫
১৫. শাক্ততত্ত্বত মুক্তি আৰু সাধনা (অসমিয়া), গীতাজ্যোতি, বোৰহাট, ১৯৮৬
১৬. Is Siva Non-Vedic God?, Journal of the Assam Sanskrit College, 1986.
১৭. The Jaina Conception of Upayoga, Benudhar Sharma commemoration Volume, Guahati, 1987
১৮. পরম্পরাপেক্ষবাদ (সংস্কৃত), প্রাচ্যভারতী, গৌহাটি, ১৯৮৭
১৯. On The Concept of Advaita, Gauhati University, Journal of Arts, 1987
২০. পূজাত পশুবলী সম্পর্কে, বর্ষব্যঃ স্মৃতি, মেনপাৰা, আসাম, ১৯৮৮
২১. Kavya as a means for Liberation, Svarna Bharati, Souvenir of the Golden Jubilee, Nalbari Sanskrit College, Assam, 1988
২২. শ্রীঅরবিন্দ দর্শনে মহামানব, প্রাচ্যভারতী, গৌহাটি, ১৯৮৯

২৩. Vedic Origin of Shakti, the Mother of Goddess, Prof. Gopikamohan Bhattacharya Commemoration Volume, Kuruksetra University, 1990
২৪. On the love between Sri Krishna and the Gopis, Assam Research Socety Journal, Gauhati, 1990
২৫. The Concept of Bhakti, শংকরদেব সমাজ স্মৃতিগ্রন্থ, আসাম
২৬. On the Jaina Theory of Syadvada, Journal of the University of Gauhati
২৭. The Absolute in Shankara-Vedanta and Pratyabhijna, Debananda Bharali Commemoration volume, Gauhati
২৮. The Problem of Ishvara in Yoga, Gauhati University Journal of Arts, 1991
২৯. On Animal Sacrifice, Trinata, Tripura University, 1992
৩০. Shaktism in early Assam, Journal of the Assam Research Socety, 1992
৩১. Matter of a form of Conciousness, Oriental Joural, Sri Venkateswar University, 1993
৩২. Vedic Origin of the Tantrik Practices, The Annals, BORI, Pune, 1991,92,93
৩৩. Realisation as a Field Of Science, Oriental Journal, Sri Venkateswara University, 1994
৩৪. Reality as a synthesis Substance and Qualities, সংস্কৃত-বিমর্শঃ রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সম্মেলন, নিউদিল্লি ১৯৯১-৯৪
৩৫. On the Vaishnavite Concepts of Brahman, Paramatman and Bhagabat, Prof. B.N. Shastri Felicitation Volume, Gauhati, 1995
৩৬. Spiritual Interpretaion of the Vedas, Prof. M. M. Sharma Felicitation Volume, 1996
৩৭. On the term Darshana in Jainism, Oriental Journal, S. V. University, 1992
৩৮. বেদের স্বরূপ ব্যাখ্যায় স্বামীজী (বাংলা), ভোলানাথ গিরি আশ্রম পত্রিকা, আগরতলা, ১৯৯৬

৩৯. পঞ্চরাত্র দর্শন (বাংলা), ভোলানাথ গিরি আশ্রম পত্রিকা, আগরতলা, ১৯৯৬
৪০. The Absolute in Pancharatra Philosophy, Journal of Assam University, 1996
৪১. Concept of Liberation in Sri Chaitanya's Philosophy, Journal of Assam University, 1997
৪২. Shankara's Conception of the Personal Absolute, Indio Studies, Prof. S. Goswami Felicitation Volume, Calcutta, 1997
৪৩. জৈনদর্শনত কর্মবাদ (অসমিয়া), Rupali Jayanti Smriti Somnath Chatuspathi, Majuli, 1997
৪৪. Immigration of the Manipuris, Cachar College Journal, Silchar, 1976
৪৫. The Bishnupriyas are certainly Manipuris, পত্রিকার নাম অজ্ঞাত

এছাড়াও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার অনেক পত্রপত্রিকায় ড. কালীপ্রসাদ সিংহের অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অগ্রস্থিত রয়েছে আরো অনেক প্রবন্ধ।

আলোকচিত্র



ড. কালীপ্রসাদ সিংহ

জন্ম : ৩ জানুয়ারি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ

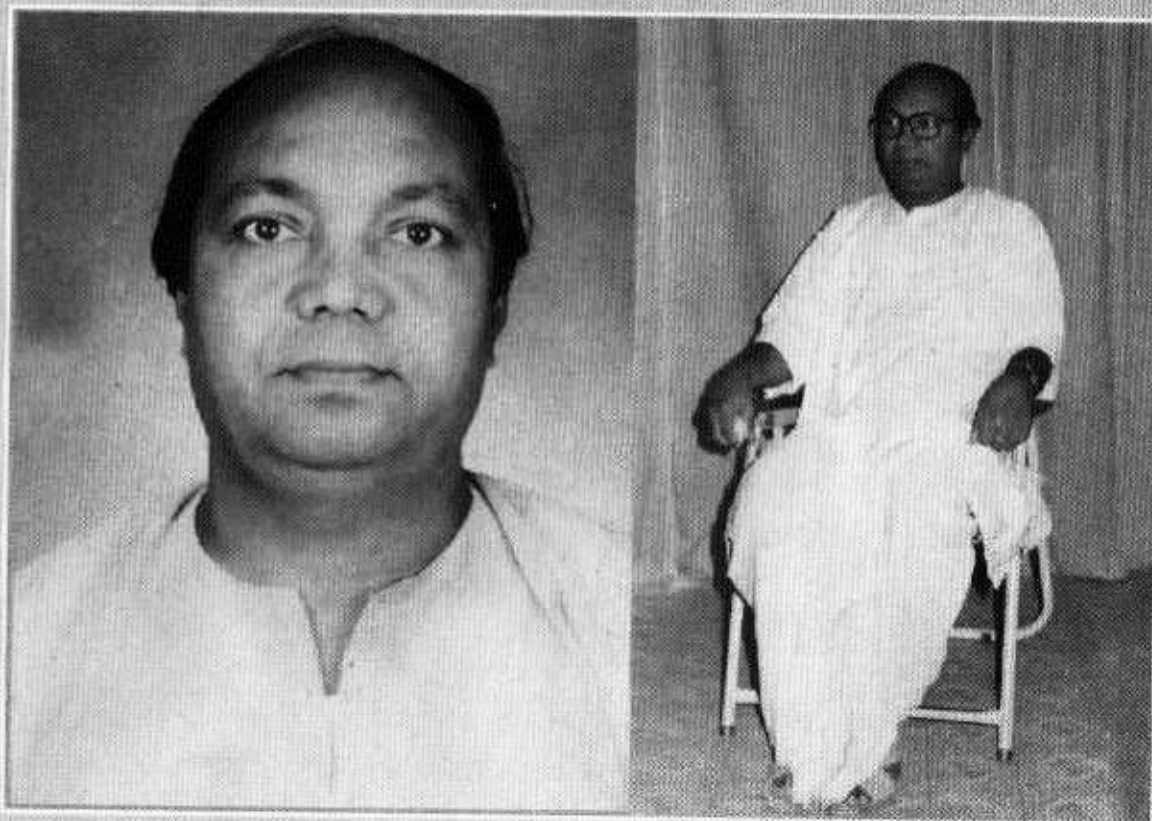
প্রয়াণ : ২ জুন ২০১১ খ্রিস্টাব্দ



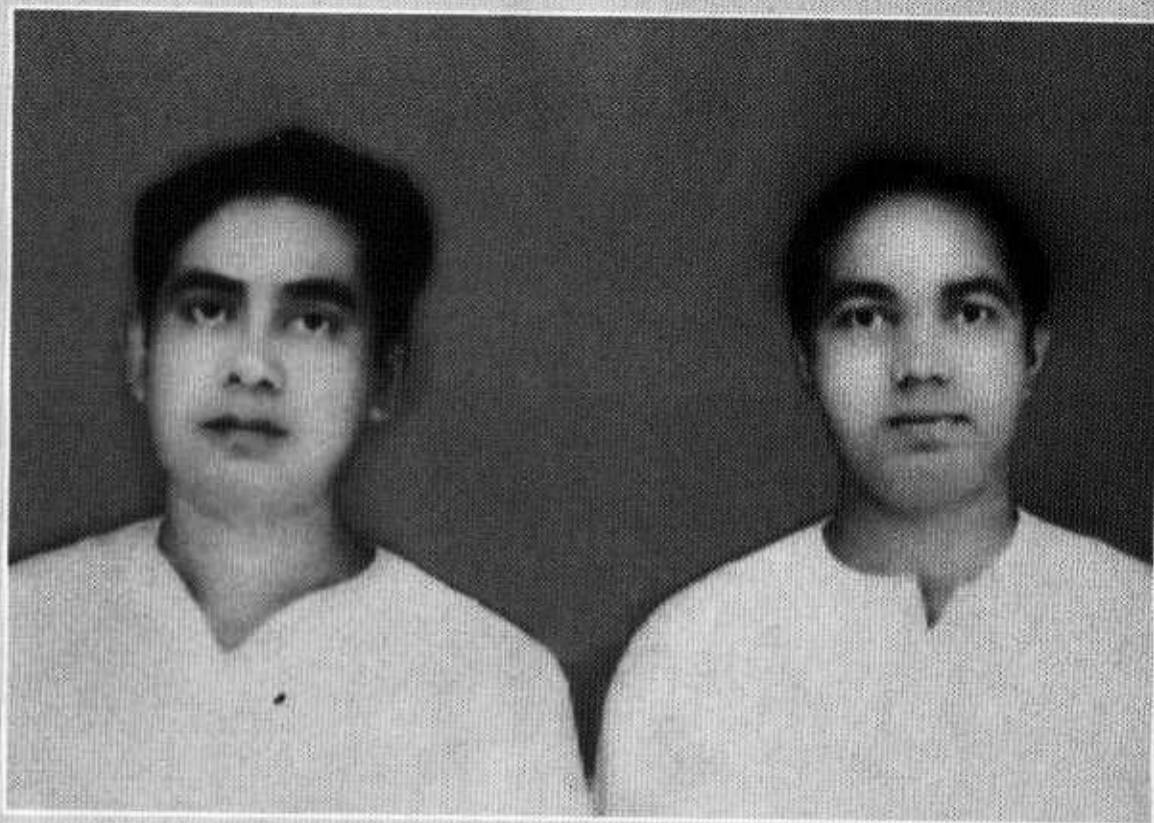
প্রখ্যাত ভাষাচাৰ্য ড. সুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায় গিৰকৰ লগে ড. কালীপ্ৰসাদ (বাতেদে)।



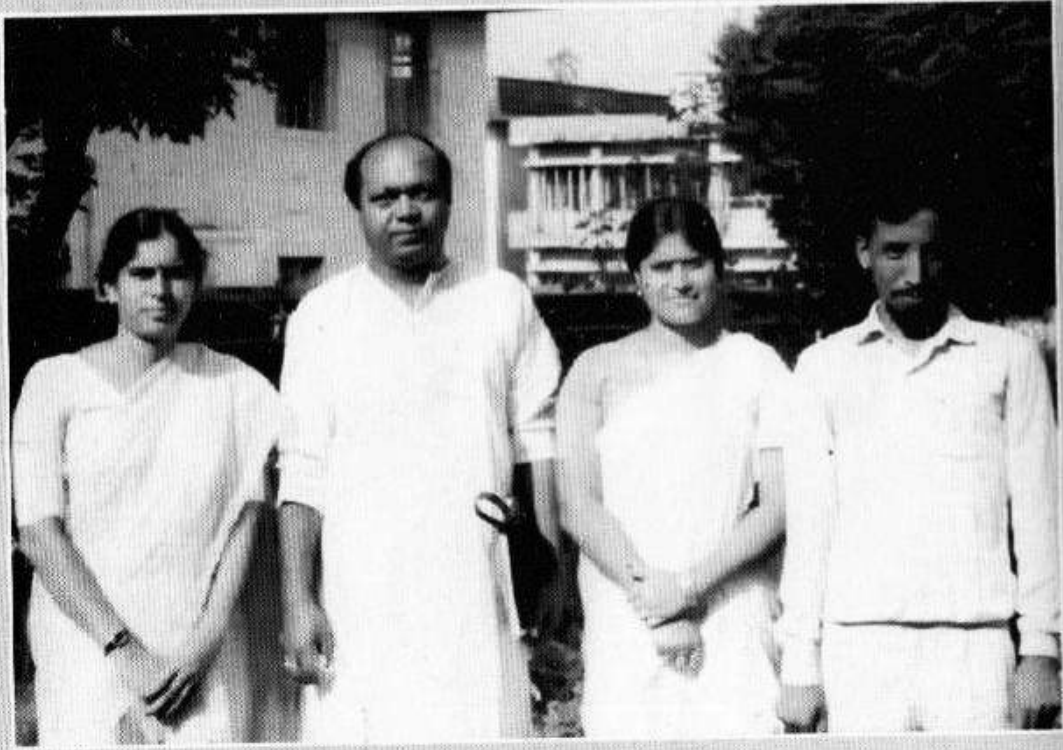
শিলচৰৰ জেলা গ্ৰন্থাগাৰ ভবনে বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সাহিত্যসভাই আয়োজন কৰে সৈলা কবি ব্ৰজেন্দ্ৰৰ সংবৰ্ধনা অনুষ্ঠানে ড. কালীপ্ৰসাদ (বাতেদেত্বত প্ৰথম), অধ্যক্ষ প্ৰসন্নকুমাৰ সিংহ (হৰুকৈ), কবি ব্ৰজেন্দ্ৰকুমাৰ সিংহ (বাতেদে)।



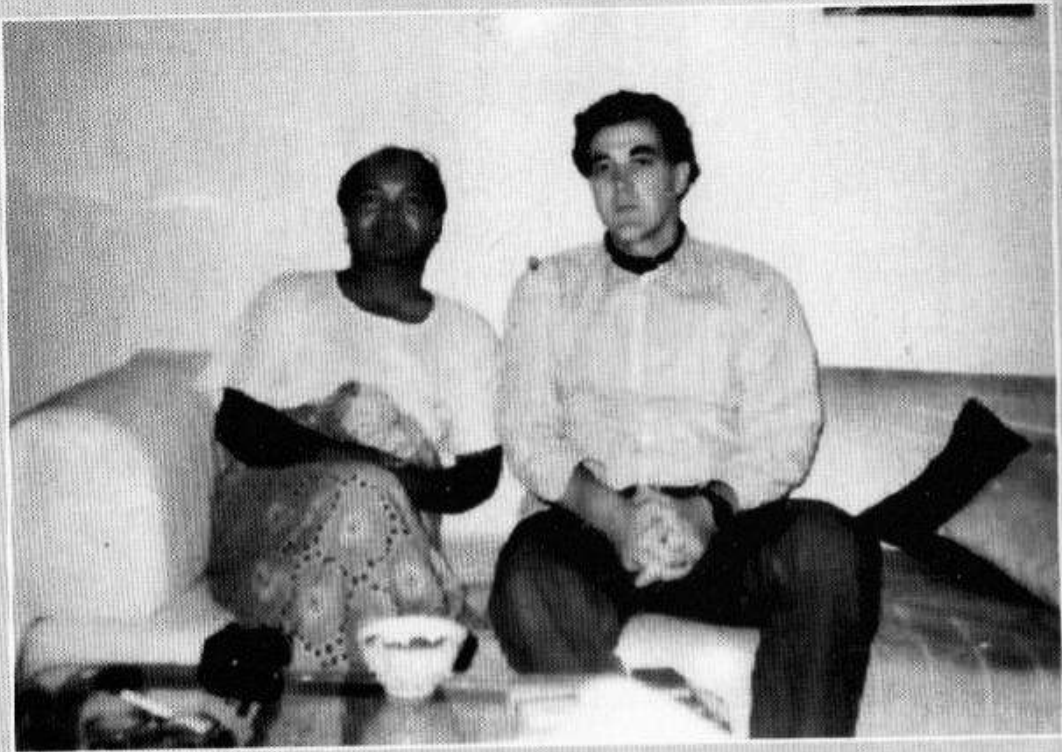
মধ্যবয়সে ড. কালীপ্রসাদ ।



মারুপ কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের লগে ড. কালীপ্রসাদ সিংহ (বাতেন্দে), ১৯৬৭ সালে তুলসি ফটোহান ।



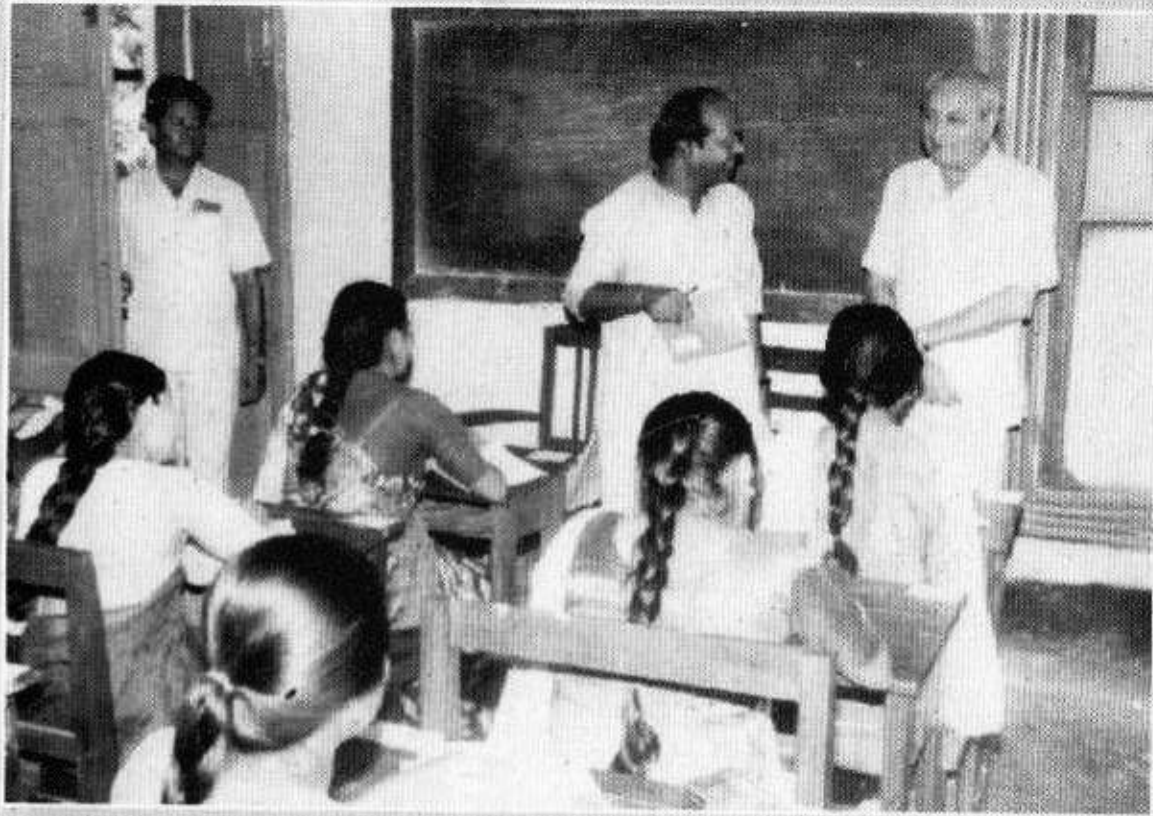
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ছাত্রছাত্রীর লগে ড. কালীপ্রসাদ।



হল্যান্ডের সংস্কৃত পণ্ডিত গিরক আগর লগে ড. কালীপ্রসাদ, হল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্কৃত সম্মেলনে যোগ দেসিলগা উপেই তুলেসি ফটোহান।



১৯৯০ সালে কমলপুরর হালালিং অনুষ্ঠিত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য রুহিবৃত্তি শিংলুপের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের লগে ড. কালীপ্রসাদ (হম্বুকে), বাঙেদেৎত দ্বিতীয়- উত্তম সিংহ, ততীয়- চন্দ্রকুমার সিংহ, চতুর্থ- শিল্পী সুনীতি সিনহা, বাতেদেৎত দ্বিতীয়- নৃপেন্দ্রকুমার সিংহ, তৃতীয়- শিল্পী গৌরহরি চ্যাটার্জি।



ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতর ক্লাস নেয়গা ড. কালীপ্রসাদ।



গৌহাটিত্ নিখিল বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী স্টুডেণ্টস ইউনিয়নৰ অনুষ্ঠানে প্ৰধান অতিথিৰ আসনহান ঙালকৱেৰে ড. কালীপ্ৰসাদ (বাঙেদেংত প্ৰথম)।



ওড়িশাৰ পুৰীৰ সমুদ্ৰ সৈকতে মণিপুৰৰ কতগ গিৰিগিথানিৰ লগে ড. কালীপ্ৰসাদ।



কন্যাকুমারিকার সমুদ্র সৈকতে 'বিবেকানন্দ রক' গর মুণ্ডে ড. কালীপ্রসাদ ।



মুম্বাইয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্কৃত সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী গিরিগিথানির লগে ড. কালীপ্রসাদ বারো মানসকন্যা দেবযানী (বাঙোদেবত তৃতীয়) ।



খুলাবেয়ক শ্যামানন্দ সিংহর পরিবারর লগে ড. কালীপ্রসাদ।



বাংলাদেশর ভানুগাছর তিলকপুরে বিচারপতি এস. কে. সিংহার ঘরে; বাঙেদেংত রাজকান্ত সিংহ, কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ, ড. রণজিত সিংহ, ড. কালীপ্রসাদ সিংহ, ললিতমোহন সিংহ (বিচারপতি এস. কে. সিংহার বাপক), নিতাইচাঁদ সিংহ, চন্দ্রকুমার সিংহ, প্রকৌশলী পদ্মাসেন সিনহা বারো পৌরির সভাপতি ডা. সুকুমার সিংহ বিমল। (২০০০ সালে)



বাংলাদেশের লেখক বারো সমাজকর্মীর লগে ড. কালীপ্রসাদ বারো কবি ব্রজেন্দ্র। বাঙেদেখত: পৌরির কর্মী রবি সিংহ, পৌরির সভাপতি ডা. সুকুমার সিংহ বিমল, গল্পকার সুরেন্দ্রকুমার সিংহ, খঙচেল সম্পাদক কৃষ্ণকুমার সিংহ, পাঙকাল মারুপ সভাপতি নিশিকান্ত সিংহ, ড. কালীপ্রসাদ সিংহ, শিক্ষক ফুলমোহন সিংহ, কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ, কবি রাধাকান্ত সিংহ, লেখক ড. রণজিত সিংহ, কবি সোনামণি সিংহ। (২০০০ সালে)



পৌরির গীতিস্বামী অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে দর্শকাসনে ড. কালীপ্রসাদ বারো মানসকন্যা দেবযানী। (২০০০ সালে)



পৌরীর গীতিস্বামী অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে মঞ্চগঞ্জে আসন গ্রহণ করেছেন ড. কালীপ্রসাদ (বাতেদেহত দ্বিতীয়)। বাঙেদেহত: লেখক মাহফুজুর রহমান, কবি, অধ্যাপক নূপেন্দ্রলাল দাশ, কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ, প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, পৌরী সভাপতি ডা. সুকুমার সিংহ বিমল, কালীপ্রসাদ সিংহ বারো প্রয়াত প্রকৌশলী পদ্মাসেন সিন্হা।



পৌরী আয়োজিত 'শহিদ সুদেষ্ণা স্মারক বক্তৃতা' অনুষ্ঠানের হাডিং শহিদ সুদেষ্ণার নিঃশিঙে দেবযানীরেল নিজর লেংকরা এলা আহান পরিবেশন করুয়ার ড. কালীপ্রসাদ সিংহ, তবলা বাজার গোপীনাথ সিংহ।



পৌরির গীতিস্বামী অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণ দেয় ড. কালীপ্রসাদ।



দিব্যশ্রমের বার্ষিক অনুষ্ঠানে দেবযানীর নাছাহান মুখ্য অর্থা চার ড. কালীপ্রসাদ।



মানসকন্যা দেবযানীর লোহঙে দান দেয় ড. কালীপ্রসাদ।



দেবযানীর লোহঙর মণ্ডলীগৎ ড. কালীপ্রসাদ।



শিলচরର স্কুল আগর বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিগ অয়া পুরস্কার বিতরণ করে ড. কালীপ্রসাদ ।



দিব্যশ্রমের গ্রন্থাগারগং ড. কালীপ্রসাদ



শিলচরৰ প্ৰখ্যাত গিটাবাদক দিলীপ সিংহৰ গিটাবাদ প্ৰদৰ্শন ইন্সটিটিউটত উদ্বোধন কৰে ড. কালীপ্ৰসাদ।



গৌহাটীৰ বিশ্বপ্ৰিয়া মণিপুৰী ৱাইটাৰ্স ফোৰামে দিলা সংবৰ্ধনাৰ জৰিয়তে বক্তব্য দি ড. কালীপ্ৰসাদ। (বাঁওদে)
 ত্ৰিপুৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ পত্ৰিকা উন্মোচনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দি ড. কালীপ্ৰসাদ। (বাঁওদে)



গৌহাটির কলাসঙ্গম কালচারাল সোসাইটিয়ে শিক্ষক দিবসে ড. কালীপ্রসাদকে সংবর্ধনা জানাই তারা, গিরকরে কয়ত্হান পিদাদের নৃত্যশিল্পী বিভুলকান্তি সিংহ গিরকে । (২০০৯ সালে)



দিব্যাশ্রমে ড. কালীপ্রসাদ গিরকর লগে পৌরির সম্পাদক সুশীলকুমার সিংহ ।



ড. কালীপ্রসাদ দৌ অনির পিসে দিব্যাশ্রমে বহাসি গিরকর আবক্ষ মূর্তিগ।



দিব্যাশ্রমে ড. কালীপ্রসাদ সিংহ গিরকর মূর্তিগর কাদাৎ বাংলাদেশ-ভারতর কতগ শিল্পী লেখক দিগিগিথানি।

